কান্তরাম-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী—১

নীল-দর্পণ

দীনবন্ধু মিত্র

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

ভূমিকা

দীনবন্ধু মিত্র-প্রণীত 'নীল দর্পণং নাটকং' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে দীনবন্ধুর নাম ছিল না। আখ্যাপত্র হইতে পুস্তক প্রকাশের স্থান, কাল, মুদ্রাকর ও মুদ্রাযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। উহা এইরূপ ছিল—

নীল দর্পণং / নাটকং / নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর / ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং। / ঢাকা / শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক / বাঙ্গলাযন্ত্রে মুদ্রিত। / শকাব্দা ১৭৮২। ২ আশ্বিন। /

এই পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৯০ + ৵০। বর্ত্তমান সংস্করণে আমরা প্রথম সংস্করণের পাঠই সর্ব্বত্র গ্রহণ করিয়াছি। পরবর্ত্তী সংস্করণের পুস্তক মিলাইয়া দেখিয়াছি, মুদ্রাকরপ্রমাদে সেগুলির বহু স্থল দুর্ব্বোধ্য।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকেরই "A Native"-কৃত অনুবাদ *Nil Durpun, or The Indigo Planting Mirror* প্রকাশিত হইলে স্থানীয় নীলকরদের মধ্যে সবিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সে চাঞ্চল্যের ঢেউ বাংলা-সরকার পর্য্যন্ত পৌঁছায় এবং অনেক গোলযোগের সূত্রপাত হয়। "ভূমিকা"য় দীনবন্ধু যে "সম্পাদকদ্বয়"-এর উল্লেখ করেন, তাঁহাদের অন্যতর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ওয়ালটার ব্রেট ফরিয়াদী সাজিয়া পুস্তকের মুদ্রাকর সি. এইচ. মানুয়েলের নামে মানহানির মকদ্দমা করেন। মানুয়েলের জরিমানা হয়। এই মকদ্দমাকালেই মানুয়েল রেভারেণ্ড লঙের নির্দ্দেশমত প্রকাশক হিসাবে তাঁহার নাম করিয়া দেন। ফলে লং সাহেবের নামেও মানহানির মামলা চলে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সার্ মর্ড্যাণ্ট ওয়েল্‌সের আদালতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই এই

মামলা আরম্ভ হয়। ২৪ জুলাই তারিখে লঙের বিরুদ্ধে বিচারপতি রায় দেন; তাঁহার এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। মহামতি কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং বিচারালয়ে উপস্থিত থাকিয়া জরিমানার হাজার টাকা আদালতে প্রদান করেন। ইহার কিছু কাল পরেই লং সাহেব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই হাঙ্গামা আরও অনেক দূর গড়াইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ হইয়াছিল। দীনবন্ধুর জীবিতকালে বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন প্রকাশক কর্ত্তৃক উহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

দীনবন্ধু কর্ত্তৃক 'নীল-দর্পণ' রচনার কারণ আজ সর্ব্বজন-বিদিত। "কস্যচিৎ পথিকস্য" "ভূমিকা"তে দীনবন্ধু স্বয়ং প্রধান কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে নীলকরদের ইতিহাস গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সবিশেষ জানিতে হইলে সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলি পাঠ করিতে হইবে। এতদ্‌ব্যতীত, *Papers relating to the Cultivation of Indigo in the Presidency of Bengal; Report of the Indigo Commission;* কোলস্‌ওয়ার্দী গ্রাণ্টের *Rural Life in Bengal*; কুমুদবিহারী বসুর *Indigo Planters, and all about them*; ললিতচন্দ্র মিত্রের *History of Indigo Disturbance in Bengal; Selections from the Papers on Indigo Cultivation* (By A Ryot) প্রভৃতি পুস্তক পড়িতে হইবে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার *The Dawn And Dawn Society's Magazine*-এর জুলাই সংখ্যায় "Fifty Years Ago" নাম দিয়া এই ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা এইগুলি হইতেই সংক্ষেপে সামান্য বিবরণ দিতেছি।

রঞ্জনদ্রব্য হিসাবে নীলের প্রয়োগ খুব ব্যাপক, ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধুনা ইহা রাসায়নিক গবেষণাগারে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে নীলনামীয় একরূপ গাছ হইতে এই রঙ সংগৃহীত হইত। ভারতবর্ষে নীলের চাষ বহু পুরাতন, ইণ্ডিগো নামেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) গোড়া হইতেই নীলের কারবার করিতেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানি সাধারণ-ভাবে সকলকেই নীল চাষের অধিকার দান করেন। বাংলা দেশ ও বিহারের কোনও কোনও অঞ্চল এই নীল গাছের চাষের অত্যন্ত উপযোগী ছিল। এই ব্যবসায় এতই লাভজনক ছিল যে, কোম্পানি অনুমতি দেওয়া মাত্রই শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌-সম্প্রদায় বাংলা দেশে এবং বিহারে এই ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথমে দেশীয় জমিদারদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহাদের জমিতে তাঁহাদের প্রজাদের দ্বারাই এই চাষ চলিত। সাহেবরা সর্ব্বত্র নীলকুঠি স্থাপন করিয়া উক্ত জমিদার ও জোতদারগণের নিকট হইতে নীলের ফসল খরিদ করিয়া, এই সকল স্থানে রঞ্জনদ্রব্য নিষ্কাষণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে অধিকতর লোভে এবং বিপুল সম্পত্তির বলে এই সাহেবরা নিজেরাই জমিদারি খরিদ করিয়া নীলের চাষ করিতে থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ও অন্য জমিদারের প্রজাদের দাদন দিয়াও চাষ করিতে বাধ্য করেন। শেষ পর্য্যন্ত ইঁহাদের লোভ এতই বাড়িয়া যায় যে, অর্থ ও সামর্থ্যের বলে ইঁহারা ইচ্ছামত প্রজাদের উৎকৃষ্ট জমিতে মার্কা দিয়া ("দাগ মারিয়া") তাহাতেই নীলের চাষ করাইতেন, চাষীরা একান্ত প্রয়োজনীয় আহার্য্য শস্য উৎপাদনের অধিকার, সময় ও সুযোগ পাইত না। দুই এক জন প্রজা ইহার প্রতিবাদ

করিতে আরম্ভ করিলে কুঠিয়াল সাহেবরা অর্থবশীকৃত "বুনো" ও লাঠিয়ালদের দ্বারা শক্তিপ্রয়োগে প্রজাদিগকে পীড়ন করিতেন। এই ভাবে নীলকরদের অত্যাচার আরম্ভ হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত হইতেই তাহা দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। স্ব স্ব ন্যায্য অধিকার দাবি করিতে গিয়া বহু প্রজা ভিটেমাটি সহ উচ্ছন্ন এবং তাহাদের সমর্থক বহু বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামবাসী অকারণে কুঠিতে কয়েদ হইয়া বিপন্ন হয়। শক্তিমদমত্ততাজনিত এই অত্যাচারে নিতান্ত নিরীহ প্রজাদেরও ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। স্থানীয় ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষ এবং অন্যান্য কারণে কুঠিয়ালদেরই পক্ষ অবলম্বন করাতে ন্যায়বিচার হয় নাই। ফলে নীলকরদের পীড়ন অবাধে চলিতে থাকে। 'নীল-দর্পণ' এই পীড়নেরই নিখুঁত চিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত দীনবন্ধু-জীবনীতে "নীল-দর্পণ" প্রসঙ্গ যাহা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীলবিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে "নীল-দর্পণ" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাদিগকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।
>
> দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন, যে, তিনি যে নীল-দর্পণের প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাহারা নীলকরের সুহৃদ্। বিশেষ, পোষ্ট আপিসের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক

সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে ; এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীল-দর্পণ-প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নীল-দর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীল-দর্পণ-প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।

দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল-দর্পণ এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল-দর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হন, দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল, যে, যাহার দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন।...

নীল-দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে যায়। লং সাহেব তৎপ্রচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাবদ্ধ হয়েন। সীটনকার সাহেব তৎপ্রচার-জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীল-দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন ; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি, শেষে তাঁহার জীবন-নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে

বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কারাবদ্ধ কি কর্ম্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক দিন রাত্রে নীল-দর্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ী মাঝি সকলেই সন্তরণ আরম্ভ করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু নীল-দর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজন সন্তরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিবায় সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।" বাস্তব নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ্র নীল-দর্পণ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময় মেঘনায় ভাঁটা বহিতেছিল, সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্ন তরি ভাসিয়া যাইবে, তখন জীবনরক্ষার উপায় কি হইবে, এই ভাবনা দাঁড়ী, মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাবিতেছিলেন। তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার, চারি দিকে বেগবতীর বিষম স্রোতধ্বনি, ক্বচিৎ মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার। জীবনরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতেছিলেন, এমত সময়ে দূরে দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিবায় দূরবর্ত্তী নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং সত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারীদিগের উদ্ধার করিল।

দীনবন্ধুর জীবনী ও সাহিত্য-কীর্ত্তির পরিচয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'দীনবন্ধু মিত্র' গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। কিন্তু মানুষ দীনবন্ধু ও কবি দীনবন্ধুকে সঠিক বুঝিতে হইলে বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী

ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা" এবং "দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব" নিবন্ধ দুইটি পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। প্রথমটি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা-স্বরূপ এবং দ্বিতীয়টি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর বাল্যরচনা-সম্বলিত গ্রন্থাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য লিখিত হয়। এই উভয় নিবন্ধই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর "বিবিধ" খণ্ডের ৭৩-৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত নিবন্ধ হইতে 'নীল-দর্পণ' সম্পর্কিত অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি—

> দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তাৎকালিক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীল-দর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. "টম্ কাকার কুটীর" আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীল-দর্পণ, নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীল-দর্পণে, গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীল-দর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীল-দর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন।

> প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি! তাহা ছাড়িয়া, সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীল-দর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

'নীল-দর্পণ' নাটক কোনও সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া রচিত কি না, এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উঠিতে পারে। এ বিষয়ে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। তবে দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকার ৭ নবেম্বর (১৮৭৩) সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিত হয়, তাহাতে এই নাটকের বাস্তব-ভিত্তির কিছু উল্লেখ আছে। তাহা এইরূপ—

> …করুণ রস সম্বন্ধেও তিনি উত্তমরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলি পাঠ করিবার সময় আমাদিগকে অনেক বার অশ্রুপাত করিতে হইয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার কি প্রকার ক্ষমতা ছিল, নীল-দর্পণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।
>
> নীলকর-পীড়িত নিরাশ্রয় প্রজাদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। নদিয়া ও যশোহর জিলার অনেক স্থান ভ্রমণ করাতে নীলোপদ্রব সম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব ঘটনা জানিতে পারেন ও তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হওয়াতেই তিনি নীল-দর্পণ রচনা আরম্ভ করেন। নদিয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দ্দশা নীল-দর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।…

দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণে'র প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছিল। বাংলা দেশে দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায় নীলকরদের নিদারুণ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া যে আর্ত্তনাদ তুলিয়াছিল, তাহাতে শিক্ষিত সমাজ পর্য্যন্ত যেন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। 'নীল-দর্পণে'ই তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রথম প্রতিবাদের ভাষা

খুঁজিয়া পাইলেন। এই সামান্য নাটকখানিকে কেন্দ্র করিয়াই রেভারেণ্ড লং, সীটন-কার প্রভৃতি পাশ্চাত্য সহৃদয় ব্যক্তিরা অপদস্থ হইলেন। বঙ্গদেশের ছোট লাট সার্ জে. পি. গ্রাণ্ট সাহেবকেও অপদস্থ হইতে হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত নীলহাঙ্গামার কথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়াতে কর্ত্তৃপক্ষ বিহিত ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন। সে কালে রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গানে দেশের লোকের তৎকালীন মনোভাবের পরিচয় আছে। গানগুলি লোকের মুখে মুখে দেশের সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 'নীল-দর্পণে'র পরবর্ত্তী সংস্করণে এই গানগুলির কয়েকটি এই ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল।—

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তিওট

হে নিরদয় নীলকরগণ।
আর সহে না প্রাণে এ নীল দহন॥
কৃষকের ধনে প্রাণে, দহিলে নীল আগুনে,
গুণরাশি কি কুদিনে, কল্লে হেথা পদার্পণ।
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে,
লুঠেছ সকল তো হে কি আর আছে এখন॥
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
বৃটন স্বভাবে শেষে, কালি দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধিজল, পোড়াতে স্বর্ণভবন।

(বিদ্যাভূষী-কৃত)

কবির সুর

নীল বানরে সোণার বাংলা কল্লে এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

রাম সীতার কারণে, সুগ্রীবে মিতালী করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের * * দুটো এডিটার।
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গ্যালো, জজ সাহেব এক অবতার।
যত * * * * রাজত্ব হলো সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার ॥

(ঐ)

রাগ সুরট মল্লার—তাল আড়াঠেকা

নীল দর্পণে লং সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেছে ॥১
কারো * * কার তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বার বার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে ॥২
ঈডন্, গ্রাণ্ট মহামতি, ন্যায়বান্ উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ॥৩
ইণ্ডিগো রিপোর্ট প'ড়ে কে না অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা ন'ড়ে চ'ড়ে পোড়ার মুখ দেখাতেছে ॥৪
বল্‌তে দুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অবিচার ক'রে,
নির্দ্দোষী লংকে ধরে, একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে ॥৫
ওয়েলস, পিকক, জাকসনে, বসিয়া বিচারাসনে,
* * * * * * * * হাজার টাকা ফাইন করেছে ॥৬
নিদারুণ সেন্‌টেন্‌স শুনে, সিংহ বাবু দয়া গুণে,
হাজার টাকা দিলেন গুণে, ওয়াল্‌টার ব্রেট তাই তাক হয়েছে ॥৭
ইংলণ্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,
আইনে যে সুনিপুণ, এবার তা বেরিয়ে পড়েছে ॥৮
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এ বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা, রেস্ হেট্রেড খুব চেগেছে ॥৯
বেঞ্চে বাতুলের মত লম্ফ ঝম্প করে কত,
আবার বলে আমার মত, কেবা জজ হেথা এসেছে ॥১০
কিন্তু পীল, সিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি, হায় কি বিচার ক'রে গেছে ॥১১

মহারাণী তোমা প্রতি এই ক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েল্‌স পাপে দেও মুকতি, ধিরাজ এই বলিতেছে ॥১২

(ধীরাজ-কৃত)

'নীল-দর্পণ' সাহিত্য-শিল্প হিসাবে খুব উচ্চশ্রেণীর সৃষ্টি কি না, ইহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও অভিনীত নাটক হিসাবে 'নীল-দর্পণে'র স্থান বাংলা দেশে অদ্বিতীয়। এই নাটকের অভিনয় লইয়াই বাংলা দেশে সাধারণ অর্থাৎ বৈতনিক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের শেষ ভাগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে মধুসূদন যে নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা আরম্ভ করেন, মধুসূদনের হাতে নানা কারণে তাহা সবিশেষ সফলতা লাভ করে নাই; দীনবন্ধুই এই পদ্ধতিতে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়া বঙ্গদেশের রঙ্গমঞ্চকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দান করেন। মধুসূদনের নাটক ও প্রহসন তাঁহার আদর্শ ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু দীনবন্ধুর নাটকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এমনই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাংলা দেশের অবৈতনিক রঙ্গমঞ্চ সেগুলির সাহায্যেই ধীরে ধীরে বৈতনিক বা সাধারণ হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী'র নাম এই প্রসঙ্গে চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু 'নীল-দর্পণে'র গৌরব আরও বেশী—এই নাটকের অভিনয় লইয়াই বাংলা দেশে রঙ্গমঞ্চের নূতন পর্ব্বের সূচনা হয়।* 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গপত্রে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এই ভাবে স্বীকার করিয়াছেন—

* এই অভিনয়-প্রসঙ্গে বিস্তৃততর সংবাদ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' (তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯২-১০৪) পাওয়া যাইবে।

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র
মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।...যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সে জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।

নীল-দর্পণ

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

ভূমিকা

নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ২ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা। হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিড্নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছ তাহা পরিহার কর, তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ, কেবল ধনলাভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে তোমাদের মধ্যে কেহ২ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন এ কথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনুবধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ তার্পিন্ তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে বলিতে হইবে। দৈনিক

সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজস্‌কে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদক-যুগল সহস্র মুদ্রালাভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ," প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসীদ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজা-জননী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভরনর্ জেনরল্ হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্র্যাণ্ট মহামতি লেফ্‌টেনেণ্ট গভরনর্ হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্য-পরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, ইডেন, হার্সেল্ প্রভৃতি রাজকার্য্য-পরিচালকগণ শতদলস্বরূপে সিবিল্ সর্‌ভিসসরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

গোলোকচন্দ্র বসু

নবীনমাধব বিন্দুমাধব	গোলোকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়
সাধুচরণ	প্রতিবাসী রাইয়ত
রাইচরণ	সাধুর ভ্রাতা
গোপীনাথ দাস	দেওয়ান
আই, আই, উড পি, পি, রোগ	নীলকর

আমিন

খালাসী

তাইদ্‌গীর

মাজিষ্ট্রেট, আমলা, মোক্তার, ডেপুটি ইনেস্পেক্টর, পণ্ডিত, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, চারি জন শিশু, লাটিয়াল, রাখাল।

কামিনীগণ

সাবিত্রী	গোলোকের স্ত্রী
সৈরিন্ধ্রী	নবীনের স্ত্রী
সরলতা	বিন্দুমাধবের স্ত্রী
রেবতী	সাধুচরণের স্ত্রী
ক্ষেত্রমণি	সাধুর কন্যা
আদুরী	গোলোক বসুর বাড়ীর দাসী
পদী	ময়রাণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক

গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন

সাধু। আমি তখান বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমা জমি করো গিয়াছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি স্বীকার করিতে হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথি-সেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০।৭০ টাকা বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়াছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গাঁখান ছারক্ষার করো তুলেছে। দক্ষিণপাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু বেলায় ৬০ খান পাত পড়তো, ১০ খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও

৪০।৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, আহা। যখন আসধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল; উহাদের খালাস কর্য্যে আস্তে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আস্তে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ও গাঁয় আর বসত্ করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গল রেখেছে, তা প্রায়ই নীলের জমিতে যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে। কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গত বারে আপনার ধান গিয়েছে, এই বারে মান যাবে।

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাস দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল কর্বে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো। আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড়বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়াছে।

সাধু। বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সে দিনে সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে

বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।” তাহাতে বড়বাবু কহিলেন, “আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার।”

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান হইলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাক্‌তো। তাই যদি নীলের দামগুণো চুক্‌য়ে দেয় তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

নবীনমাধবের প্রবেশ

কি বাবা, কি করো্যে এলে ?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করো্যে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয় ? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হল্যে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমারদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, “তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।”

সাধু। যারা পেটভাতায় চাক্‌রি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি, তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই গত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। মাঠাকুরুণ যে বক্‌তি লেগেচে, কত বেলা হলো আপ্‌নারা নাবা খাবা কর্‌বেন না? ভাত শুকয়ে যে চাল হইয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয়, এর একটা বিলি ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে। আমি আসি, কর্ত্তা মহাশয় অবধান, বড়বাবু নমস্কার করি গো।

সাধুচরণের প্রস্থান

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও বাবা, স্নান কর গে।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের বাড়ী

লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক্ করে মোর দিকি আস্‌চিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোন মতেই শোন্‌লে না। জোর করিই দাগ মার্‌লে। সাঁপোলতলার ৫ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি। কাঁদাকাটি কর্য্যে ছ্যাক্‌বো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাযিই ত্যাশ্ ছাড়ে যাব।

ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

দাদা বাড়ী এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েছে, আলেন, আর দেরি নেই। কাকিমারে দেখ্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্ দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল। সুমুন্দিরি অ্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতেই শোন্‌লে না।

সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

সাধু। রাইচরণ, এত সকালে যে বাড়ী এলি?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমি তো না, য্যান সোণার চাঁপা। এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি, ছ্যালেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না

খাতি পেয়ে মারা যাবে, ও মা! রাত পোয়ালি যে দু কাটা চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল, গোডার নীলি কল্লে কি? অ্যাঁ! অ্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেনা আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারকিতী বা কখন করবো। তুই কাঁদিস্ নে, কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাঁটা মেরে বসন্ত বাবুর জমিদারিতে পাল্‌য়ে যাব।

ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ

জল খা, জল খা, ভয় কি, জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে। তা তুই আমিনকে কি বল্যে এলি।

রাই। মুই বল্‌বো কি, জমিতি দাগ মার্‌তি নাগ্‌লো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়্‌য়ে দিতি নাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শোন্‌লে না। বলে, যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা, মুই ফোজদুরি করবো বল্যে সেঁস্‌য়ে এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ ছ্যাখ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে কর্যে এনেচে, কুটি ধর্যে নিয়ে যাবে।

আমিন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ

আমিন। বাঁদ্, রেয়ে শালাকে বাঁদ্।

পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন

রেবতী। ও মা ই কি, হ্যাঁগা বাঁদো ক্যান। কি সর্ব্বনাশ,

কি সর্ব্বনাশ। (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়ুয়ে হ্যাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ করে্য দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়। একে কি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, যে ঘার ভয়ে পাল্‌য়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়্‌লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফকির হলো দেশেও মন্বন্তর হলো।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাবো—তবে মালটা ভাল, দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা।

ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল।

যাইতে অগ্রসর হইল

রেবতী। ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও আমিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট। ওঁ মা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দু বার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্মেই কাতর, এখনো চকি জল পড়্‌চে,

মুখ শুইকে গেছে—কি কর্‌বো, কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম (ক্রন্দন)।

আমিন। আরে মাগি তোর নাকি স্থুর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় ওমনি নিয়ে যাই।

রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটি, বড় বাঙ্গলার বারেন্দা

আই, আই, উড সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ

গোপী। হুজুর, আমি কি কস্থর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যূষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। স্বরপুর, শামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম্‌ দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন কর্‌য়ে শাসন করিতে পারে।

টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শক্রর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখি নি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি, জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত হাম্ কুছ্ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্ষিছাড়া আমারে কিছু বলি নি—তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্‌কা হায় নেই বাবা—তোম্‌কো জুতি মার্‌কে নেকাল ডেকে হাম্ এক আদ্‌মি ক্যাওটকো এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কায করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুক্‌য়ে চায়—ওস্‌কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কা হিসাব দোরস্ত কর্‌কে রাখ—বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লাবাজ্, হাম্ দেখেগা শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটীর প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি

বারণ করিয়াছিলাম, নবীনবাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কর না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই, তাতে বেটা উত্তর দিল "গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীল-করের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলা কি নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্‌ছে কাম হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাই নে, আমি কায চাই।

সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম
করিতে২ প্রবেশ

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না, এবং করিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আদ্দ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট

আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাযেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাযেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমিই মর্‌বো, হুজুরের কি!

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমারদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ করো রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাসার মুখে ভাল শুনায় না, গায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপশালী"—

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।—ধর্ম্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! (প্রকাশে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাক্‌বে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা। (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন্‌ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌লি নে! (কান মলন)

রাই। (হাঁপাইতে২) মলাম, মাগো। মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চৎকো। (শ্যামচাঁদাঘাত)

নবীনমাধবের প্রবেশ

রাই। বড়বাবু, মলাম গো। জল খাবো গো। মেরে ফ্যাল্লে গো।

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ

করিয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুন্‌বে কে ? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে ?—সাধু ঘোষ, তোর মত কি তা বল ? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি ? আপনি নিজে গিয়া ভাল২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল কর্য়ে দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান (শ্যামচাঁদ প্রহার)।

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার বাড়ীতে খাইতে অনেকগুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে, সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপরাও, শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমরনগরের মাজিষ্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ

কর্‌বি, আর কুটির লোক ধরো মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিষ্ট্রেট তোমার মৃত্যু হইয়াছে। র‌্যাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ!

গোপী। নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কায কি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক।

নবীনমাধবের প্রস্থান

উড। গোলামকি গোলাম। দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও।

উডের প্রস্থান

গোপী। চল সাধু, দপ্তরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে।

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান

সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ি বিনাইতে নিযুক্ত

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ি একগাছিও হয় নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বয়ের নাম করো্যে যা করি তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট্‌ করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাক্‌বে। যেমন একঢাল চুল তেমনি দড়ি হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্যবদন। লোকে বলে যা-কে যায় দেখ্‌তে পারে না, আমি তো তার কিছুই দেখি নে। ছোট বয়ের মুখ দেখ্‌লে আমার তো বুক জুড়য়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

সিকাহস্ত সরলতার প্রবেশ

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুন্‌তে পেরেছি কিনা।—হয় নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ এইবার দিব্বি হয়েছে। ও বোন্‌, এই খানটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুন্‌ছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুর্‌য়ে গেছে তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন্ সকলি তাড়াতাড়ি, বলে

বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি॥

সর। বাহবা—আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেলহাটে মহাশয়কে আন্‌তে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখিবেন সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বল্‌বো।

সর। দিদি এ মাসের আর কদিন আছে গা—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ হলে বাড়ী আস্‌বের কথা আছে—তাই তুমি দিন গুণচো—আর বোন্, মনের কথা বেরয়ে পড়েছে।

সর। মাইরি দিদি আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র, কি মধুমাখা কথা। ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিটিগুলিন পড়েন যেন অমৃত বর্ষণ হইতে থাকে। দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখি নি। দাদারি বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখান পাঁচহাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো তেমনি ছোট বউ—(সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা—আমি কি তামাকপোড়ার কটোটা আনি নি, যেমন একদণ্ড তামাকপোড়া নইলে বাঁচি নে তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসিছি।

আদুরীর প্রবেশ

ও আদর, তামাকপোড়ার কটোটা আন না দিদি।

আদুরী। মুই অ্যাকন কনে খুঁজে মর্‌বো?

সৈরি। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে খামাত্তে মোইখান আনি, তা নলি চালে ওটবো ক্যামন করো্য।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ও তো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে? তুই রক কারে বলে জানিস নে, তুই ডান বুঝিস নে?

আদুরী। মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান। মোগার কপালের দোষ, গোরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়লো, তবেই সে ডান হয়ে ওটলো। মাঠাকুরুণিরি বলবো দিনি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া) ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্‌বো।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান

আদুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা—নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো?

আদুরী। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস নে। মিন্‌সের মুখখান মনে পড়লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে কাঁদে ওটে। মোরে বড্‌ডি ভাল বাস্‌তো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো।

পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি।
মনের মত হলি পরে বাউ পরাতি পারি॥

দেখদিনি খাটে কি না, মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো, "ও পরাণ ঘুমুলে।"

সর। তুই ভাতারের নাম ধর্য়ে ডাকতিস।

আহুরী। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি বল্যে ডাকতিস?

আহুরী। মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওয়ো শোন্‌চো—

সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ

সৈরি। আবার পাগলীকে কে খ্যাপালে?

আহুরী। মোর মিন্‌সের কথা সুহুচ্চেন তাই মুই বল্‌তি লেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বয়ের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাক্‌তে আহুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে২ শোনা হচ্চে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

আয় ঘোষদিদি আয়, তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি তা তোর আর বার হয় না। ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক দিন আমারে পাগল করেছে, বলে —দিদি, ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে তা আমারদের বাড়ী এল না?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্‌নি কের্‌পা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকি মাদ্দের পর্‌ণাম কর।

ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকা চুলে সিন্দুর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুরবাড়ী যাও।

আহুরী। মোর কাছে ছোট হালদার্ণির মুখি খোই ফুট্তি থাকে—মেয়েডা গড় কল্লে, তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই যেটের বাছা—আহুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আন্ গে।

আহুরীর প্রস্থান

পোড়াকপালি কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না,—ক মাস হলো ?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পর্কাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়্বে।

সর। আজো পেট বেরোয় নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পুরি নি ও এখনি পেট ডাগর হইয়াছে কি না তাই দেখ্চে।

সর। ক্ষেত্র তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন ?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাকুরুণিরি বল্লে ঝাপটা কাটা কস্বিদের আর বড়-নোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মর্য়ে গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি কাপড়গুনো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

আহুরীর পুনঃ প্রবেশ

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আহুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়ীই আসুক, হা, হা, হা, হা।

সরলতার জিব কেটে প্রস্থান

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা—ঠাকুরুণ কই লো—

সাবিত্রীর প্রবেশ

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবউ এইচিস্, তোর মেয়ে এনিচিস্ বেশ করিচিস্—বিপিন আবদার নিচ্‌লো তাকে শান্ত কর্যে বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পর্‌ণাম করি। ক্ষেত্র তোর দিদিমারে পর্‌ণাম কর।

ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশি) বড় বউ মা ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আদুরী") মা যাও গো জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী তোরে ডাক্‌চে।

আদুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ—ঘোষদিদি আর এক দিন আসিস।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আর তো এখানে কেউ নেই—মুই তো বড় আপদে পড়িছি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম রাম রাম, ও নচ্ছার বেটীকেও কেউ বাড়ী আস্‌তে দেয়—বেটীর আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্‌বো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মর্‌দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি আর হাট বল্লিই বা কি—গস্তানি বিটী বলে কি—মা মোর গাড়া কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটী বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেচে।

আদুরী। থু, থু, থু!—গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!—সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু! প্যাঁজির গোন্দো!—মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারি নে—থু, থু, গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটী বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম ক্করো দেবে—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি ব্যাচ্‌বার জিনিস, না এর দাম আছে। কি বল্‌বো, বিটী সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক্ হয়েছে, কাল থেকে ঝম্‌কে২ ওট্‌চে।

আদুরী। মা গো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়্‌লি মুই তো কখনুই যাতি পারবো না, থু, থু, থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেটুয়ে দিস্ তবে নেটেলা দিয়ে ধর্য়ে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়েনোক ধরে মরদ্দের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাই নি বল্যে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধর্য়ে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে অ্যাকিই নীলির ঘায় পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বসবে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই—কি সর্ব্বনাশ। নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটী আর এক কথা বল্যে গ্যাল, তা বুঝি বড়বাবু শুনিন্ নি—কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে না কি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক্ সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতি পারে। তা কর্ত্তা মশাইরি না কি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বল্যে গ্যাল, তা কি আমি বুঝ্‌তি পারি, না কি এ ম্যাদের পিল্ হয় না—

আদুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেব্‌য়েচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি মাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম না কি বড্ডো শোনে—

আদুরী। বিবিরি আমি দেখিছি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গা পাক্‌ড়ি, তেরোনাল ফির্‌তি থাকে, মা গো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে!—কেশের কাকি ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেঁসে কথা কয়েলো, তাই নোকে কত নজ্জা দেলে, এ তো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগী কোন্ দিন মজাবি দেক্‌চি। তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলুবাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জ্বলবে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না।

সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ

আদুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল মা, আমার সোনার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী। (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যাঁগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই—তুমি কি এক জায়গায় ১ দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পার না—এমন

পাগ্‌লির পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল—কাপড়ডায় ফালা দিলে কেমন করে, তবে বোধ করি গায়েও ছড় গিয়াছে—আহা! মার আমার রক্তকমলের মত রং, একটু ছড় লেগেছে যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন কর্য়ে যাওয়া আসা করো না।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। আয় ছোটবউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, তুই যায়ে এই বেলা বেলা থাক্‌তে২ গা ধুয়ে এস।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির গুদামঘর

তোরাপ ও আর চারি জন রাইয়ত উপবিষ্ট

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পার্‌বো না—ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হাল গোরু বেঁচ্‌য়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব ? মুই তো কখনুই পার্‌বো না—জান্‌ কবুল।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁক্‌ থাক্‌বে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাই নি—তা করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না—উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়্‌য়ে উটেলো—ছ্যাদিনি অ্যাকন তবাদি অক্ত ঝোজানি দিয়ে পড়্‌চে—গোডার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস্‌ নে ?

তোরাপ। (দন্ত কিড়্‌মিড়্‌ করিয়া) তুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট করো, নৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বল্‌বো, সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এম্‌নি থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড্‌ করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি—জোন খাটে খাই। মুই কত্তা

মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, বল্লি তো খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে পোর্‌লে ক্যান—তানার সেমন্‌তোনের দিন ঘুন্‌য়ে এস্‌তেচে, ভেবেলাম এই হিরিকি খাটে কিছু পুঁজি করবো, কর‍্যে সেমন্‌তোনের সমে পাঁচ কুটুম্বুর খবর নেব, তা গুদোমে ৫ দিন পচ্‌তি লেগিচি, আবার ঠ্যাল্‌বে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই অ্যাকবার গিয়েলাম—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সক্‌লি ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে অ্যাকবার ফোজহুরিতি ঠেলেলো। মুই সেরেব কেচ্‌রির ভেতর অনেক তাম্‌সা দেখেলাম। ওয়াঃ! হ্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্‌ সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, তুই সুমুন্দি মোক্তার ওমনি র, র, কর‍্যে অ্যাসেছে, হেড়া হেড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ুই বেদ্‌লো।

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কি? ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব সমিন্দি যদি ঐ সমিন্দির মত হতো, তা হলি সমিন্দিগার এত বদনাম নট্‌তো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাঁচি নে গা—

ভাল২ করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে॥

এবুরে ও সুমিন্দির ইকৃস্‌ল করা বেইরে গেছে, সুমিন্দির গুদোম্‌তে সাতটা রেয়েত্‌ বেইরেছে। অ্যাকটা নিচু ছেলে। সুমিন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভরেলো—সুমিন্দি যে ঘোঁটা মাত্তি লেগেছে, বাবা!

তোরাপ। সমিন্দিরে ভাল মানুষ পালি খ্যাতি আসে, মাচেরটক্‌ সাহেবড়ারে গাংপার করবার কোমেট্‌ কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক্ না—ও জেলার মাচেরটকের দোষ পালে কি তাও তো বুঝ্‌তি পারচি নে।

তোরাপ। কুটি খাতি যাই নি। হাকিমডেরে গাঁতবার জন্যি খানা পেক্‌য়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেল্‌য়ে রলো, খাতি গেল না—ওডা বড়নোকের ছাবাল, নীল মামদোর বাড়ী যাবে ক্যান। মুই ওর অন্‌তেরা পেইচি, এ সমিন্দিরে বেলাতের ছোটনোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল সাহেব কুটি২ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়্‌য়েলো ক্যামন করে? দেখিস্ নি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বর সেজ্‌য়ে মোদের কুটিতি এনেলো?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে। তিনি নাম কিন্‌তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচ্‌য়ে নাকে, মোরা প্যাটের ভাত কর্যে খাতি পারবো, আর সমিন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপ্‌তি পার্‌বে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মামদো ভুতি পালি না কি ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নির ভাইরি আনেচে ক্যান? মান্নির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না—সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁছাড়া হতি নেগলো, তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

ব্যারালচোকো হাঁদা হেম্‌দো!
নীলকুটির নীল মেম্‌দো॥

বচোরদ্দি নানা কবি নচ্‌তি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচচে শুনিস্ নি।

"জাত মাল্লে পাদরি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥"

তোরাপ। এওল নচন নচেচে ; "জাত মাল্লে" কি ?

"জাত মাল্লে পাদ্রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥"

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জান্তি পাল্লাম না—মুই হলাম ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা, বস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্লাম ? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো তাইতি বস মশার কাছে মিচ্রি নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম। আহা কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব রূপী দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো চুক্য়েচে ?

চতুর্থ। গ্যাল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচ্ড়া কল্লে—এবারে ১৫ বিঘের দাদন গতিয়েছে, ঝা বল্‌চে তাই কচ্চি তবু তো ব্যাভ্রম কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যো হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডে রেখেলাম, সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেঁড়ুয়ে থেকে জমিডেয় মার্গ মারালে। চাসার কি আর বাচন আছে ?

তোরাপ। এডা কেবল আমিন সমিন্দির হিরভিতি। সাহেব কি সব জমির খবর নাকে। ঐ সমিন্দি সব ঢুঁড়ে বার করে দেয়। সমিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে ছ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওর তো আর মহাজন কত্তি হয় না,

সুমিন্দি তবে ওমন করে মরে ক্যান—নীল করবি তা কর, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গল বেন্‌য়ে নে, নিজি না চস্‌তি পারিস মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান চসে ফ্যাল না, মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি তু সনে নীল যে ছেপ্‌য়ে উট্‌তি পারে, সমিন্দি তা কর্‌বে না, মান্নির ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোস্‌চেন, তাই চোস্‌চেন—(নেপথ্যে হো, হো ; হো, মা, মা) গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আম নাম কর, এভার মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে—

(নেপথ্যে—হা নীল! তুমি আমারদিগের সর্ব্বনাশের জন্যেই এদেশে এসেছিলে—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কান্‌সারনের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্ কুটিতে আছি তাও তো জানিতে পারিলাম না, জানিবই বা কেমন করে, রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, উঃ মা গো তুমি কোথায়)

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর!—

তোরাপ। চুপ, চুপ।

(নেপথ্যে। আহা! ৫ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখি নে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা কহিবার শক্তি নাই, মা গো! তোমার চরণ দেড় মাস দেখি নি।)

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুন্‌লি তো মর্যে ভূত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়াতি পারি নি।

প্রথম। তুই মিন্‌সে এমন হেব্‌লো—

তোরাপ। ভাল মান্‌সির ছাবাল—মুই কথায় জান্‌তি পেরিছি—পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস, মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুছ করি ওর বাড়ী কনে—

প্রথম। তুই যে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে ছ্যাক্—(বসিয়া) ওট—(কান্ধে উঠন) ছ্যাল ধরিস্, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা—(গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, গুপে সুমিন্দি আস্‌চে। (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন)

গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে করিয়া রোগ সাহেবের প্রবেশ

তৃতীয়। দেওয়ানজি মশাই, এই ঘরডার মধ্যি ভূত আছে। এত বেল কান্‌তি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস্ তবে তুই ওমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়াছে, এ কুটিতে আর রাখা নয়। ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে, কোন্ বজ্জাত নষ্ট ? (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমক্‌হারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদ্‌না, অ্যাকন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা কর্‌বো। (প্রকাশে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা। রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে। (রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা)

তোরাপ। আল্লা! মা গো গ্যালাম, পরাণে চাচা, এট্টু জল দে, মুই পানি তিসেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতার গুঁতা)

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা মুই তাই কর্‌বো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারামজাদ্‌কি ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হায় কাহে? (পায়ের গুঁতা)

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে, মোরে খুন করো্য ফ্যালালে, মা রে, বউ রে, মা রে, মেলে রে, মেলে রে (ভূমিতে চিত হইয়া পতন)।

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা হ্যায়।

রোগের প্রস্থান

গোপী। কেমন তোরাপ প্যাঁজ পয়জার দুই তো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম।

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে জলও খাওয়ায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়নঘর

লিপিহস্তে সরলতা উপবিষ্ট

সর। সরলা ললনা জীবন এল না।
কমল হৃদয় দ্বিরদ দলনা॥

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নবসলিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়ে ছিলাম। দিন গণনা করিতেছিলাম যে দিদি বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়েছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্মূল হইল, এক্ষণে যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই, মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামিরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি, তুমি আমার হৃদয়-বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি (লিপি চুম্বন) তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি (বক্ষে ধারণ) আহা!

প্রাণনাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়, আর একবার পড়ি (পঠন)

প্রাণের সরলা।

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করিয়াছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ, কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি, যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে২ পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদবিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপিয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণ বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব—বিধুমুখি, লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন তবে তোমার লিপিসুধা পান করে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইত ইতি।

তোমারি বিন্দুমাধব।

আমারি—তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে?—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন।

এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়। যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে আমি এখন সেইরূপ হইলাম। আর আমার সে হাস্যবদন নাই। হাঁসি সুখের রমণী, সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। এ অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতেও পায় না কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে (চক্ষু মুছিয়ে) তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারি নে—

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। তুমি কন্তি লেগেচো কি? বড় হালদাণ যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না, কল্লে কি, ঝার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি—

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেক্‌চি অ্যাকন হাত দেউ নি। চুলগল্লাডা কাদা হতি লেগেচে, চিঠিখান অ্যাকন ছাড় নি—ছোট হালদার ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দেয়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি লেগেছে, তোমার চিটিতি ন্যাকি নি—কত্তামশাই যে কান্‌তি নেগলো।

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ, সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবে না। (প্রকাশে) চল রান্নাঘরে গিয়ে তেল মাখি।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর, তেমাথা পথ

পদী ময়রাণীর প্রবেশ

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি২ মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি—রেয়ে যে খেঁটে এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই জম্মের মত ভাত কাপড় দিত—আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়—উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই—আমারে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোণার হরিণ মা না কি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে।—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে—মা গো কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুতে হলো, বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে ছ্যাকমার করেছে, বলে নাক কান কেটে দেবে—ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমানুষের পাছায় নাতি মার্‌তে পারে, ড্যাক্‌রার সে রকম তো এক দিন দেখলাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে

না—আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে। (নেপথ্যে গীত)

যখন ক্ষ্যাতে, ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে, ও তার নয়ান দুটি।

এক জন রাখালের প্রবেশ

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোকা ধরেছে ?

পদী। তোর মা বনের গে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কলমিঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দুটো নিড়িন গড়াতি দিইচি—

এক জন লাঠিয়ালের প্রবেশ

বাবা রে। কুটির নেটেলা।

রাখালের বেগে পলায়ন

লাঠি। পদ্মমুখি, মিসি মাগ্‌গি কর‍্যে তুল্যে যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করে) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারি।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যায়দার পোশাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্‌না চেয়েছিলুম তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্ নে। আমরা কাল শ্যামনগর লুটতে যাব, যদি কাল কালো বক্‌না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে

বাঁদা রয়েছে। আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

লাঠিয়ালের প্রস্থান

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কায নাই। কম্‌য়ে জম্‌য়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শামনগরের মুন্‌সীরে ১০খান জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্যে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বড় সায়েব পোড়ারমুখো পোড়ারমুখ পুড়েয়ে বসে রলো।

চারি জন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ

চারি জন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসি হই এমন কথা বলে না।

৪ জন শিশু। (নৃত্য করে)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ও কথা বল্‌তে নাই—

৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

নবীনমাধবের প্রবেশ

পদী। ও মা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম।

ঘোম্‌টা দিয়া পদীর প্রস্থান

নবীন। দুরাচারিণী, পাপীয়সী—(শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও অনেক বেলা হইয়াছে—

৪ জন শিশুর প্রস্থান

আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্যে স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন, বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়, বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব, ইনিস্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুলস্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল—বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ, অল্প বয়েসের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে, পাঁচ জনের এক জনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারি জন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ, বিশেষ আমি এপর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উড সাহেবের পরম বন্ধু।

এক জন রাইয়ত, দুই জন ফৌজদারির পেয়াদা এবং
কুটির তাইদ্‌দিগের প্রবেশ

রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম তার একটা পয়সা দেলে না, আবার বকেয়াবাকী বলে হাতে দড়ি দিয়েছে, আবার আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, এক বার লাগলে আর ওটে না—তুই বেটা চল্, দেওয়াঞ্জির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড়বাবুরও এম্‌নি হবে।

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করি নে, জেলে পচে মর্‌বো তবু গোড়ার নীল করবো না—হা বিদেতা, হা বিদেতা, কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না (ক্রন্দন) বড়বাবু মোর ছেলে দুটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধরে আন্‌লে তাদের একবার দ্যাকৃতি পালাম না।

নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

রাইচরণের প্রবেশ

রাই। দাদা না ধল্লিই গোড়ার মেয়েরে দাম টাসা করেলাম, মেরে তো ফ্যাল্‌তাম, ত্যাকন না হয়, ৬ মাস ফাঁসি য্যাতাম, শালি।—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুণ পুট্‌ঠাকুরকে ডেকে আন্‌তি বল্লে—পদী গুডি বল্লে তলপের প্যায়দা কাল আস্‌বে।

রাইচরণের প্রস্থান

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল তাই ঘটিল—পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপটচিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারির নামে কম্পিত হন, লিপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ হলে জলে ঝাঁপ দিবেন, হা! আমি জীবিত থাকিতে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হুতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়, নীল কুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি, না, পরোপকার পরম ধর্ম্ম, সহসা পরাঙ্‌মুখ হব না,—শামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি করিতে পারি—

দুই জন অধ্যাপকের প্রবেশ

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে—পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু, এবম্বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়, যেমন বংশ—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজয়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥"

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না, তর্কালঙ্কার ভায়া শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না, হং, হং, হং, (নস্যগ্রহণ)

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলোকচন্দ্রের আলয় অবস্থান, তোমারদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

গোপীনাথ ও এক খালাসীর প্রবেশ

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস্ নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও, তা বলে "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যাল্‌য়ে নে বেড়াবে।"

গোপী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েত বাচ্চা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব।

খালাসীর প্রস্থান

ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয় তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ, ও কথাও বল্‌বো— বড়সাহেব ওকথায় আগুন হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায়২ শ্যামচাঁদ দেখায়। সে দিন মোজা সহিত লাতি মার্‌লে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়।

"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"

উডকে দর্শন করিয়া

এই যে আসিতেছেন, বসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

উডের প্রবেশ

ধর্ম্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল এইবারে একবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শামনগরে কিছু কত্তে পারি নি।

গোপী। হুজুর, মুন্‌সীরে ওর কাছে এসেছিল তা বেটা বল্লে "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।" নবীন বসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের ৭।৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম গোলোক বস্ বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারিতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বসের যেমন পিতৃভক্তি তাহা হইলে বেটা কাযে কাযেই শাসিত হইবে, এইজন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম, হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাস দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল; দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ্ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে, আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিস করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ মাজিষ্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী কর্‌লে পাঁচ বচোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। মাজিষ্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ তোমার সাক্ষী মাটোব্বর করো্য নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, নবীন বস ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবার-দিগের যাহাতে ক্লেশ না হয় তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে, বাঞ্চৎ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমছে কাম বেহেতার চলেগা!

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর২ দাদন বৃদ্ধি করি এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে; যে ব্যক্তি দু টাকার জন্য হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোক্‌সান করে তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সম্‌জিয়াছি, আমিন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস দাদন কিছু রাখে না, আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে এবং মিনতি করিতে২ রথতলা পর্য্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডা জলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

সময় গুণে আপ্ত পর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর॥

উড। নীলকণ্ঠ কি করিল?

গোপী। নীলকণ্ঠ বাবু আমিনকে অনেক ভৎর্সনা করেন, আমিন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাতান, ৩।৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত, এই কি চাকরের কায? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি তবেই এ সব নিমক্‌হারামি রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, ছাফ্‌ নেমক্‌হারামি।

গোপী। ধর্ম্মাবতার বেয়াদবি মাফ্‌ হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ আর পডী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে, বাঞ্চৎকো হামারা বহ্‌নেকা ঘর্‌মে ভেজ ডেয়।

উডের প্রস্থান

গোপী। দেখ দেখি বাবা কার হাতে বাঁদোর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত।

ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

নবীনমাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ করে্যে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষুঃ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণগুলিন দিতে পারি নে?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই। কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট, বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ় সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব। পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয়বল্লভ! আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস করে্যে ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি আমার আর ছোট বয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোট বউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি কি নিদারুণ কথা বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল—ছোট বধূমাতা আমার

বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ, তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন, কৌতুক ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমন রোদন করবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম। আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না—প্রণয়িনি এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি। জীবনকান্ত আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ কর্য়ে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাণনাথ বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি—তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়ত জনের হাহাকার, এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট, কিন্তু ছোট বয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কায কর্য়ে তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি, এ কি মাতৃতুল্য বড় যায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটি নাই—আহা! আমার এমন

সংসার এমন হইল। আমি কি ছিলাম কি হলাম। আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার, পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি আহা। এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাত্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা। পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি—

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে (সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো—আর বাধা দিও না (তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখী চুপ কর, (হস্ত ধরিয়া) রাখ আর একদিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি—আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে (নেপথ্যে হাঁচি) সত্যি সত্যি—আহুরী আস্‌ছে।

দুইখান লিপি লইয়া আহুরীর প্রবেশ

আহুরী। চিটি দুখান কন্‌তে আসেচে মুই কতি পারি নে মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতি বল্লে।

লিপি দিয়া আহুরীর প্রস্থান

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না হয় এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব—(প্রথম লিপি খুলন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপি পাঠ)

রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবেন—

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতা ঠাকুরাণীর গত কল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে তদাদ্যকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি—তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়

কি দুর্দ্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার! দেখি, তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা কর্য্যে নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ—ও চিটি ওমনি থাক্—

নবীন। (লিপি পাঠ)

প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পালিতস্য

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল পরং লিপিপ্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি ৩০০ টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে [illegible] বকী এক শত টাকা আগামি মাসে পরিশোধ [illegible] যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ

*

[illegible] মুখ তুলে চাইলেন—যাই আমি

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা ; এ ত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র—এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড় শত টাকা হাতে আছে—তামাক কয়েক খান আর এক মাস রাখিলে ৫০০ টাকা বিক্রয় হইতে পারে, তা কি করি সাড়ে তিন শত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে —যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয়—এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয় তবে বুঝিলাম যে এদেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইনকর্ত্তা-দিগের বা দোষ কি—যাহাদিগের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয় তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে। আহা। এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয় —উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে—ক্ষেত্রের চাস সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হল না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্মূল হল না, বৎসরের উপায় কি—কোথা নাথ, কোথা তাত শব্দে ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন২ মাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা। যদি সকলে অমরনগরের মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান্ হইতেন তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয় ? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়। হে লেফ্‌টেনাণ্ট গভরনর। যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না, হে দেশপালক। যদি এমত একটি ধারা করিতে যে মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে

ফরিয়াদির মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত, এবং তাহারা এমত প্রবল হইতে পারিত না—আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবি। নবীন সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী করে্য ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা আমারো সেই ইচ্ছা। কেবল, বিন্দুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাস ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি, হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল। (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী। মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি কর্‌বো, কল্লে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম। পরের জাত ঘরে আনে সামাল দিতি পাল্লাম না। বড়বাবু মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ ফাটে বার হলো—মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানে দাও, মোর সোনার পুতুল অ্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পেঁচোর মার সঙ্গে দাসদিগিতি জল আন্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে

চার জন নেটেলাতে বাছারে ধর্য়ে নিয়ে গিয়েছে। পদী সর্ব্বনাশী দেখয়্যে দিয়ে পেল্‌য়েচে। বড়বাবু পরের জাত, কি কল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাধে সাদ দেবে ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে—লোকের জমি কেড়ে নিচ্চিস্, ধান কেড়ে নিচ্চিস্, গোরু বাচুর, কেড়ে নিচ্চিস্, লাটির আগায় নীল বুন্‌য়ে নিচ্চিস্—তা লোক কেঁদিই হোক্, কোকিয়েই হোক্ কচ্চে—এ কি। ভাল মানুষের জাত খাওয়া?

রেবতী। মা, আদপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগিচি, যে ক কুড়োয় দাগ মার্‌লি তাই বোন্‌লাম—রেয়ে ছোঁড়া জমি চসে আর ফুলে২ কেঁদে ওঠে—মাটেতে অ্যাসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে অ্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরি বসে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব, কুলমহিলার অয়স্কান্ত মণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া। পিতার স্বরপুর বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ। এই মুহূর্ত্তেই যাইব—কেমন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডুক কখনই বসিতে পারিবে না।

নবীনের প্রস্থান

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙালিনী পেলে রাণী এমন রতন।

যদি নীল বানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই—চল ঘোষ বউ বাইরের দিকে যাই।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগসাহেবের কাম্‌রা

রোগ আসীন। পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

ক্ষেত্র। ময়রাপিসি, মোরে এমন কথা বল না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি২ কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাব্‌বে?

পদী। তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায়; এ কথা কেউ জান্তে পার্‌বে না—এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্‌তি পার্‌লে না—ওপরের দেব্‌তা তো জান্তি পার্‌বে, দেবতার চকি তো ধূলো দিতি পারবো না। আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভাল বাস্‌বে তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক্, আর অজানাই হোক্, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন্ না।

পদী। আয় বাচা তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বল্‌তে হয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ান, হা হা হা আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে২ কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে। আমরা স্বভাবতঃ

মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নিদ্দম করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখনি হাঁসিতে২ খানা খাই—আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভাল বাসি, কুটির কর্ম্মে ওকর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে; সমুদ্রে সব মিশ্‌য়ে যাইতেছে। তোর গায় জোর নাই—পদ্দ, টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস, সাহেব তোরে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের—চট পর্যে থাকি সেও ভাল তবু য্যান বিবির পোষাক পর্‌তি না হয়। ময়রা পিসি মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই—আহা, আহা! মোর মা এত বেল্ গলায় দড়ি দিয়েচে, মোর বাপ মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মতো ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দু জনের মধ্যি মুই অ্যাক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায় পড়ি, পদি পিসি তোর গু খাই—মা রে মলাম জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুঁজোয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি—মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পারবো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্মও গেচে, জাতও গেচে, (প্রকাশে) তা, মা, আমি কি কর্‌বো, সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ান ভার—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক্ তখন আর এক দিন আস্‌বে।

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম কর্‌বো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়ে দিব—ড্যাম্‌নেড হোর, আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্ নি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল, আমি সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্য্যে কখন দিয়াছি? হারামজাদী পদী ময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি যাস্ নে, ময়রা পিসি যাস্ নে।

পদী ময়রাণীর প্রস্থান

মোরে কাল সাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্‌তি লেগিচি, মোর যে ভয়্‌তে গা ঘুর্‌তি লেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার, (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেট্‌য়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার নজ্জা যাইবে না।

বস্ত্র ধরিয়া টানন

ক্ষেত্র। ও সাহেব মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

রোগের হস্তে নখ বিদারণ

রোগ। ইন্‌ফরন্যাল বিচ্! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এই বার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার্ মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মর্যে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচ্‌ড়ে কেম্‌ড়ে টুক্‌রো২ করবো, তোর মা, বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে রলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই, মার্ না মোর প্রাণ বার কর্যে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি পারি নে।

রোগ। চুপরাও, হারামজাদী, ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা।

পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা, কোথায় মা, দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো (কম্পন)।

জানেলার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার

খ্রীষ্টানধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা ? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা ? আহা, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার !

তোরাপ। সমিন্দি দেঁড়ুয়ে যেন কাটের পুতুল—গোডার বাক্যি হরে গিয়েচে—বড়বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেম্‌নি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেম্‌নি হাতের পোঁচা (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাক্‌বি তো জোরার বাড়ী যাবি (গাল টিপে ধরো্যে) পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের, পাঁচ দিন খাবালি এক দিন খা (কানমলন)।

নবীন। ভয় কি ভাল করো্যে কাপড় পর। (ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান) তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা করো্যে লইয়া পালাই—আমি বুনোপাড়া ছাড়ুয়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়ো্যে গিয়েছে, এতক্ষণ বোধ করি বুনোরা ঘুম্‌য়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনিলে কিছু বল্‌বে না, তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাস, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্ তাহা আমি শুন্‌তে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেঁৎরে পার হয়ো্যে ঘরে যাব—মোর নছিবির কথা আর কি শোন্‌বা—মুই মোক্তার সমন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেল্‌য়ে একেবারে বসন্ত বাবুর জমিদারীতে পেল্‌য়ে গ্যালাম, তার পর নাত করো্যে জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সমন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গল করো্যে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন—

তাতে আবার নেমোখারামি কত্তি বলে—কই শালা, গ্যাড ম্যাড করো্য জুতার গুঁতা মারিস্ নে ?

হাঁটুর গুঁতা

নবীন। তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বলো্য আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয় ; আমি চলিলাম।

ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান

তোরাপ। এমন বস্‌গারও বেছাপ্পর কত্তি চাস—তোর বড় বাবারে বলো্য মেন্‌য়ে জুন্‌য়ে কায মেরে নে, জোর জোরাবতী কদিন চলে, পেল্‌য়ে গেলি তো কিছু কত্তি পার্‌বা না, মরার বাড়া তো গাল নেই। ও সমিন্দি নেয়েত ফেরার হলি ঝে কুটি কবরের মধ্যি ঢোক্‌বে। বড়বাবুর আর বচুরে *ট্যাকাগুনো চুকুয়ে দে আর এ বচোর ঝা বুনতি চাচ্চে তাই* নিগে, তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েচে, দাদন গাদ্‌লিই তো হয় না, চসা চাই—ছোট সাহেব, স্যালাম, মুই আসি।

চিত করিয়া ফেলিয়া পলায়ন

রোগ। বাই জোভ। বিটেন্ টু জেলি।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর ভবনের দরদালান

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম, তুই আমাকেও কেন তলব দিলি নে—আমি পতি পুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম ; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার

সে যে ছিল ভাল। হা! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ—কখন গাঁ অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফৌজদারিতে ধরো নে গেল, তাঁর জেলে যেতে হবে; ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপ চালের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না, আহা! বুক চাপ্‌ড়েং রক্ত বার করেছেন, কেঁদেং চক্ষু ফুল্‌য়েছেন, যাবার সময়ে বলেন গিন্নি এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, মা তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আস্‌বো—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালি হয়ে গিয়েছে; টাকার যোগাড় করিতেই বা কত কষ্ট, ঘুরেং ঘুর্ণি হয়েছে, পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন, মা টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে। গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়্‌লে বাবার কতই খেদ—বলেন কিছু টাকা হাতে এলিই মার গহনাগুলিন আগে খালাস কর্যে আন্‌বো—বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল—বাবা আমার কাঁদিতেং যাত্রা কর্‌লেন—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল আমি ঘরে বসে রলাম—মহাপাপিনি! এই কি তোর মার প্রাণ!

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েচে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন।

সাবি। (ক্রন্দন করিতেং) না মা, আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন জল দেব না, বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে, কষ্ট হবে না। তুমি এস স্নান করসে।

তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ

ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করি গে।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্দ্দন

সাবিত্রী। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছেন। আহা আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কালেজ বন্ধ হবে বাড়ী আস্‌বেন আশা করে্য রইচি তাতে এই দায় উপস্থিত। (সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখন বুঝি কিছু খাও নি। ঘোর বিপদে পড়ে রইচি তা বাছাদের খাওয়া হলো কি না দেখিব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাও গে মা, চল আমিও যাই।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারি

উড, রোগ, মাজিষ্ট্রেট, আমলা আসীন। গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদীপ্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির, চাপরাসি, আরদালি, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান।

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। (সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান)

মাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে। (দরখাস্তের পাত উল্‌টায়ন)

মাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর হাস্য সম্বরণ করিয়া) খোলোসা পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে, মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয়ে কাল যাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে তবে স্বকার্য্য সাধন হেতু তাহারদিগের ডাকে এবং বিছানায়

বসিতে দেয়, ধর্ম্মাবতার মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা *হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রীষ্টিয়ান—খ্রীষ্টিয়ান* ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্ মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়। করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মাবতার আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার, আমরা তাঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমারদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তামিল দিতে সাহস হয় না, যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন—প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজুকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল, রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং গোরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রিম প্রোভোকেশান্, এক্সট্রিম প্রোভোকেশান্।

বা মোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল, যত্তপি তাহারা তালিমি সাক্ষী হইত তবে সেই সোয়ালেই পড়িত, আইনকারকেরা বলিয়াছেন "বিচারকর্ত্তা আসামীর আড্ভোকেট্ স্বরূপ,"

সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, সাক্ষিগণ চাসউপজীবী দীন প্রজা তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতিপালন করে, তাহারদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহারদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়, বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাসের হানি হয় বলিয়া তাহারদের মেয়েরা গামছা বান্ধিয়া অন্নব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে; চাসারদিগের এক দিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মাবতার, যেমত বিচার করেন।

মাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না, আমিন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব, অথবা তাঁহার দেওয়ান, ঘোড়া চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্ব্বক উত্তম২ জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন, পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে২ বাড়ী যায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা

হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তেরা পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ২ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে, তাহারদিগের সলা-পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল, এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল যে তাহারদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল কেবল আমার মক্কেল তাহারদিগের পরামর্শ *দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহারদের নীলের চাস* রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার তাহারদিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহারদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু, করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাসাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, এ কথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেক বার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না; ধর্ম্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে—

গোলোক। বিচারপতি, আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুকয়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারির ভয়েতে ৬০

বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন “পিতা, আমারদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপি বন্দ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না, কিন্তু যাহারদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহারদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।” বড়বাবু এ কথা বিজ্ঞের মত বলিলেন, আমি কাযে কাযেই বলিলাম তবে সাহেবের হাতে পায় ধরে ৫০ বিঘায় রাজি করগে। সাহেব হাঁ, না, কিছুই কলেন না, গোপনে২ আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর২ সাহেবকে এক শত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রায়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার একজন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সারেজমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার, ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই২ কারণে আমি তাহারদের পুনর্ব্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা করি—ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য, ধর্ম্মাবতার আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

মাজি। (লিপি লিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর, এ সময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষীদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলোক বসের কুচরিত্রের কথা দেশ বিদেশ রাষ্ট আছে, যে উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এ দেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

মাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি!

চাপ। খোদাবন্দ্।

সাহেবের নিকট গমন

মাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্‌কা পাস্ দেও—খানসামাকো বোলো বাহারকা সাহেবলোক আজ জাগা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়।

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে। (মাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ) ধর্ম্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই—

মাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২ জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

মাজিষ্ট্রেটের দস্তখত

মাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেস কর।

মাজিষ্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসি ও আরদালির প্রস্থান

সেরেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি—

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই (নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসায়ও নাই, আবাদও নাই। এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে এক শত টাকায় রাজি হওয়া, চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, ওঁদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কি না।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন

নবীন। আমার কাযে কাযেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ পিতা যেন কোন মতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব, যে যত টাকা চাহিবে তাহাকে তাহাই দিবা।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দেও মিনতিও কর। আহা! বৃদ্ধ শরীর! তিন দিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম—বলেন, "নবীন তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপমুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি মাজিষ্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন। নীরব, শীর্ণ কলেবর, স্পন্দহীন মৃতকপোতবৎ কারাগার পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ। পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ। বিন্দু, তোমাকে রাত্র দিন জেলে থাকিতে দেয় তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বল্যে ধরে দেন, আমি একরার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু তুমি এমনি সাধুই বট। আহা। ক্ষেত্রমণির সাজ্ঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বড়বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব, আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নিব্ব্যাধি হইবে, ডাক্তারবাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে্য ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

ডেপুটী ইনস্পেক্‌টারের প্রবেশ

ডেপু। বিন্দুবাবু, আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে ?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপু। অমরনগরের আসিস্‌টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গভরনর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল মাজিষ্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি খণ্ডন করবেন ?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন। আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান

ডেপুটী। আহা দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেফ্‌টেনাণ্ট গভরনরের নিষ্কৃতি অনুমতি সহোদর-দ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীনবাবু অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্ঝটিকায় নবীনবাবুর সদ্‌গুণসমূহ মুকুলেই ম্রিয়মাণ হইল।

কালেজের পণ্ডিতদের প্রবেশ

আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েক দিন শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপু। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণুবাবুর জন্যে বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয় আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপু। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাই নে?

পণ্ডিত। তিনি এ শ্ববৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন—সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন করো্য কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই।

বিন্দুমাধবের পুনঃ প্রবেশ

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন—

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে। তোমরা শুনিতে পাও না, বড়দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার! কাজির কাছে হিন্দুর পরোব।

বিন্দু। বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়াছিলে কাহাকে ?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে।

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত। সকল দেবতাই সমান, ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজোড়।

বিন্দু। কমিসনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার। যেমন মাজিষ্ট্রেট তেমনি কমিসনার।

বিন্দু। মহাশয় কমিসনারকে বিশেষ জানেন না তাহাই এ কথা বলিতেছেন। কমিসনার সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণ ভগবানের আনুকূল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল। জেলে কি অবস্থায় আছেন ?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিন দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনই জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদ করিব।

একজন চাপরাসির প্রবেশ

তুমি জেলের চাপরাসি না?

চাপ। মশাই এট্টু জল্‌দি করে জেলে আসেন। দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ।

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বল্‌তি পারি নে।

বিন্দু। চল বাপু। (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না আমি চলিলাম।

চাপরাসি ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান

পণ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধ হয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়িতে দোদুল্যমান।
জেলদারোগা এবং জমাদার আসীন

দারো। বিন্দুমাধববাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরদ্দি গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দারো। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না, তাঁর আর চার দিন দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন্ পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের

সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখান চিটিতে এ গোরিবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন।

দারো। আহা! বিন্দু বাবু পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছেন, এ দশা দেখ্‌লে প্রাণত্যাগ করিবেন।

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। এ কি, এ কি, আহা! আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি, কি মনস্তাপ! (নিজ মস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন! বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে "স্বরপুর বৃকোদর" বলা শেষ হইল? বড় বধূকে "আমার মা, আমার মা" বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দ-বিবাদ তাহার সন্ধি করিলেন। হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধকর্ত্তৃক হত হইলে শাবকবেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দারো। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার এবং পণ্ডিতের প্রবেশ

বিন্দু। দারগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটীবাবুর সহিত করুন, আমার শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে, আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট

পণ্ডিত। (ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি তুমি বন্ধন উন্মোচন কর—এ দেবশরীর এ নরকে ক্ষণকালও রাখা নয়—

দারো। মহাশয়, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে—

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন।

দারো। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন—

ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব! গড্‌স উইল—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়াছে, অবশেষ পিতা আমাদিগকে পথের ভিক্ষারি করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন (ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে—

ডাক্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্লান্‌টার সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি

মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে, আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুই জন রাইয়ত বাজারে যাইল, একজনের হস্তে দুগ্‌দো আছে, আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎ করে বলিল "নীলমামদো, নীলমামদো" দুগ্‌দো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কহিল রাইয়ত দুই জন দাদনের ভয়ে পলাইয়াছে। আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম আমাকে প্লান্‌টার লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপু। ভ্যালি সাহেবের কান্সারণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে নীলভূত বেরিয়েছে" বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণ রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে "এক ঝাড়ের বাঁশ বটে—কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

পণ্ডিত। আমরা মৃত শরীরটি লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে। আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

বিন্দুমাধব এবং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্‌টার বন্ধনমোচনপূর্ব্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন করো্য ?

গোপ। মোরা হলাম পত্তিবাসী, সারাক্ষুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগিচি, মুন না থাক্‌লি মুন চেয়ে আন্‌চি, তেলপলাডা তেলপলাডাই আনলাম, ছেলেডা কান্তি লাগ্‌লো গুড় চেয়ে দেলাম—বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়্যে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকি নে ?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায় ?

গোপ। ঐ যে কি গাঁডা বলে, কল্‌কাতার পচ্চিমি, যারা কায়েদ্‌গার পইতে কত্তি চেয়্‌লো—যে বামুন আচে ইদিরি খেবয়ে ওটা যায় না আবার বামুন বেড়্‌য়ে তোলে—ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল্‌ সাহেব টুপি না খুলে এস্‌তি পারে না পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয় ? ছোট বাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসাগাঁ মান্‌লে না। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক মারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না, কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়ে তো আর চোকি পড়ে না, গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে একদিন মুখখান দ্যাখ্‌তি প্যালে না। যে দিন বে করে আনলে মোরা সেই দিন দেখেলাম—ভাবলাম সউরে বাবুরো র‍্যাংরাজ ঘ্যাঁসা, তাইতে বিবির ন্যাকাৎ মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটি সর্ব্বদাই শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছে।

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি, গোমার মা বল্লে, মোগার পাড়াতেও আষ্ট ছোট বউ না থাক্‌লি যে দিনি গলায় দড়ির খবর শুনেলো সেই দিনিই মাঠাকুরুণ মর্‌তো—শুনেলেম সউরে মেয়েগুলো মিন্‌সেগার ভ্যাড়া করে্য আখে, আর মা বাপেরি না খাতি দিয়ে মারে, কিন্তু এ বউডোরে দেখে জান্‌লাম, এডা কেবল গুজোব কথা।

গোপী। নবীন বসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভাল বাসে।

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরতিমির মধ্যি কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখ্‌তি পাই নে। আ! মাগি য্যান অন্নপুন্নো, তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ যে তিনি পুন্নো হবেন—গোডার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবে২ কত্তি নেগেচে।—

গোপী। চুপ কর গুওডা, সাহেব শুনলে এখনি অমাবস্যা বার কর্‌বে।

গোপ। মুই কি কর্‌বো, তুমি তো খুঁচয়ে২ বিষ বাইর কত্তি নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটিতি বসি গোডার শালারে গালাগালি করি।—

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে—মিথ্যা মোকদ্দমা করে্য মানী মানুষটোরে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।—

গোপ। ব্যাঙের সর্দ্দি—দেওয়ানজী মশাই খাপা হবেন না, মুই পাগল ছাগল আছি একটা, তামাক সাজে আন্‌বো?

গোপী। গুওডা নন্দর বংশ ভোগোলের শেষ।—

গোপ। সাহেবেরাই সব কত্তি নেগেচে, সাহেবেরা কামার

আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোড়ার কুটিতে দ পড়ে, গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।—

গোপী। তুই গুওডা বড় ভেমো, আমি আর শুনতে চাই না—তুই যা, সাহেবের আস্‌বার সময় হইয়েছে।—

গোপ। মুই চল্লাম, মোর ছুদির হিসেবডা করে্য মোরে কাল একটা টাকা দিতি হবে, মোরা গঙ্গাচ্ছানে যাব।—

প্রস্থান

গোপী। বোধ করি ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুন্‌বে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না—সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা নীল করিতে এক প্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে তাতেও মন উঠিল না; পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমির কয়েকখানার জন্যেই এত গোলমাল, নবীন বসের দেওয়াই উচিত ছিল—শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয়তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাকৃতে হয়।

উডের প্রবেশ

উড। এ কথা যেন কেহ না জান্‌তে পারে, মাতঙ্গনগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব সেখানে থাকৃবে। এখানকার জন্যে দশ জন পোদ সুড়্‌কিওয়ালা জোগাড় করে্য রাখ্‌বে—আমি যাবে, ছোট সাহেব যাব, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পার্‌বে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আস্তে পার্‌বে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কিওয়ালার

আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে, বিশেষে জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্‌কেলের সুখ হইল—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি কর্‌বে। শালা আমার কুটির বদনাম কর্য়ে দিয়াছে। হারামজাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার কর্‌বো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের মাজিষ্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাত সব কস্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র করিয়াছে যদি নবীন বসের এ বিভ্রাট না হতো তবে এত দিন ভয়ানক হইয়া উঠিত—এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন তিনি শুনিয়াছি রাইয়তের পক্ষ আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম্ ভয় ভয় কর্‌কে হাম্‌কো ডেক্ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কাম্‌মে ডর হ্যায়? গিধ্বড়কি শালা, তোমারা মোনাসেফ না হোয়্ কাম ছোড়্ দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, কাযেই ভয় হয়—সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ৬ মাসের বাকি মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত করিলে পর হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাস ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই?

উড। আমি জানি না? ও শালা, পাজি নেমক্‌হারাম বেইমান। মাহিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে?

তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর তবে কি ডেভ্‌লি কমিসন হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে২ পাদ্‌রি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ, মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব—অ্যার‍্যাণ্ট কাউয়ার্ড হেলিশ্‌ নেভ।

গোপী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর—নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা, যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে "গুপে গুওটা গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা ব্লাইণ্ড, তোমার চক্ষু নাই—

একজন উমেদারের প্রবেশ

আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি (আপন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ। কর্ম্ম কিছু খালি নেই (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে শ্যামচাঁদ শক্তিশেলে অনাহারী প্রজা-রূপ-সুমিত্রানন্দন-নিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী

মহাজন-মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না—আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে, শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়, বৎসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহা থাকে তাহাতে ৩।৪ মাস ঘরখরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকি পড়ে তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নতুন খাতায় লিখিত হয়, বকেয়া বাকি ক্রমে২ উস্থল পড়িতে থাকে, মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না, সুতরাং যাহা বাকি পড়ে তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয় এই জন্য মহাজনেরা কখন২ মাঠে যায়, ধানের কারকীত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজানা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন২ অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমামদো" হইয়া যায় না (জিব কেটে) ধর্ম্মাবতার এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমায় ছাড়্‌স্তো শনি ধরিয়াছে নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদোব হইয়াছিস কেন? বজ্জাত, ইন্‌সেস্‌চিউয়স্‌ ব্রূট।

গোপী। ধর্ম্মাবতার গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা কুটিতে ডিস্‌পেন্‌সারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুন গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা ওমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে—আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে—নবীন বস্‌কে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না।

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ, গোরিব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বস্‌কে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌রাও, ঈউ ব্যাসটার্ড অভ্‌ হোরস বিচ্‌। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকাসাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েত বাচ্ছা (পদাঘাতে গোপীর ভূমিতে পতন) কমিস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস ডেভিলিষ নিগার! (আর দুই পদাঘাত) এই মুখে তোম্‌ কাওটকা মাফিক কাম্‌, ডেগা—শালা কায়েত—কাল্‌কো কাম্‌ দেখ্‌কে হাম তোম্‌কা আপ্‌সে জেলমে ভেজ দেগা।

উড এবং উমেদারের প্রস্থান

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে২ উঠিয়া) সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয় নচেৎ অগণনীয় মোজা

হজম হয় কেমন করো? কি পদাঘাতই করিতেছে, বাপ। বেটা যেন আমার কালেজ আউট বাবুদের গৌণপরা মাগ।

(নেপথ্যে) ডেওয়ান, ডেওয়ান।

গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ।"

গোপীর প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

আদুরী বিছানা করিতে২ ক্রন্দন

আদুরী। আহা! হা হা, কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন কর্য়েও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। কুটি ধর্য়ে নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা গাচ্‌তলায় আঁচ্‌ড়া পিচ্‌ড়ি করে কান্তি নেগেচেন, কোলে কর্য়ে যে মোদের বাড়ী পানে আনূলে তা দেখ্‌তি পালেন না।

(নেপথ্যে) আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব।

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

মূর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করতঃ সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাচতলায় দেঁড়ুয়্যে দেখ্‌তি নেগেলেন, (তোরাপকে দেখায়ে) ইনি যখন নে পেল্‌য়্যে গ্যালেন মোরা

ভাবলাম কুটি নিয়ে গেল, তানারা গাছতলায় আঁচড়া পিচ্‌ড়ি কত্তি নেগ্‌লো, মুই নোক ডাকৃতি বাড়ী আলাম। মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরুণ কি বাঁচবে? তোমরা এট্টু দাঁড়াও মুই তানাদের ডাকে আনি।

আতুরীর প্রস্থান

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল! বড়বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রীঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এ স্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন আর ও দুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না, তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন "যে কএক দিন এখানে থাকা যায় আমরা কুআর জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আতুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না" বড়বাবু বলিলেন "আমি ৫০ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না" এই স্থির করিয়া বড়বাবু

আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে২ সাহেবকে বলিলেন "হুজুর আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, বেটা বল্যে "যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে" এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত দান)

সাধু। অম্‌নি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়্যে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃ-স্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশ জন সুড়কীওয়ালা, বড়বাবুকে ঘেরাও করিল, ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ডাকাতি মাদ্দা হইতে বাঁচাইয়াছেন, বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল, বড়সাহেব উঠিয়া জমাদ্দারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় মারিল, বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল, এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না, তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল,

বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ কর্‍য্যে বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এট্টু তফাৎ থাক্ জানি কি ধরা পাকড়া কর্‍য্যে নে যাবে" মোর উপর সুমিন্দিদের বড় গোষা, মারামারি হবে জানলি মুই কি লুকয়ে থাকি। এট্টু আগে যাতি পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচ্য়ে আন্‌তি পাত্তাম, আর তুই সমন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যে গেল, তা সমিন্দিগার মারবো কখন—আল্লা! বড়বাবু মোরে এত বার বাঁচালে মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি।

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌঁছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

> "বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্থ বুদ্ধেঃ সত্বস্থ চাত্মনঃ।
> আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাং॥"

বড় বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়বাবুর নিকটে বস্যে রোদন করিতেছে। আহা! গোরিব খেটেখেগো লোক, হস্তখানি একেবারে কাটিয়া দিয়াছে—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, লেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ম্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে বড় সাহেবের নাক কামড়ে লইয়ে পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাক্‌টা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উটলি ত্যাখাবো, এই দেখ (ছিন্ন নাসিকা দেখাওন) বড়বাবু যদি আপনি পলাতি পাত্তেন, সমিন্দির কাণ দুটো মুই ছিঁড়ে আন্‌তাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন, শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন, বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি লুক্‌য়ে থাকি, নাত করো্য পেল্‌য়ো যাব, সমিন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেট্‌য়ে দেবে।

নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া প্রস্থান

সাধু। কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েচেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না, আপনি এক বার ডাকুন দিকি।—

পুরো। বড়বাবু! বড়বাবু! নবীনমাধব! (সজলনয়নে) প্রজাপালক! অন্নদাতা!—চক্ষু নাড়িতেছেন। আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না, অদ্য পঞ্চম দিবস, প্রত্যূষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং বলিলেন "মাতঃ যদি অদ্য আপনি আহার না করেন তবে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না উপবাসী

থাকিব।” তাহাতে জননী নবীনের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন “বাবা আমি রাজমহিষী ছিলেম রাজমাতা হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম, এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল ? এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখ চেয়ে আমি অন্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না” বলিয়া নবীনকে পঞ্চম বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি

আসিতেছেন।

সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী
এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীর প্রবেশ

ভয় নাই জীবিত আছেন—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব ! বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার, কোথায়, কোথায়, কোথায়—উহুহু !

মূর্চ্ছিত হইয়া পতন

সৈরি। (রোদন করিতে২) ছোটবউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ ভরে্য দর্শন করি (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্টা)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিরতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়, চক্ষু নাড়িতেছেন, নির্ভয়ে

সেবা কর। সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞান সঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক।

প্রস্থান

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে কিন্তু মাথা দিয়ে এমন আগুন বাহির হতেচে যে আমার গলা পুড়ে যাচ্যে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্‌তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়্‌লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

প্রস্থান

সৈরি। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না (সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎসহারা হাম্মারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার-পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন—প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেল্যে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী বল্যে ডেকে কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত কর—মধ্যাহ্নসময় আমার সুখ-সূর্য্য অস্তগত হইল—আমার বিপিনের উপায় কি হইবে (রোদন করিতে২ নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ও গো তোমরা দিদিকে কোলে কর্যে ধর।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম, আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধর্যে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমার আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়, মামারা আমাকে মানুষ করেন, আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর কর্যে তুলে লয়্যে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, আমি জনক জননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম, প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন, (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে, আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামিহীন হইলে আমি আবার পিতামাতাবিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব।

ভূতলে পতন

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন, মা। বিন্দুমাধবকে ডাক্তর আন্‌তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তর আইলেই ভাল হবেন।

সৈরি। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম, আল্‌পানায় হস্ত রাখিয়া বল্যেছিলাম, যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই, সেজো ঠাকুরুণ! বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন, আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী অবিরল অমৃত-মুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী; স্নেহপূর্ণ-লোচন প্রফুল্লবদন বধূমাতা বধূমাতা বলেই চরিতার্থ, দশ দিক্ আলোকরা শ্বশুর; শারদকৌমুদী-বিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর

অপেক্ষাও প্রিয়তর। মা গো! সকলি মিলেছে কেবল একটি ঘটনার অমিল দেখিতেছি—আমি এখনও জীবিত আছি, রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণশ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—ওগো তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠশালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার (সাশ্রু-নয়নে) বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্ক মুখে একটু গঙ্গাজল দি।

মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি

সকলে। আহা! হা!

খুড়ী। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না, (ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদির চেতন থাক্‌তো তবে এ কথা শুনে বুক ফেটে মর্‌তেন।

সৈরি। মা স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে, প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক, তোমাকে অনাথ-বন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত! দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা, আহা, মরি মরি এ কি সর্ব্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস ॥
কি করিব কোথা যাব কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ্-বান্ধব কর বিপদে বিধান ॥

রক্ষ রক্ষ রমানাথ! রমণী-বিভব।
নীলানলে হয় নাশ নবীনমাধব॥
কোথা নাথ দীননাথ! প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায়॥

(নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস)

পরিহরি পরিজন পরমেশ পায়।
লয় গতি দিয়ে পতি বিপদে বিদায়॥
দয়ার পয়োধি তুমি পতিতপাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ জীবন-জীবন॥

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখবিকৃতি করিতেছেন (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপ নয়নে কখন ত দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরি। আহা, আহা, ঠাকুরুণ সরলতাকে এম্নি ভাল বাসেন যে এ অজ্ঞানবশতঃ একটু রুষ্ট চক্ষে চাহিয়া সরলতা চাঁপাফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন—দিদি, কেঁদো না, ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে তোমায় আবার চুম্বন কর্‌বেন এবং আদরে পাগ্‌লীর মেয়ে বল্‌বেন।

গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট, এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে২

সাবি। প্রসব বেদনার মত আর বেদনা নাই—কিন্তু যে অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছি মুখ দেখে সব দুঃখ গেল (রোদন করিতে২) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিটি লেখে কর্ত্তারে না মার্‌তো, তবে সোণার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কর্ত্তেন (হাত তালি)

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাইবউ—ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কত্তার নাম করে্য খোকার মুখে একবার চুমো খাই (নবীনের মুখ চুম্বন)

সৈরি। মা আমি যে তোমার বড়বউ, মা দেখ্‌তে পাচ্চ না—তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয়্যে পড়ে রয়েচেন, কথা কহিতে পাচ্যেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুট্‌বে, আহা হা! কত্তা থাক্‌লে আজ কত আনন্দ, কত বাজ্‌না বাজ্‌তো (ক্রন্দন)।

সৈরি। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! ঠাকুরুণ পাগল হলেন?

সর। দিদি জননীকে বিছানা ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলে, এমন আহ্লাদের দিন বাজ্‌না হলো না।

চারি দিকে অবলোকন করিয়া সবলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক
সরলতার নিকটে গিয়া

তোমার পায়ে পড়ি বিবি ঠাকুরুণ আর একখান চিটি লিখে যমের বাড়ী থেকে কত্তারে ফিরে এনে দাও, তুমি সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মা গো তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা তোমার এ দশা দেখে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খান্‌কি ঝিটি, পাজি ঝিটি, মেলেচ্ছো ঝিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি (হস্ত ছাড়ায়ন)।

সর। মা গো, আমি তোমার মুখে এ কথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারি নে (সাবিত্রীর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন) মা আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণ ত্যাগ করিব। (ক্রন্দন)

সাবি। খুব হয়েচে, গস্তানি বিটি মরে গিয়েচে, কত্তা আমার স্বর্গে গিয়েচেন তুই আবাগী নরকে যাবি (হাস্য করিতে২ করতালি)

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহা! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শাশুড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েছে। (সাবিত্রীর প্রতি) মা তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাইবউ ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমি যাই (দৌড়ে নবীনের নিকট উপবেশন)।

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা মা, তুমি যে বল্যে থাক ছোটবউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোটবউরি না খেব্‌য়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোটবউরি খান্‌কি বল্যে গাল দিলে। হ্যাঁগা মা তুমি মোর কথা শোন্‌চো না—মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আটকৌড়ের দিন আসিস্ তোরে জলপান দেব।

খুড়ি। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উট্‌বে, তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জান্‌লে কেমন করে? ও নাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বল্যেছিলেন, বউমার ছেলে হোলে "নবীনমাধব" নাম রাখ্‌বো, আমি খোকা পেয়েচি ঐ

নাম রাখ্‌বো, কত্তা বলতেন কবে খোকা হবে "নবীনমাধব" বল্যে ডাক্‌বো। (ক্রন্দন) যদি বেঁচে থাক্‌তেন আজ সে সাধ পুর্‌তো।

নেপথ্যে শব্দ

ঐ বাজ্‌না এয়েছে (হাততালি)।

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ উঠে ওঘরে যাও।

কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ

সরলতা রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান

সাধু। এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কত্তা নেই বল্যে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল্ বাড়ী রেখে এলে।

আহুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞেন আছে, উনি অ্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ বড় হালদারেরে বল্‌চেন "মোর কচি ছেলে" আর ছোট হালদার্ণিরি বিবি বল্যে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদার্ণি কেঁদে ককাতি নেগলো। তোমাদের বল্‌চেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কবি। (নবীনের নিকট উপবিষ্ট হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা—সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকটা দেখা আবশ্যক, কর্ত্রী ঠাকুরুণ হস্ত দেন (হাত বাড়াইয়া)।

সাবি। তুই আঁটকুড়ীর ব্যাটা কুটির নোক্ তা নইলে ভাল মানুষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্ কেন, (গাত্রোত্থান

করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস্ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ী দেব।

প্রস্থান

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না, আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তর ভায়ারা অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল; ব্যয় বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।—

সাধু। ছোটবাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।—

চার জন জ্ঞাতির প্রবেশ

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে; কি দুর্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুই শত! রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার্২ করিতেছে, এবং "হা বড়বাবু! হা বড়বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহারদিগের স্ব২ গৃহে যাইতে কহিলাম, যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ তার্পিণ তৈল লেপন কর; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল—কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের একদিকে, এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন। যবনিকা পতন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর

ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি, এক দিকে সাধুচরণ, অপর দিকে রেবতী উপবিষ্ট

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও, মা, বিছেনা ঝেড়ে দে।

রেবতী। যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমন ধারা কেন কচ্চো মা। বিছানা ঝেড়্যে দিইচি মা, বিছানায় তো কিছু নেই রে মা, মোদের কঁ্যাতার ওপরে, তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে তাই তো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। সঁ্যাকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরি গ্যালাম, মা রে মলাম রে বাবার দিগি ফির্‌য়ে দে।

সাধু। (আস্তে২ ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যাকণ্টকি, মরণের পূর্ব্বলক্ষণ (প্রকাশে) জননী আমার, দরিদ্রের রতনমণি, মা, কিছু খাও না মা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনিচি মা, তোমার যে চুমুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি তো আহ্লাদ করিলে না মা।

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলেন সেমোন্‌তোনের সমে মোরে সাঁকৃতির মালা দিতি হবে—আহা হা। মার মোর কি রূপ কি হয়েছে, কর্‌বো কি, বাপোরে বাপোঃ! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি) সোণার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েচে, দেখ দেখ মার চকির মণি কনে গ্যাল।

সাধু। ক্ষেত্রমণি, ক্ষেত্রমণি, ভাল করো্য চেয়ে দেখ্ না মা।

ক্ষেত্র। খোস্তা, কুড়ুল, মা। বাবা। আ। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোল্লে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে। (অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)

সাধু। কোলে তুলিস্ নে, টাল্ যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম, আহা হা। হারাণ যে মোর মউর চড়া কাত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন করো্য, বাপো। বাপো। বাপো।

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখথে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁট্‌কুড়ির বেটা এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা। হা। দৌউত্র হয়েলো, রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো, আঙ্গুলগুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বড়বাবুরি খালে। আহা হা। কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না।

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ্ হু—হু—

রেবতী। নমীর আং বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি! মোরে মা বল্যে ডাক্‌বে কেডা, ই কত্তি নিয়ে এইলে

সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন

সাধু। চুপ কর্, এখন কাঁদিস্ নে, টাল্ যাবে।

রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই—যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে—এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরম কালের পূর্ব্বলক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে, এত পুরু করে্য বিছানা করে্য দেলাম তবু মা মোর ছট্‌ফট্ কচ্চেন—আর একটু ভাল অষুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর বড় সাধের কুটুম্ব গো! (রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান, পিতা মাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস, দেখুন যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক, পূর্ণমাত্রা সূচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ, ও ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে বড় রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

রাইচরণের প্রস্থান

রেবতী। আহা! অন্নপূন্নো কি চেতন আছেন, তা

আপ্‌নি আলোচাল হাতে করো্য মোর ক্ষেত্রমণিরি দেকৃতি আস্‌বেন, মোর কপাল হতিই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ; ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় কর্ত্রী ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন। আমার বোধ হয়, নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতন বিলের এক শত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদ্‌রি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি; অমাবস্যার রাত্রিতে হারে রে হৈ হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল, সুবিদ্বান্‌ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া, সম্মুখে পরমা সুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাসগর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জ্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণপূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয় তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাংঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল।

নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্গতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তরবাবুও মাথার ঘা সাংঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তরবাবুটি অতি দয়াশীল, বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন "বিন্দুবাবু তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি সেই বেহারায় যাইব তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবে না" দুঃশাসন ডাক্তর হল্যে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত। বেটাকে আমি দুই বার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্মুখো তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তরবাবুকে সঙ্গে করে্য ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর অত্যাচারে অন্নাভাব দেখে ক্ষেত্রমণির নাম করে্য ডাক্তরবাবু আমারে দুই টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তর হল্যে হাত না ধরে্য বল্‌তো বাঁচ্‌বে না, আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সব্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচ্‌য়ে দেয়।

চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

কবি। চালগুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ

১৬

জল অধিক দিও না। এ বাটিটি তো অতি পরিপাটি দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা। সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন, গাল চেপ্‌ড়ে মরেন বল্যে হাত ছুটো দড়ি দিয়ে বেঁদে এখেচে।

কবি। সাধু খল আনয়ন কর আমি ঔষধ বাহির করি।

ঔষধের ডিপা খুলন

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি; রাইচরণ এদিকে আয়।

রেবতী। ও মা মোর কপালে কি হলো! ও মা, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো কেমন করো্য, বাপো, বাপো,—ও ক্ষেত্র, ও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণি, মা—আর কি কথা কবা না, মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো (ক্রন্দন)।

কবি। চরম কাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ ধর্ ধর্।

সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন

রেবতী। মুই সোনার নক্কি ভেস্‌য়ে দিতি পারবো না মা রে, মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে, মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে, হো, হো, হো।

পাছা চাপড়াইতে২ ক্ষেত্রমণির পশ্চাৎ ধাবন

কবি। মরি, মরি, মরি, জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর বাটীর দরদালান

নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা

সাবি। আয় রে আমার জাদুমণির ঘুম আয়—গোপাল আমার বুক জুড়ানে ধন, সোনার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনে পড়ে (মুখচুম্বন) বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে (মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা মরি, মরি, মশায় কাম্‌ড়ে করেচে কি?—গর্‌মি হয় বল্যে কি করবো, আর মশারি না খাটিয়্যে শোব না। (বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) মর্য্যে যাই মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এম্‌নি কামড়েচে, বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ কর্য্যে দেয় না; গোপালেরে শোয়াই কেমন কর্য্যে। আমার কি আর কেউ আছে, কর্ত্তার সঙ্গে সব গিয়েছে। (রোদন) ছেলে কোলে কর্য্যে কাঁদিতেছে, হা পোড়াকপালি। (নবীনের মুখাবলোকন কর্য্যে) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখ চুম্বন করিয়া) না বাবা তোমারে দেখ্যে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি আমি কাঁদিতেছি না (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও, গোপাল আমার মাই খাও—গস্তানি বিটির পায় ধর্‌লাম তবু কত্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের দুদ যোগান কর্য্যে দিয়ে আবার যেতেন; বিটির সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখ্‌লিই যমরাজা ছেড়ে দিত (আপনার হস্তের রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়্যে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না—চীৎকার কর্য্যে কাঁদিতে লাগ্‌লাম তবু আমারে শাকা পর্‌য়্যে দিলে—প্রদীপে পুড়্‌য়্যে ফেলিচি তবু আছে (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জু ছেদন) বিধবা হয়্যে

গহনা পরা সাজেও না সয়ও না, হাতে ফোস্‌কা হয়েচে (রোদন) আমার শাকাপরা যে ঘুচুয়েচে তার হাতের শাঁকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে (মাটিতে অঙ্গুলি মট্‌কায়ন) আপনিই বিছানা করি (মনে২ শয্যাপাতন) মাজুরটো কাচা হয় নাই (হস্ত বাড়াইয়া) বালিস্‌টে নাগাল পাই নে—কাঁতাখানা ময়লা হয়েচে, (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই (আস্তে২ নবীনের মৃত শরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা, সচ্ছন্দে শুয়ে থাক, থুথ্‌কুড়ি দিয়ে যাই (বুকে থুথু দেওন) বিবি বিটি আজ যদি আসে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো—বাছারে চোক ছাড়া কর্‌বো না আমি গণ্ডি দিয়ে যাই (অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃত শরীর বেড়ে ঘরের মেজেয় দাগ দিতে২ মন্ত্রপঠন)

সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চড়োক্‌ পাক॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুত্‌রো ফুল॥
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া॥
হয়ে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডী॥

সরলতার প্রবেশ

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন—আহা। মৃত শরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন—বোধ করি প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তবশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে! তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবাকে সধবা কর, বিদেশীকে দেশে আন,

তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খল ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি, তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই, তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না ; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ, নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃত পুত্রকে কিরূপে আনিলেন। জীবিতনাথ পিতা ভ্রাতা বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে২ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। মা গো, তুমি কখন্ উঠিয়া আসিয়াছ ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্য হয়্যে পড়েছিলাম ? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত ; আকাশ-মণ্ডল ঘনতর-ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে২ ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত ; প্রাণিমাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অভিভূত ; সকলি নীরব ; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ ; এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে জননি, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃত পুত্রকে আনয়ন করিলে ?

মৃত শরীরের নিকট গমন

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি গণ্ডির ভেতর এলি।

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর-বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না। (ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্, ও সর্ব্বনাশি, রাঁড়ি আঁটকুড়ির মেয়ে, তোর ভাতার মরে—বার্ হ, এখান থেকে বার্ হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার্ কর্‌বো।

সর। আহা! আমার শ্বশুর শাশুড়ীর এমন সুবর্ণ-ষড়ানন জলের মধ্যে গেল!

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্ নে, তোরে বারণ কচ্চি—ভাতারখাগি। তোর মরণ ঘুন্‌য়্যে এয়েচে দেখ্‌চি।

কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস্, আবার ডাক্‌চিস্ (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যমসোহাগি, এই তোরে মেরে ফেলি। (গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান) আমার কত্তারে খেয়েচ, আবার আমার দুদের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো—মর্ মর্ মর্ মর্ (গলার উপর নৃত্য)।

সর। গ্যা—অ্যা, অ্যা, অ্যা

সরলতার মৃত্যু

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছেন—ও মা, ও কি আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে জননি (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। (রোদনান্তর সরলতার মুখচুম্বন)

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্ নচ্ছার বিটিকে—আমার কচি

ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছেল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখবিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয় তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা-বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না—আপনার জ্ঞান সঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা, মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ। মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত, শোক-শার্দ্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম। মা আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো ?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারি নে—জননি পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি ? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই ?—মরি মরি বাবা আমার, সোনার বিন্দুমাধব আমার, আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়্যে মেরে ফেলিচি, (সরলতার মৃত শরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা! হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়্যেও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করো্যে আমার বুক ফেটে গেল—হো, ও, মা। (সরলতাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু)

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম

তাহাই ঘটিল। মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল। কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়ে্য মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল। (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি। (চরণের ধূলি মস্তকে দেওন) জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি।

চরণের ধূলি ভক্ষণ

সৈরিন্ধীর প্রবেশ

সৈরি। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না। সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাক্‌বে— এ কি! এ কি! শাশুড়ী বয়ে এরূপ পড়ে কেন।

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করিয়াছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে, আপনিও সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরি। এখন? কেমন করে্য? কি সর্ব্বনাশ! কি হলো! কি হলো! আহা! আহা! ও দিদি আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ি, তুমি যে আজো খোঁপায় দেউ নি! আহা! আহা! আর তুমি দিদি বল্যে ডাক্‌বে না (রোদন) ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে আমায় যেতে দিলে না। ও মা তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে একদিনও মনে করি নি।

আদুরীর প্রবেশ

আদু। বিপিন ডরয়্যে উটেচে, বড় হাল্‌দার্ণি তুমি শীগ্‌গির এস।

সৈরি। তুই সেইখান হতে ডাক্‌তে পারিস্ নি, একা রেখে এইচিস্।

আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুবনক্ষত্র। (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ, কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান, কোথাও নব-দূর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা; আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিত-বনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ২ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিড়্‌দর্শন, অচিরাৎ শোভা সহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ! স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীলকীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল—আহা! নীলের কি করাল কর!

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন॥
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ পারাবার॥
শোকশূলে মাখা হলো বিষ বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা॥
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি অনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার॥
জননী জননী বলে চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই॥

মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে॥
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা॥
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই॥
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার॥
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায়॥
রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না॥
সহাস বদনে সতী সুমধুর স্বরে।
বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধরে॥
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বনবিহঙ্গ সঙ্গীত॥
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর।
আলো কর্য়ে ছিল মম দেহ সরোবর॥
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়॥
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার॥

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়—আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন

যবনিকা পতন

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকং।

টীকা

'নীল-দর্পণে' ব্যবহৃত অধুনা-দুর্বোধ্য শব্দগুলি অধিকাংশই প্রাদেশিক, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদীয়া-যশোহরের বিশেষ অঞ্চলের ভাষা। অধিকাংশ শব্দই কোন-না-কোন আভিধানিক শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে দুর্বোধ্য রূপ লইয়াছে। যেমন, আসধান = আউস ধান (পৃ. ৬); বকৃতি = বকিতে, নাবা খাবা = নাওয়া খাওয়া (পৃ. ৮); সুমুন্দি = সম্বন্ধী, আলেন = এলেন, দিনি = দেখি নি, এতডা = এতটা (পৃ. ৯); সেঁস্‌য়ে— শাসাইয়া (পৃ. ১০)। এই জাতীয় শব্দের টীকা প্রায়ই দেওয়া হয় নাই। আষ্ট (রাষ্ট্র), অক্ত (রক্ত), আজাদের (রাজাদের) প্রভৃতি এমন কয়েকটি শব্দের টীকা দেওয়া হইয়াছে, যাহাদের অর্থবোধে গোলযোগ বাধিতে পারে। সংস্কৃত, ইংরেজী ও ফার্সী শব্দ যে-কোন অভিধান খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে। সেগুলিরও টীকা দেওয়া হয় নাই। গত্তে, ইকৃস্থল, এড়ো প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের অর্থ ঠিক ধরিতে পারা যায় নাই। এগুলির পাশে [?] প্রশ্ন-চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। শব্দের পাশে বন্ধনীস্থিত সংখ্যা পৃষ্ঠা-সংখ্যা।

অক্ত (২৯) = রক্ত

আন্‌তেরা (৩১)—হদিস, অন্ত, তথ্য

অবধান (৮)—মনোযোগ। এখানে প্রণাম

অবাক্ (২৫)—হতভম্ব

অরপুরুব (৩২) = অপরূপ

আজাদের (২১) = রাজাদের

অমাবস্তা (৮১)—আমাশয়

আষ্ট (৮১) = রাষ্ট্র

অ্যাকান (৩৪) = এখন

ইকৃস্থল (৩০)—আইননির্দ্দিষ্ট ধারামতে আটক [?], মাইকেল ইহার অনুবাদ করেন—torturing

এগোনের (৩১)—পূর্ব্বেকার
এড়ো (৬৩)—আড়াআড়ি বিস্তৃত [?], মাইকেল ইহার অনুবাদ করেন—very long and broad
এমান (৬১)—ইমান—ধর্ম্মবিশ্বাস

কস্‌বি (২৩)—বেশ্যা
কান্‌সারন (৩৩)—কন্‌সার্ন (Concern)
কামরাঙ্গা (২৫)—"কামরা, পুর্ত্তুগীজ camara হইতে"
কারকিতী (১০) কারকিত (১৬) কারকীত (৮৫)—চাষকর্ম্ম
কুড়ো (৯)—বিঘা
কোমেট্ (৩০)—কমিটী (Committee)

খোলোসা (৬৫)—সমুদয় (Without reservation)

গত্তে (৮)—কত্তে, করিতে, নীল করিতে—to work
গস্তানি (২৫)—কুলটা
গাঁটি (৯১)—গাঁটে, ট্যাঁকে
গাঁতা (৩৩)—মিলিত কাজ
গাঁতি (৫, ১৩)—জমিদারের অধীন জমা জমি, যুক্ত ভূসম্পত্তি
গারনাল (৩১)—গভনর
গোঁট বেঁদে (৩১)—দল বাঁধিয়া
গোডা (১০)—গুওটা—গু-খেকোর ব্যাটা
গৌণপরা (৮৭)—গাউন-পরা

ঘোঁটা মাত্তি (৩০)—তোলপাড় করিতে
ঘোল বলাইয়েছে (৪৭)—জব্দ করিয়াছে

চাবালি (২৯, ৬১)—চোয়াল
চুম্বুরি (১০১)—চুমকি দেওয়া
চুলগল্লাডা (৩৮)—চুলগোছাটা
ছুট (১৯)—চুল বাঁধিবার দড়ি

জামা (৩০)—জামাই

জোরার (৬১)—যমের

ঝক্কোতে (৩১)—ঝটিতি—শীঘ্র

ঝম্‌কে (২৫)—চম্‌কে

ঝরকা (৩৪)—জানলা

ঝাপটা (২৩)—চুলে পাতা কাটা

ঝোজানি (২৯)—ঝুজিয়ে

টিকিরি (২৯, ৬৯)—ঠিকা মজুর

ডব্‌কা (১১)—উঠতি বয়সের

ডেড্‌লি কমিসন (৮৪)—নীলকরদের পক্ষে মারাত্মক (deadly) কমিসন—Indigo Commission

তবাদি (২৯)—পর্য্যন্ত

তাইনে (৭১)—হারে, প্রত্যেকে

তেতো (৩২)—তপ্ত

তেরোনাল (২৭)—তরবারধারী

দই (৬০)—দোহাই

দাসদিগিতি (৫৫)—দাসদীঘিতে

দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় (২)—নীলকরদের পক্ষসমর্থনকারী 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা'-সম্পাদকদ্বয়। 'ইংলিশম্যানে'র সম্পাদক ছিলেন—Walter Brett.

দ্বটি, দ্বটো (৪০)—দুটি, দুটো

নচা (৩১)—রচা

নচ্‌তি (৩১)—রচ্‌তে

নট্‌তো (৩০)—রট্‌তো—রটিত

নড়ুই (৩০)—লড়াই

নাকে (৩১)—রাখে

নাজি (৩৪)—রাজি

নাঙ্গা পাকড়ি (২৭)—রাঙা পাকড়ি—পুলিস
নাড় (২১)—রাঁড়—বিধবা
নাত্তি (৬১)—রাতি—রাত্রি
নিচু (৩০)—ছোট, নেহাৎ
নেটেলা (২৬)—লেঠেল—লাঠিয়াল
নেয়েত (৬২)—রায়ত
নোনা ফেনা (১০)—নোনা জল লাগিয়া নষ্ট অনুর্ব্বর জমি
ন্যাকাৎ (৮০)—মতন

পত্তি (২২)—প্রতি
পত্তিবাসী (৮০)—প্রতিবাসী
পিল্ (২৬)—আপীল
পুট্‌ঠাকুর (৪৪)—পুরুতঠাকুর
পেটপোড়া খেবয়েচে (২৭)—সন্তাননিরোধ করিবার ঔষধ খাওয়াইয়াছে
পোঁচা (৬১)—করতল

ফ্যাবা (২৫)—চীৎকার

বট্‌নেকা (৪৯)—বৈঠ্‌নেকা—বসবার
বাউ (২১)—বাউটি
বাউরা (৩৫)—পাগল
বার (২২)—সময়
বিদে কাটি (১০)—“ক্ষেত্রের তৃণ মারিবার লৌহকণ্টকযুক্ত কাষ্ঠ”
বুনো (৬১)—বুনো-জাতীয় কুলি-সম্প্রদায়
বেওরাওয়ারি (৬৭)—জোর করিয়া
বেছাপ্পর (৬২)—আশ্রয়হীন
বেপালটে (৬২)—বিপদে
বেল (৩৪, ৫৮)—বেলা

ভাবরা (৩৫)—খাপরা

ভেমো (৮২)—বোকা

ভোগোল (৮১)—যে ভোগায়

ভ্যালা (৪৩)—কাপড়ে চিহ্ন দিবার রঙ

মজুকুর (৬৬)—লিখিত বিবরণ

মাইন্দার (১৬)=মাহিনাদার—চাকর

মাচেরটক্ (২৬)=ম্যাজিষ্ট্রেট

মাটোব্বর (৪৮)=মাতোব্বর—বিশ্বাসযোগ্য

মাদ্দা (৮৯)—মকদ্দমা

মান্নি (৩১)—মারানী

মার্গ (৩২)=মার্ক—দাগ

মোজা (৮৬)=মৌজা

ম্যাদ (২৬)=মেয়াদ

মৃত্যু (১৮)—যম

রামকান্ত (৩৪, ৫৮)—শ্যামচাঁদ দ্রষ্টব্য

রোকা (৫৩)—পত্র

র‍্যাংরাজ (৮০)=ইংরাজ

লৌ (২৯)=লহু—রক্ত

শ্যামচাঁদ (২, ১২, ১৬, ২৯)—চর্ম্মনির্ম্মিত চাবুক

"Not content with the usual instruments of torture and punishment, one of the planters invented a novel form of whip or cat-o'-nine-tails, christened *Sham Chand* or *Ram Kant*, for beating out of the raiyats any lurking disinclination against the cultivation of the plant. The authorship of this was ascribed to Mr. Larmour, the leading planter in Bengal."—Haranchandra Chakladar : "Fifty Years ago."

সমে (৩০)=সময়ে

সম্পাদকযুগল (৩)—"দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদকদ্বয়" দ্রষ্টব্য

সাঁকৃতি (১০২)—শাঁক
সাড়ে সইয়ে (৮৫)—সাড়ে সওয়া, সওয়া ও তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ
সাতান (৪৯)—সাত্তোয়ান—যে যথানিয়মে খাজনা দিতে সমর্থ
সারাক্ষুণ্ডি (৮০)—সারাক্ষণটি
সেদের (৬১)—সাধুর
সেবের (৩০)—সাহেবের
সেমন্‌তোনের (৩০)—সীমন্তোন্নয়ন—দশ সংস্কারের অন্যতম
সোদা (৩৪)—সিধে
সোমোজ কত্তি (৩১)—সমঝাইতে—বুঝিতে

হদ্দ (১৫)—বড়জোর
হাতের ন ক্ষয় যাক (২২)—হাতের লোহ হাতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হউক
হিব্‌ভিতি (৩২)—কারচুপি
হের (২৯)—ইহার
হ্যাংনামা (৩০)—হাঙ্গামা
হ্যাল মেরেছে (৩০)—হ্যালো (Hallo) বলিয়াছে।

নবীন তপস্বিনী

[১২৭৩ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

র্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।”—শকুন্তলা।

নবীন তপস্বিনী

দীনবন্ধু মিত্র

সম্পাদক ঃ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

'নবীন তপস্বিনী' নাটক দীনবন্ধুর দ্বিতীয় গ্রন্থ, ইহা প্রথম হইতেই তাঁহার স্বনামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণং নাটকং'-এর গুপ্তনামা লেখক "কস্যচিৎ পথিকস্য" সত্য পরিচয় 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের প্রকাশকালে বাংলা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয় নাটকের জন্য 'সোমপ্রকাশ' (৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৩) প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে দীনবন্ধু যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৫৭। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ ছিল :—

> নবীন তপস্বিনী নাটক শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত ভর্ত্তুর্বি-প্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ। শকুন্তলা। কৃষ্ণনগর। অধ্যবসায় যন্ত্রে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গুহ দ্বারা মুদ্রিত সন ১২৭০ সাল মূল্য এক টাকা।

'নবীন তপস্বিনী' দীনবন্ধুর দ্বিতীয় গ্রন্থ হইলেও ইহার সূত্রপাত হয় দশ বার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার ছাত্র-জীবনে। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

> দীনবন্ধু প্রভাকরে "বিজয়-কামিনী" নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। তাহার, বোধ হয়, দশ বার বৎসর পরে "নবীন তপস্বিনী" লিখিত হয়। "নবীন তপস্বিনী"র নায়কের নামও বিজয়, নায়িকাও কামিনী। চরিত্রগত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়ক নায়িকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, 'বিবিধ,' পৃ. ৭৬

বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখিয়াছেন :—

> "নবীন তপস্বিনী"র বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।… প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস ইংরেজি

> গ্রন্থ এবং "প্রচলিত খোস গল্প" হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণী-মোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদলকুঁতকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন-উপন্যাসমূলক; "জলধর" "জগদম্বা" "Merry Wives of Windsor" হইতে নীত।—ঐ, ঐ, পৃ. ৮১

১৮৭৩ সনের ৪ঠা জানুয়ারি কলিকাতার সাধারণ-রঙ্গালয়—ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নবীন তপস্বিনী'র প্রথম অভিনয় হয়।

দীনবন্ধুর জীবিতকালে 'নবীন তপস্বিনী'র একাধিক সংস্করণ হয়, আমরা—১২৭৩ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই বর্ত্তমান সংস্করণে অনুসরণ করিয়াছি।

অসেচনক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

একাত্মবরেষু।

সোদরসদৃশ বঙ্কিম!

তুমি আমাকে ভাল বাস বলেই হউক, অথবা তোমার সকলি ভাল দেখা স্বভাবসিদ্ধ বলেই হউক, তুমি শিশুকালাবধি আমার রচনায় আমোদিত হও। আমার "নবীন তপস্বিনী" প্রকৃত তপস্বিনী—বসন ভূষণ বিহীনা—সুতরাং জনসমাজে যদি "নবীন তপস্বিনীর" সমাদর হয় তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে। কিন্তু "নবীন তপস্বিনী" সুরূপা হউন আর কুরূপা হউন তোমার কাছে অনাদরের সম্ভাবনা নাই; অতএব, প্রিয়দর্শন! সরলা অবলাটি তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। ইতি।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

রমণীমোহন	···	রাজা।
জলধর	···	মন্ত্রী।
বিনায়ক	···	সহকারী মন্ত্রী।
মাধব	···	রাজার বয়স্য।
বিদ্যাভূষণ	···	সভাপণ্ডিত।
রতিকান্ত	···	সদাগর।
বিজয়	···	তপস্বিনীর পুত্র

গুরুপুত্র, পণ্ডিতগণ, প্রজাগণ, ঘটকগণ,
বাহকচতুষ্টয়, ইত্যাদি।

কামিনীগণ

মালতী	···	রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী।
মল্লিকা	···	বিনায়কের স্ত্রী এবং মালতীর মামাতো ভগিনী
জগদম্বা	···	জলধরের স্ত্রী।
সুরমা	···	বিদ্যাভূষণের স্ত্রী।
কামিনী	···	বিদ্যাভূষণের কন্যা।
তপস্বিনী		
শ্যামা	···	তপস্বিনীর সহচরী।
পাঁচটি বালিকা		

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রতিকান্ত সদাগরের বাড়ী

এক দিক্ হইতে মালতী অপর দিক্ হইতে মল্লিকার প্রবেশ

মাল। কি লো মল্লিকে হাঁসি যে গালে ধরে না।

মল্লি। ও ভাই বড় রঙ্গের কথা শুনে এলেম, মহারাজ নাকি বিয়ে কর্‌বেন।

মাল। মাইরি? মিছে কথা।

মল্লি। মাইরি মালতি, তোর মাতা খাই।

মাল। ছোট রাণী মলে রাজার এত শোক করা কেবলই মৌখিক—আর বিয়ে কর্‌বেন না, অরণ্যে যাবেন, তীর্থ কর্‌বেন, তপস্বী হবেন, সকলি কথার কথা।

মল্লি। আহা দিদি! আমরাই মরি ভাতার ভাতার করে, ওরা কি আমাদের মনে করে, ওদের মত বেইমান্ আর কি আছে। যখন কাছে থাকেন, তখন স্বর্গে তোলেন, বল্‌তে কি তখন ভাই বোধ হয় মিন্‌সে বুঝি আমায় বই আর জানে না, আমি মলে মিন্‌সে বুঝি সমরণে যাবে। মরে বাঁচার ওষুধ পাই তবে মরে দেখি, আবার বিয়ে করে কি না।

মাল। আহা! বড় রাণী এখন থাক্‌লে সুখ হতো।

মল্লি। হ্যাঁ ভাই ছোট রাণী কি যথার্থ বিষ খাইয়েছিল?

মাল। না বোন কারো মিছে দোষ দেব না, বড় রাণী বিষ খেয়ে মরেন নি। ছোট রাণী, মহারাজা, আর রাজার মা বড় রাণীকে বড় যন্ত্রণা দিয়েছেন। ছোট রাণীর সতিন, সে কল্যে নিন্দে নেই, এমন পোড়ার-মুখো শাশুড়ী ভাই কখন

দেখি নি ; রাজা যদি কোন দিন সক্ করে বড় রাণীর ঘরে যেতেন, বুড়ো মাগী, রায় বাগিনীর মত এসে পড়্তো।

মল্লি। রাজরাণীই হন্ আর রাজকন্যাই হন্, ভাতারের সুখ না থাক্‌লে কোন সুখ ভাল লাগে না।

সোনা দানা দুদের বাটী।
দুও মেগের ওঁচলা মাটী॥

মাল। আহা বোন্, তাই কি তিনি ভাল খাওয়া পরা পেতেন, রাজরাণী ছিলেন বটে, কিন্তু কখন ভাল কাপড় পর্‌তে পান্ নি, পেট্‌টা ভরে খেতে পান্ নি, বেয়ারাম হলে চিকিৎসা হতো না, পিপাসায় একটু জল দেয় এমন একটি দাসী ছিল না; শাশুড়ী যে যন্ত্রণা দিয়েচেন, বড় রাণীর বিনা চক্ষের জলে একটি দিনও যায় নি।

মল্লি। তবে ঐ বুড়ো মাগীই বড় রাণীকে মেরেচে—না?

মাল। না লো না, বড় রাণীকে কেউ মারে নি, কিন্তু ছোট রাণী যদি কবিরাজকে হাত কত্তে পাত্তেন, তা হলে বড় রাণীকে বিষ খাওয়াতেন, তার আর কোন সন্দ নাই।

মল্লি। তবে বড় রাণী কেমন করে মলেন?

মাল। ও ভাই শুন্‌বি, মহারাজ যদিও ছোট রাণী আর মায়ের ভয়েতে বড় রাণীর ঘরে যেতে পাত্তেন না, কিন্তু সুযোগ পেলে কখন কখন তাঁর ঘরে যেতেন, কপালক্রমে বড় রাণীর পেট হলো, বড় রাণীর পেট হয়েছে শুনে শাশুড়ী মাগী যেন আগুন হয়ে উঠ্‌লো, বিয়ন্ত বাগিনীর মত গজ্‌রাতে লাগ্‌লো।

মল্লি। আহা! কি গুণের শাশুড়ী গো, ইচ্ছে করে পাদব জল খাই।

মাল। তার পর ভাই মাগী রাষ্ট করে দিলে, বড় রাণীর কুচরিত্র ঘটেচে, আহা! বড় রাণীর খেদের কথা মনে হলে

আজও চক্ষে জল আসে। শাশুড়ীর মুখে এই কথা শুনে তাঁর মাতায় যেন বজ্রাঘাত হলো, হাপুষ নয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

মল্লি। ভাল মহারাজ কেন বল্যেন না তিনি গোপনে গোপনে বড় রাণীর ঘরে যেতেন।

মাল। মহারাজ মানুষ হোলে বল্‌তেন, তা উনি তো মানুষ নন, উনি ছোট রাণীর "রামবল্লভ," প্রথমে বড় রাণীকে সান্ত্বনা কল্যেন যে, এমন আহ্লাদের বিষয় নিয়ে খেদ করা উচিত নয়, তার পর যাই ছোট রাণী কল টিপে দিলে, ওম্‌নি সব ভুলে গেলেন, স্ত্রীহত্যা কত্তে বস্‌লেন, মায়ের কাছে ভয়েতে স্বীকার কল্যেন, বড় রাণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ছিল না।

মল্লি। বলিস্‌ কি, মাইরি? এমন কথা তো কখন শুনি নি, সাদে বলি পুরুষ এক জাত সতন্তর—

মধুপান কত্তে পারি।
মাচির কামড় সইতে নারি॥

বিস্তর বিস্তর ভাতার দেখিছি, এমন ভাতার ভাই কখন দেখি নি—বড় রাণী কি কল্যেন?

মাল। আহা! ভাই, ভাতারের মুখে বড় কথা শুন্‌লে, গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে, এতে কি প্রাণ বাঁচে, বড় রাণী স্বামীর মুখে অখ্যাতি শুন্‌বেমাত্র জলে ডুবে মলেন।

মল্লি। আহা! আহা! ও যাতনার ঐ ওষুধ, আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে; মহারাজ স্ত্রীহত্যা কল্যেন?

মাল। মহারাজ প্রথম প্রথম বড় অসুখী হয়েছিলেন, রাজসিংহাসনে বসে থাক্‌তেন আর দুই চক্ষু দিয়ে দর্‌ দর্‌ করে জল পড়্‌তো; বাড়ীর ভিতর কোন খেদ কত্তে পাত্তেন না।

মল্লি। আর ঘেন্নার কথা বলিস্‌ নে, পোড়া কপাল অমন খেদের। বলে

মাচ মরেচে বেড়াল কাঁদে শান্ত কল্যে বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি হেরি সাপের চকে॥

মাল। রাজা ভাই কেমন এক রকম মানুষ; বড় রাণীকে মনে মনে ভাল বাস্‌তেন, কিন্তু ছোট রাণী ওঠ বল্যে উঠ্‌তেন, বস বল্যে বস্‌তেন, ছোট রাণীর মুখ ভারি দেখ্‌লে কেঁপে মত্তেন।

মল্লি। ছোট রাণী নাকি রাজারে কি খাইয়েছিল?

মাল। তুই ভাই ও কথা তুলিস্ নে, কে কোথা হতে শুন্‌বে গোরিবেব প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।

মল্লি। উঃ মগের মুলুক আর কি? প্রাণ আর টান্‌তে হয় না।

মাল। ও কথা যাক্, মেয়ে স্থির হয়েচে?

মল্লি। রাজার আবার মেয়ের ভাবনা কি, পথ থাক্‌লে তোমার আমার ইচ্ছে হয়।

মাল। পোড়ার মুখ আর কি—তুই যেমন মেয়ে।

মল্লি। তা কি ভাই, কপালের কথা বলা যায়, তুই যদি রাজার নজোরে পড়িস্, এই তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন্ত্রীর নজোরে পড়েচিস্।

মাল। পোড়া কপাল আর কি, আর শুনিচিস্ জগদম্বা আবার আমার সঙ্গে ঝকড়া করে, বলে আমি নাকি তার ভাতারকে মন্ত্রণা দিচ্চি।

মল্লি। আহা, তাঁর ভাতারের যে রূপ, পাড়ার মেয়েরা কাজেই পাগল হয়। পেট এম্‌নি বেড়েচে, নাই চুল্‌কোবার যো নেই, হাত তত দূর যায় না; বর্ণটি তো তেলকালি, তাতে আবার এক একখানি দাদ হয়েচে, চেহারার চটক্ দেখে কে? ঠোঁট দুখানি যেমন কাল তেমনি মোটা, কসের কাছটি শাদা, আর অল্প অল্প লাল। চক্ষু দুটি যেমন ছোট তেমনি খোল্লো, তাতে আবার আড়্‌নয়নে চাওয়া হয়। তুমি যদি ভাই রাগ

না কর তোমার বাড়ী ওরে এক দিন আনি, এনে জলখ্যাংরা খাইয়ে বিদেয় করি।

মাল। তা না কল্যেও ও ক্ষান্ত হবে না।

রতিকান্তের প্রবেশ

রতি। তোমরা কি পরামর্শ কর কি হয় তার ভাব ভক্তি বুঝ্‌তে পারি না।

মাল। আমরা অবলা, পরামর্শ আবার কি কর্‌বো। তুমি সর্ব্বদাই অস্থির হোয়ে বেড়াও কেন?

রতি। যার জ্বালা সেই জানে, সদাগরি কত্তে হয় তো বুঝ্‌তে পারি; পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করা আর ঝাঁপ্‌টাকাটা সহজ কর্ম্ম।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আপনি দিন কত বাড়ী থাকুন, মালতীকে বাণিজ্য কত্তে পাটান, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপনার ঘর টাকায় পরিপূর্ণ করে দেবে।

রতি। মল্লিকে, তুই আর জ্বালাস্‌ নে ভাই, তোর ভাতার মচ্চে লিখে লিখে, তুই টিপ্‌ কেটে আঁচল ধরে ইয়ারকি দিতে এইচিস্।

মল্লি। আমার ভাতার আমায় এমনি ইয়ারকি দিতে বলেচে।

রতি। তবে দাও।

বিনায়কের প্রবেশ

মল্লি। (বিনায়কের নিকটে গিয়া) তুমি আমায় টিপ্‌ কেটে ইয়ারকি দিতে বল নি? সদাগর মহাশয় টিপ্‌ দেখে রাগ কচ্চেন।

বিনা। দেখ, তোমার বোনাই যেন টিপ্‌ চেটে খান্‌ না।

রতি। বিনায়ক তুমিও ওদের দিকে হলে।

মাল। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই স্ত্রীতে বেশ বিন্যাস করে।

রতি। তবে পাড়া বেড়াতে টিপ্ কেন?

মল্লি। সদাগর মহাশয়, মালতীকে ঘরে চাবি দিয়ে রাখ্‌বেন, নইলে কোন্ দিন আপনার হাতে টুক্‌নি দিবে।

রতি। তোমরা যে রত্ন, চাবি দিলেও যা, না দিলেও তা।

মাল। তুমি যেমন, মল্লিকে তোমায় খ্যাপাচ্চে।

রতি। আমি তো আর খেপ্‌চি নে।

মল্লি। খ্যাপো আর না খ্যাপো আমি বলে কয়ে খালাস্।

রতি। তুই বাড়ী যা, তোর ভাতার ডাক্‌তে এয়েচে।

মল্লি। বুঝিচি, খেপ্‌বের সময় হয়েচে, আমি চল্যেম, মালতী, ঘাটে যাবার সময় ডেকে যাস্—এস ভাই আমরা বাড়ী যাই।

[বিনায়ক ও মল্লিকার প্রস্থান।

মাল। তুমি যার তার কথায় কাণ দাও কেন?

রতি। আমার মনটা বড় উচাটন হয়েচে, শুন্‌চি আমায় ত্বরায় বিদেশে যেতে হবে।

মাল। তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমি আর একা থাক্‌তে পারবো না, তোমায় না দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণ যে করে, তা আমিই জানি।

রতি। "পথে নারী বিবর্জিতা," তা কি নিয়ে যেতে পারি, কপালে ভোগ থাকে তো একাই ভুগ্‌তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজার উদ্যান

জলধরের প্রবেশ

জল। মালতী এই রমণীয় উদ্যানে জলক্রীড়া করিতে আসে, আমি ত্রিভঙ্গ হোয়ে এইখানে দাঁড়াই, শিস্ দিতে থাকি, বংশীধ্বনি বিবেচনা করে সেই রমণীমণি রাধাবিনোদিনী আমার নিকটে আস্‌বেন। (শিস্ দেওন) বংশীধারীর মত আর কিছু থাক্ না থাক্ বর্ণটি আছে। এই তো রূপ, এতেই জগদম্বার গৌরব কত, এমন স্বামী যেন আর কারো হয় নি, এ কথা এক দিকে সত্য বটে। আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও ততোধিক—কোকিলগঞ্জিনী, স্বরে? না, বর্ণে; বয়সে গাছ পাতর নাই, কিন্তু আজো কেউ পদ্মচক্ষু দেখ্‌তে পেলে না, কেন তিনি কি অতি লজ্জাশীলা? তা নয়, চোয়াল দুখানি এম্‌নি উঁচু নয়নযুগল নয়নগোচর হয় না, যদি চিত্ হোয়ে শুয়ে কাঁদেন, বাছার চক্ষের জল চক্ষে থাকে, গড়াতে পায় না এমনি খোল; আহা! যখন হাঁসেন, যেন মূলোর দোকান খুলে বসেন; নাক দেখ্‌লে সূর্পণখা লজ্জা পায়; আর কাজে কাজেই গজেন্দ্রগামিনী, কারণ দুই পায়েতেই গোদ আছে; কথা কন্ আর অমৃত বর্ষণ হোতে থাকে, অর্থাৎ যে কাছে থাকে তার সকল গায়ে থুতু লাগে। যেমন দেবা তেমনি দেবী, যেমন জগন্নাথ তেমনি সুভদ্রা, যেমন জলধর তেমনি জগদম্বা। (শিস্ দেওন) মালতী আজ কি আসবে না? আহা! মালতী যদি আমার মাগ্ হতো, তা হলে যে কি কত্তেম তা কি বল্‌বো। মালতীর নামে একটি কবিতা করি, (চিন্তা)—হয়েচে।

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

(পরিক্রমণ ও দূরে অবলোকন) আঃ কোথায় ভাব্‌চি মালতী, এ দেখ্‌চি কি না বিদ্যাভূষণ।

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ

বিদ্যা। মন্ত্রিবর, রাজবাড়ীর সমাচার কি ?

জল। নিম-রাজি হয়েচেন।

বিদ্যা। তবে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে আর অমত নাই ?

জল। মহাশয় রাজার মত্ কখন থাকে, কখন থাকে না, তার নিশ্চয় কি। রাজা, আদুরে ছেলে, আর দ্বিতীয় পক্ষের মাগ, এ তিনই সমান, কখন্ কি চায় তার ঠিকানা নেই, আর চেয়ে না পেলে পৃথিবী রসাতলে যায়।

বিদ্যা। বলি তবে কোন্ পাত্রীটি স্থির হলো ?

জল। যাঁহারা পাত্রী দেখিতে অনুমতি পেয়েছিলেন তাঁহারা সকলে একমত হোয়ে বলেচেন, আপনার কামিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টা, সুতরাং যদ্যপি আর বিবাহ করায় অমত না হয় তবে আপনার কামিনীই রাজমহিষী হবেন।

বিদ্যা। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, আমার কন্যাই হউক আর অপর কোন বালিকাই হউক, মহারাজের সহধর্ম্মিণী গ্রহণে অমত করা কোনরূপে কর্ত্তব্য নয়, বয়স এমন অধিক হয় নাই, বিশেষতঃ একাদিক্রমে দ্বাবিংশতি পুরুষ রাজ্য করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে রাজবংশ এককালে লোপ হয়, বড় আক্ষেপের বিষয়।

জল। ছোট রাণীর মৃত্যু হওয়া অবধি রাজার বড় রাণীর শোক প্রবল হয়েচে। শোকের ফোয়ারার মুখে ছোট রাণী

পাতর হোয়ে বসেছিলেন, এক্ষণে পাতরখানি সরে গিয়েচে, শোক একেবারে উথ্‌লে উঠেচে। বিবাহের নাম কল্যেই বড় রাণীর নাম করে কাঁদ্‌তে থাকেন।

বিদ্যা। কন্যাটি আমার পরমা সুন্দরী, জননী আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী, মনে ভয় করে, রাজরাণী হোয়ে পাছে হাটের হাড়িনী হন, কারণ বড় রাণী যদিও রাজমহিষী ছিলেন, এক পয়সাও জলখাবার খেতে পেতেন না।

জল। মহাশয়ের সে পক্ষে কোন ভাবনা নাই; কামিনী বিশ্ববিমোহিনী, মহারাজ যদি আবার দুটি রাণী করেন, আপনার কামিনীই একচেটে কর্‌বেন।

বিদ্যা। সে ভরসাটি আমারও আছে, বিশেষ ব্রাহ্মণী স্বামিদমনজ্ঞান জানেন, কন্যাকে সে জ্ঞান দান কল্যে রাজা অন্তঃপুরে মেষ হোয়ে থাক্‌বেন।

জল। তবে বোধ করি, আপনি কেবল রাজসভায় সভা-পণ্ডিত, ব্রাহ্মণীর কাছে আতপচাল দেখ্‌লে মুখ চুল্‌কায়।

বিদ্যা। ব্রাহ্মণীর শেমুষীটি সাতিশয় প্রখরা, আমারে সকল বিষয়ে পরাভূত করেচেন, আমি মহারাজের সমক্ষে সিংহনাদ করি, কিন্তু ভবনে গমন করি, আর পঠিত মাটি মস্তকে পড়ে, আমি কোন কথা কাটিতে পারি না, কেবল মোসাহেবদের মত আজ্ঞা হ্যাঁ, আজ্ঞা হ্যাঁ বলে যাই। আক্ষেপের কথা বল্‌বো কি, রাজার বয়স অধিক হয়েছে বলে ব্রাহ্মণী কন্যা দানে অসম্মতা, বলেন, ধনের লোভে কখনই মেয়ে প্রবীণ রাজাকে দিতে পার্‌বো না।

জল। মহাশয়, এ কথা আমার রাজার নিকটে জানান উচিত, কারণ রাজা অনেক অনুরোধে বিয়ে কত্তে চাচ্চেন, তাতে যদি ব্রাহ্মণী কান্নাকাটি করেন, তবে রাজার রাগ হতে পারে।

বিদ্যা। না মন্ত্রিবর, এ কথা তুমি কাকেও বলো না, আমি মিনতি করে পারি, গলায় বস্ত্র দিয়ে পারি, পাদপদ্ম ধারণ করে পারি, ব্রাহ্মণীর মত কর্‌বো, বিশেষ বিবাহের স্থিরতা হলে আর কি কোন গোল উপস্থিত হয় ?

জল। মহাশয়, জানেন না, শিরোমণি মহাশয় যে বারে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, তাতে কি বিপদ্ না ঘটেছিল; ছাঁল্লাতলায় শাশুড়ী মাগী চীৎকারধ্বনি কত্তে লাগ্‌লো, বরকে কনে বাবা বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লো, তার পর তিন শত টাকা বয়স অধিকের জরিমানা দিলে বিবাহ হলো; বরের বাঁ পায়ে একখান দাদ্ ছিল বলে তার জন্য পঁচিশ টাকা নিলে।

বিদ্যা। রাজার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, কোন বিষয়ে ভাবনা কত্তে হবে না। আমি ব্রাহ্মণীর সহিত কথোপকথন করে আপনাকে কল্য জানাব।

[বিদ্যাভূষণের প্রস্থান।

জল। ছিনে জোঁক, কাঁটালের আটা, আর ভট্টাচার্য্যি বামন, অল্পে ছাড়ে না; আপদ্ গেল, আমি আশা কচ্চি মালতীর, এলো কি না বিদ্যাভূষণ। (শিস্ দেওন)

মন উচাটন, মালতী কারণ, কই দরশন,
পাই গো তার।
(নেপথ্যে মলের শব্দ)
মলেতে মল্লার, বেহাগ বাহার, বাজে চমৎকার,
বাঁচি নে আর।

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ

এই তো আমার মনঃপিঞ্জরের হিরেমন এলো, এখন কেন কবিতাটি বলি না।

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

মল্লি। আ মরি, আ মরি, যমেরি ভুল।

জল। মল্লিকে, তোমাকে আর বল্‌বো কি—

মল্লিকামুকুলে ভাতি গুঞ্জন্ মত্তমধুব্রতঃ

আমি মধুব্রত, চতুষ্পদ, না ষট্‌পদ।

মল্লি। সত্যের দ্বারে আগড় নাই, যথার্থ পরিচয় দিয়েচেন।

জল। মালতীর মুখে কথা নাই।

মল্লি। মৌনং সম্মতিলক্ষণং।

মাল। মর্ মর্—মন্ত্রিমহাশয়, আপনি রাজমন্ত্রী, রাজার অধিকারে যত মেয়ে আছে, তাদের সতীত্ব রক্ষা কর্‌বেন, আপনার পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। আপনি যদি ঘাটের পথে আমাদের এরূপ বিরক্ত করেন, আমরা রাজবাটীতে জানাব।

জল। মালতী, যার নামে নালিশ কর্‌বে, তারি কাছে বিচার, রাজা আর কিছুই দেখেন না—আমি তোমার সহিত বাদানুবাদ কত্তে চাই না, আমার এইমাত্র বক্তব্য, তোমার বাঁ পায়ের চরণপদ্ম অনুমতি কর্‌লেই আমি পায় পড়ে থাকি।

মল্লি। আপনি জগদম্বার সম্বল, জগদম্বার আলালের ঘরের দুলাল, আমরা আপনাকে নিতে পারি?

জল। মল্লিকে, আমি জগদম্বার ছিলেম, কিন্তু মালতী আমায় কিনে নিয়েচে।

মল্লি। মালতী বুঝি ধোপার ব্যবসা আরম্ভ করেচে?

জল। মল্লিকে, তোমার কথাগুলিন যেন আকের টিক্‌লি, আমার হয়ে মালতীকে দুটো কথা বলো, মালতীর জন্যে আমি সর্ব্বত্যাগী হয়েচি।

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

মাল। মহাশয়, আপনি আমায় যেরূপ বল্‌চেন যদি আপনার জগদম্বাকে কেহ এরূপ বলে, তা হলে আপনি কি করেন ?

জল। তা হলে আমি পঞ্চাননের পূজা দিই, আর মনে প্রবোধ দিতে পারি যে, আমার মত আরো নিঘিন্নে মানুষ আছে।

মল্লি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, জগদম্বা যেন মুচি মাগী, আপনি তারে স্পর্শ করেন কেমন করে ?

জল। জলশুদ্ধির বচন আওড়াই, তবে সে জাবে যাই। মল্লিকে, "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি" পাঠ করিলে এঁদো পুকুরের পানাপচা জলও শুদ্ধ হয়, তেমনি আমার জগদম্বার স্পর্শ।

মল্লি। তবে আর আমাদের বিরক্ত কচ্চেন কেন ?

জল। বার মাস পানাজলে নেয়ে মরি, এক দিন লাল দিগিতে যেতে ইচ্ছা হয়।

মাল। চল্ মল্লিকে, সন্ধ্যা হলো। (যাইতে অগ্রসর)

জল। যার জন্যে বুক ফাটে,
সে আমারে এঁকে কাটে।

মালতি, তুমি অধমকে বধ না করে যেতে পার্‌বে না।

(পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান।)

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল ॥

মাল। মহাশয়, ঘাটের পথে এরূপ কচ্চেন, কেউ দেখ্‌তে পাবে।

মল্লি। মালতী একেবারে বার আনা রাজি হয়েচে, এখন কেবল স্থানাভাব।

জল। মল্লিকে, তুমি আমার বিন্দে দূতী, যাতে মালতী যুবতী লাভ হয় তার উপায় কর।

মল্লি। মহাশয়, পায় পড়ারে পারা ভার, আপনার উপর মালতীর দয়া হয়েচে, আপনি এখন স্থান, আর দিন স্থির করুন। মালতীর বাড়ীতে আপনি কি যেতে পারেন না ?

জল। আমার খুব সাহস আছে, কিন্তু পরের বাড়ীতে যাওয়া প্রাণ হাতে করে ; এ কাজে মারামারি কথায় কথায়। তুমি মালতীকে নিয়ে আমার কেলিগৃহে যেতে পার না ?

মল্লি। আর জগদম্বা যদি দেখ্‌তে পায় ?

জল। আমি আট ঘাট বন্দ কর্‌বো, সে দিকে কারো যেতে দেব না। (চাবি দিয়া) এই চাবিটি রাখ, কল্য সন্ধ্যার পর কেলিগৃহের চাবি খুলে তোমরা তথায় থাক্‌বে, আমি অবিলম্বে হুজুরে হাজির হবো।

মল্লি। পাকা হয়ে রইল, এখন পথ ছাড়ুন, আমরা ঘাটে যাই।

জল। দেখ যেন ভুলো না।

মল্লি। মহাশয়, প্রেমের তারে হাত পড়েচে, আর কি ভোলা যায় ?

যার সঙ্গে যার মজে মন।
কিবা হাড়ী কিবা ডোম ॥

মাল। তুই যে এখনি অবশ হলি।

মল্লি। আড় নয়নের এমনি জোর।

জল। মালতি, তুমি যে শাড়ীখান পরে সে দিন রাজবাড়ী গিয়েছিলে, সেই শাড়ীখান পরে যেও।

মল্লি। আমি কেবল ধামাধরা, মন্ত্রিমহাশয়, আমায় কিছু বল্যেন না, এত অপমান, আমি যাব না।

মাল। না গেলে, আমারি ভাল।

জল। মল্লিকে, তুমি আর এক দিন যেও।

মল্লি। না, আমি আজই যাবো—মালতি, তোর মনে এই ছিল, এক যাত্রায় পৃথক্ ফল, আমি সদাগরকে বলে দেব।

জল। না মল্লিকে, তারে বল না, আমি কারো বঞ্চিত কর্‌বো না।

মাল। বল্লিই বা, মন্ত্রিমহাশয় কি আমায় ছুটো খেতে দিতে পার্‌বেন না।

জল। মালতি, তোমায় আমি মাথায় করে রাখ্‌তে পারি, কেবল জগদম্বার ভয়, সে কথায় কথায় মারে ধরে।

মল্লি। (জগদম্বাকে দূরে দেখিয়া) বল্‌তে না বল্‌তে ঐ দেখ দশ দিক্ আলো করে জগদম্বার উদয় হচ্চে।

জল। তাই তো আমি যাই, মালতি, মনে রেখ—

জগদম্বার প্রবেশ

জগ। ও পোড়াকপালীর বেটা, এই তোমার রাজবাড়ী যাওয়া, তোমার আর মরণের জায়গা নেই, ঘাটের পথে পোড়া কপাল পোড়াচ্চো।

জল। (মস্তক চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) ওঁরাই আমারে ডেকে গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন, আমি কি কারো দিকে উঁচু নজোরে চাই।

[জলধরের প্রস্থান।

জগ। পাড়ার পোড়াকপালীরে, পাড়ার সর্ব্বনাশীরে, পাড়ার সাত গতরখাগীরে, পাড়ার গস্তানীরে, পাড়ার পাড়াকুঁদুলীরে, এক ভাতারে মন ওটে না, সাত ভাতার কত্তে যায়; ঘাট মানে না, পথ মানে না, মাঠ মানে না, বড় লোক দেখ্‌লে ডেকে কথা কয়; ও মা কোথায় যাব, কি লজ্জা, কলি কালে হলো কি, যেমন দিইচিস্ তেমনি পেইচিস্, ভাল দিয়ে আস্‌তিস্, মন্ত্রীর মাগ হতে পেতিস্।

মাল। হ্যাঁ গা বাছা, আমরা কি দেশে আর লোক পেলেম না, তোমার "পঞ্চরত্ন" নিয়ে টানাটানি কচ্চি।

জগ। আমি আর ছেনালের কথায় ভুলি নে, আমি স্বচক্ষে দেখিচি, পোড়াকপালীরে ঘরে থাক্‌তে না পারিস্‌, নাম লেখাগে, নতুন নতুন পুরুষ পাবি, কত রাজা পাবি, কত মন্ত্রী পাবি।

মল্লি। মাগী সকল গায় থুতু দিলে গো, আয় ভাই ঘাটে যাই, গা ধুইগে।

মাল। বাছা, আমরা নাম লেখাব কি দুঃখে? আমাদের সিন্দুক পোরা টাকা রয়েচে, বাক্স পোরা গহনা রয়েচে, প্যাঁটরা পোরা কাপড় রয়েচে, সোনার চাঁদ ভাতার রয়েচে, তাদের যেমন মনোহর রূপ, তারা তেমনি আমাদের ভাল বাসে, তোমার যেমন পোড়ার বাঁদর ভাতার, তেমনি তোমাকে ঘৃণা করে, তোমারি উচিত নাম লেখানো—

মল্লি। তা হলে লোকের একটা উপকার হয়—

জগ। আমি বেশ্যা হলে আমারি পরকাল যাবে, লোকের উপকার হবে কি?

মল্লি। পুরুষদের রাতবেড়ান দোষটা সেরে যায়।

জগ। আমি সব কথা তোদের ভাতারকে বলে দেব, তোরা পাড়া মজালি, তোদের জন্যে কেউ ভাতার নিয়ে ঘর কত্তে পারে না।

মল্লি। আমরা হাজার মন্দ হই, তুমি যদি ঘরের ছেলে শাসিৎ করে রাখ্‌তে পার, কেউ তারে যাদু করে নিতে পার্‌বে না।

জগ। আমি তো আর চাবি দিয়ে বাক্সর ভিতর রাখ্‌তে পারি নে, তোরা যদি ওরে ত্যাগ করিস্‌, তা হলে আমি বাঁচি।

মাল। তুমি বাছা পাগল, আমরা কুলকামিনী, আমরা

কি কখন পরপুরুষ স্পর্শ করি—যদিও কোন কুলকামিনী কুপথে যেতে ইচ্ছে করে, তোমার ভয়ে পারে না, অমন কদাকার, পেট-মোটা, ঢেঁকিরামকে কেউ সকের পতি কত্তে পারে ?

মল্লি। আমি যদিও পাত্তেম তা আর পারি নে, একে ঐ রূপ, তাতে জগদম্বার গোময় মুখে মুখ দিয়েচে, সেই মুখ দিয়ে এতক্ষণ পচা জাবের জল নির্গত হচ্ছিল। যথার্থ বল্‌চি, আমি সে আশা একেবারে ছেড়ে দিলেম—এই ন্যাও বাছা, তোমাদের বৈটক্‌খানার চাবি ন্যাও, মন্ত্রিবর স্থির করেচেন, কাল সন্ধ্যার পর মালতীকে লয়ে তথায় কেলি কর্‌বেন। (চাবি দেওন)

মাল। বাছা, তুমি কাল সন্ধ্যার পর তোমাদের কেলিগৃহে, আমি যে শাড়ী পাটিয়ে দেব, তাই পরে বসে থেকো, তা হলে জান্‌তে পার্‌বে, আমরা তোমার ভাতারকে নষ্ট কচ্চি, কি তিনি আমাদের নষ্ট কচ্চেন।

জগ। বটে, বটে, কপালে আগুন লেগেচে, এমন করে ড্যাক্‌রা আমার মাতা খাচ্চে ; কাল যদি ধত্তে পারি, এর শাস্তি দেবো, ঝ্যাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়ান্ ঝাড়বো, মালতি, তুই শাড়ীখান পাটিয়ে দিস্ বাছা।

[জগদম্বার প্রস্থান।

মল্লি। ভাল মজার কল পাতা গেল, এখন ইঁদুর পড়্‌লে হয়। আমরা ভাব্‌ছিলেম, মাগীকে খুঁজে পাটিয়ে দিতে হবে, মাগী কিনা আপনি এসে উপস্থিত।

সুরমা এবং কামিনীর প্রবেশ

মাল। কামিনীর যেমন রূপ, তেমনি বর জুটেচে, কামিনীর অঙ্গে কোন খুঁত নেই, কাঁচা সোনার মত বর্ণ,

।খানি যেন ছাঁচে তোলা, চক্ষু দুটি যেন তুলি দিয়ে টেনে য়েচে, এমন মেয়ে নইলে রাজসিংহাসনে কি শোভা পায়? ল্লিকে, দেখেচিস্, কামিনীর চুল মাটিতে লুটিয়ে যায়। চুল দর্শায়ন)

সুর। মহারাজের সহিত কামিনীর বিবাহের কথা হচ্চে বটে, কিন্তু আমি তা দিতে দেব না—আমার কচি মেয়ে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, গত বৎসরে পনের বৎসরে পড়েচে, আমি এমন বালিকা তেজ্‌বরে রাজাকে দিতে পারি? বাছা, শাস্ত্রে বলে

যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ।
কিং কুলেন ধনেন বা॥

মল্লি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আপনিই মায়ের মত মা; অন্য মায়ে কেবল টাকা খোঁজে, আর মান খোঁজে, আপনি কেবল পাত্রের গুণ খোঁজেন।

সুর। বাছা, আমার সাত নাই পাঁচ নাই, একটি মেয়ে, আমি কি প্রাণ ধরে অসাজন্ত বরে দিতে পারি, আমার কামিনীর যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, কেউ বাড়ী বেড়াতে এলে, বাছা আহ্লাদে আট্‌খানা হন্, কত যত্ন করেন, কত আদর করেন, কত কথা বলেন। গল্প শুন্‌তে বড় ভাল বাসেন, কত শাস্ত্র শিখেচেন, কত পুতি পড়েচেন।

মাল। রাজার বয়স অনেক হয়েচে তার সন্দেহ কি, তাতে আবার বড় রাণীর সঙ্গে যে ব্যবহার করেচেন, তা কামিনীই যেন জানে না, আপনার তো স্মরণ আছে, আমাদেরও একটু একটু মনে পড়ে।

সুর। সে কথায় আর কাজ কি।

মাল। তা মা, আপনার কামিনী যে রূপবতী, কামিনীকে যে বিয়ে কর্‌বে, সেই রাজা হবে।

সুর। মা, যার মনের সুখ আছে, সেই রাজা ; আমার কামিনীর যদি মনের মত বর হয়, আর জামাই যদি কামিনীকে ভাল বাসে, তা হলে, তার সুখে কামিনী রাণী, কামিনীর সুখে সে রাজা।

মাল। আপনার যেমন মেয়ে, তেমনি জামাই হবে।

সুর। আমি ভাল ছেলে পেলেই বিয়ে দেব, কারো নিষেধ শুন্‌বো না, ওঁরা রাজবাড়ীতে কর্ম্ম করেন, ভাবেন, রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলেই মেয়ে সুখী হবে।

কামি। মল্লিকে, তুমি কাল আমাদের বাড়ী যেতে পার্‌বে ? আমি একখানি নতুন পুতি পেইচি, তোমার সঙ্গে একত্রে পড়্‌বো।

মল্লি। কি পুতি পেলে ভাই, রাজা দিয়েচেন না কি ?

কামি। আমি ফুল তুলে আনি।

[কামিনীর প্রস্থান।

মাল। তুই এমন লজ্জা দিতে পারিস্, অন্য মেয়ে হলে তুই যেমন, তেমনি জবাব পেতিস্।

সুর। মল্লিকে ছেলেকাল হতে এমনি আমুদে।

মাল। কামিনীর মত্ কি, তা জান্‌তে পেরেচেন ?

সুর। কামিনী বালিকে, ও কি ভালমন্দ বিচার কত্তে পারে, না ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে। ভাবভক্তিতে বোধ হয়, রাজাকে বিয়ে কত্তে কামিনীর ইচ্ছে নেই।

মল্লি। তা রাজাকেই দেন, আর অন্য কাহাকেই দেন, মেয়ের বয়েস্ হয়েচে, বিয়ে দিতে আর দেরি কর্‌বেন না।

মাল। কেন, তোমায় কামিনী কিছু বলেচে নাকি ?

মল্লি। বলুক আর না বলুক, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়।

মাল। তুমি কি এমনি বয়সে বিয়ের জন্যে পাগল হয়েছিলে ?

মল্লি। মনের কথা খুলে বল্যেই পাগল বলে, আমিই হই, আর তুমিই হও, আর কামিনীর মাই হন, সকলেই এক সময়ে পাগল হয়েছিলেন। কামিনীর মনের ভাব যে বুঝতে পারে, সেই বল্‌তে পারে, কামিনী বিয়ে কত্তে চায়, কি না।

স্বর। কামিনীর ইচ্ছে হয়েচে কি না তা ধর্ম্ম জানেন; কিন্তু আমার ইচ্ছে ত্বরায় বিয়ে দিই, বেশ ছুটিতে আমোদ আহ্লাদ করে, পড়া শুনা করে, কথোপকথন করে, দেখে সুখী হই।

মল্লি। (বিজয় ও কামিনীকে দেখিয়া) ঐ দেখ তোমার কামিনী বর নিয়ে আস্‌চে।

দুটি ছোট ছোট গোলাপ ফুল হস্তে কামিনীর প্রবেশ। একটি বড় গোলাপ ফুল হস্তে কামিনীর পশ্চাৎ বিজয়ের প্রবেশ।

স্বর। কি মা কামিনী, ভয় পেয়েচ—আপনি কে বাছা ? এই নবীন বয়েসে কার সর্ব্বনাশ করেচ বাপু ? তোমার মা কি করে প্রাণ ধরে আছে বল দেখি ? তুমি কি দুঃখে তপস্বী হয়েচ বাপ ? আমার কামিনী কি তোমায় কিছু মন্দ বলেচে ?

বিজ। না মা, আপনার কামিনী অতি সুশীলা, কামিনীর মুখে কখনই মন্দ কথা বার্ হতে পারে না—আমি এই রাজ-বাগানে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হয়ে বকুলতলায় বিশ্রাম কচ্ছিলেম, ইতিমধ্যে কামিনী সেখানে গিয়ে ফুল তুল্‌তে লাগ্‌লেন, এই ফুলটি অনেক যত্ন করেও পাড়্‌তে পার্‌লেন না, কাঁটার ভিতর যেতে পাল্লেন না; ফুল পাড়্‌তে না পেরে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, আমি বিবেচনা কল্লেম, আমায় পেড়ে দিতে বল্‌চেন, আমি কাঁটার ভিতরে গিয়ে

অনেক যত্নে ফুলটি পাড়্‌লেম, আমি যতক্ষণ ফুলটি পাড়্‌তে লাগ্‌লেম, কামিনী ততক্ষণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আমার বোধ হলো, গোলাপটি কামিনীর মন অতিশয় মোহিত করেচে, ফুলটি তুলে কামিনীর হাতে দিতে গেলেম, কামিনী লজ্জা বোধ করে এ দিকে এলেন; আমি কামিনীর মনোরঞ্জন এই গোলাপটি হাতে করে কামিনীর পশ্চাতে এলেম।

সুর। ফুল ন্যাও না মা, কোন ভয় নেই—ইনি সামান্য তপস্বী নন, ইনি কোন দেবতা, স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে তপস্বীর বেশে বেড়াচ্চেন—তুমি ফুল পাড়্‌তে পার্‌লে না, তপস্বী পেড়ে দিলেন, তা নিতে দোষ কি?

কামি। আমি ছুটি আপনি তুলে এনিচি।

সুর। তা হক্, আর একটি ন্যাও।

মল্লি। কামিনীর সাহস হবে, জটাধারী তপস্বীর হাত হতে ফুল নেবে? তপস্বী, আমার হাতে দাও, আমি কামিনীকে দিচ্চি।

বিজ। আচ্ছা আপনিই কামিনীকে দেন। (ফুলদান)

মল্লি। কামিনি, আমার হাতে নিতে ভয় আছে?

(কামিনীর ফুল গ্রহণ)

কামি। এ ফুলটি খুব মস্ত।

মল্লি। হর পুজে বর মিল্লো ভাল,
এত দিনের পর বুঝি তপস্বিনী হতে হলো—

কামি। আমি ঘাটে যাই, (কিঞ্চিৎ গিয়া) মল্লিকে আস্‌বে?

সুর। বাছা, তুমি কেমন করে এমন বয়সে জননীকে ফাঁকি দিয়ে এসেচ? তোমার শোকে তোমার মা আত্মহত্যা

করেচেন—আহা! এমন ছেলে যাকে মা বলে, তার সার্থক জীবন, তার প্রাণ প্রফুল্ল হয়, তোমার মা কি আছেন?

বিজ। মা গো, আমার জননী তপস্বিনী, তিনি দিবানিশি জগদীশ্বরের ধ্যান করেন, আমি যখন মা বলে তাঁর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করি, তিনি অমনি আমাকে কোলে লয়ে মুখ চুম্বন করেন, আর কারো সঙ্গে কথা কন্ না। তাঁর একটি সহচরী আছে, সেই সর্ব্বদা কাছে থাকে।

সুর। আহা বাছা, তুমি যাকে মা বলে ডাক, তার কিছুরি অভাব নাই, তোমার জননী, কুঁড়েঘরে তোমায় কোলে করে, গণেশজননী হয়ে বসে থাকেন।

মাল। তোমার বয়স্ কত হবে?

বিজ। আমার বয়সের কথা মাকে জিজ্ঞাসা কল্লে তিনি আমার মুখ চুম্বন করে রোদন কত্তে থাকেন, কোন প্রত্যুত্তর দেন না, আমি তাঁকে ও কথা আর জিজ্ঞাসা করি নে, বোধ করি, সতের বৎসর হবে।

মল্লি। তোমার নাম কি?

বিজ। আমার নাম বিজয়।

মল্লি। তুমি এমন করে বেড়াও কেন, রাজার বাড়ী কোন কর্ম্ম নিয়ে এইখানে বাস কর, তোমার মাকে প্রতিপালন কর।

বিজ। মা গো, আমি জননীর অমতে কোন কর্ম্ম কত্তে পারি নে, জননী যদি মত দিতেন, তবে এত দিন আমি সুবর্ণ-নগরের রাজমন্ত্রী হতে পাত্তেম, সেখানকার রাজা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁর কন্যা দানও কত্তে চেয়েছিলেন। জননী এ কথা শুনে সুখী হওয়া দূরে থাক্, রোদন কত্তে লাগ্‌লেন, তদবধি বিষয় আশায় জলাঞ্জলি দিয়েচি, এক্ষণে কেবল তদ্‌গতচিত্তে পূর্ণব্রহ্মের আরাধনা কচ্চি, আর জননীর সেবায় রত আছি।

মল্লি। যদি আপনার জননী মত দিতেন, তা হলে কি রাজকন্যাকে বিয়ে কত্তেন ?

বিজ। রাজকন্যার রূপলাবণ্য উত্তম বটে, কিন্তু তাঁর যে অহঙ্কার, তাতে আমার মত দুঃখী, তাঁর কাছে প্রীতি পেতে পারে না, আমি স্থির করেছিলেম, জননী যদি অমত না করেন, *তবে মন্ত্রীর কর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বো, কিন্তু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌বো না।*

সুর। আহা! বাছা, তোমার জননীর তুমি অন্ধের নড়ী, তুমিই তার সর্ব্বস্ব ধন ; বোধ করি, তিনি বড় দুঃখিনী। তুমি যদি আমাদের বাড়ীতে এক দিন এস, তোমার কাছে তোমার জননীর সকল কথা শুনি। আমাদের বাড়ীর ঐ মন্দির দেখা যাচ্চে—চল্ মালতি, আমরা ঘাটে যাই, বেলা গেল।

[বিজয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজ। এ কি তাপসের মন!—অচল অটল
হরিণনয়না মুখ পুণ্ডরীক হেরে—
এমন ব্যাকুল! যেন মণিহারা ফণী,
কিম্বা সরোবরনীরে—মোহন মুকুর—
বিচঞ্চল শশধর কলেবর, যবে
পূর্ণিমার সন্ধ্যা কালে, তাপসের কুল,
কূল হতে লয় বারি কমণ্ডলু ভরি।
কত দেশে শত শত কুলকমলিনী—
অনঙ্গরঙ্গিণী কিবা ত্রিদেব ঈশ্বরী—
হেরিছি নয়নে, কিন্তু হেন নব ভাব
আবির্ভাব কভু নাহি হয় মম মনে—
চলে না চরণ আর সরে না বচন,
পাগলের মত প্রাণ—সতত অধীর—
সজোরে বক্ষের দ্বারে প্রহারে আঘাত,
চপল চরণে যেতে স্থির সৌদামিনী

পাশে—বালা অচতুরা সরলতাময়,
নলিনী নয়ন টানা সরম তুলিতে।
কামিনীর মুখশশী—নব কমলিনী
নিরমল—হেরি ইচ্ছা দ্বাদশ লোচনে।
সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার এই অসীম জগৎ;
বিরাজে রতনরাজি কত রূপ ধরে,
সে সব দেখিতে মন হয় উচাটন,
সে সব দেখিতে চেষ্টা অনেকেই করে—
বারি বরিষণ পরে অম্বরের পথে
শরদের শশধর অতি মনোহর,
কে সুখী না হয় হেরে সে শশিমাধুরী ?
উষায় অপূর্ব্ব শোভা মানসসরসে—
শিশিরাভিষিক্ত পদ্ম—পতির বিরহে
জলজ সুন্দরী যেন কেঁদেছে নিশিতে—
ফুটিল আনন্দে যেন হাঁসিল সোহাগে
পাইয়ে বিবাগি পতি বিরহিণী বালা
না মুছে নয়ন। করে সন্তরণ সুখে
মরালের মালা, হেঁসে হেঁসে ভেসে যায়
কমলিনী কাছে; সুখী সঙ্গিনীর সুখে।
হেরিলে এমন শোভা কে সুখী না হয় ?
মহীধর পরে শোভে কমলার তরু,
কমলা কদম্ব ভার ভরে অবনত—
সুপক্ক সোনার বর্ণ—কামিনীকুন্তলে
যেন মণিপুঞ্জ বিরাজিত মনোহর।
এ শোভা দেখিতে কেবা না হয় ব্যাকুল ?—
তপনতনয়া তটে ময়ূর ময়ূরী,
বিস্তার করিয়া পুচ্ছ নয়ন নন্দন
প্রেমানন্দে নাচে সুখে—এ শোভা হেরিয়ে
মোহিত না হয় কেবা এ মহীমণ্ডলে !
বিকালে বারিদ কোলে আলো করি দিক্

উদিলে ইন্দ্রের ধনু—বিবিধ বরণ,
নয়ন রঞ্জন—কে না চায় তার দিকে ?—
হেরিলে এ সব শোভা প্রকৃতির ঘরে
আনন্দিত হয় মন বিধির বিধানে।
এরূপ আনন্দ জন্ম আমি কি আবার
হেরিতে বাসনা করি সে বিধুবদন ?
আহা মরি কার সনে কিসের তুলনা!
শশধর সনে দীপ, সিন্ধু সনে কূপ!
যে সুখে হয়েছি সুখী হেরে কামিনীরে,
পবিত্র সে সুখরাশি, নবীন, নির্ম্মল।
আদরে গোলাপে ধরে—পয়মন্ত ফুল—
কামিনী কোমল করে চাহিলাম দিতে,
সলাজে সরলা বালা তুলিয়ে বদন—
আধা মুকুলিত আঁখি লাজে—হেরিলেন
তাপসের মুখ, হলো সরমে কম্পিত
কামিনীর অধর সুধাধার, সমীরণে
কাঁপে যথা গোলাপের দাম মনোরম।
সে সময় আহা মরি কি শোভা ধরিল
অরবিন্দবদনীর মুখ অরবিন্দ!
নবভাবে মত্ত মন উন্মত্ত হইল—
অবনীর আধিপত্য—অপার সম্পত্তি
রয়েছে বিলীন যাতে—হীন বোধ হলো
সে শোভার কাছে। অবহেলা করিলাম
অমরাবতীর সুখ মনের আনন্দে।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, রবি, শশধর,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগকুল,
দেখিলাম দিব্য চক্ষে, অধরকম্পনে
কামিনীর, দীপ্তিমান্, মনের হরিষে।
সরলা সুশীলা বালা হেরিল গোলাপ,
নেবো নেবো মনে কিন্তু নিতে নাহি পারে,

সরম ফিরায়ে নিল কামিনীর কর।
লাজমাখা মুখশশী হেরিলাম যাই
নব বাসনার সৃষ্টি অমনি হইল
মনে—ইচ্ছা হলো ধীরে ধীরে ধরি কর,
করি দান নিরমল পবিত্র চুম্বন,
কামিনীর সুবিমল কপোল কমলে,
মরালগামিনী কিন্তু—সরমের লতা—
মরাল গমনে গেলা জননী নিকটে।
নবীন বাসনা মম—বিমত্ত বারণ—
নিবারণ কিসে করি বিনা বিধুমুখ।
কামিনী কমল মুখে পাইলাম জ্ঞান,
বিধির সৃজন মধ্যে মহিলা প্রধান,
পয়োধি প্রবাল ধরে, মণি মহীধর ;
অপার আনন্দ ধরে রমণী অধর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজার কেলিগৃহ

মহারাজ আসীন

রাজা। আমায় আবার লোকে কন্যা দান কত্তে চায়, আমি কি নরাধমের ন্যায় কাজ করিচি, আমি কি কাপুরুষ, আমি কি দুর্দ্দান্ত নির্দ্দয় দস্যু, আমি যে অবলাকে শাস্ত্রমত সহধর্ম্মিণী কর্‌লেম, আমি যে অবলাকে প্রাণেশ্বরী বলে আলিঙ্গন কর্‌লেম, আমি যে অবলাকে পাটরাণী কর্‌লেম, যে অবলার পতিগত প্রাণ ছিল, যে অবলা রাত্রি দিন পতির সুখ স্বচ্ছন্দ কামনা করিত, আমি সেই অবলাকে কি ক্লেশ না দিইচি। প্রমদা খেতে পান নি, পর্‌তে পান নি ; ছোট রাণীর

দাসীদের জন্য বস্ত্র অলঙ্কার ক্রয় হয়েচে, কিন্তু বড় রাণী নিজেও বস্ত্র অলঙ্কার পেতেন না। জননী আমার বড় রাণীকে কি কোপনয়নে দেখ্‌লেন, এক দিনের তরেও বড় রাণীকে সুখী হতে দিলেন না, আমি জননীকে কিছুই বুঝালেম না, প্রমদার প্রতি তাঁর স্নেহের পুনঃসঞ্চারের কোন উপায় কর্‌লেম না, মাতাঠাকুরাণীর বৈরভাব দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌লো। ছোট রাণীর নবীন প্রেমে আবদ্ধ হলেম, ভ্রমেও বড় রাণীর দুর্গতির দিকে দৃষ্টিপাত কত্তেম না, তখন ভবিষ্যৎ ভাব্‌তেম না, ছোট রাণীকে লয়ে দিন যামিনী যাপন কত্তেম।

ও জগদীশ্বর! আমি অবশেষে কি মূঢ়ের কর্ম্ম করেছিলেম! বড় রাণী মনোবেদনায় আচ্ছন্ন হলেন, পাপ পৃথিবী পরিত্যাগের বিধান কর্‌লেন। জননী গিয়েছেন, ছোট রাণী গিয়েছেন, আমিই কেবল বড় রাণীর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার প্রতিফল ভোগ কর্‌চি। আহা! আমি যদি এরূপ ব্যবহার না কত্তেম, আমি আপনার বিবাহের উদ্যোগ না করে এত দিনে রাজপুত্রের বিবাহের উদ্যোগ কত্তে পার্‌তেম। প্রাণেশ্বরি, তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা, তুমি স্বর্গে গিয়েছ, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, আমার নরকেও স্থান হবে না।

সকলে পাগল হয়েচে, নতুবা এমন নরাধমের বিবাহের কথা উল্লেখ করে? আমি কি আর কোন রমণীর পাণিগ্রহণে সাহসী হই। ওরা বিয়ের উদ্যোগ করুক, আমি তুষানলের আয়োজন করি। বিদ্যাভূষণের কন্যা দেশবিখ্যাত সুন্দরী, তাহার স্বভাব অতি সরল, আমি কি এমন পবিত্র নারীরত্ন গ্রহণ করে, তাহাকে যাবজ্জীবন দুঃখিনী কত্তে পারি? কামিনীকে দেখ্‌লে আমার মনে বাৎসল্য ভাব উদয় হয়। ওঃ! কি মনস্তাপ! (চিন্তা)

মাধবের প্রবেশ

মাধ। মহারাজ, এখন একবার সভাস্থ হতে হবে। বিবাহের রাত্রে যেমন সভা হয়, আজো তেমনি হয়েচে; যে সকল কন্যা দেখা গিয়াচে, তাদের বর্ণনা শুনে অন্য সম্বন্ধের স্থিরতা হবে।

রাজা। সভার কিরূপ শোভা হয়েচে, বল দেখি।

মাধ। মহারাজ, সিংহাসনের কাছে জাম্বুবান্ পেট উঁচু করে বসে আছেন—

রাজা। তোমার ভাষায় বল্যে, কিছুই বোঝা যায় না।

মাধ। মহারাজ, মন্ত্রী জলধর পেট উঁচু করে বসে আছেন, জলধরকে মন্ত্রী করে রাজত্বের নিন্দা হচ্চে।

রাজা। মন্ত্রী কেবল নামে, রাজকার্য্যে কোন ক্ষমতা নাই। বিনায়ক সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আর সভায় কি দেখ্‌লে ?

মাধ। সিংহাসনের ডান দিকে আর্কফলা মাথায় দিয়ে সংক্রান্তি মহাপুরুষেরা নস্য গ্রহণ কচ্চেন। আর কিষ্কিন্ধ্যাবাসীর ন্যায় বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গিমা দেখাচ্চেন। (নস্য লওয়া এবং মুখভঙ্গিমা দর্শায়ন) আর ন্যায়শাস্ত্রের বিচার কত্তে কত্তে হাতাহাতির পূর্ব্বলক্ষণ দেখে এইচি।

রাজা। তুমি অধ্যাপকদিগের এরূপ বর্ণনা কচ্চো, তোমার প্রতি তাঁহারা রাগ কত্তে পারেন।

মাধ। মহারাজ, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণ খড়ের আগুন, যেমন জ্বলে, তেমনি নেবে। মহারাজ, এক দিন আমার এক জন ভট্টাচার্য্যের আর্কফলা ধরে টান্‌তে বড় ইচ্ছে হলো, যা থাকে কপালে ভেবে, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চৈতন্য ধরে এক হ্যাচ্‌কা টান দিলাম, ব্রাহ্মণ চিৎ হয়ে পড়ে, সাড়ে সতের গণ্ডা

বেল্লিক, মুখ দিয়ে নির্গত কল্যে, আমি সিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে বল্যেম, ঠাকুর মহাশয় অমনি জল হয়ে গেলেন।

রাজা। প্রিয় মাধব, তোমায় মনের কথা বল্‌তে কি, আমি বড় রাণীর শোকে অধীর হইচি, আমি সভাতেও যাব না, বিয়েও কর্‌বো না।

মাধ। মহারাজ, কাণ কাঁদেন সোনারে, সোনা কাঁদেন কাণেরে, চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণদের তিন পুরুষের মধ্যে একটি বিয়ে হয় না, আপনার বিয়ের নামে দেড় কাহন মেয়ে জুটেছে। আপনি যদি স্পষ্ট বলেন যে বিয়ে কর্‌বেন না, মেয়ের বাজার একদিনে নরম হয়ে যাবে। মহারাজ, আজকাল দর খুব বেড়েচে, আমি ভেবেছিলেম, এইবার অল্প দরে একটা শ্যালেখেগো পাঁটি কিন্‌বো, তা মহারাজ, এগোনো যায় না, বাজার ভারি গরম।

রাজা। শ্যালেখেগো পাঁটি কিরূপ?

মাধ। আজ্ঞে এই, গল্লাকাটা মেয়ে।

রাজা। মাধব, তুমি যদি যথার্থ বিবাহ কর, আমি উত্তম পাত্রী অন্বেষণ করে তোমার বিয়ে দিই।

মাধ। মহারাজ, মাধবীলতা বিরহে মাধব কি বেঁচে আছে? মাধব মরে ভূত হয়েছে, ভূতের কি আর বিয়ে হয়?

রাজা। মাধব, মাধবীলতা তোমায় বিয়ে করি নি, বিয়ে কত্তে চেয়েছিল, তুমি তাতেই এই ব্যাকুল, আমি আমার পাটরাণী প্রমদা বিরহে জীবিত আছি, আশ্চর্য্য!

মাধ। মহারাজ,

মনে মনে মিল,
লেগে গেল খিল,

বিয়ে করি আর না করি, যখন সে আমায় ভাল বাস্‌তো, আমি তাকে ভাল বাস্‌তেম, তখন বিবাহের বাবা হয়েছিল।

(দীর্ঘনিশ্বাস) গতানুশোচনা নাস্তি, বিরহ ব্যাটার আজো বিষদাঁত পড়ি নি।

রাজা। মাধব, অবলা কি প্রবলা! এমন পাগলের মনকেও বিমোহিত করেচে।

মাধ। মহারাজ, সভায় চলুন।

রাজা। গুরুপুত্র সভাস্থ হয়েছেন?

মাধ। আজ্ঞা, তিনি আগতপ্রায়; আপনার যেমন মন্ত্রী, তেমনি গুরুপুত্র; মন্ত্রীর বুদ্ধিটি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি, এমন প্রকাণ্ড পেট, তবু বুদ্ধির কানা বেরিয়ে থাকে, আর গুরুপুত্র তো মার্‌লে কোঁক্ করেন না, পাছে ক উচ্চারণ হয়।

রাজা। বোধ করি, তুমি গুরুপুত্রের বিচার দেখ নি, গুরুপুত্র সকলকে পরাজয় করেচেন।

মাধ। মহারাজের গুরুপুত্র, বড় বাপের ব্যাটা, উনি সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ওঁয়াকে তো কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কত্তে পারে না, যদি কেহ ওঁয়াকে লক্ষ্য করে তর্ক কত্তে চায়, খোসামুদেরা অমনি বলে "এ অতিব্যাপকতা, গজেন্দ্র গণেশ গজানন তর্কপঞ্চাননের পুত্রের সহিত তর্ক কাহারো সম্ভবে না।" মহারাজ, পরীক্ষা করা সহজ, দেওয়াই কঠিন। বাঁধা বাঘের ন্যাজ টান্‌লিই যদি বাঘ মারা হয়, তবে গুরুপুত্র সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করেছেন। মহারাজ, তর্কালঙ্কার মহাশয় আমারে বলেচেন, গুরুপুত্র কিছুই জানেন না, কেবল সভার দিন খুঁজে খুঁজে, হাতে বহরে লম্বা, আসর গরম করা গোটা কতক কথা শিখে আসেন, তাই আওড়ান, আর সকল লোকে ধন্য ধন্য করে।

রাজা। তুমি এত সংবাদ কোথায় পাও?

মাধ। মহারাজ, আমার কাছে মেকি চালান ভার। সভায় চলুন, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই।

[মাধবের প্রস্থান।

রাজা। যে মনোমোহিনী বিনে বিমনা এ মন—
স-নীর নয়ন সদা সরে না বচন।
সে বিনে সান্ত্বনা কেমনে এ মনে করি,—
কেশরি-কামিনী বিনে কে তোষে কেশরী ?
প্রাণ পরিহরি পাপ করি পরাভূত।
মনোবেদনার বৈদ্য বিভাকরসুত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

জলধর, বিদ্যাভূষণ, বিনায়ক, পণ্ডিতগণ, ঘটকগণ ইত্যাদি আসীন।

বিনা। গুরুপুত্রকে সংবাদ পাঠান যাক্।

বিদ্যা। মহারাজের আস্‌বের সময় হয়েছে, গুরুপুত্রের এই সময় আসাই কর্ত্তব্য।

মাধবের প্রবেশ

মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি ?

মাধ। আর বিলম্ব নাই—মন্ত্রী মহাশয়, পেট গুড়িয়ে নেন, পেট গুড়িয়ে নেন, মহারাজ আস্‌চেন।

বিদ্যা। এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি, শরীর তো কোনরূপ পীড়ায় আচ্ছন্ন হয় নি ? "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"।

বিনা। মহারাজ শারীরিক উত্তম আছেন, কিন্তু মানসিক বড় অসুখী।

প্রথম পণ্ডিত। “চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং”—প্রাণাধিক সহধর্ম্মিণীর বিরহটা অতি প্রচণ্ড, মহারাজ অন্তঃকরণে অসুখী হবেন, আশ্চর্য্য কি ? ভার্য্যার বিয়োগে গৃহশূন্য বলে।

জল। অসারে খলু সংসারে,
সারং শ্বশুরকামিনী।

যা হক্, এখন পুরাতন অনল তোলা কর্ত্তব্য নয়।

বিদ্যা। শোক সম্বরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে মহারাজের মনস্তুষ্টি করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং।

রাজার পুত্র নাই, সুতরাং বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

প্রথম পণ্ডিত। পুৎ—ত্র পুত্র, পুৎ নামে যে নরক আছে, তাহা হইতে কেবল পুত্রের দ্বারাই ত্রাণ হয়, এই জন্য পুত্র না থাক্‌লে, দ্বিতীয় পক্ষেই হউক, আর তৃতীয় পক্ষেই হউক, বিবাহ কর্ত্তব্য।

মাধ। বিবাহ তৃতীয় পক্ষে,
সে কেবল পিণ্ডি রক্ষে।

বিদ্যা। মাধব, স্থিরো ভব।

গুরুপুত্রের প্রবেশ

জল। প্রভুর আগমনে সভা পবিত্র হলো, প্রভুর রণরেণুতে মনের গাড়ু মাজ্‌লে খুব ফর্‌সা হয়।

গুরু। মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি ?

বিদ্যা। আগতপ্রায়।

প্রথম পণ্ডিত। কিরূপে অনুমান কল্যে, ওহে ও বিদ্যাভূষণ, কিরূপে অনুমান কল্যে ?

বিদ্যা। কেন না হবে, যে হেতু “পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ”

মাধ। মহারাজ, আমার কাছে মেকি চালান ভার। সভায় চলুন, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই।

[মাধবের প্রস্থান।

রাজা। যে মনোমোহিনী বিনে বিমনা এ মন—
স-নীর নয়ন সদা সরে না বচন।
সে বিনে সান্ত্বনা কেমনে এ মনে করি,—
কেশরি-কামিনী বিনে কে তোষে কেশরী ?
প্রাণ পরিহরি পাপ করি পরাভূত।
মনোবেদনার বৈদ্য বিভাকরসুত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

জলধর, বিদ্যাভূষণ, বিনায়ক, পণ্ডিতগণ, ঘটকগণ ইত্যাদি আসীন।

বিনা। গুরুপুত্রকে সংবাদ পাঠান যাক্।

বিদ্যা। মহারাজের আস্‌বের সময় হয়েছে, গুরুপুত্রের এই সময় আসাই কর্ত্তব্য।

মাধবের প্রবেশ

মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি ?

মাধ। আর বিলম্ব নাই—মন্ত্রী মহাশয়, পেট গুড়িয়ে নেন, পেট গুড়িয়ে নেন, মহারাজ আস্‌চেন।

বিদ্যা। এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি, শরীর তো কোনরূপ পীড়ায় আচ্ছন্ন হয় নি ? "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"।

বিনা। মহারাজ শারীরিক উত্তম আছেন, কিন্তু মানসিক বড় অসুখী।

প্রথম পণ্ডিত। "চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং"—প্রাণাধিক সহধর্ম্মিণীর বিরহটা অতি প্রচণ্ড, মহারাজ অন্তঃকরণে অসুখী হবেন, আশ্চর্য্য কি? ভার্য্যার বিয়োগে গৃহশূন্য বলে।

জল। অসারে খলু সংসারে,
সারং শ্বশুরকামিনী।

যা হক্, এখন পুরাতন অনল তোলা কর্ত্তব্য নয়।

বিদ্যা। শোক সম্বরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে মহারাজের মনস্তুষ্টি করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং।

রাজার পুত্র নাই, সুতরাং বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

প্রথম পণ্ডিত। পুং—ত্র পুত্র, পুং নামে যে নরক আছে, তাহা হইতে কেবল পুত্রের দ্বারাই ত্রাণ হয়, এই জন্য পুত্র না থাক্‌লে, দ্বিতীয় পক্ষেই হউক, আর তৃতীয় পক্ষেই হউক, বিবাহ কর্ত্তব্য।

মাধ। বিবাহ তৃতীয় পক্ষে,
সে কেবল পিত্তি রক্ষে।

বিদ্যা। মাধব, স্থিরো ভব।

গুরুপুত্রের প্রবেশ

জল। প্রভুর আগমনে সভা পবিত্র হলো, প্রভুর চরণরেণুতে মনের গাড়ু মাজ্‌লে খুব ফর্‌সা হয়।

গুরু। মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি?

বিদ্যা। আগতপ্রায়।

প্রথম পণ্ডিত। কিরূপে অনুমান কল্যে, ওহে ও বিদ্যাভূষণ, কিরূপে অনুমান কল্যে?

বিদ্যা। কেন না হবে, যে হেতু "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এই হচ্চে ন্যায়শাস্ত্রের শিরোভাগ অনুমান খণ্ড, ইহাতে সন্দেহ কি ?

প্রথম পণ্ডিত। অত্র কো ধূমঃ কো বা বহ্নিঃ ?

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আহা, হা, তুমি কিছুই বুঝ্‌লে না, তুমি এতে আবার প্রশ্ন কচ্চো ? হস্তিমূর্খের সহিত বিচার !

গুরু। স্থিরো ভব, ও তর্কালঙ্কার ভায়া স্থিরো ভব, বিদ্যাবাগীশকে বুঝায়ে দাও।

প্রথম পণ্ডিত। তর্কালঙ্কার সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ কত্তে যান ; তুমি বোঝো কি ছ্যা, কেবল ষাঁড়ের মত তুমি চীৎকার কত্তে পারো, ব্যাকরণ জান না, ন্যায়ের বিচার কত্তে এসেচ, আমরা অনেক পড়ে পণ্ডিত হইচি, আজো আমার হাতে ভাতের কাটির কড়া আছে, আমি তোমার সঙ্গে এক সভায় বিচার করি, তোমার শ্লাঘা জ্ঞান কত্তে হয়—

দ্বিতীয় পণ্ডিত। ওহে ও বিদ্যাবাগীশ ক্ষান্ত হও, এ স্থলে মাধব ধূম—

প্রথম পণ্ডিত। এই বিদ্যা বের্‌য়েচে—মাধব হস্তপদবিশিষ্ট জীব, ধূম অচেতন পদার্থ, মাধব কি প্রকারে ধূম হতে পারে, বল দেখি, এত বড় অর্ব্বাচীন আর আছে।

গুরু। চেঁচাও কেন ; শোন না। তর্কালঙ্কার কি বল্‌ছিলে বলো।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। বিদ্যাবাগীশ, তোমাকে ভাল জ্ঞান ছিল, আজ জান্‌লেম, তুমি অতি অপদার্থ।

প্রথম পণ্ডিত। কি বল্‌ছিলে বলো।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। এ স্থলে মাধব ধূম, রাজা বহ্নি, মাধবের আগমনেই রাজার আগমন উপলব্ধি হচ্চে, এ যদি না অনুমান হয়, তবে অনুমান খণ্ডটা ভাগাড়ে ফেলে দাও, আর তার সঙ্গে তুমিও যাও।

গুরু। ও তর্কালঙ্কার, আরে ও তর্কালঙ্কার, বিবাদের প্রয়োজন কি? আমি একটা শ্লোক বলি।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞা করুন।

গুরু। ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ—তন্ন তন্ন করে মীমাংসা কর।

প্রথম পণ্ডিত। এমন শ্লোক ইতিপূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হয় নাই।

বিদ্যা। আহা! স্বর্গীয় গজেন্দ্রগণেশ গজানন তর্কপঞ্চাননের ঘরে ন্যায়শাস্ত্রটা পুনর্জীবিত হয়েচে, মূর্ত্তিমান্ বিরাজ কচ্চে, এমন শ্লোক কি আর কোথায় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। শ্লোকটা আর একবার পাঠ করুন।

গুরু। ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (স্বগত) বিদ্যাবাগীশকে ভাগাড়ে না পাঠিয়ে গুরুপুত্রকে, পাঠালে ভাল হতো। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা, আমি মর্ম্মই গ্রহণ করিতে অশক্ত, কোন অর্থই সংগ্রহ হয় না, আপনি কোন শব্দ ত্যাগ করে বলিন্ নি তো?

বিদ্যা। এ কেমন কথা, এ কেমন কথা (জিব কেটে ঘাড় নেড়ে) গজেন্দ্রগণেশ গজাননন্দন, দ্বিতীয় দ্বৈপায়ন, ইনি যদি ভ্রান্তিক্রমে কোন শব্দ ত্যাগ করেন, সে শব্দ ত্যাগেরি যোগ্য।

গুরু। তর্কালঙ্কার কবিতার গভীর ভাব গ্রহণে পরাঙ্মুখ, ব্যাপকতায় পারদর্শিত্ব প্রকাশ কচ্চেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহাশয়, কবিতার যে গভীর ভাব, ডুবুরি নামাতে হয়—

বিদ্যা। কিও, কিও, তর্কালঙ্কার, গুরুপুত্রের কথায় এই উত্তর।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) গুরুপুত্র বল্যেও হয়, গরুপুত্র বল্যেও হয়।

গুরু। কি হে তর্কালঙ্কার, কি বল্‌চো?

মাধ। আজ্ঞা, আপনার গুণই ব্যাখ্যা কচ্চেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। এ শ্লোক মীমাংসা কত্তে গেলে, অনেক বাদানুবাদ কত্তে হয়, আপনার সহিত তর্ক করা সম্ভবে না। যদ্যপি বিদ্যাভূষণ দাদা অগ্রসর হন, তবে এই বিষয়ের বিচার হয়।

মাধ। উদোর বোঝা, বুদোর ঘাড়ে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়, একটা জলপাত্র আন্‌তে বল্‌বো?

বিদ্যা। ওহে তর্কালঙ্কার, পরাজয় স্বীকার কর, প্রাগল্‌ভ্যের প্রয়োজন নাই।

মাধ। তর্কালঙ্কার মহাশয়, ঢাকের বাদ্য কোন্ সময় ভাল লাগে, জানেন? যে সময়টি চুপ করে, আপনি হার মান্‌লেই যদি ঢাক থামে, তবে আপনি হার মানুন।

প্রথম পণ্ডিত। মহাশয়, আপনার পিতার কুশাসন বহন করে কত লোক পণ্ডিত হয়েচে, আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করায় অপমান কি? শ্লোকের মীমাংসা আপনিই করুন।

গুরু। ভাল কথা।—"ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ" ভূত বাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, "ভূত বাসর" অর্থে বয়ড়া, "যোজো ঘণ্টা" অর্থে হাতীর গলায় ঘণ্টা,—"ভূত বাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ" কেলি কুঞ্চিকা বলে ছোট শালীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, "ভিন্দিপাল" অর্থে দেড় হেতে খেটে, অর্থাৎ ভিন্দিপাল বল্যেই দেড় হাত লম্বা একটি খেটে বোঝাবে, পাঁচ পোয়াও নয়, সাত পোয়াও নয়—এ সকল অনেক পর্য্যটনে সংগ্রহ করা গিয়াছে;

যদি বিশ্বাস না হয়, অমরকোষ আনয়ন কর, একটি একটি কথা মিলিয়ে লও। (পেটে হাত বুলাইয়ে) বাতাস দে রে।

মাধ। মহাশয়, আপনি এঁদের পক্ষে ভয়ঙ্কর ভিন্দিপাল।

রাজার প্রবেশ এবং সিংহাসনে উপবেশন

বিদ্যা। জগদীশ্বর, মহারাজ রমণীমোহনকে চিরজীবী করুন, মহারাজ, পূর্ণ ব্রহ্মের করুণানুকূল্যে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করুন, পিতার ন্যায় প্রজা প্রতিপালন করুন, পাপাত্মাদিগের বিনাশ করুন।

গুরু। পরমেশ্বর মহারাজের মঙ্গল করুন—মহারাজের বিবাহের দিন স্থির করা বিধেয়, পাত্রী স্থির হয়েচে, সকলেই বিদ্যাভূষণদুহিতা কামিনীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া রাজমহিষীর যোগ্য বিবেচনা করিতেছেন।

বিনা। ঘটক মহাশয়েরা যে যে পাত্রী দেখে এসেছেন, তাহা বর্ণনা করিলে ভাল হয়।

রাজা। প্রয়োজনাভাব।

গুরু। লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ নির্ব্বাহ হয় না, ঘটকেরা যিনি যাহা দেখে এসেছেন, বলুন, সভাস্থ লোক শুনে বিচার করুন।

রাজা। প্রভুর যে অনুমতি।

বিনা। ঘটক মহাশয়েরা অগ্রসর হন।

প্রথম ঘটক। মহারাজ, আমি পাত্রী অন্বেষণ করিতে করিতে গঙ্গার পশ্চিম পারে গমন করেছিলাম, রাজসভায় কাহারো অবিদিত নাই, সেই স্থানেই হরিণপরিহীন হিমকরবদনা সীমন্তিনীসমূহ সম্ভূত হয়, সুবিমল সজীব সরোজিনীর সরোবরই সেই।

মাধ। ঝুমুর ওয়ালীরেও ঐ পার হতে আসে—আপনি

রাঢ়ে গিয়েছিলেন মেয়ে দেখ্‌তে, যে দেশে কাঁচা কলায়ের ডাল, আর টকের মাছ খায়, সে দেশে আবার ভাল মেয়ে পাওয়া যায় ?

প্রথম ঘটক। আপনার ভূগোলবৃত্তান্তে যথেষ্ট দখল—কোথায় গঙ্গার পশ্চিম তীর, কোথায় রাঢ়—

মাধ। এ পিট, আর ও পিট, গঙ্গার পশ্চিম তীরেই রাঢ় আরম্ভ।

প্রথম পণ্ডিত। অন্যায় তর্ক করেন কেন ? গঙ্গার পশ্চিম তীর পবিত্র স্থান, তথায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন মহিলার অসদ্ভাব নাই।

মাধ। যে একটি আদ্‌টি ছিল, তা বিলি হয়ে গিয়েচে।

বিনা। আচ্ছা, ঘটকের বর্ণনা শোনা যাক্।

প্রথম ঘটক। গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক পাত্রী দেখ্‌লেম, একটিও মনোনীত হয় না, কোন না কোন দোষ পাওয়া যায়। এক রমণীর অতি পরিপাটী রূপ, চপল চন্দোয় পদার্পণ করেচেন, কিন্তু তাঁর গমনটা স্বাভাবিক চঞ্চল ; এক সুলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, প্রীতিপ্রদ পোনেরোয় অবস্থান, কিন্তু তাঁর বচনে মিষ্টতা নাই ; এক প্রমদার যেমন গজেন্দ্রগমন, তেমনি মধুর বচন, রূপের ত কথাই নাই, সুমধুর ষোলোয় আর থাকেন না, কিন্তু তাঁর চাওনিটে কেমন কেমন ; এক বিলাসিনী গৌরব রঙ্গিণী, কোন পুরুষ তাঁর মনে ধরে না, তিনি এ দেমাক্ কল্যেও কত্তে পারেন, তাঁর তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণের জ্যোতি, তাঁর শ্রবণায়ত লোচন, কপোলযুগল যেমন কোমল, তেমনি সুন্দর, তাঁর কথার তো কথাই নাই,—বীণার বাদ্য, কোকিলার গীত, তার কাছে মিষ্ট নয় ; আদরিণী সগৌরবে সুধার সতেরোয় সাঁতার দিচ্চেন, সুধাংশুবদনীর এক দোষ আছে, সেই দোষে সকল সৌন্দর্য্য বিফল হয়েচে—হাঁস্‌লে

দাঁতের মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। এইরূপে একটি দুটি দেখিতে দেখিতে দ্বাদশটি মেয়ে দেখা হইল, একটিও মহারাজের যোগ্য বিবেচনা হইল না। অবশেষে চন্দনধামে এক সুরূপা, সুশীলা, সুলক্ষণা, সুপণ্ডিতা, সুলোচনা লোচনপথের পথিক হলেন, মেয়ে দেখাতে কত মেয়ে এলো, তার সংখ্যা নাই; কেহ বলে, রাজার বয়স কত, কেহ বলে, এমন মেয়ে আর পাবে না, কেহ বলে, এ মেয়ের মত লজ্জাশীলা আর নাই, এইরূপে কামিনীগণ ঘটকদিগকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয়, তাহারা ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে পারে না; আমি মেয়েদের কথায় কাজ ভুলি না, আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ্‌লেম, এই কামিনী রাজসিংহাসনের যোগ্য, এবং স্থির কর্‌লেম, যদি আর ভাল না দেখা যায়, তবে এই প্রমদাই মহীপতিকে পতিত্বে বরণ কর্‌বেন।

জল। বয়স কত?

প্রথম ঘটক। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে।

মাধ। কিছু দিন খড় গোবর চাই।

প্রথম ঘটক। মহারাজ, পরিশেষে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে, বিদ্যাভূষণ সভাপণ্ডিত মহাশয়ের তনয়াকে দর্শন কর্‌লেম; মহারাজ, এমন মেয়ে কখন নয়নগোচর হয় নি, পৃথিবীতে এমন মেয়ে কখন জন্মায় নি, বোধ হয়, ভগবতী আবার মানবলীলা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেচেন, অথবা রামচন্দ্র কলিতে অবতার হয়েচেন, তাঁহার অন্বেষণে পতিপ্রাণা জানকী অবনীতে প্রবেশ করেচেন। এমন ভুবনমোহন রূপ, এমন সরল ভাব, এমন নম্র প্রকৃতি, কখন দেখা যায় নি; কামিনী, কামিনীকুলের গৌরব; কামিনী, কামিনীকুলের অহঙ্কার, কামিনী, কামিনীকুলের শ্লাঘা। যত রমণী দেখে এসেচি, তারা তারা, কামিনী সুধাংশু। কামিনীর হস্ত দুইখানি মৃণাল অপেক্ষাও সুকোমল, অঙ্গুলিগুলি চম্পকাবলি,

করতল অতি কোমল, স্বভাবতই অলক্ত-সিক্ত, মহারাজ, এ সকল রাজলক্ষ্মীর লক্ষণ, কামিনী রাজ্ঞী হবেন, তার আর সন্দেহ নাই।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আর কোন ঘটক উপস্থিত আছেন?

দ্বিতীয় ঘটক। মহারাজ, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে মহা ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালাসঙ্কুল পদ্মা নদী পার হইয়া সত্যবান্ সেনের রাজ্যে উপস্থিত হলেম।

গুরু। আহা! তুমি অতি মনোরম্য স্থানে গিয়েছিলে, সেখানে অনেক ভদ্র লোকের বসতি, কুলীনের বাসস্থানই সেই, সেখানকার রীতি নীতি অতি চমৎকার।

মাধ। সেই তো খয়ে রাঁড়ের দেশ?

গুরু। আহা! এমত কথা কখন বলো না, সত্যবান্ রাজার রাজ্যে বিধবারা তাম্বুল ভক্ষণ করে না, তাহারাই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকে।

মাধ। তবে একাদশীর দিন সেখানে অত খই, দই বিক্রী হয় কেন?

দ্বিতীয় ঘটক। একাদশীর দিন সেখানে বিধবারা কেহ কেহ খই দই খেয়ে উপবাস করেন, কেহ কেহ নিরম্বু উপবাস করেন।

বিনা। কিরূপ মেয়ে দেখে এসেচেন, তাহা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় ঘটক। সত্যবান্ রাজার বাড়ীর অনতিদূরে আমি এক পরমা সুন্দরী রমণী দর্শন কর্‌লেম—সুকেশা, সুনাসা, বিম্বাধরা, পীনপয়োধরা, বিপুলনিতম্বা, কিন্তু রহস্যের বিষয় এই, তিনি ষোড়শী যুবতী, অদ্যাপিও নাকের মধ্যস্থলে একটি নোলক দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখলে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর—আমার হাঁসি আপনিই এলো, মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হলো,

আমাকে মার্বের উদেযাগ কল্যে—কেহ বলে, হাস্ দিলা ক্যান্; কেহ বলে, মাগীবারী আইচো নাহি; কেহ বলে, হালা-পো হালারে অ্যাড্ডা চরে বৈকুণ্ঠে পাডায়ে দেই। মহারাজ, সাবধানের বিনাশ নাই, সেখান হইতে পলায়ন কল্যেম।

মাধ। বাঙ্গাল্রা কি মাত্তে জানে ?

দ্বিতীয় ঘটক। তার পরে ধলেশ্বরীর তীরে একটি বাছের বাছ মেয়ে দেখ্তে পেলেম, বালিকাটির রূপলাবণ্যের তুলনা নাই; লজ্জাশীলা, নম্রা, বিদ্যাবতী। তাঁর নামটি শুন্তে বড় ভালও নয়, বড় মন্দও নয়—

মাধ। নামটি কি ?

দ্বিতীয় ঘটক। ভাগ্যধরী—নামেতে আসে যায় কি, রূপ গুণ থাক্লেই হলো—কমলিনীকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্যা করিলে কমলিনীর সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ্যের অন্যথা হয় না। বিবেচনা করেছিলেম, এই বালিকাটিই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত, কিন্তু সভাপণ্ডিত মহাশয়ের দুহিতা দেখে, আর কাহাকেই সুবিহিতা বোধ হয় না। কামিনী, দেবী কি মানবী, তার নির্ণয় হয় না; কামিনী মরাল-গতিতে গমন করেন, আর একাবেণী পদচুম্বন করিতে থাকে। কামিনী যার সহধর্ম্মিণী হবেন, তাহারি জীবন সার্থক।

তৃতীয় ঘটক। মহারাজ, আমি দক্ষিণ-পথাভিমুখে গমন করেছিলেম—

মাধ। দোর পর্য্যন্ত না কি ?

তৃতীয় ঘটক। আমি কিছু করে আসিতে পারি নাই। মহারাজ, দক্ষিণ দেশের মেয়েরা গাত্রে হরিদ্রালেপন করিয়া থাকে, তাহাতে এমন দুর্গন্ধ জন্মায়, যে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে পড়ে।

জল। তাহারা সুন্দরী কেমন ?

তৃতীয় ঘটক। চোক্ ছিঁড়ে ফেলি—কাল বর্ণ, খাট চুল, কোটর চক্ষু, মোটা পেট, যার সাত পুরুষে বিবাহ না করেচে, সেই দক্ষিণে গিয়ে বিবাহ করুক।

মাধ। তবে মন্ত্রী মহাশয়কে পাঠালে হয়।

তৃতীয় ঘটক। একটি পাঁচ পাঁচি মেয়ে দেখ্‌লেম, অঙ্গসৌষ্ঠব মন্দ নয়, কিন্তু আবাগের বেটী এম্‌নি কাচা এঁটে শাড়ী পরেচে, আমি অবাক্ হয়ে রলেম; যে বিদ্যাধরীরে মেয়ে দেখাতে এনেছিলেন, তাঁদেরও কাচা আঁটা। একে মোটা পেট, তাতে কাচা দিয়ে কাপড় পরা, যোল হাত শাড়ীর কম চলে না, আমি ভেবে চিন্তে দেশে ফিরে এলেম। মহারাজ, বিদ্যাভূষণ-নন্দিনী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, কামিনীর তুল্য সুরূপা রমণী দেবতার দুর্ল্লভ; এমন ধর্ম্মশীলা, সুশীলা মহিলা দেশে থাক্‌তে, বিদেশে পাত্রী অন্বেষণ, বৃথা কালহরণ মাত্র।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) কামিনী যাকে মা বলে, সেই ধন্যা, কামিনী যাকে পিতা বলে, সেইই সুখী—আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েচে, অন্য কোন বিষয় নির্দ্ধারিত হতে পারে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জলধরের কেলিগৃহ

জগদম্বার প্রবেশ

জগ। আজ তোমারি এক দিন, আর আমারি এক দিন, এই মুড়ো ঝাঁটা মুখে মার্‌বো তবে ছাড়্‌বো। পোড়াকপালীর ব্যাটা, এত বিশ্বাস করে, এইই আশ্চর্য্য, তাদের হলো সোমত্ত বয়েস, ভরা যৌবন, তারা ওঁয়ার রসিকতায় ভুলে, দড়োদড়ি ওঁয়ার বৈটকখানায় আস্‌তে যাচ্চে? পোড়ার মুখ, এই ছলনা বুঝ্‌তে পারে না, মন্ত্রীর কর্ম্ম করে কেমন করে? সে বার গুণীগয়লানীকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলান্‌ডাই ঢলালে, কত মিনতি করে, পায় হাতে ধরে, চুপ্‌চাপ্‌ করিয়ে দিলেম। তা তো লজ্জা নাই, বিচি উলে গেলে আর তো মনে থাকে না, রাগের মাতায় যা বলি টলি, মালতীকে আমার ভয় হয় না, ও খুব ধীর, শান্ত। আমার ভয় করে ঐ মল্লিকে ছুঁড়ীকে, ছুঁড়ী যেন আগুনের ফুল্‌কি, যার চালে পড়্‌বে, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। (আপনার অঙ্গ দর্শন করিয়া) এত বয়েস হয়েচে, তবু ভাল শাড়ীখানি পরিচি, কেমন দেখাচ্চে, তা তোর যদিই ভাল লাগে, আমারে বল্লিই তো হয়, আমি আবার কালপেড়ে ধুতি পরি, সিঁতেয় সিঁতি দিই, ঝাপ্‌টা কাটি, মিন্‌সে তো কর্‌বে না, কেবল পাড়ায় পাড়ায় পাক্‌ দিয়ে বেড়াবে। আমি ঘোম্‌টা দিয়ে চুপ্‌ করে বসি, যদি ধত্তে পারি, আজ মালতী মল্লিকেকে মা বলিয়ে নেবো, তবে ছাড়্‌বো।

নেপথ্যে। (শিস্‌ দেওন।)

জগ। আস্‌চে, আমি ঘোম্‌টা দিয়ে বসি। (ঘোম্‌টা দিয়ে উপবেশন)

জলধরের প্রবেশ

জল। মালতী, মালতী, মালতী ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে কুল॥

মালতী, তুমি যে আমায় এত অনুগ্রহ কর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না, কিন্তু আমার মনে মনে খুব বিশ্বাস ছিল যে, কথা দিয়ে নিরাশ কর্‌বে না—

মরদ্‌ কি বাত্‌।
হাতি কি দাঁত্‌॥

আমি এই জন্যেই সদাগরকে আরব দেশে পাঠাইবার পথ কর্‌লেম, রাজা একপ্রকার পাগল হয়েচেন, কিছুই দেখেন না, আমি ফাঁক্‌ তালে সদাগরের ত্বরিত গমনের অনুমতিপত্র স্বাক্ষর করে লইচি, যে জিনিস আন্‌বের অনুমতি হয়েচে, সে জিনিসও পাওয়া যাবে না, সদাগরও ফিরে আস্‌বে না। সুতরাং তুমি ঘোম্‌টা খুলে প্রেমসাগরে ডুব্‌ দিতে পার্‌বে। তোমার সদাগর দেশান্তর হলেন, এখন আমার জগদম্বার যা হয়, একটা হলেই, নির্ভয়ে তোমার যৌবন নৌকার দাঁড়ী হই। (জগদম্বার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে)

মালতী, মালতী, মালতী ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে কুল॥

জগ। (ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া) জগদম্বা থাক্‌তে আমার কপালে সুখ হবে না।

জল। বাবা, এক ধাক্কা গেল। মালতি, আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাড়া, যদি অনুমতি দেও, এক ঢুঁতে জগদম্বারে জলসই করি। আহা! তুমি হস্তগত হয়েছ, আর আমারে

কে পায় ; জগদম্বাকে বিয়ে করে এনিচি, একেবারে বৈতরণী পার কত্তে পার্‌বো না, কিন্তু তার বেঁচে মরা, তোমার মল সাফ্ কর্‌বের দাসী হয়ে থাক্‌তে হবে।

জগ। যদি জগদম্বা আমার কথা না শোনে।

জল। না শোনেন, সাঁড়াসী দিয়ে একটি একটি কাঁচা মূলো তুল্‌বো।—আহা! জগদম্বা আবার সেই মূলোদাঁতে মিসি দেন, লোকে জিজ্ঞাসা কল্যে বলেন, দাঁতের শূলুনী হয়েচে।

জগ। জগদম্বা মলে তুমি কি কর?

জল। একতাল গোবর এনে, মুখের একটি ছাপ তুলে নিই—অমন কোটর চক্ষু, অমন মণিপুরী নাক, অমন হাব্‌সির অধর, অমন মূলোদন্ত, জগদম্বা মলে আর নয়নগোচর হবে না। সুতরাং একখান ছাপ রাখা কর্ত্তব্য।

জগ। জগদম্বা যদি বেরিয়ে যায়?

জল। কি নিয়ে বেরিয়ে যাবেন, সে দিকে তোপ্ পড়ে পড়ে হয়েচে, তাতে আবার বার মাস দশ মাস পেট, লোকে দেখ্‌লে বলে, নকুল সহদেবের জন্ম হবে।—মালতি, তুমি আমার মন্দোদরী, এস, আমোদ করি, সে সূর্পণখার কথা ছেড়ে দাও।

জগ। তবে তুমি কি তার ভাই?

জল। এক সম্পর্কে বটে।

জগ। তুমি তার কেমন ভাই?

জল। আমি তার ছি ভাই, এ দেশে এমন মাগ্ নেই যে, সময়বিশেষে স্বামীকে ছি ভাই বলে না।—মালতি, আমি প্রেমের পাঠশালায় ক, খ, লিখি, আমি জানি নে, ঘোম্‌টা আমায় খুল্‌তে হবে, কি তুমি আপনি খুল্‌বে।

জগ। ঘোম্‌টা খুল্‌বের সময় হলে আমি আপনিই খুল্‌বো। তোমার কথা শুনে, আমার অঙ্গ শীতল হয়ে যাচ্চে।

জল। আমার আর কোন গুণ থাক্ আর না থাক্, রসিকতাটি খুব আছে, মেয়ে মানুষকে কথায় তুষ্ট কত্তে পারি।

জগ। তবে গুণী দেশ মাথায় করেছিল কেন?

জল। তার কারণ ছিল,—তখন আমি জান্‌তাম, মুখ ফুটে বলতে পার্‌লেই মেয়ে মানুষে নিরাশ করে না। আমি আগে কিছু সূত্রপাত না করে, গুণীকে একটা তামাসা করেছিলাম, ছেলেমানুষ, তামাসা বুঝ্‌তে পারি নি, হিতে বিপরীত করে ফেল্‌লে।

জগ। তুমি যথার্থ বল, তারে কি বলেছিলে।

জল। মালতি, তোমার কাছে মিথ্যা বল্যে চোদ্দ পুরুষ নরকে যায়—আমি ভাল মন্দ কিছুই বলি নি—এই বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বল্যেম, গুণো, তোমার স্বামী দেশে নাই; কোকিলের ডাক্ কেমন লাগে? ছোট লোকের মেয়ে, এই কথাতেই কেঁদে ফেল্‌লে। ছোট লোকের ঘরে সতী থাকে, তা কি আমি জানি? তা হলে কি অমন কথা বলি? এমনিই বা কি বলিচি, হেঁসে উড়িয়ে দিলেও দিতে পাত্তো।

জগ। তোমার জগদম্বা সতী কেমন?

জল। যার সিন্দুকে টাকা নাই, তার চোরের ভয় কি? সে সিন্দুক খুলে শুতে পারে। কিন্তু তা বলে তাকে সাহসী বলা যায় না। জগদম্বার আস্‌বাবের মধ্যে মূলো দাঁত, আর মণিপুরী নাক, তাই রক্ষা কচ্চেন বলেই তাঁকে সতী বল্‌তে পারি নে। তবে তাঁর মনের ভিতর কি আছে, তা জগদম্বাই জানেন। যদি তেমনি তেমনি পুরুষ লাগে, তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ক দিন রক্ষা হয়? তোমায় দিয়েই কেন দেখ না।

জগ। জগদম্বার উপর তোমার কখন সন্দ হয়েছিল?

জল। আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, কখন হয় নি।—জগদম্বার সতীত্ব মাণিক, তাঁর রূপের গড়ে আটক আছে। যদি কেহ কেহ অগ্রসর হয়, গড়ের দ্বারে দুটি মত্ত হস্তী দেখে ফিরে আসে।

জগ। হাতী এলো কোথা হতে?

জল। বাছার দুই পায়েতে দুটি গোদ।

জগ। (ঘোমটা খুলে) তবে রে আঁট্‌কুড়ীর ব্যাটা, এমনি উন্মত্ত হয়েচ, মাগ্‌কে বাছা বল্‌চো, তোমার আদ্‌ হাত দড়ি যোড়ে না, যে গলায় দাও?

জল। ও মা তুমি! ও মা তুমি! সর্ব্বনাশ করিচি, কেউটে সাপের ন্যাজ মাড়িয়ে ধরিচি! জগদম্বা, রাগ করো না, আমি তোমা বই আর জানি নে—

জগ। (ঝ্যাঁটা প্রহার করিতে করিতে) গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, এমন পোড়া কপাল করেছিলেম, এমন পোড়ার দশা আমার, আমায় কেন নুন খাইয়ে মারে নি—আমার আপনার ভাতারের মুখে এমন ব্যাখ্যানা, আমি আজি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো, আমি জলে ঝাঁপ দেবো, তোর সংসার নিয়ে তুই থাক্‌। (ক্রন্দন) আমার সাত জন্ম অধর্ম্ম ছিল, তাই তোর হাতে পড়েছিলেম।

জল। জগদম্বা, তুমি বই আর আমার কেউ নাই, তুমি রাগ করো না, আমি তামাসা করে বলিচি।

জগ। তুমি আর জ্বালান্‌ জ্বালিও না, তোমার আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না। আমি মরি ওঁয়ার জন্যে, উনি আমার মুখের ছাপ্‌ নেন, উনি সাঁড়াসী দিয়ে আমার মূলো দাঁত তোলেন—সর্ব্বনাশীর ব্যাটা, রাগেতে গা কাঁপ্‌চে।

জল। আমার কিছু দোষ নাই।

জল। আবার ঐ মুখে কথা কচ্চিস্‌, ঝ্যাঁটাগাছটা গেল

কোথায়, আর একবার ভূত ঝাড়ান্ ঝাড়িয়ে দিই। (ঝাঁটা গ্রহণ)

জল। জগদম্বা, আমি তোমারে খুব ভাল বাসি—

জগ। তোর মুখে ছাই, তোর সর্ব্বনাশ হক্, দূর হ এখান হতে (ঝাঁটার আঘাত দ্বারা জলধরকে ফেলিয়া দেওন) তোর হাতে পড়ে এক দিনের তরে সুখী হলেম না। আমি মরি পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ঝকৃড়া করে, উনি তাদের কাছে আমার এমনি নিন্দে করে বেড়ান, ছিক্‌লো ছি—ভাত দেবার ভাতার নন, নাক কাট্‌বার গোসাঁই। আমার বার মাস, দশ মাস পেট, আ-মর্।

জল। (গাত্রোত্থান করিয়া) জগদম্বা, আমি তোমার মাতায় হাত দিয়ে দিব্বি কর্‌চি, আর কখন কোন দোষ হবে না (হস্ত বিস্তার করিয়া) আমি শপথ করে বল্‌চি—

জগ। (জলধরের হস্তে ধাক্কা দিয়ে) আমি মালতীর দাসী, আমার মাতায় হাত দিয়ে দিব্বি কল্যে তোমার মালতী রাগ কর্‌বে।

জল। জগদম্বা, আমাকে মাপ কর, তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌বো। আমি এই নাকে খত্ দিচ্চি (নাকে খত্ দেওন)।

জগ। আচ্চা, মালতী আর মল্লিকেকে মা বলে ডাক।

জল। হ্যাঁ, তা তুমি বল্লিই হলো।

জগ। আমাকে তুমি বাছা বলেচো, আমার মা বলায় তোমার সম্পর্ক বাদ্‌বে না, বল, মালতী আমার মা, মল্লিকে আমার মা।

জল। মালতী তোমার মা, মল্লিকে তোমার মা।

জগ। সর্ব্বনাশীর ব্যাটা, আমার রাগ বাড়াতে লাগ্‌লো, মা বল্‌বি তো বল, নইলে মুড়ো ঝাঁটা গালে পুরে দোবো।

জল। জগদম্বা, যা হোক্, এক রকম চুকে বুকে গেল, এখন আর দিন দুই যাক্, তার পর যা হয়, তা করা যাবে।

জগ। আমার পোড়া কপাল পুড়েচে, আমি তোমারে আর কিছু বল্‌বো না, আমি আত্মহত্যা কর্‌বো, (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমারে সদাই জ্বালায়, সদাই জ্বালায়, সদাই জ্বালায়।

জল। জগদম্বা রাগ করো না, বলি।

জগ। আচ্চা, বলো।

জল। দুজনকেই বল্‌তে হবে? আজ এক জনকে বলি, কাল এক জনকে বলবো।

জগ। (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমার এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে।

জল। বলি—আজ মল্লিকেকে বলি, কাল মালতীকে বল্‌বো।

জগ। আমি রাঁড় হয়েচি, আমার শাড়ী পরা ঘুচে গেচে, আমি একাদশী কচ্চি, হাতে আর গহনা রেখিচি কেন (হাতের পৈঁচে, বাউটি, তাবিজ খুলে জলধরের গায়ে ফেলিয়া) এই ন্যাও, এই ন্যাও, এই ন্যাও।

জল। বলি—কি, কি বল্‌তে হবে—

জগ। বল, মল্লিকে আমার মা, মালতী আমার মা।

জল। মল্লিকে আমার মা, মালতী আমার—তাইরে নারে, নাইরে নারে না।

জগ। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেচে, (ঝাঁটার আঘাতের দ্বারা জলধরকে ফেলাইয়ে) থাক্, তোর মালতীকে নিয়ে, আমি এখনি মর্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

জল। (গাত্রোত্থান করিয়া) এটা ঝক্‌মারির মাস্থল।—

কিসে কি হলো, কিছুই জান্তে পাল্লেম না—যা হোক্, আর তুই এক দিন না দেখে, সম্পর্ক বিরুদ্ধ করা উচিত নয়।

যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে॥
তুফানে পতিত কিন্তু ছারিব না হাল।
আজিকে বিফল হলো হতে পারে কাল॥

নেপথ্যে। তোমার নাক কাট্‌বো, কাণ কাট্‌বো, তোমার নাদা পেটা জলধরকে বলি দেবো, তার পর ঘরে দ্বারে আগুন দিয়ে গলায় দড়ি দেবো।

জগদম্বার পুনঃপ্রবেশ

জগ। সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো, সদাগর আসচে, তুমি এ দিকে এস, আমার বড় ভয় কচ্চে।

জল। (কাপড় পরিতে পরিতে) তোমার ভয় কচ্চে, আমার হাত পা পেটের ভিতরে গিয়েচে, আমি পুকুরের জলে ডুবে থাকিগে।

জগ। পর পুরুষের কাছে রেখে যেও না, যাও যে! যাও যে! লোকে প্রাণ দিয়ে মাগ রক্ষা করে।

জল। জগদম্বা, আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

[বেগে প্রস্থান।

রতিকান্তের প্রবেশ

রতি। তবে মালতি, এই তোমার সতীত্ব, এই তোমার ভালবাসা—তোমার দোষ কি, তোমার জেতের স্বধর্ম্ম—তোমরা দাঁড়ে বসো, ছোলা খাও, রাধাকৃষ্ণ বলো, আবার মধ্যে মধ্যে শিকল কাটো, তুমি যে নেমোক্‌হারামি করেচো, একটি লাটিতে মাতাটি দোফাক করে ফেলি—

জগ। আমি জগদম্বা, আমি জগদম্বা। (ঘোমটা মোচন)

রতি। রাম! রাম! রাম! (জগদম্বার পদদ্বয় দর্শন করিয়া) না, পেত্নী না, জগদম্বাই বটে—মল্লিকে আমাকে যথার্থই খেপায়, আমায় বলে দিলে মালতী এখানে এসেচে—আমিও তেমনি কাণপাত্‌লা, বাড়ী না দেখে ওমনি চলে এলেম।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

জগ। একেই বলে চোরের উপর বাট্‌পাড়ি—ভাগ্‌গি পালাই নি, তা হলেই দৌড়ে গিয়ে লাটি মার্‌তো, আর ক্যাঁক করে প্রাণটা বেরিয়ে যেতো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদ্যাভূষণের খিড়কির সরোবর

তপস্বিনীর বেশে কামিনীর প্রবেশ

কামি। এইরূপেই পাগল হয়। রাজরাণীর বেশ করে দেখ্‌লেম, তা আমায় কিছুমাত্র সাজে না, পরে কত যত্নে এই তপস্বিনীর বেশ ধারণ কল্লেম, আহা! এ পবিত্র বেশে আমায় কেমন দেখাচ্চে, আমি আপনার বেশে আপনি মোহিত হচ্চি। আহা! সেই নবীন তাপস-জননী দিবাযামিনী কেবল জগদীশ্বরের ধ্যান করেন,—আমি এই উচ্চ আল্‌সের উপর বসে, সেই দুঃখিনী তপস্বিনীর ন্যায় একবার নির্ম্মলচিত্তে চিন্তামণির ধ্যান করি। (আল্‌সের উপর উপবেশনানন্তর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)।

বিজয়ের প্রবেশ

বিজ। (স্বগত) কি মনোহর রূপ! কি অপূর্ব্ব শোভা! তৃষিত নয়ন! জীবন সার্থক কর, বড় ব্যাকুল হয়েছিলে। আহা! প্রাণ আমার আর ভিতরে থাক্‌তে পারে না, দ্বার মোচন কর বলিয়া, বক্ষে সজোরে প্রহার কচ্চে। প্রাণ! সেইখান হতেই দর্শন কর, সেইখান হতেই পরিতৃপ্ত হও। কামিনী তপস্বিনীর বেশ ধারণ করেচেন, কামিনী পদচুম্বিত-কেশে জটা নির্ম্মাণ করেচেন, কামিনী পিঙ্গলবস্ত্রে গাছের বাকল প্রস্তুত করেচেন, ঘাটের আল্‌সে কামিনীর বেদি হয়েচে। আহা! এ বেশে কামিনীর লোকাতীত রূপ লাবণ্য কি রমণীয় হয়েচে! রাজার উদ্যানে কামিনীকে যেরূপ দেখেছিলেম, তার শতগুণে সুন্দরী দেখিতেছি, আহা! কামিনী যেন স্বয়ং আরাধনা মূর্ত্তিমতী হয়েচেন। কামিনীর এ ভাবের ভাব কি? সেই গোলাপটি কামিনী কেশের উপর রেখেচেন, আমি এই কামিনী-ঝাড়ের অন্তরালে দাঁড়ায়ে কামিনীকে দর্শন করি, ভাবগতিকে ভাব বুঝ্‌তে পার্‌বো। (কামিনী-ঝাড়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

কামি। আহা! তপস্বিনী, সেই দুঃখিনী তপস্বিনী দিন যামিনী এইরূপ ধ্যানে রত থাকেন, আহা! তাঁর মন সতত শান্তি-সলিলে ভাস্‌তে থাকে। (দীর্ঘনিশ্বাস) জগদীশ্বর!—রে অবোধ হৃদয়! রে ক্ষিপ্ত মন! রে পাগল প্রাণ! কার জন্য ব্যাকুল হতেছ? মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে দেবতাকে বাঞ্ছা করা পরিতাপের কারণ। এমত অসঙ্গত আশা কখন করো না। তিনি মনুষ্য নন। জননী দেখিবামাত্র বলেচেন, তিনি ব্রহ্মালোক পরিত্যাগ করে তপস্বিবেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আমি সেই সময় একবার তাঁর মুখমণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা কর্‌লেম, লজ্জায় মুখ উঠ্‌লো না। হে গোলাপ! (মস্তক হইতে

গোলাপ ফুল গ্রহণ) তোমায় কে চয়ন করেচে? তোমায় কে হাতে করে আমায় দিতে এসেছিল? তুমি তাঁর করকমল স্পর্শ করেচ। আহা! তুমি যখন সেই পদ্মহস্তে অবস্থান করিতেছিলে, আমি দেখ্‌লেম, গোলাপে গোলাপ বিরাজ কচ্চে। গোলাপ, তুমি মলিন হচ্চো কেন? তুমিও কি সেই তেজঃপুঞ্জ তাপসকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়েচ? তোমার প্রাণও কি তিনি অপহরণ করে গিয়েচেন? তোমার মনও কি কাননে কাননে তাঁর অন্বেষণ করে বেড়াচ্চে? তোমার চিত্তও কি সেই দুঃখিনী তপস্বিনীকে মা বলে ডাকৃতে ব্যগ্র হয়েচে? নতুবা তুমি সেই দেবাত্মাকে দর্শনাবধি এই অভাগিনীর ন্যায় শুষ্ক হচ্চো কেন? গোলাপ! তোমার আশা নীতিবিরুদ্ধ নয়, ফুলের দ্বারাই দেবারাধনা হয়, আমার আশা, বিপর্য্যয়।

বিজ। (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দর্শন করিতেছি, না কামিনীর অমৃত বচনে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত করিতেছি। কামিনীর চিত্ত কি সরল, কামিনীর স্বভাব কি উদার, কামিনীর প্রণয় কি পবিত্র,—কোথায় রাজরাণী, কোথায় তপস্বিনী; কোথায় স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন, কোথায় পর্ণকুটীরে বাস; কোথায় সম্ভ্রান্ত মহিলামণ্ডলীর উপর আধিপত্য, কোথায় দুঃখিনী তপস্বিনীর সেবিকা! মন! স্থির হও, বীণাপাণি আবার বীণায় হস্ত দান করেচেন।

কামি। গোলাপ,—তুমি আমার মনোরঞ্জন, তোমায় দেখিলে আমি চরিতার্থ হই, তোমায় দিয়ে আমি মানসমন্দিরে নবীন জটাধারীর পূজা করি, তিনি প্রসন্ন হয়ে অধীনীকে দেখা দেবেন। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফুলপ্রদান) কই গোলাপ! দেবতা প্রসন্ন হলেন না, আর কোন্ ফুল দিয়ে তাঁর অর্চ্চনা করি।

কে তোষে কুসুম কুলে তপস্বীর মন?

বিজয়। (প্রকাশে)

কামিনি, কামিনী ফুল তপস্বি রমণ।

কামি। (লজ্জায় নম্রমুখী)

বিজয়। কামিনি, তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করে অবধি আমি পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। তন্মনা হয়ে ভাবিতেছিলাম, কি প্রকারে আর একবার তোমার মুখকমল নয়নগোচর কর্‌বো। কামিনি, একাগ্রচিত্তে আশা করিলেই আশার সুসার হয়।

কামি। এ আমাদের খিড়্‌কির সরোবর—আপনি এখানে এলেন কেমন করে?

বিজয়। বিধুমুখি, তোমার জননী আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন, তিনি আমার মাতার দুঃখের কাহিনী শুনিবার জন্যেই আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন, আমি সেই কাহিনী বল্‌তে যত হোক্‌ না হোক্‌ তোমার মুখ-কমলিনী দেখ্‌তে তোমাদের ভবনে আস্‌তেছিলেম। বাটীর অনতিদূরে শ্রবণ কর্‌লেম, তোমার জননী ও আর আর সকলে রাজবাটী গমন করেচেন, শুনে একেবারে হতাশ হলেম, ইতিমধ্যে জান্‌তে পার্‌লেম, তোমার শরীর অসুস্থ, তুমি বাটীতে আছ, আরও জান্‌লেম, পদ্মিনীনাথ যখন পদ্মিনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময় তুমি এই সরোবরতীরে ভ্রমণ করে বেড়াও, এই জন্যেই আমি এখানে আগমন করিচি।

কামি। এ যে আমাদের খিড়্‌কির পুকুর, এ বাগানে তো কখন পুরুষ আসে না, আপনাকে এখানে দেখে আমার গা কাঁপ্‌চে।

বিজয়। কামিনি, গা কাঁপ্‌বার কোন কারণ নাই, তপস্বীরা বনবাসী, বনচর. নয়, তারা অপদেবতাও নয়, দেবতাও নয়।

কামি। হে জটাধারী, সে বিবেচনায় আমার কলেবর কম্পিত হচ্চে না। এখানে পাছে আপনাকে দেখে, কেহ কুবচন বলে।

বিজয়। কামিনি, যে যা বলুক, বিচার করে বল্‌বে, আমি রাজরাণীর কাছেও আসি নি, রাজকন্যার কাছেও আসি নি, কোন গৃহস্থ অবলার নিকটেও আসি নি, আমি আমার সহধর্ম্মিণী নবীন তপস্বিনীর নিকট এসেচি।

কামি। (স্বগত) কি লজ্জা! (অবনতমুখী)

বিজয়। হে তপস্বিনি! যদ্যপি চঞ্চল তাপস আপনার কোন অসম্মান করে থাকে, আপনার ধর্ম্ম বিবেচনা করে ক্ষমা করুন।

কামি। তাপসদিগের মন সরলতায় পূর্ণ; তাঁরা কখন কাহারো অসম্মান করেন না।

বিজয়। কামিনি! আমি তোমার চিত্তের ভাব অবগত হইচি; আমার অন্তঃকরণের কথা শ্রবণ কর—তোমার মধুর স্বভাবে, তোমার সুশীলতায়, তোমার অকৃত্রিম প্রণয়ে, তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে, আমার মন মোহিত হয়েচে, আমার তীর্থ পর্য্যটন কল্পনা দূরীভূত হয়েচে, আমার মন সংসারাশ্রম সুখ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছে, আমি স্থির করিচি, যদি তুমি আমার জীবন পবিত্র কর, তবে আমি তপস্বীর আচার পরিহার করি, এবং আশ্রমবাসী হই। কামিনি! জগদীশ্বরের আরাধনা সকল স্থানেই সমান সম্পাদন হয়, ভ্রমবশতঃ লোকে বলে, সংসারে থেকে জগদীশ্বরের আরাধনা হয় না। কামিনি, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হলে ধর্ম্মপ্রতিপালনের সহায়তা ব্যতীত ব্যাঘাত জন্মায় না।

কামি। হে তাপস, আমরা অবলা, অবলার প্রাণ অতি কোমল—আনন্দে অবলার মন একেবারে প্রফুল্ল হয়, নিরানন্দে

একেবারে অধঃপতিত হয়, আপনার অদর্শনে আমি উন্মাদিনী হয়েছিলেম, আপনার প্রসঙ্গে যদি কোন অসঙ্গত কথা বলে থাকি, মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমি তপস্বিনীর বেশে ধরা পড়িচি, আমার মনের ভাব অব্যক্ত নাই—অধীনীর বাসনানুসারে আপনার কর্ম্ম কত্তে হবে না; দাসীর মতামত কি, প্রভুর সুখেই সুখী, প্রভুর দুঃখেই দুঃখী; আপনি যখন তপস্বী, আমি তখন তপস্বিনী; আপনি যখন সন্ন্যাসী, আমি তখন সন্ন্যাসিনী; আপনি যখন গৃহী, আমি তখন গৃহিণী; আপনি যখন রাজা, আমি তখন রাণী।

বিজয়। সুমধুর বচনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হলো। কামিনি! তোমার অধরদর্শনাবধি অধীর হয়েছিলেম।

কামি। প্রাণবল্লভ—হে তাপস, আমি আপনার জননীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইচি, আমি আপনার বাম পাশে দাঁড়ায়ে, তাঁকে একবার মা বলে ডাকি আমার বড় ইচ্ছে। প্রাণনাথ! তোমার নিকটে জননী তাঁর দুঃখের কথা বলেন না, তুমি পুরুষ, তা শুনতেও ব্যগ্র হও না, আমি তাঁর মনের কথা বার্ করে নিতে পার্‌বো।

বিজয়। প্রাণেশ্বরি! জননী তোমাকে দেখ্‌লে আনন্দিত হবেন, তোমার কাছে তিনি কোন কথাই গোপন রাখ্‌বেন না। প্রাণাধিকে! এখন কি প্রকারে আমরা প্রকাশ্য পরিণয়ের উপায় করি। জননী আমার, তোমার স্বভাব চরিত্রের কথা শুন্‌লে পরম সুখী হবেন, তিনি কখন অমত কর্‌বেন না। এখন তোমার মাতাপিতা কোন আপত্তি না করেন, তা হলেই সর্ব্বপ্রকারে সুখী হই।

কামি। হৃদয়বল্লভ, আমি যখন সে ভাবনা করি, তখন আমার আত্মা পুরুষ উড়ে যায়। জননী আমার অতি বুদ্ধিমতী, তাঁর উদার স্বভাব, তিনি ঐহিকের সুখ অপেক্ষা পরকালের

সুখ বাঞ্ছা করেন; তিনি শারীরিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখ অনুসন্ধান করেন; আমার মত জানতে পারলে, তিনি কখন অমত কর্‌বেন না। কিন্তু পিতা আমার, বামন পণ্ডিত মানুষ, আমাকে মহারাজকে দান করে রাজার শ্বশুর হবেন, এই আশাতেই আহ্লাদিত হয়ে রয়েচেন, এ সংবাদ শুনলে আত্মহত্যা করেন কি, কি করেন, আমি তাই ভেবে কাতর হচ্চি।

বিজয়। বিধুবদনি, আমি পাছে তোমার পিতার মনোদুঃখের কারণ হই।

কামি। পিতা, মায়ের কথা কখন কাটেন না, বোধ করি, মা বিশেষ করে অনুরোধ কর্‌লে, অমত করবেন না—সে যা হয়, পরে হবে, প্রাণবল্লভ, তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ কর্‌লেম, তুমি যেন কখন দাসীকে চরণ ছাড়া করো না।

বিজয়। পঙ্কজনয়নে! আমার বড় ভয়, পাছে আমা হতে তোমার সরল মনে কোন ব্যথা জন্মে।

কামি। প্রাণবল্লভ! জননী বুঝি এসেচেন, আমায় বাড়ীর ভিতরে না দেখ্‌তে পেলে এই দিকে আস্‌বেন।

বিজয়। আদরিণি! আমি তোমার কাছে বসে, সব ভুলে গিইচি, আমি কেবল অনিমেষ লোচনে ঐ মুখচন্দ্র দেখ্‌তেছি—কিন্তু আমার এক্ষণে বিদায় লওয়াই বিধি; এই অঙ্গুরী তোমার অঙ্গুলীতে দিয়ে যাই। (অঙ্গুরী দান)

কামি। তোমায় মা আস্‌তে বলেছিলেন।

বিজয়। কামিনি! সে কথা তোমার মনে করে দিতে হবে না, সে কথা আমার মনে গাঁথা রয়েচে, আমি কাল আবার আস্‌বো;—তবে যাই।

কামি। "যাই" অপেক্ষা "আসি" শুন্‌তে বেশ।

বিজয়। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) তবে আসি (কিঞ্চিৎ

গমন) প্রাণাধিকে ! একটি কথা জিজ্ঞাসা করে যাই, কাল কখন আস্‌বো ?

কামি। কাল বিকেলে এসো—জননী বুঝি আস্‌চেন—

বিজয়। আমিও চল্লেম প্রেয়সি! সুধা ফেলে যেতে পারি নে। শশিমুখি ! প্রাণ রইল প্রাণের কাছে।

[প্রস্থান।

কামি। প্রাণনাথ বাগানের বার হন নাই, মন এর মধ্যেই এত ব্যাকুল, এখন সমস্ত রাত্রি যাবে, কাল সমস্ত দিন যাবে, তবে প্রাণনাথের দেখা পাবো। জননী শুনে কি বল্‌বেন তাই ভাব্‌চি ; জগদীশ্বর বিপদ্ উদ্ধারের কর্ত্তা। (কিঞ্চিৎ গমন)

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। হ্যাঁ মা কামিনি, সন্ধ্যাকালে একাকিনী পুকুরের ধারে বেড়াচ্চো ? একে এই গাটা কেমন কেমন করেচে—ও মা, এ কি বেশ হয়েচে, অবাক্ !

[সলাজে কামিনীর প্রস্থান।

আমি যা ভেবেছিলাম তাই, আমি মল্লিকে মালতিকে তখনি বলিচি, বিজয় কামিনীর শুভদৃষ্টি হয়েচে, পরস্পরের মনে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েচে। না হবে কেন ? অমন নবীন অপরূপ রূপ দেখ্‌লে, কার মন না মোহিত হয় ? বাছার যেমন বর্ণ, তেমনি গঠন, কথাগুলিন মধুমাখা। শত্রুমুখে ছাই দিয়ে আমার কামিনীরও মুনিমনোহর রূপ। যদি আমার অনুধাবন যথার্থ হয়, তবে বিজয় কামিনীর বিয়ে দেব, কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না, পৃথিবী শুদ্ধ লোক এক দিকে, আর আমি একা এক দিকে—কামিনী লজ্জায় কারো কাছে কিছুই বলে না, আমি আপনিই জিজ্ঞাসা কর্‌বো।—আমার কামিনী রাজরাণী না হয়ে তপস্বিনী হবে ? তা মনে কল্যে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ

হয়। তপস্বী কি আশ্রমবাসী হবেন না, আমি কি তাঁর জননীর মত্ কত্তে পার্‌বো না!

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রতিকান্তের শয়নঘর

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ

মাল। তুই ভাই ভিতরে ভিতরে এমন রঙ্গ করিচিস্; কিন্তু ভাই, একটা কাটাকাটি না হয়ে যে অম্‌নি অম্‌নি গেছে সুখের বিষয়। উনি যে রাগী, জগদম্বা যে আস্ত মাতা নিয়ে গেচে, তার বাপের ভাগ্‌গি।

মল্লি। মাগী যে গালাগালি দেয়, ভাব্‌লেম, এই যাত্রায় কিছু হয়ে যায় যাক্।

মাল। আমি ওঁরে আজ সব খুলে বলি; এর একটা প্রতীকার করুন—জানি কি ভাই, মেয়ে মান্‌ষের চরিত্র চিনের কাগচ, জলের ছিটেয় গলে যায়, কোন্ দিন কে কি রটিয়ে দেবে।

মল্লি। তা হলে আমোদ বন্দ হয়।

মাল। ভাই, গৃহস্থের মেয়েদের এই আমোদে আপদ্ ঘটে।

মল্লি। বোধ হয়, এ ঝ্যাঁটার পর আর আস্‌বে না।

মাল। পাগলের কি জ্ঞান জন্মায়?—রাজমন্ত্রী বটে, কিন্তু এক কড়ার বুদ্ধি নাই—পোড়ার মুখো মিন্‌সে ভাবে, উনি রাজি হলেই অর্দ্ধেক কর্ম্ম গোচালো।

রতিকান্তের প্রবেশ

মল্লি। সদাগর মহাশয়, জগদম্বা আপনাকে ডেকেচে।

রতি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) শনিবারের আর চারি দিন আছে।

মাল। কেন নাথ, তোমায় এমন দেক্‌চি কেন, তুমি মল্লিকের কথায় উত্তর দিলে না, তোমার বিরস বদন হয়েচে, আমি কি কোন অপরাধ করিচি ?

রতি। মালতি, তুমি সহস্র অপরাধ করিলেও আমার বিরস বদন হয় না—যাতে আমি নিরানন্দ হইচি, তা এতেই প্রকাশ হবে। (পত্র দান)

মাল। এ যে রাজার মোহর, রাজার স্বাক্ষর।

মল্লি। দেখি, দেখি, (পত্র-গ্রহণ) রস্ ভাই, আমি পড়ি—(পত্র পাঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর

কুশলালয়েষু

যে হেতু অপ্রকাশ নাই যে, মহারাজ রমণীমোহন রাজকার্য্য পরিহার পুরঃসর সতত নির্জ্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করেন, রাজকবিরাজ দক্ষিণরায় ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, আরবদেশোদ্ভব "হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতে"র বাচ্চার তৈল সেবন করিলে, মহারাজের রোগের প্রতীকার হইতে পারে, অপ্রকাশ নাই যে, আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতের বাচ্চা পাওয়া যায় না। অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি পত্র প্রাপ্তি মাত্র তুমি আরব দেশে গমন করিবে, আর যত দিন হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতের বাচ্চা না প্রাপ্ত হও, তত দিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনিবারের সূর্য্যাস্তের পর তোমাকে এ নগরে যদি কেহ দেখিতে পায়, তোমাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে ইতি।

যদি এ স্বাক্ষর মহারাজের হয়, তবে তিনি যথার্থই ক্ষিপ্ত হয়েচেন।

রতি। আমার বিরস বদনের কারণ শুনলে—মালতি, আমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে এত দিনের পথ যাবো, আর ফিরি কি না সন্দেহ। হোঁদোল কুঁত্কুঁতের নাম শুনি নি, হোঁদোল কুঁত্কুঁতে কোথায় পাবো ; আমার সর্ব্বনাশের জন্যেই হোঁদোল কুঁত্কুঁতের নাম হয়েছে।

মল্লি। আমি হোঁদোল কুঁতকুঁতের বাচ্চা দেখি নি, কিন্তু ধাড়ী দেখিচি ; যদি বল, আমি ধাড়ী হোঁদোল কুঁত্কুঁতে ধরে দিতে পারি।

রতি। মল্লিকে, এ কি তামাসার সময়—কারো সর্ব্বনাশ, কারো পরিহাস। যার নাম কেহ শুনি নি, তুমি তার ধাড়ী ধরে দিতে পার।

মল্লি। যথার্থ বলচি, আমি হোঁদোল কুঁত্কুঁতে দেখিচি, হোঁদোল কুঁত্কুঁতের উপদ্রবে পাড়ার মেয়েরা ঘাটে যেতে পারে না।

মাল। মল্লিকে যা বল্চে মিথ্যে নয়।

রতি। তুমিও বিদ্রূপ কত্তে লাগ্লে।

মাল। আমি যখন তোমার দুঃখে আমোদ কচ্চি, তখন অবশ্যই কোন কারণ থাক্বে।

মল্লি। সদাগর মহাশয় আমার কাছে নিগূঢ় কথা শুনুন—মন্ত্রী জলধর ঘাটের পথে আমাদের ত্যক্ত করেন, আমাদিগের দেখে হাঁসেন, গান করেন, কবিতা আওড়ান, আমরা তাঁকে জব্দ কর্বের জন্যে মিছে মিছি রাজি হয়ে, তাঁর বৈটকখানায় যেতে স্বীকার করেছিলেম, তার পর জগদম্বাকে আমাদের বদলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তার পর যা, তা তুমি জান। এক্ষণে মন্ত্রী মহাশয় তোমাকে কোন রকমে বিদেশে পাঠায়ে দিয়ে, মালতীর উপর উপদ্রব কর্বেন। রাজা মনস্তাপে অধীর

হয়েচেন, যে যা লয়ে যায়, তাই স্বাক্ষর করেন। এ অনুমতি পত্র মন্ত্রী করেচে, রাজা কিছুই জানেন না।

রতি। বটে বটে, আমি এখনি সেই নাদাপেটার মাতা কাট্‌বো, না হয়, তাতে মহারাজ প্রাণদণ্ড কর্‌বেন।

মাল। তুমি এমন উতলা হলে হিতে বিপরীত হয়ে উঠ্‌বে। আমরা যা বলি, তাই করো, রবিবারে রাজাজ্ঞাও পালন হবে, মন্ত্রীও শাসিত হবে।

রতি। মালতী মল্লিকে মিলে আকাশের চাঁদ ধত্তে পারে, হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতে ধরবে, আশ্চর্য্য কি, কিন্তু দেখ, যেন কেহ আমার মস্তকে হস্তক্ষেপ না করে।

মল্লি। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি একখানি লোহার খাঁচা প্রস্তুত করো, আর সব আমরা কর্‌বো।

মাল। খাঁচার দ্বারটি খুব বড় হয়, যেন মানুষ অক্লেশে যেতে আস্‌তে পারে।

রতি। বুঝিচি, বেশ পরামর্শ করেচ, আমি কালই খাঁচা এনে দেবো, কিন্তু রবিবারে হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতে না পেলে আমার নিস্তার নাই।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

মাল। ওলো, রাজার বিয়ের কি হলো?

মল্লি। কামিনী কাজ গুচিয়েচে, এখন যা করেন জগদম্বা।

মাল। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, কামিনী যেমন মেয়ে, তপস্বী তেমনি পাত্র; আমার যদি মেয়ে থাকৃতো, আমি বিজয়কে দান কত্তেম।

মল্লি। মেয়ে নাই, মেয়ের মাকে দান কর।

মাল। মল্লিকে, তুমিই না বলেছিলে, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়।

মল্লি। হ্যাঁ তোমার গলা ধরে বল্‌তে গিয়েছিলেম।

মাল। সুরমার আর ছেলে পিলে নাই, বিজয় যদি এখানে ভরাভর দেয়, তা হলে বিয়ে দিলে ক্ষতি নাই।

মল্লি। না ভাই, তা হলে কামিনীর সুখ হবে না, ঘর-জামায়ে ভাতার কেমন যেন ভাই ভাই ঠেকে।

মাল। সুরমার আর কেহ নাই, কাজেই জামাই ঘরে রাখ্‌তে হবে।

মল্লি। যা হক্, এখন দুই হাত এক হলে আমি বাঁচি, কামিনী মাগ্‌খেগো ভাতারের হাত হতে রক্ষা পায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিদ্যাভূষণের বাটীর প্রাঙ্গণ

বিদ্যাভূষণ এবং সুরমার প্রবেশ

সুর। তোমার মত নিষ্ঠুর হৃদয় আর কারো নাই, তোমারি মান বাড়্‌লো, মেয়ের কি সুখ হলো ?

বিদ্যা। সুরমে, তুমি এমন বুদ্ধিমতী হয়ে এমন কথাটা বল্যে, মেয়ের সুখের সীমা নাই। লোকে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে, রাজ্যেশ্বরী হও, মুক্তার মালা গলায় দাও, পাটের শাড়ী পরিধান করো, পাঁচ জনকে প্রতিপালন করো, যাহা উল্লেখ করে মেয়েরে লোকে আশীর্ব্বাদ করে, আমি কামিনীর জন্যে সেই সকল সংগ্রহ করিচি, আরো মেয়ের সুখ হলো না।

সুর। তোমায় আমি আর কত বুঝাবো, তোমার মত যার বয়স, যে অমন জগদ্ধাত্রী বড় রাণী সত্ত্বে আবার বিয়ে করেছিল, যে ভ্রমেও একবার বড় রাণীকে দেখ্‌তো না, যে অবশেষে স্ত্রীহত্যা পুত্রহত্যা করেচে, সে কি কখন আমার কামিনীকে সুখী কত্তে পারে ? তুমি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ লোভেতে অন্ধ, কিসে কি হয়, কিছুই দেখ না, রাজার নাম শুনেই উন্মত্ত হয়েচ, আমার কামিনী গালার চুড়ি পরে মনের সুখে থাক্।

বিদ্যা। রাজা আর তুই বিয়ে কর্‌বেন না।

সুর। করুন আর না করুন, আমার কামিনীকে পাবেন না—তোমার ভাবনা কি, যে বিষয় করেচ, দশটা সংসার প্রতিপালন হতে পারে; দশটা পাঁচটা নয়, একটা মেয়ে, তাকে কি তুমি পুষ্‌তে পার্‌বে না ? একটি ভাল ছেলে দেখে

কেন বিয়ে দিয়ে ঘরে রাখ না, তুমি তা কর্‌বে না। তা কল্যে যে আমি সুখী হব।

বিদ্যা। আচ্ছা, আচ্ছা,—একটা কথা বল্‌ছিলাম কি, রাজা অতিশয় ব্যগ্র হয়েচেন।

সুর। বড় রাণীকে বিয়ে কর্‌বের সময়ও ওমনি ব্যগ্র হয়েছিলেন—তুমি আর ও কথা কেন তোলো, ছুটো ছুটো মেয়ে যে বরে খেয়েচে, মাওড়া মেয়ে নইলে, সে বরের বিয়ে হয় না।

বিদ্যা। আমাকে লোকে দেখ্‌লেই বলে, বিদ্যাভূষণের সার্থক জীবন, রাজশ্বশুর হলেন।

সুর। তুমি রাজবাড়ী যাচ্চো যাও, আমায় যদি অমন করে জ্বালাও, আমি এই দণ্ডে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী যাবো, তারা আমাদের ছুজনকে খেতে দিতে পার্‌বে, পেটে স্থান দিয়েচে, হাঁড়িতেও স্থান দিতে পার্‌বে।

বিদ্যা। আমি চল্যেম—তবে মন্ত্রীকে বলি গে, ব্রাহ্মণীর মত হয় না, অন্য কোন মেয়ে এনে রাজমহিষী করো, মেয়ের অভাব কি, কত কত দেবকন্যা উপস্থিত আছে।

সুর। তুমি আমায় যেমন ত্যক্ত কচ্চো, তুমি দেখ্‌বে, তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বো না, বাদ কর্‌বো না, আমি সেই তপস্বীর সঙ্গে কামিনীর বিয়ে দেবো।

বিদ্যা। না, না, সহসা সেটা করো না, সে তপস্বী নয়, তাকে আমি দেখিচি, সে হাঘরেদের ছেলে—আমি আর কিছু বল্‌বো না; আমি চল্যেম।

[বিদ্যাভূষণের প্রস্থান।

সুর। লজ্জাবনতমুখী কামিনী আমায় স্পষ্ট কিছু বল্যেন না, কিন্তু আমি বাছার অন্তঃকরণের ভাব জান্‌তে পেরিচি; জগদীশ্বর! কামিনী আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র শশধর,

তোমার কৃপায় কামিনী যেন যাবজ্জীবন সুখী হয়, বিজয় যেন আশ্রমবাসী হতে অমত না করেন।

কামিনীর প্রবেশ

কামি। মা আমি একটি কথা বলি, কথাটি শুন্‌বেন তো, রাগ কর্‌বেন না তো ?

সুর। তোমার কোন্ কথায় আমি রাগ করিচি মা ?

কামি। মা, নাপ্‌তেদের শৈল বেলে পাতরে ভাত খায়, আমি বলেছিলাম, শৈল যদি ভাল পড়া বল্‌তে পারো, তোমায় একখানি থাল দেবো ; মা, সেই দিন হতে সে এমন মন দিয়ে পড়্‌চে, দুই মাসের মধ্যে একখানি পুস্তক সায় করেচে, হ্যাঁ মা তাকে আমার ছোট থালখানি দেব ?

সুর। হ্যাঁ মা কামিনি, এই কথার জন্যে তুমি এত ভীত হয়েছিলে—সে থালখানি তোমার মামা আদর করে দিয়েছিলেন, সেখানি তুমি শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেও, তার চেয়ে আর একখানি ভাল থাল তাকে দাওগে।

কামি। তবে যে থালখানি রথের সময় কিনেছিলাম, সেইখানি দিইগে—দেখ্ মা, শৈল এমন মিষ্টি কথা কয়, এমন কখন শুনি নি, শৈল যেন পটের ছবিটি, সাত বছরের মেয়েটি বাড়ীর কত কাজ করে।

সুর। কামিনি, তোমার কাছে এখন কটি মেয়ে পড়ে মা ?

কামি। সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী গেছে, এখন পাঁচটি মেয়ে পড়ে। সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় আমার ভাল শাড়ীখান তারে দিলেম, সুলোচনা কত আহ্লাদ কল্যে, সুলোচনার মা কত আশীর্ব্বাদ কত্তে লাগ্‌লো, দেখ মা, এরা দুঃখিনী, পুরাণ শাড়ীখানি পেয়ে এত আহ্লাদ।

সুর। সুলোচনা তোমায় মা বলে ডাক্‌তো ?

কামি। সুলোচনা মা বল্‌তো, এরাও আমাকে মা বলে ডাকে।

সুর। (ঈষৎ হাস্যবদনে) মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল, মার বিয়ে হলো না, ও মা কামিনি, তোমার অঙ্গুলে এ অঙ্গুরী এল কোথা হতে, এ যে অমূল্য নিধি—(হস্ত ধারণ করিয়া) দেখি, দেখি—তোমায় এ অঙ্গুরী কে দিলে মা? আমি যে এ আংটি তপস্বীর হাতে দেখেছিলেম। তপস্বী দিয়েছেন না কি? চুপ করে রইলে যে বাছা—(স্বগত) তবে আর বিবাহের বাকি কি? (প্রকাশে) এ তো সাধারণ লোকের আভরণ নয়, তপস্বীর তনয় এমন অঙ্গুরী কোথায় পেলেন? (অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া অবলোকন)

বিজয়ের প্রবেশ

সুর। এস, বাবা এস।

বিজ। মা গো, আমি কাল এখানে এসেছিলেম, আপনি রাজবাড়ী গমন করেছিলেন।

সুর। বাবা, তা আমি জান্‌তে পেরেচি।

বিজ। মা, তোমার কামিনী তাপসের যথেষ্ট অতিথি-সৎকার করেছিলেন; মা, আমি কামিনীর অতিথিসৎকারে পরিতৃপ্ত হইচি।

সুর। বাছা, আমার কামিনী তোমাকে অসুখী করি নি তার প্রমাণ এই (অঙ্গুরী প্রদর্শন)।

কামি। মা, আমি বালিকাদের কাছে যাই।

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

সুর। বাছা, তোমার মত সুপাত্র পাত্রে কন্যা দান কত্তে প্রাণ প্রফুল্ল হয়; বাছা, কামিনী আমার এক মাত্র সন্তান, কামিনী তোমার দেবতাবাঞ্ছিত রূপ গুণে মোহিত হয়ে,

রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, তপস্বিনী হয়েচেন; আমি তাতে অতিশয় সুখী হয়েচি, কিন্তু বাছা, আমার এক ভিক্ষা, বাছা, তুমি তার সুসার করিলেই কৃতার্থ হই।

বিজ। জননি, বোধ করি কামিনী আপনাকে সকল পরিচয় দিয়েচেন।

সুর। না বাছা, কামিনী আমায় বিশেষ কিছুই বলেন নি, কিন্তু কামিনীর মৌনভাব, লজ্জা, নম্রমুখ, তপস্বিনীর বেশ, আর এই অঙ্গুরী, আমাকে সকল পরিচয় দিয়েচে।

বিজ। মা, আমি কামিনীর সুখসম্পাদনে দীক্ষিত হলেম, আপনি যে অনুমতি কর্‌বেন, আমার দ্বারায় তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হবে।

সুর। বাবা, কামিনী-কমলিনী তোমার হাতে অর্পণ করিচি, তুমি কামিনীকে বনে নে গেলেও নে যেতে পার, বিদেশে নে গেলেও নে যেতে পার, সাগর পারে নে গেলেও নে যেতে পার, কিন্তু বাছা আমার ইচ্ছে এই, তোমার জননীর মত করে তুমি আশ্রমী হও, হয় এই দেশেই বাস কর, নয় তোমার পিতৃপিতামহের দেশে বাস কর, বাছা তুমি যে রত্ন কামিনীকে দান করেচ তোমার জননী কখনই জন্মতপস্বিনী নন।

বিজ। মা, আমার মা আশ্রমে থাক্‌তে স্বীকার করেচেন, কিন্তু কোথায় বাস কর্‌বেন তার কিছুই স্থির নাই, হয়ত বা এখানেই থাকা হয়।

সুর। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বাছা আমি আজ চরিতার্থ হলেম, কামিনীর কল্যাণে তোমা হেন তেজস্পুঞ্জ তাপসের মা হলেম, এস কামিনীর পড়া শোনসে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কামিনীর পড়িবার ঘর

আসীনা পঞ্চ বালিকা, কামিনীর প্রবেশ

কামি। ও মা শৈল, দেখ কেমন থাল তোমার জন্যে এনিচি, তুমি ভাল করে পড়্তে পাল্যে তোমার বিয়ের সময় তোমায় সোণার সিঁতি দেব। তোমরাও বেশ করে পড়ো, মা বাপের কথা শুনো, কারো গালাগালি দিও না, মিষ্টি করে কথা কইও, আজ তোমাদের রাঙ্গাশাড়ী পর্‌য়ে দিইচি, আমি তোমাদের বিয়ের সময় এক একখানি সোণার গয়না দেব। (থালদান) কবিতাগুলি তোমাদের মনে আছে তো? তোমরা বেশ করে পড়ো। (স্বগত) মা আমার আনন্দময়ী, রাগ করা দূরে থাক্, মা আমার কার্য্যে পরম সুখী হয়েচেন। প্রাণেশ্বর উটানে এসে দাঁড়্‌য়েচেন, যেন সূর্য্যদেব নেবে এসেছেন। জননী অনুমতি করিলেই জীবিতেশ্বরের সঙ্গে পর্ণকুটীরে গিয়ে দুঃখিনী তপস্বিনীকে মা বলে জীবন সার্থক করি।

বিজয়ের সহিত সুরমার প্রবেশ

বিজ। এ যে অপূর্ব্ব পাঠশালা, আহা! যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সরস্বতী বিদ্যা দান কচ্চেন।

সুর। কামিনী আমার যেমন বিদ্যাবতী, বিদ্যাবিতরণে তেমনি যত্নবতী। বিজয়, বাবা বালিকাদের পরীক্ষা কর, কামিনী যে কবিতা শিখ্‌য়েছেন তাই জিজ্ঞাসা কর।

প্রথমা। কামিনীর মা, কামিনীর মা, মা আমারে এই থালখানি দিয়েচেন।

সুর। তোমার কোন্ মা?

প্রথমা। কামিনী মা, এই মা, (কামিনীর অঞ্চল ধারণ)

সুর। তোমরা খুব সুখে আছ, মায়ের কাছে লেখা পড়া শিখ্‌চো।

[ইতি প্রস্থিতা।

বিজ। রাম না হতে রামায়ণ। প্রেয়সি, তোমার স্নেহের পরিসীমা নাই। প্রাণাধিকে, তোমার তনয়ারা আমারও স্নেহের পাত্রী। আমি বালিকাদের কবিতা জিজ্ঞাসা করি।

কামি। জীবিতেশ্বর, প্রতিবাসী বালিকারা আমায় বড় ভাল বাসে, আমিও ওদের স্নেহ করি, সেই জন্যে ওরা আমায় মা, মা, বলে।

বিজ। আমি তা বুঝ্‌তে পেরিচি, তার প্রমাণের আবশ্যক নাই; তুমি ওদের গর্ভধারিণী কেহ বিবেচনা করে নি।

কামি। এ বিষয়ে পুরুষদের সুবিবেচনা খুব আশ্চর্য্য।

বিজ। তোমার নাম কি?

প্রথমা। আমার নাম শৈল।

বিজ। একটি কবিতা বল দেখি?

প্রথমা। কামিনীর কথা শোনে তারে বলি পতি;
পতিপায় থাকে মন, তারে বলি সতী।

বিজ। এ কোন্ সতীর রচনা—তোমার নাম কি?

দ্বিতীয়া। আমার নাম বিরাজমোহিনী।

বিজ। তুমি কি কবিতা জান?

দ্বিতীয়া। ধর্ম্ম করি পরিণামে পাবে নারায়ণ,
নিরয়ে বসতি হবে পাপে দিলে মন।

বিজ। এ কোন্ ধার্ম্মিকের রচনা—তোমার নাম কি?

তৃতীয়া। আমার নাম চন্দ্রমুখী।

বিজ। তুমি কিছু বল্‌তে পার ?

তৃতীয়া। চিনে দিও মন, চিনে দিও মন, পুরুষে চিনে দিও মন,
আগেতে আমার, আমার, শেষে অযতন।

বিজ। এ কোন্ জহরির রচনা—তোমার নাম কি ?

চতুর্থ। আমার নাম অভয়া।

বিজ। তুমি একটি কবিতা বল দেখি ?

চতুর্থ। নবীন যৌবনে গভীর যাতনা সই ;
গাছে তুলে দিয়ে বঁধু, কেড়ে নিলে মই।

বিজ। এ কোন্ বিরহিণীর রচনা—তোমার নাম কি ?

পঞ্চম। আমার নাম হেমলতা।

বিজয়। তুমি কি কবিতা শিখেছ ?

পঞ্চম। স্বামিমুখে মন্দ কথা, সাপিনী দশন,
ফুটিলে মানিনী মনে, অমনি মরণ।

বিজ। এ কোন্ মানিনীর রচনা—তোমরা উত্তম পরীক্ষা দিয়েচ, তোমরা আজ বাড়ী যাও ; প্রেয়সি, তুমি না বল্যে বালিকারা বাড়ী যেতে পারে না।

কামি। শৈল, বেলা শেষ হয়েছে, তোমরা আজ বাড়ী যাও।

[বালিকাদের প্রস্থান।

বিজ। তোমার জননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, তাঁর দয়ার সীমা নাই, বনের তাপসকে এমন অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য দান কল্যেন, এক্ষণে তোমার পিতা অনুকূল হলেই সকল মঙ্গল হয়।

কামি। মাতার মতেই পিতার মত। এখন আমি মাকে বলে তোমার সঙ্গে একবার পর্ণকুটীরে যেতে পাল্যে বাঁচি, তোমার দুঃখিনী জননীকে মা বলে চিত্ত চরিতার্থ করি।

বিজ। আমার নিতান্ত বাসনা তোমাকে একবার আমার দুঃখিনী মাতার নিকট লয়ে যাই, তোমায় দিয়ে তাঁর মনস্তাপের

কারণ জিজ্ঞাসা করি—আহা! এত যে দুঃখিনী তোমায় দেখ্‌লে তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হবেন; প্রণয়িনি, তোমার যদ্যপি মত হয় আজি তোমায় লয়ে যেতে পারি; অধিক দূর নয়, আবার তোমায় বাড়ীতে রেখে যাই।

কামি। প্রাণনাথ, তোমার সঙ্গে তোমার জননীকে দেখ্‌তে যাব তাতে আবার দূর আর নিকট কি? পতির হস্ত ধারণ করে সতী অক্লেশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর্‌তে পারে—তুমি বসো, আমি জননীকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

[কামিনী প্রস্থিতা।

বিজ। জননী আমার চিরদুঃখিনী, আমি কত দিন দেখিচি আমার মুখচুম্বন করেন আর তাঁর চক্ষে জল ছল্ ছল্ করে, কখন লোকালয় যান না, কারো সঙ্গে কথা কন না, আমায় কাছ ছাড়া করেন না। কামিনীর যে নির্ম্মল চিত্ত, যে মধুর বচন, মা আমার, কামিনীকে দেখে এবং কামিনীর কথা শুনে মোহিত হবেন—মা বলেচেন আমার বয়স হলেই আশ্রমে বাস কর্‌বেন।

কামিনীর প্রবেশ

বল বল বিধুমুখি, শুভ সমাচার,
যেতে বিধি দিয়াছেন জননী তোমার?

কামি। মনে করে যাইলাম জিজ্ঞাসিব মায়,
মনোভাব রসনায় এল না লজ্জায়।

বিজ। কি লাজ মনের ভাব বলিবারে মায়?

কামি। যাই তবে তাঁর কাছে আমি পুনরায়।

সুরমার প্রবেশ

সুর। কি বল্‌তে গিয়েছিলে মা কামিনি? হ্যাঁ মা, আমি কি তোমার সত্‌মা, তা আমায় সকল কথা ভয় ভয় করে বলো?

কামি। দেখ মা, সে দিনে সেই বাগানে কেমন বল্যেন, দুঃখিনী তপস্বিনী দিবা যামিনী নয়ন মুদিত করে জগদীশ্বরের ধ্যান করেন।

সুর। হ্যাঁ মা কামিনি, তুমি তপস্বিনীকে দেখ্‌তে যাবে ?

কামি। অনেক দূর নয়, আমায় আবার রেখে যাবেন।

সুর। তা আজ থাক্, তাঁর মত জিজ্ঞাসা করি, তখন কাল হয় পরশ্ব হয় যেও, তাঁর মত হক্ না হক্ তুমি স্বচ্ছন্দে বিজয়ের সঙ্গে যেও, তাতে কোন দোষ নাই।

বিজ। আপনি বেশ কথা বলেছেন, তাঁর মত জিজ্ঞাসা করা খুব উচিত, তার পর কামিনীকে আমার চিরদুঃখিনী জননীর কাছে লয়ে যাব। আজ যাই।

[বিজয়ের প্রস্থান।

কামি। হ্যাঁ মা, মালতীর স্বামী নাকি আরব দেশে কিসের ছানা আন্‌তে যাবে, মালতী নাকি বড় দুঃখিত হয়েচে, হ্যাঁ মা, তাদের বাড়ী যাবে ?

সুর। আমি বাছা আর যেতে পারি নে, তুমি শৈলকে সঙ্গে করে যাও।

[কামিনীর প্রস্থান।

আহা, কামিনী যে দিন বিজয়কে বিয়ে কর্‌বেন, কামিনী শত শত রাণীর অপেক্ষাও সুখী হবেন। পরমেশ্বর আমার কামিনীর মনোমত বর জুটিয়ে দিয়েছেন।

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ

বিদ্যা। দেখ, তোমারে একটা কথা বলি, তুমি রাগ কর আর যাই কর, তোমাকে আমি স্পষ্ট একটা কথা বলি, তুমি হাজার বুদ্ধিমতী হও, তুমি হাজার বিদ্যাবতী হও, তুমি হাজার

সুবিবেচক হও, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার দশ হাত কাপড়ে কাছা নাই—

সুর। কি বল্‌বে বলো এত ভূমিকার আবশ্যক কি ?

বিদ্যা। না, না, না, ভাল বোধ হচ্চে না, একি এর পর একটা জনরব হওয়ার সম্ভাবনা—তুমি ও হাঘরে ছোঁড়াকে বাড়ী আস্‌তে দিও না, কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ করে যাবে, ওরা অনেক গুণ জ্ঞান জানে, সোণা বলে পেতল বেচে যায়।

সুর। কথার রকম দেখ—পাগল হয়েচ নাকি—অমন সোণার চাঁদ ছেলে, কার্ত্তিকের মত রূপ, লক্ষ্মণের মত স্বভাব, ওকে হাঘরে বল্‌চো—

বিদ্যা। হাঘরে নয় তো কি, ওর হাতের তেলোয় দেখ্‌তে পাও না আলতা মাখান ?

সুর। যে যারে দেখ্‌তে নারে, সে তারে হাঁট্‌নায় খোঁড়ে। তার হাতের তেলোর বর্ণ ই ঐ, তার আলতা দিতে হয় না, জবা ফুলে হিঙ্গুল আর পদ্মফুলে আলতা মাখালে, তাদের রূপ বাড়ে না।

বিদ্যা। সর্ব্বনাশ হয়েছে, একেবারে সর্ব্বনাশ হয়েছে,—হাঘরে ছোঁড়া তোমারে জাদু করেছে। শুন্‌লেম এক মাগী হাঘরে তার মা, সে মাগী কারো সঙ্গে কথা কয় না; লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌বো, তার মনন, কথা কবে কেন ? তোমাকে আমি বরাবর মান্য করে থাকি, কিন্তু এই বার আমার কথাটি রাখ্‌তে হবে—আচ্ছা তুমি রাজাকে মেয়ে না দেও, নাই দেবে, ও হাঘরের ঘরে দিতে পার্‌বে না—তা হলে আমার জাত যাবে, আমায় একঘরে কর্‌বে।

সুর। আমি আটাসে খুকী নই; তোমার কোন বিষয়ে ভাব্‌তে হবে না—আমি দেখিচি কামিনীর নিতান্ত ইচ্চে হয়েচে, তপস্বীকে বিয়ে করে, কামিনী এক প্রকার প্রকাশ করেচে,

আমিও এ সম্বন্ধে অতিশয় সুখী হইচি, এখন আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্চি, তুমি এতে মত দেও।

বিদ্যা। বল কি, বল কি, খেপেচ নাকি, খেপেচ নাকি, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী।

সুর। দেখ, কামিনী অতি সুশীলা, বিজয় কামিনীর যোগ্য বর, আর বিজয়কে কামিনীর অতিশয় মনে ধরেচে। আমি বেশ করে বিবেচনা করে দেখিচি এ সম্বন্ধে বাধা দিলে কামিনী আমার এক দিনও বাঁচ্‌বে না।

বিদ্যা। রাখ তোমার বাঁচ্‌বে না, রাখ তোমার বাঁচ্‌বে না, ভাল মান্‌ষের কাল নাই, মন্ত্রী ভায়া আমাকে শিখিয়ে দেচেন একটু চড়া না হলে স্ত্রীলোক শাসিত থাকে না—তোমার মতে কখন মত দেব না, আমি যা ভালো বুঝ্‌বো তাই কর্‌বো, আমি কামিনীকে রাজাকে দান কর্‌বো, তুমি কে? তোমার মেয়েতে অধিকার কি?

সুর। বটে, আমি কে, আমার মেয়েতে অধিকার কি, তবে দেখ; মেয়ে নিয়ে সেই তপস্বিনীর ঘরে যাব তবে ছাড়্‌বো, দেখি দিকি তোমার মন্ত্রীভায়া কি করে। সহজে হাত যোড় করে ভিক্ষা চাইলাম তা দিলে না, এখন যাতে দাও তাই কর্‌বো (যাইতে অগ্রসর)

বিদ্যা। ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি; ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি; রাগ করো না, যা বল্‌বে তাই কর্‌বো।

সুর। না আমি তোমায় আর কিছু বল্‌বো না।

[প্রস্থান।

বিদ্যা। ন্যাক্‌ড়ার আগুন কতক্ষণ থাকে, জলধর বল্যে একটু চড়া হতে, তাই চড়া হলেম, এখন তো আবার জল হইচি—যাই আবার সান্ত্বনা করিগে; জানি কি যে রাগী যদি আমায় ত্যাগ করে যান, তা হলে যে আমি একেবারে ভিটে

ছাড়া হবো। সুরমার মত গৃহিণী কি কারো আছে, না অমন লক্ষ্মী আর মেলে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জলধরের কেলিগৃহ

জলধরের প্রবেশ

জল। আমি কি সুবুদ্ধির কাজই করিচি—এত ঝাঁটা লাথিতেও মালতীকে মা বলি নি, এখন তার ফল ফল্লো—মল্লিকে হাতের বার হয়েচে, ওকে মা বলিচি, তা যাক্, ওকে আমি চাই না, ওকে এক দিন ভেঙ্গে বল্‌বো, যে তোমাকে মা বলিচি তুমি আর আমার আশা কর না, কিন্তু সহসা বলা হবে না, তা হলে আমায় আর সাহায্য কর্‌বে না; মালতী সে দিন নিরাশ হয়ে বড় দুঃখিত হয়েচে, মল্লিকে ঠিক্ বলেচে, আমার দোষেই এ ঘটনা ঘটেছে, আমি চারি দিক্ বন্দ করে রাখ্‌বো ভেবেছিলেম তা আহ্লাদে সব ভুলে গেলেম, এই জন্যেই মালতী যখন আসে তখন জগদম্বা দেখ্‌তে পেয়ে এই সর্ব্বনাশ করেচে। পথে দাঁড়্যে কথা কওয়া রহিত করিচি, এখন লিপির দ্বারায় কথা চল্‌চে; আমার পত্রের প্রত্যুত্তর পেলে জান্‌লেম যে আমার স্বর্গ লাভের বিলম্ব নাই।—

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ

বিদ্যা। হিতে বিপরীত হয়ে উটেচে, তোমার কথাক্রমে কিঞ্চিৎ উগ্রতা প্রকাশ করেছিলেম, ব্রাহ্মণী একেবারে পৃথিবী মস্তকে করে তুলেচেন, আমার সহিত বাক্যালাপ রহিত

করেচেন ; এখন উপায় কি ? সেই হাঘরে ছোঁড়াকেই মেয়ে দেবেন।

জল। স্ত্রীলোক বশীভূত করা আতপ চালের কর্ম্ম নয় ; প্রথমে কথার কৌশলে চেষ্টা কর্‌তে হয়, তার পরে ভয় দেখাতে হয়, তাতেও যদি না হয়, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ, নাকের উপরে এমনি একটি কিল মাত্তে হয় নৎটা ঘাড় দিয়ে ঠেলে বেরোয়—জগদম্বার শাসনটা দেখ্‌চেন তো।

বিদ্যা। এ অতি বেল্লিকের কর্ম্ম, তা কি পারা যায়, রমণী সহস্র সহস্র অপরাধ করিলেও প্রহারের যোগ্য নয়।

জল। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা অতিশয় স্ত্রৈণ—আপনারা বিবেচনা করেন ব্রাহ্মণী সাত রাজার ধন—

বিদ্যা। আমাকে আর যা বলো তা করিতে সক্ষম, ব্রাহ্মণীকে চড়া কথা বল্‌তে পার্‌বো না, প্রহারের তো কথাই নাই—

জল। তপস্বিনী মাগীকে কিছু টাকা দিয়ে স্থানান্তরে পাঠাইবার কি হলো ?

বিদ্যা। কোথাকার তপস্বিনী, সে মাগী হাঘরে ; সে কারো সঙ্গে কথা কয় না ; সে কত কাঙ্গালিনীদের দান কচ্চে, সে কি টাকার লোভ করে ? আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম তার সঙ্গে দেখা কর্‌বো তা হলো না।

জল। তবে ঐ ছেলেটাকে চোর বলে ধরে দেন—বিচার আমাদের হাতে, আমরা যারে দণ্ড দেব ইচ্ছা করি, তার অপরাধ থাক্ আর নাই থাক্ তাকে কারাগারে যেতে হয়—আমার হাতে ব্যবস্থার যে দুরবস্থা তা আপনার অগোচর নাই। উতোর হোক্ না হোক্ গলাবাজীতে মাত করি।

বিদ্যা। এ পরামর্শ মন্দ নয়, কিন্তু কর্ম্মটা অতি গর্হিত, তবে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যহানৌ চ মূর্খতা"। ঐ

পন্থাই অবলম্বন করা যাক্, কিন্তু রাজার বিচারে কি হয় বলা যায় না।

জল। আমরা ভিতরে থাক্‌বো, অবশ্যই মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

বিদ্যা। আমি এক সূক্ষ্ম বার করি—ব্রাহ্মণী বড় ধরে বসেচেন, কামিনী একবার তপস্বিনীকে, সেই হাঘরে মাগীকে, দেখ্‌তে যাবেন, আমিও তাতে এক প্রকার মত দিয়িচি ; যখন কামিনী দেখ্‌তে যাবেন সেই সময় রাজাকে বল্‌বো হাঘরেরা জাদু করে মেয়ে ভুলায়ে নিয়ে গিয়েচে।

জল। ভাল পরামর্শ করেচেন, আর ভাবনা নাই ; তপস্বী দ্বীপান্তর হয়েচে।

বিদ্যা। তবে এই কথাই স্থির—উভয় কুল রক্ষা হবে—ব্রাহ্মণীরও মন রাখা হবে, আমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে।

[প্রস্থান।

জল। সদাগরের উপর মালতীর আর মন নাই, আমায় পেয়ে সদাগরকে একেবারে ভুলেচে। তা নইলে সদাগরের আরব দেশে যাওয়ার অনুমতি শুনে দুঃখিত হতো। এবার যা কিচু কর্‌বো, খুব গোপনে কর্‌বো, জগদম্বা কিছু না জান্‌তে পারে।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ, একখানি লিপি দান এবং প্রস্থান

পত্রখানা চন্দন কুমকুম মাখা, এ প্রেমের লিপি তার আর সন্দেহ কি ?

পীরিতের গুণে গোরু তুমি হে লিখন ;
এনেচ প্রেমের কথা করিয়ে বহন।

(লিপি পাঠ)

হোঁদোলকুঁৎকুঁতে মহাশয়

সমীপেষু।

যদবদি হাঁদা পেট হেরেচি নয়নে,
পূর্ণ চন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে।
একাকিনী রেখে স্বামী গেল দেশান্তরে,
রসিক রতন বিনা রহিব কি করে?
হাবু ডুবু খায় বামা বিরহ হাঁদোলে,
হোঁদোল কুঁৎকুঁতে বিনা আর কেবা তোলে?
শনিবারে সন্ধ্যাপরে দেবে দরশন,
নহিলে ত্যজিব আমি জীবনে জীবন।

হোঁদলকুঁৎকুঁতের প্রেয়সী।

আমি যেমন লিপি লিখেছিলেম তেমনি উত্তর পেয়িচি—যারা রমণী-বাজারে কাজ করে তারাই সকল কথা বুঝ্তে পারে, ঐ যে হাঁদা পেট বলেচে, ওতে এক ঝুড়ি অর্থ আছে; মেয়ে মানুষ বশীভূত হওয়ার চিহ্ন ঠাট্টা আর গালাগালি, যে বেটী বাপান্ত কল্যে সে মুটোর ভেতর এলো। মালতি তোমার উচাটন হতে হবে না, সন্ধ্যা না হতে হোঁদোলকুঁৎকুঁতে উপস্থিত হবেন। আমার কৌশলের গুণ বুঝিয়াই আমায় হোঁদোল-কুঁৎকুঁতে নাম দিয়েচে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

তপস্বিনীর পর্ণকুটীর

তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। তিমিরে ডুবায়ে পৃথ্বী যায় দিনমণি,
মিহির-মোহিনী ছায়া পায় শুভ দিন—
নলিনী সতিনীমুখ—সাপিনীর ফণা—
হেরিতে হবে না আর—আনন্দে আদরে,
আমার আমার বলি, বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গন করে নাথে, সাগরে গোপনে।
কুমুদিনী বিরহিণী, বিষণ্ণ বদনে,
ভাবিতেছিলেন প্রাণপতি আগমন,
সহসা প্রফুল্লমুখী, আনন্দে অধীর
হেরে শশধর স্বামী—স্বামীর বদন,
রমণীরঞ্জন, হেরে মন পুলকিত,
যাহার মাধুরী পতিপরায়ণা নারী
দিবা বিভাবরী দেখে মনের নয়নে।
এই তো সময় যবে বিহঙ্গমকুল—
আকুল আঁধারে—করি ঘোর কলরব
কুলায়ে লুকায় রাখি হৃদয়ে শাবকে;
বিলে বিলে বিচরণ করি বকাবলি,
উড়িয়া অম্বর পথে—শ্বেতশতদল
মালা যেন পীতাম্বর গলে সুশোভিত—
বিটপী আসনে বসে নীরব বদনে;
চক্রবাকী অভাগিনী, অনাথিনী হয়—
সজোরে রজনী আসি কেড়ে লয় পতি
চক্রবাকে, নিরদয় সতিনী সমান—

কাঁদেন তটিনীতটে মলিন বদনে ;
গোপাল আলয়ে আসে আনন্দ অন্তর—
ধূলায় ছাইয়ে যায় গগনের কায়—
হম্বারবে সম্ভাষেন আপন নন্দন ;
এই তো সময় যবে ব্রহ্ম উপাসক,
একমনে ভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী—
করুণাবরুণাগার, মঙ্গল আধার,
বিমল সুখের সিন্ধু, শান্তিপারাবার।

(নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

আমার বিজয় এখন এল না ; রাত্রি হয়েচে তবু বাবা বাইরে রয়েচেন ? বিজয় আমার এমন তো কখন থাকে না। বাবা যেখানে থাকুন সন্ধ্যার সময় মা বলে ঘরে আসেন আজ কেন এমন হলো, আমার মনে যে কতখানা গাচ্চে, আমার বিজয় যে বড় দুঃখের ধন, বিজয় যে আমার সকল ক্লেশ নিবারণ করেচে, বিজয়ের মুখ দেখে যে আমি সাবেক কথা সব ভুলে গিইচি— বোধ করি সুরমার কাছে গিয়েচেন—সুরমা অভাগিনীর ছেলেকে এত যত্ন কচ্চেন। হা জগদীশ্বর! আমায় পৃথিবীতে স্নেহ করে এমন কেউ নাই ; জগদীশ্বর! সকলেই আমায় ত্যাগ করেচে, কেবল তুমিই আমায় চরণকমলে স্থান দিয়ে রেখেচ, সেই জন্যেই আমি চিরদুঃখিনী হয়েও পরম সুখী।— যদি দিন পাই তবে সুরমার স্নেহের পরিশোধ দেব।

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। ও মা, বিজয় আস্‌চে, আর বিজয়ের সঙ্গে একটি মেয়ে আস্‌চে, ও মা এমন মেয়ে কখন দেখি নি, ঠিক্ যেন একটি দেবকন্যা—

বিজয় ও কামিনীর প্রবেশ

ঐ দেখ।

বিজ। মা! কামিনী আপনাকে দেখ্‌তে এসেচেন।

কামি। মা, আমি আপনাকে মা বলে মানবজনম সফল কত্তে এসেচি।

তপ। বাবা বিজয়, তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হও, সেই দিন আমার মনে যত সুখ উদয় হয়েছিল তত দুঃখ উদয় হয়েছিল; আজও আমার মন একবার আনন্দে ভাস্‌চে, একবার নিরানন্দে নিমগ্ন হচ্চে। ও মা তুমি লক্ষ্মী, তোমায় আলিঙ্গন করে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করি—(কামিনীকে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন) বাবা বিজয়, আমি আজ চরিতার্থ হলেম, আজ আমার সকল দুঃখ নিবারণ হলো।

বিজ। মা, তবে আর কাঁদেন কেন ?

তপ। বাবা, আজ সকল কথা মনে হচ্চে, আমার আবার সংসার-আশ্রমে যেতে ইচ্ছে কচ্চে—আমি অতি হতভাগিনী, আমি এমন স্বর্ণলতা স্বর্ণ-সিংহাসনে রাক্‌তে পার্‌লেম না, হা পরমেশ্বর! আমি এমন হেমতারিণী, কুঁড়ের ভিতর রাখ্‌বো।

কামি। মা, আমার জন্যে খেদ কচ্চেন কেন ? আপনি এই পর্ণকুটীরে পরম সুখে আছেন; আপনার দাসী কি থাক্‌তে পার্‌বে না ?

তপ। মা, তুমি আমার লক্ষ্মী, মা তুমি আর বিজয় আমার কাছে থাক্‌লে আমার পর্ণকুটীর রাজ-অট্টালিকা, আমার শৈবালশয্যা স্বর্ণ-সিংহাসন, আমার গাছের বাকল বারাণসীর শাড়ী—(চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

বিজ। জননি, আজ আপনি এত অধীর হলেন কেন ? মা, আপনার বিলাপ দেখে, কামিনীর চক্ষে জল পড়্‌চে।

তপ। বিজয়, বাবা তুমি তপস্বিনীর পুত্র, তোমার

কিছুতেই ক্লেশ বোধ হয় না; বাবা, কামিনী আমার বড়মানুষের মেয়ে, কেমন করে তপস্বিনী হয়ে থাক্‌বে, কেমন করে পর্ণকুটীরে বাস কর্‌বে, কেমন করে বনে ভ্রমণ কর্‌বে?

কামি। জননি, আমার জন্যে আপনি কোন খেদ কর্‌বেন না, আপনি ধর্ম্মশীলা তপস্বিনী, আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী, আপনার সেবা কত্তে পেলে আমি পরম সুখে থাক্‌বো, মা, আমার জন্যে খেদ করে আমার মনে ব্যথা দেবেন না।

তপ। (কামিনীর মুখ চুম্বন করিয়া) আহা! মা আমার সুশীলতায় পরিপূর্ণ, মার যেমন নরম স্বভাব, মার তেমনি মধুমাখা কথা—শ্যামা, আমার বিজয়, কামিনীকে খুব যত্ন কর্‌বে, আমার বিজয়, কামিনীকে খুব আদর কর্‌বে, আমার বিজয় কামিনীকে খুব ভাল বাস্‌বে—শ্যামা, আমার বিজয়ের বউকে আমি বুকের ভিতর করে রাখ্‌বো, আমি আপনি কখন মন্দ কথা বল্‌বো না, আমার বিজয়কেও চড়া কথা বল্‌তে দেব না; শ্যামা, আমার প্রাণের বউকে কেউ মন্দ কথা বল্যে আমার বুক ফেটে যাবে। শাশুড়ীর প্রাণে তা কি কখন সয়? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

কামি। মা, আপনি পরিতাপে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েচেন, মা আপনার একটি একটি কথা মনে হয়, আর নয়নজলে বুক ভেসে যায়, মা আর রোদন কর না, মা আমরা দিবানিশি আপনার সেবা কর্‌বো, মা আমরা আপনাকে আর কাঁদ্‌তে দেব না।

বিজ। (দীর্ঘনিশ্বাস) অনাথনাথ!

[প্রস্থান।

তপ। হ্যাঁ মা কামিনি—তোমার মার তুমি বই আর সন্তান নাই?

কামি। আমি মার একমাত্র সন্তান, আর হয় নি।

তপ। তোমার পিতা তপস্বিনীর ছেলেকে মেয়ে দিতে সম্মত হয়েচেন ?

কামি। মায়ের যাতে মত হয়, পিতা তাতে অমত করেন না। মা, আমি যে দিন শুন্‌লেম আপনি কারো সঙ্গে কথা কন না, কেবল কায়মনোবাক্যে চিন্তামণির ধ্যান করেন, সেই দিন হতে আপনাকে দেক্‌বের জন্যে ব্যাকুল হলেম, আপনাকে মা বলে আমার বাসনা পূর্ণ হলো।

তপ। কোথায় শুন্‌লে মা ?

কামি। মা, মায়ের সঙ্গে রাজসরোবরে যেতেছিলেম, আমাদের সঙ্গে মালতী মল্লিকে ছিল—তখন শুন্‌লেম।

তপ। মালতীর ছেলে হয়েচে ?

কামি। না মা, তিনি বাঁজা—আপনি মালতীকে জান্‌লেন কেমন করে ?

শ্যামা। আমরা অনেক দিন মালতীর বাপের বাড়ী ভিক্ষে কত্তে গিয়েছিলেম তাই জানি।

কামি। মা, আপনি পরমেশ্বরের ধ্যানে পরম সুখে থাকেন, তবে আবার সময়ে সময়ে রোদন করেন কেন ? জননি, আমি আপনার দাসী, দাসীর কাছে দুঃখের কথা বল্‌তে দোষ নাই, আপনার কি দুঃখ আমায় বলুন।

শ্যামা। সুমেরু লেখনী হয়, মসী রত্নাকর,
সময় লেখক হয়, কাগচ অম্বর,
তথাপি মনের দুঃখ—অন্তর গরল—
বর্ণনা বর্ণের হারে না হয় সকল।

তপ। মা তুমি বালিকে, তোমার মন অতি কোমল, তোমার মনে স্থান অতি অল্প ; আমার মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা তোমার মন ধারণ কত্তে পার্‌বে না, তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে

যাবে; মা আমার মনোবেদনা মনেই থাক্, তোমার শোনার আবশ্যক নাই।

কামি। জানালে আপন জনে মনের যাতনা,
ব্যথিত হৃদয় পায় অনেক সান্ত্বনা।
আমি আপনার দাসী, স্নেহের ভাজন,
বলিলে মনের ব্যথা হবে নিবারণ।

তপ। মা, আমার মনের ব্যথা নিবারণ হতে আর বাকি নাই—যে দিন জগদীশ্বরের কৃপায় বিজয়কে কোলে পেইচি, সেই দিন আমার সর্ব দুঃখ গিয়েচে, যা কিছু ছিল তোমায় দেখে একেবারে নিবারণ হয়েচে। মা আমি যে এমন সুখী হবো তা আমার মনে ছিল না, আমার বিজয় আমার চিত্ত-চকোরে এমন অমৃত দান কর্‌বে তা আমি স্বপ্নেও জানতে পারি নি—আহা! আমার চক্ষে জল দেখ্‌লেই বাবা বিরস বদনে বিরলে গিয়ে রোদন করেন; এস মা আমরা বিজয়কে শান্ত করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজার কেলিগৃহ

মাধবের প্রবেশ

মাধ। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
যাইতে সাগরপারে মাতা করে হেঁট।

রাজা বনবাসী হতে চাচ্চেন, কেউ সঙ্গে যেতে চায় না—উদ্যানে যাবার উদ্যোগ হোক্ দেকি, সকলেই প্রস্তুত—কেউ বল্‌বেন মহারাজ আমি সেইখানেই স্নান কর্‌বো, কেউ বল্‌বেন আমি আগে না গেলে খাওয়ার আয়োজন হবে না, কেউ বল্‌বেন

আমি সকালে না গেলে বিছেনা হবে না—তুঃতোর মোসাহেবের মুখে মারি ডাবের কাটি—তুঃতোর নিন্দুর পিরানে আত্মারাম সরকার। মোসাহেবের হাড়ে ভেল্‌কি হয়, মোসাহেবের আল্‌জিব বাড়ীর ঈশান কোণে পুঁতে রাখ্‌লে অপদেবতার দৃষ্টি হয় না—মোসাহেবের নাকে তুপ্‌ড়িওয়ালার বাঁশী হয়। আমি ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আছি, যেখানে নে যাবেন সেখানে যাব—কিন্তু আমার একটা আপত্তি আচে, সেটা কিন্তু সহজ আপত্তি নয়—আমি উদরের বিলি ব্যবস্থা না করে যেতে পারি নে ; ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে ব্যাড়ার ঘর, গো ব্রাহ্মণ হাজার আহার করুক কোঁক ওঠে না, পেটের টোল মরে না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হার মেনে গিয়েচেন—এ উদর কত যত্নে পূর্ণ করি—রাজবাড়ী পাঁচে ফুলে সাজি পোরে,—যেখানে লুচি ভাজা হয়, সেখানে ঘুন্‌য়ে ঘুন্‌য়ে বসি, একখানি আদখানি কত্তে কত্তে দেড় দিস্তে নিকেশ্‌ করি—মোণ্ডার ঘরে আগোনা খাই, কতক দেখা নিই, কতক আদেখা নিই—নৈবিদ্দির কলা শম্মারামের জমা করা— এতেও কি তৃপ্তি জন্মে ? যথার্থ কথা বলতে কি নিমন্ত্রণ না হলে আমার পেট ভরে খাওয়া হয় না—আমি এই পেট বনে নিয়ে কি ব্রহ্মহত্যা কর্‌বো ? ফল মূলে এর কি হয় ? এর ভিতরে তেতালা গুদোম্‌, ফল মূল যাবে পাড়ন দিতে। এখন উপায়, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি—এ দিকে কৃতঘ্নতা ও দিকে ব্রহ্মহত্যা—(উদর বাদ্য করিয়া) উদর, ফল মূল খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বে ? উঁ, হুঁ, ঐ দেখ—এখন একটা বর পাই যে এক প্রহরের মধ্যে যা খাবো তাই ছানাবড়ার মত লাগ্‌বে, তা হলে তু দিক্‌ বজায় রাখ্‌তে পারি, আহা তা হলে তুদিনের মধ্যে খাণ্ডব দাহন করি।

রাজার প্রবেশ

রাজা। মাধব! কাল সভা হবে, কাল আমি সকলের সম্মুখে সকল কথা ব্যক্ত করে বল্‌বো;—আমি স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যা করিচি, আমার তুষানল প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু কলিতে তুষানলের রীতি নাই, আমি দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হবো, মন্ত্রী আমার নামে রাজ্য কর্‌বেন।

মাধ। জলধর?

রাজা। মাধব, আমি এমন পাগল হই নি যে জলধরের স্কন্ধে রাজ্যের ভার দিয়ে যাব। জলধরকে কৌতুক করে মন্ত্রী বলা যায়, মন্ত্রীর সমুদায় কার্য্য বিনায়ক নির্ব্বাহ করে।

মাধ। তা হলেই বিদ্যাভূষণ পাগল হবে।

যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।

আপনি বনবাস ব্যবস্থা কচ্চেন্, বিদ্যাভূষণ বরাভরণ প্রস্তুত কচ্চে, আর সকলকে বলে বেড়াচ্চে তিনি রাজশ্বশুর হয়েচেন; তাঁরে সভাপণ্ডিত বল্যে রাগ করে ওঠেন।

রাজা। ব্রাহ্মণের মনে যথেষ্ট ক্লেশ হবে তার সন্দেহ কি; কিন্তু আমি গৃহে থাক্‌লেও আর বিয়ে কর্‌তেম না। রাণী শব্দটি কাণে গেলে আমার প্রাণ চম্‌কে ওঠে, আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়। আমি বড় রাণীর সেই মলিন বদন, সেই সজল নয়ন, সেই আলুলায়িত কেশ দেখ্‌তে পাই—আমার ইচ্ছা হয় সপ্রণয় সম্ভাষণে সেই মলিন মুখ চুম্বন করি, অঞ্চল দ্বারা নয়ন মুছায়ে দিই। মাধব, লোকে আমায় কি কাপুরুষ বিবেচনা করে!

মাধ। মহারাজ! যেমন রাজবাড়ীর দ্বারে সতত দ্বার-পালেরা অবস্থান করে, উত্তম বসন, উত্তম ভূষণ না পরিধান করে এলে তাহারা কাহাকেও আস্‌তে দেয় না, দীন দরিদ্র দেখ্‌লেই

নেকাল্ যাও বলে তাড়ায়ে দেয়, তেমনি মহারাজের শ্রবণদ্বারে কোপ-কোতোয়াল দাঁড়্য়ে আছেন, প্রশংসা চেলি পরাণো কথা শ্রবণদ্বারে অবাধে প্রবেশ করে, নিন্দা ন্যাকড়ায় ঢাকা কথা কোপ-কোতোয়ালের নাম শুনে এগোয় না, যদি একটি আধটি চৌকাটে পা দেয়, কোপ-কোতোয়াল তখনি তাকে জরাসন্ধ বধ করেন। মহারাজ! আপনাকে লোকে অতিশয় নিন্দে করে—জনরব এই আপনি জননীর আর ছোট রাণীর অনুরোধে গর্ভিণী হরিণী বধ করে অন্দরের ভিতরে পুতে রেখেচেন্—(রাজা মূর্চ্ছিত) ও কি মহারাজ, (হস্ত ধরিয়া) ওঠো, ওঠো, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না—

রাজা। আমার প্রাণ বিদীর্ণ হলো; মাধব, আমি আত্মহত্যা করি, আমি আর রাজসভায় মুখ দেখাব না—কি মনস্তাপ, কি অপবাদ—মাধব, আমি এমন কাজ করি নি।

মাধ। আমি তো এ কথা বিশ্বাস করি নে, এ কথা বিশ্বাস হতেও পারে না।

রাজা। বিশ্বাস না হবার কারণ কি ?

মাধ। মহারাজ, হিন্দুর শাস্ত্রে গোর দেওয়া পদ্ধতি নাই—আপনি হিন্দু হয়ে কি বড় রাণীর গোর দিতে গিয়েচেন? এ কি বিশ্বাস হয় ?

রাজা। মাধব, যারা তোমার মত পাগল, তারা পরম সুখী।

মাধ। মহারাজ, যদি আমার কথা শুন্তেন তা হলে এ জনরব রট্‌তো না, যদ্যপি সেই লিপি সকলকে দেখাতেন তা হলে বড় রাণীকে আপনি বধ করেন নাই এটা প্রমাণ হতো।

রাজা। আমি বিবেচনা করেছিলেম বড় রাণীকে অবশ্যই পাবো, তাইতে লিপি দেখাবার আবশ্যক বোধ হয় নি—হা! প্রেয়সি, আমি তোমার কি পাষণ্ড পতি! হা! পুত্র, আমি

তোমার কি পাষণ্ড পিতা। মাধব সে লিপি আমি পরম যত্নে রেখিচি—এস বনগমনের আয়োজন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রতিকান্তের শয়নঘর

রতিকান্ত এবং মালতীর প্রবেশ

মাল। সূর্য্য অস্ত গিয়েচে, তুমি আর বাড়ীতে কেন ?

রতি। যাবার সময় ছুটি একটি মনের কথা বলে যাই।

মাল। বালাই, তুমি যেতে যাবে কেন? রাজার ভাবগতিক দেখে সকলেই হাহাকার কচ্চে, কেবল ঐ পোড়ার মুখো হোঁদোলকুঁৎকুঁতের রঙ্গ লেগেচে।

রতি। প্রেয়সি, যদি ধত্তে পারো, রাজার সম্মুখে ওর শাস্তি দেব—যে ভয়ানক পত্র স্বাক্ষর করে লয়েচে, ওর অসাধ্য ক্রিয়া নাই। তুমি যা যা চেয়েছ সব এনে দিইচি, এখন আমার কপাল, আর তোমার হাতযশ।

মাল। মন্ত্রীর যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকৃতো, তা হলে কিছু সন্দেহ হতো ; ও যখন জগদম্বার ঝাঁটা খেয়েও বিশ্বাস করেচে আমি ওর জন্যে পাগল হইচি, তখন আমার হাতযশের ভাবনা কি ?

রতি। আমি ও ঘরে গিয়ে বসে থাকি, সময় বুঝে দ্বারে ঘা দেব।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

মাল। মল্লিকের যে এখন দেখা নাই, ভাতার হয়তো ছেড়ে দ্যায় নি—ওরা ছুটিতে খুব সুখে আছে, দুজনেই সমান রসিক, রাত দিন আমোদ আনন্দে থাকে—

বিনায়ক এবং মল্লিকের প্রবেশ

যোড়ে যে।

মল্লি। যার খাই সে ছাড়্‌বে কেন? (অঞ্চল বদনে দিয়া হাস্য)

মাল। আ মরি, কি কথার কি জবাব!

বিনা। দেখ ঠাকুরঝি, মল্লিকে আমায় আজ বড় তামাসা করেচে, আজ নতুন রকম কেস্তুর খাইয়েচে; ওল কেটে কেটে কেস্তুর প্রস্তুত করে রেখেছিল, আমি ভাই কি জানি তাই গালে দিয়েছিলেম।

মল্লি। আমি কাছে বসেছিলেম, গালে দেবার সময় হাত ধল্যেম—তা না ধল্যে এতক্ষণ জগদম্বার মত মুখ হতো।

বিনা। তুমি আমায় তামাসা কর কি সম্পর্কে? শালী শালাজেই তামাসা করে, মাগে কোন্ কালে তামাসা করে থাকে? কেন আমি কি তোমার ছোট বন্‌কে বিয়ে করিচি, না বার করিচি?

মল্লি। বন্ বিয়ে করা রীতি নাই, বোধ করি বার করেচ।

বিনা। তুমি আমায় যে তামাসা কর তুমি ঠিক যেন আমার শালাজ।

মল্লি। আমি তোমার কি?

বিনা। তুমি আমার শালাজ।

মল্লি। আমি তোমার শালাজ হলেম।

বিনা। হলে।

মল্লি। তবে তুমি আমার কে হলে? বল, বল,—নীরব হলে কেন?

মাল। উনি তোমার ঠাকুরঝির ভাতার হলেন।

বিনা। ঠাকুরঝির ভাতার হলে মল্লিকের সঙ্গে তোমার চুলোচুলি হবে।

মাল। আবার আমায় পেয়ে বস্‌লে।

মল্লি। এখন মন্ত্রীর কর্ম্ম পেয়েচেন যে।

মাল। সত্য না কি ?

বিনা। হাঁ, আজ হতে মন্ত্রীর ভার পেইচি।

মল্লি। আজ মন্ত্রীর ভার পেয়েচেন, কাল মন্ত্রীর ভাঁড় পাবেন।

মাল। মরণ আর কি। ভাতারের সঙ্গে ও কি লা ?

মল্লি। তা রঙ্গ কর্‌বার জন্যে বুঝি পথের লোক ডেকে আন্‌বো ? বলে—

দাঁতে মিসি গ্যাখন হাঁসি চুলে চাঁপা ফুল,
পরে ধরে পীরিত করে মজাবে দু কুল।

বিনা। ঠাকুরঝি, তুমি মল্লিকেকে পার্‌বে্‌না। মল্লিকে আমাদের এক হাটে বেচ্‌তে পারে এক হাটে কিন্‌তে পারে।

মাল। হ্যাঁ লা মল্লিকে, তুই ভাতার বেচ্‌তেও পারিস্, ভাতার কিন্‌তেও পারিস্ ?

মল্লি। কেন তুমি কি তা জান না, তোমায় কত দিন যে কিনে এনে দিইচি।

বিনা। তোমরা ভাই কেনা কিনি কর, আমি রাজবাড়ী যাই, আমার হাতে অনেক কাজ।

মল্লি। কখন্ আস্‌বে ? আজ নাই গেলে, আমি এখনি বাড়ী যাব।

বিনা। আমার অধিক রাত হবে না।

[বিনায়কের প্রস্থান।

মাল। আহা! মল্লিকের মুখখানি চুন্ হয়ে গেছে, ভাতার রাজবাড়ী গেল, হয়তো রেতে আস্‌বে না।

মল্লি। আমি বুঝি তাই ভাব্‌চি ? ভাই, রাত্রিদিন পরিশ্রম কল্যে শরীর থাকে, আজ বিকালে এসে ভাত খেয়েচে।

মাল। তা ভাবনা কি বন্, তোমার ঘর খালি থাক্‌বে না, যারে লিপি লিখেছ তারে পাবে।

মল্লি। সক্ করে কেউ সতীন করে না, তোমার আপনার আঁটে না আমায় দেবে। তুমি দিলেই কোন্ দিতে পার, তোমার রূপে সে কেমন মোহিত হয়েচে, সে আর কারো চায় না; তোমার চোকে ভাই কি আছে, আমি মেয়ে মানুষ, তোমার চক দেক্‌লে আমারি মন কেমন কেমন করে।

মাল। কত সাধই যায়।

মল্লি। হোঁদোলকুঁৎকুঁতে ধরণের আয়োজন সব হয়েচে তো?

মাল। সব হয়েচে, এখন এলে হয়।

মল্লি। আজ জগদম্বাকে ঠেঁটি পরাবো তবে ছাড়্‌বো, খাঁচাখান কোথায় রেখেচ?

মাল। খিড়্‌কির দ্বারে আছে।

জলধরের প্রবেশ

মল্লি। দিলেন দেবতা দিন এত দিন পরে,
মাদারে মালতী লতা উঠিবে আদরে।

মাল। মলিন বদন, সুস্থির নয়ন, বচন সরে না মুখে,
কাঁপিতেছে অঙ্গ, এত বড় রঙ্গ, বল বল কোন্ দুখে।

জল। আমার বড় ভয় কচ্চে—আমি সদাগরকে নৌকায় উঠ্‌তে দেখিচি, তবু যেন আমার বোধ হচ্চে এই বাড়ীতে আছে, আমি দশ বার এগ্‌য়েচি দশ বার পেচ্‌য়েচি।

মল্লি। তা আপনার ভয় কি, আপনি তো কৌশলের ত্রুটি করেন নি, আজ সন্ধ্যার পরে সদাগরকে এখানে দেখতে পেলেই তো তারে কারাগারে দিতে পার্‌বেন।

জল। তার হাত হতে বাঁচলে তো তারে কারাগারে দেব?

মাল। তুমি নির্ভয়ে আমোদ কর, সদাগর এতক্ষণ কত দূর যাচ্চে।

জল। এখানে আমার গা ছপ্ ছপ্ করে, তুমি যদি আমার বৈটকখানায় যাও তবে নির্ভয়ে আমোদ কত্তে পারি। আমি এখানে ধরা পড়্‌লে প্রাণ হারাবো।

মল্লি। এ কি মহাশয়, প্রেমিকের এমন ধর্ম্ম নয়, সকল জোটাজোট্ করে এখন পটল তোলেন। আপনার কবিতা গেল কোথায়, রসিকতা গেল কোথায়, আড়্ নয়নের চাউনি গেল কোথায়?

জল। অজগর ভয় সাপ হেরিয়ে কাঁদায়,
ডুবিয়াছে প্রেম-ভেক হৃদয় ডোবায়।
ভেক যদি মাতা তোলে জলের উপর,
কপ্ করে দেবে সাপ পেটের ভিতর।

মাল। আপনার কোন ভয় নাই, আপনি পরম সুখে আমোদ করুন।

জল। কি আমোদ কর্‌বো?

মল্লি। তা কি আমাদের বলে দিতে হবে—আচ্ছা একটি গান গাও।

জল। আচ্ছা গাই—একটা খেম্‌টা গাই—

মালতীর মালা, গাম্‌চা হারায়ে এলেম্ ঘাটে।
তেলের বাটী গাম্‌চা হাতে গিয়েছিলেম্ নাইতে,
পা পিচ্‌লে পড়ে গেলেম্ বঁধোর পানে চাইতে।

মল্লি। আহা! জগদম্বা কত শিবপূজা করেছিল তাই এমন ভাল ভাতার পেয়েছে।

জল। তা সে বলে থাকে, তাই তো সে এত ঝক্‌ড়া করে—তবে মালতি, সাধিলেই সিদ্ধি—

মালতী, মালতী, মালতী ফুল,
মজালে, মজালে—

(দ্বারে আঘাত)

নেপথ্যে। মালতি! মালতি! দোর খোলো, একটা কথা বলে যাই।

জল। ঐ তো সদাগর ; ও মা আমি কম্‌নে যাবো, বাবা, মলেম, (মল্লিকের পশ্চাৎ লুক্কায়িত হইয়া) মল্লিকে বাছা আমাকে রক্ষা করো। জগদম্বা বড় পেড়াপিড়ি করেছিল তাইতে তোমাকে মা বলিচি, আজ মার কাজ কর, আমাকে বাঁচাও—

নেপথ্যে। ঘরে কথা কয় কে ও, আমি না যেতেই এই, তুমি দোর খোলো, তোমাদের সকলকে কীচক বধ কর্‌চি।

মাল। (গাত্রোত্থান করিয়া) ফিরে এলে যে? যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, এখনি মন্ত্রীর কাছে বলে দেবে এখন।

জল। মালতি, আমার মাতা খাও দোর খুল না, আমি লুকুই, দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, জগদম্বারে রাঁড় করো না।

মল্লি। পালঙ্গের নীচে যেতে পার না?

জল। দেখি, (চিত হইয়া শয়ন করে পালঙ্গের নীচে যাইতে চেষ্টা) না, পেট্ ঢোকে না, ভুঁড়িটে বাধে।

মল্লি। মালতি, ঐখান্‌টা ছেঁটে দে।

জল। এখন রঙ্গের সময় নয়, আজ যদি বাঁচি তবে রঙ্গের সময় অনেক পাওয়া যাবে।

মাল। মল্লিকে ঐ কোণে ফরমাসে গাম্‌লায় কোত্‌রা গুড় আছে তাইতে ডুব্‌য়ে রাখ্‌, মুখ যদি ডুবুতে না পারে, সেখানে একটা মুখোস্ আছে সেইটে মুখে বেঁধে দে।

নেপথ্যে। এক প্রহরে দোর্‌টা খুল্‌তে পাল্লে না?

(সজোরে দ্বারে আঘাত)

জল। মল্লিকে, এস এস।

জলধরের মুখে বিকট মুখস্ বন্ধন এবং জলধরের গুড়ের ভিতর প্রবেশ, মালতীর দ্বার মোচন, রতিকান্তের প্রবেশ

রতি। আমি তো জন্মের মত চল্যেম্—(চুপি চুপি) ব্যাটা কি পাজি, অনায়াসে একটা লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌তে সম্মত হয়েছে, আমার ইচ্ছে কচ্চে, তলয়ারের খোঁচা দিয়ে ওর পেট্ গেলে দিই।

মাল। আর কিছু কত্তে হবে না, যেমন নষ্ট তেমনি শাস্তি পাবে। তুমি ও ঘরে যাও আমি দোর দিই।

রতি। মল্লিকে কোণে গিয়ে দাঁড়্য়েচে কেন? আমার আর কথা কইবের সময় নাই।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

মাল। মল্লিকে, এ দিকে আয়, মন্ত্রী মহাশয়কে নিয়ে আয়।

(গুড়ের গামলা হইতে জলধরের গাত্রোত্থান)

জল। গিয়েচে তো? রস দেখি, গিয়েচে—তুমি ভয় দেখাতে পাল্লে না, যে কেউ দেখ্‌তে পেলে রাজবিদ্রোহী বলে ধরে দেবে। আর তো আস্‌বে না—আঃ এমন আটা গুড় তো কখন দেখি নি, আমার হাত গায়ের সঙ্গে জোড়া লেগে গেচে।

মল্লি। ওটা কিসের মুখোস্।

মাল। ওটা হোঁদোলকুঁৎকুঁতের মুখোস্।

জল। এ কথা নিয়ে খুব আমোদ কত্তে পাত্তেম, যদি ঠিক্ জান্‌তেম যে ব্যাটা আর আস্‌বে না, আমার একপ্রকার হৃৎকম্প হয়েছে।

মাল। আর ভয় কি?

জল। আমি গা হাত না ধুয়ে তোমার করপদ্ম ধারণ কত্তে পার্‌বো না।

মল্লি। হান্ কি, এখন একবার করপদ্ম ধারণ কর, "এতে গন্ধপুষ্পে" হয়ে যাক।

মাল। তুই আর তামাসা করিস্ নে, তোর সম্পর্ক বিরুদ্ধ হয়েচে।

মল্লি। তা হলে তোমার যে বনপো হলো।

মাল। ও মা তাই তো।

জল। কুলীন বামনের ঘরে এমন হোয়ে থাকে, তার জন্যে মনে কিছু দ্বিধা করে আমায় আবার সেই জগদম্বার হাতে নিক্ষেপ কর না।

মাল। এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জল। তা হলে আমার গুড় মাখাই সার, খাওয়া ঘটে না।

মল্লি। হাঁ, পীরিৎ কত্তে আবার ব্যবস্থা নিতে হবে? তিথি নক্ষত্র দেখ্‌তে গেলে প্রেম হয় না, মন মজ্‌লেই হলো, বলে—

রসিক নাগর, রসের সাগর, যদি ধন পাই,
আদর করে করি তারে, বাপের জামাই।

জল। বেশ বলেচ, বেশ বলেচ, আমার এতে মত আছে। আমি—

(দ্বারে আঘাত)

নেপথ্যে। মালতি, আমার সন্দ হচ্চে, তোমার ঘরে মানুষ আছে, আমি এ ঘর ও ঘর সব খুঁজ্‌বো তার পরে ঘরে আগুন দিয়ে দেশান্তরি হবো।

জল। এবার, ও মা এবার, কি কর্‌বো, কোথায় লুকাবো! মল্লিকে চেঁচ্‌য়ে কথা কয়ে আমার মাতাটি খেলে, এখন প্রাণ-রক্ষার উপায় কি!

মাল। সন্দ কল্লে কেমন করে; আমার গা ভয়ে কাঁপ্‌চে, ও তো এমন রাগী নয়, একটি কোপে মাথাটি দুখান করে ফেল্‌বে।

মল্লি। মন্ত্রী মহাশয়কে ও ঘরে—

জল। মন্ত্রী বলে চ্যাঁচাও ক্যান ?

মল্লি। মন্ত্রী মহাশয়কে ও ঘরে লুক্‌য়ে রাখি।

মাল। ও ঘর আগে খুঁজ্‌বে।

নেপথ্যে। মালতি, ধরা পড়েচো, আর ঢাক্‌লে কি হবে, দোর খোলো ; তা নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলি। (দ্বারে পদাঘাত)

জল। ও মা! জগদম্বার যে আর নাই, সর্ব্বনাশ হলো, প্রেম কত্তে প্রাণ খোয়ালেম্—

মল্লি। (হাস্য বদনে) জগদম্বার আর নাই—

জল। ওরে আমি বলিচি তার আর কেউ নাই—আহা ছেলে পিলে হয় নি, আমাকে নিয়ে সুখে আছে, এখন এ বিপদ্ হতে কেমন করে উদ্ধার হই। আহা! সেই সময় যদি মালতীকে মা বলি, তা হলে এমন করে মরণ হয় না!

মল্লি। তুমি জোর করো না, সদাগরকে মেরে তাড়্য়ে দাও, আমরা তোমার সাহায্য কর্‌বো—

জল। আমার তিন কাল গিয়েচে এক কাল আছে, ওদের সঙ্গে কি জোরে পারি—তোমরা বলো আমি ঔষধ নিতে এইচি—

(দ্বারে পদাঘাত)

মাল। ভেঙ্গে ফেল্লে যে—মল্লিকে ও ঘরে গদির তুলোগুলো গাদা হয়ে পড়ে আছে, তার ভিতর মন্ত্রী মহাশয়কে লুক্‌য়ে রাখগে, আমি কৌশল করে ও ঘরে যাওয়া রহিত কর্‌বো।

জল। আমি তুলোর ভিতর ডুবে থাকিগে, নড়্‌বো না চড়্‌বো না, দেখ যদি এ ঘরে রাখ্‌তে পারো ; তোমরা মেয়ে মানুষ, তোমরা ভাতারের ভাতার, যা মনে কর তাই কত্তে পারো, তবে আমার কপাল।

মল্লি। আচ্ছা এস তোমায় আমিই বাঁচাবো।

জল। মালতি, তবে আমি চল্যেম, প্রাণ তোমার হাতে।

নেপথ্যে। পুরুষের গলার শব্দ শুন্‌চি যে, হ্যাঁ কি সর্ব্বনাশ! বিদেশে না যেতেই এই বিড়ম্বনা—

এ কি রীতি রমণীর লাজে যাই মরে,
না যেতে বিদেশে পতি উপপতি ঘরে।
বিহর বিরহ হেতু সতীত্ব সংহার;
হায় রে অঙ্গনা তোর পায় নমস্কার! (দ্বারে পদাঘাত)

জল। আয়, আয় বাছা আয়, ঘর দেখ্‌য়ে দে, তুলো দেক্‌য়ে দে—

প্রেম পুত্‌লেম পাঁকের ভিতর; পালাই কেমন করে,
হাড় গোড় ভাঙ্গা দটি হবো, তাড়্‌য়ে যদি ধরে।

[মল্লিকের সহিত জলধরের প্রস্থান।

মালতীর দ্বারমোচন, রতিকান্তের প্রবেশ

রতি। কি হলো?

মাল। গুড় আলকাতরায় অভিষেক হয়েচে, মুখে মুখোস্ দেওয়া হয়েচে, এইবার তুলো, শোণ আর আবির দেওয়া হবে, তারপরেই হোঁদলকুঁৎকুঁতে ধরা পড়্‌বে।

রতি। ত্বরায় শেষ কর, ঘুম্ আস্‌চে।

মাল। তুমি মল্লিকের নাম করে চ্যাঁচাও।

রতি। মল্লিকে গেল কোথায়? ও ঘরে বুঝি?

মাল। মল্লিকে এখনি আস্‌বে, ও ঘরে যেও না।

রতি। যাব না কেন? কেউ আছে নাকি?

মল্লিকের প্রবেশ

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আপনার কি সাহস, এখনো এখানে রয়েচেন?

রতি। তুমি তো মালতীকে ফাঁকি দিয়ে নির্জ্জনে বিহার কচ্চিলে।

মল্লি। আহা জলধরের এখন যে মূর্ত্তি হয়েচে জগদম্বা দেখ্‌লেও বাবা বলে পালায়। আমরা বেশ রামযাত্রা কচ্চি, আমি সাজ্‌ঘরের কর্ত্তা হইচি।

মাল। মল্লিকে, তুই খাঁচার চাবি নে (চাবি দান) বল্ গে, সদাগর আজ গেল না, এস তোমায় খিড়্‌কি দিয়ে বার করে দিয়ে আসি। খিড়্‌কির আর খাঁচার দোর এক হয়ে আছে, যেমন বেরবে, অমনি খাঁচার ভিতর যাবে, আর তুই দোর দিয়ে চাবি দিবি।

মল্লি। শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কি, চল্যেম।

[মল্লিকের প্রস্থান।

মাল। তুমি যখন দ্বারে নাতি মাত্তে লাগ্‌লে, জলধরের যে কাঁপনি, আমি বলি ঘুরে পড়্‌লো।

রতি। আগে খাঁচার ভিতর যাক, তার পর খুঁচ্‌য়ে আদমারা কর্‌বো।

মাল। আমি আগে জগদম্বাকে ডেকে দেখাবো, মাগী সে দিন আমার সঙ্গে যে ঝকৃড়া কল্যে—জলধরের যেমন বুদ্ধি, জগদম্বারও তেমনি বুদ্ধি, মাগী ভাবে তাঁর মহিষাসুরকে সকলেই ভাল বাসে।

রতি। তা আশ্চর্য্য কি; মেয়ে মান্‌ষে কি না কত্তে পারে?

মাল। পোড়া কপাল আর কি, কথার শ্রী দেখ; যাদের ধর্ম্ম নাই তারা সব করে, যাদের ধর্ম্ম আছে তারা পতি বই আর জানে না, পর পুরুষকে পেটের ছেলের মত দেখে।

রতি। আমি কথার কথাটা বল্‌চি—

নেপথ্যে। পড়েচে, পড়েচে, হোঁদোলকুঁৎকুঁতে পড়েচে, ও মালতি, শীঘ্র আয়, সদাগর মহাশয়কে সঙ্গে করে আন।

রতি। চল, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর সম্মুখ

গুড় তুলায় আবৃত, লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ জলধরকে বহনপূর্ব্বক চার জন বাহকের প্রবেশ

প্রথম। ওরে একেণ্ডা ভূঁই দে—তেবু যাতি নেগ্‌লো, হ্যাদি দ্যাক্‌, মোর কাঁদ্ ক্যাটে গেল, তেবু যাতি নেগ্‌লো।

দ্বিতীয়। হ্যাঁরা ও বেন্দা, বল্লি কথা কানে করিস্ নে, মেজো তালুই যে ভূঁই দিতে বল্‌চে—হুল্লা, টান্‌তি নেগ্‌লো দ্যাক্।

তৃতীয়। দিতি চাস্ ভূঁই দে; (লৌহপিঞ্জর ভূমিতে রাখিয়া) কাঁদ্ ফুলে ঢিবিপানা হয়েচে, ভাল কাহারি কত্তি গিইলি মুই বল্লাম চেড়ডেয় ঘাড়ে করিস্ নে—আট্টাতে হিম্‌সিম খেয়ে যায়, মেজো তালুই এই কুঁদো চেড়্‌ডেয় ধত্তি গেল।

চতুর্থ। হ্যাদিগ্যা, হ্যাদিগ্যা, সুমুন্দি খাড়া হয়ে দেঁড়্‌য়েচে। হ্যাঁগা মেজো তালুই এডা কি জানয়ার কতি পারিস্?

প্রথম। কে জানে বাবু কি বলে—সয়দাগর মসাই বল্যে, —এই যে, দূর্ ছাই, মনেও আসে না—হাঁদোলের গুতো।

চতুর্থ। সুমুন্দি হাঁদোলের গুতোই বটে—পালে কনে গা?

প্রথম। আরে ও হলো রাজার সয়দাগর, পাঁচ জায়গায় যাতি লেগেচে, কন্‌তে ধরে অ্যানেচে।

জল। (স্বগত) ভাগ্যে মুখোস্ দিয়েছিল, তা নইলে সকল লোকে চিনে ফেল্‌তো—এখন একটু নাচি, কেঁউ কেঁউ করি, তা হলে লোকে যথার্থই হোঁদোলকুঁৎকুঁতে বিবেচনা কর্‌বে। (নাচিতে নাচিতে) কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ।

চতুর্থ। হ্যাদিশ্যা, হুল্লা, সুমুন্দি কুকুরির মত কেঁউ কেঁউ কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয়। হ্যাদে ও আর ভ্রিং করিস্ নে, বোজা ওলাতি ওলাতি পাল্লিই খালাস্, তুলে দে।

চতুর্থ। মেজো তালুই, এট্টু দাঁড়া, সুমুন্দির গায় গোটা দুই ঢ্যালা মারি (ছোট ছোট ইটের দ্বারা জলধরের পৃষ্ঠে প্রহার)।

জল। (চীৎকার শব্দে) উকু, কুউ, উকু উকু, কুউ, কুউ, কুউ, কুউ (পিঞ্জরের চাল ধরিয়া ঝুলন)।

তৃতীয়। সুমুন্দি বাজি কত্তি নেগ্‌লো—মেজো তালুই, তোর হুঁচ্‌লো নাটিগাচটা দে তো, সুমুন্দির গায় গোটা দুই খোঁচা লাগাই। (যষ্টি গ্রহণ করিয়া খোঁচা প্রদান)

জল। (চীৎকার শব্দে) উকু কুউ, উকু কুউ, কুউ উকু, কুউ কুউ—খাবো, মানুষ খাবো, চার্‌টে বেহারা খাবো, হা করে চার্‌টে বেহারা খাবো, মাতাগুনো চিব্‌য়ে খাবো।

প্রথম। তোরা চেরো, সুমুন্দিরি দানোয় পেয়েচে, চেরো, চেরো, খালে, খালে—

[চারি জন বেহারার বেগে প্রস্থান।

জল। বাবা লাটির গুতো হতে ত্রাণ পেলেম। আঃ কি প্রেম করিচি ; প্রেমের পিত্তি টেনে বার করিচি।

রতিকান্তের প্রবেশ

রতি। বেহারা ব্যাটারা রাস্তায় ফেলে গিয়েচে—মন্ত্রী মহাশয় মালতী তোমায় ডেকেচে, আপনার কি অবসর হবে একবার যেতে পার্‌বেন ?

জল। তোর পায় পড়ি বাবা, আমারে ছেড়ে দে, আমি লাল দিগিতে গা ধুয়ে বাঁচি।

রতি। লাল দিগিতে যাবেন না, মাচ মরে যাবে, ও গুড় নয়, আলকাত্‌রা।

জল। তুই আমার বাবা, তোর মালতী আমার মা, আমার চোদ্দ পুরুষের মা, তোর পায় পড়ি বাবা আমারে ছেড়ে দে, আমি আর কখন কোন মেয়েকে কিছু বল্‌বো না—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি খোঁচার হাত এড়াই।

রতি। তা হলে রাজার পীড়ার উপশম হয় কেমন করে?

জল। সে অনুমতিপত্রখান ছিঁড়ে ফেল, আপোদ যাক্।

রাজা, বিনায়ক ও মাধবের প্রবেশ

মাধ। এ যে নতুন সদাগরি দেখ্‌চি; এ কি জানোয়ার? এর নাম কি?

রতি। মহারাজের এই অনুমতিপত্রে সকল ব্যক্ত হবে। (অনুমতিপত্র দান)

রাজা। আমার অনুমতিপত্র?—বিনায়ক পড় দেখি।

বিনা। (অনুমতিপত্র পাঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর

কুশলালয়েষু

যে হেতু অপ্রকাশ নাই যে, মহারাজ রমণীমোহন রাজকার্য্য পরিহার পুরঃসর সতত নির্জ্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করেন, রাজকবিরাজ দক্ষিণরায় ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, আরবদেশোদ্ভব "হোঁদোলকুঁতকুঁতে"র বাচ্চার তৈল সেবন করিলে, মহারাজের রোগের প্রতীকার হইতে পারে, অপ্রকাশ নাই যে, আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোলকুঁতকুঁতের বাচ্চা পাওয়া যায় না। অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি পত্র প্রাপ্তি মাত্র তুমি আরব দেশে গমন করিবে, আর যত দিন হোঁদোলকুঁতকুঁতের

বাচ্চা না প্রাপ্ত হও, তত দিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনিবারে সূর্য্যাস্তের পর তোমাকে এ নগরে যদি কেহ দেখিতে পায়, তোমাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে ইতি।

রতি। মহারাজ, আমি অনেক পর্য্যটনে এই ধাড়ী হোঁদোলকুঁৎকুঁতে ধরে এনেচি, এইটি গ্রহণ করে আমাকে অব্যাহতি দেন।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! এমত পাগলের অনুমতিপত্রে আমার স্বাক্ষর হয়েছে!

মাধ। এ কিরূপ জানোয়ার কিছুই স্থির করিতে পারি না—ডাকৃতে পারে?

রতি। ডাকৃতে পারে, মানুষের মত কথা কইতে পারে।

মাধ। সত্য নাকি, দেখি দেখি। (যষ্টি দ্বারা গুঁতা প্রহার)

জল। কোঁ, কোঁ, কোঁ, কোঁ—(যষ্টির গুঁতা) উকু, উকু, কুউ, উকু—(যষ্টির গুঁতা) কুউ, কুউ, কুউ, কুউ।

মাধ। কথা কও, তা নইলে মুখের ভিতর লাটি দেব।

জল। কোঁ, কোঁ, কোঁ, কোঁ। (নৃত্য)

রাজা। যথার্থ জানোয়ার নাকি?

মাধ। যথার্থ অযথার্থ গালে লাটি দিলেই জানা যাবে। (গালে লাটি দিয়া) বল্ কে তুই, বল্ কে তুই?

জল। আ—মি, আ—মি, আ—মি।

মাধ। আবার চুপ কল্লি (লাটির গুঁতা প্রহার)

জল। আমি জল—আমি জলধর। (সকলের হাস্য)

রাজা। এমন্ রসিক আর কে?

মাধ। আমি বলি একটা জালায় গুড় তুলো মাখ্য়ে এনেচে। মন্ত্রিবর এরূপ রূপ ধারণ করেচেন কেন?

জল। আমি ধরি নি, ধর‍্য়েচে। এই বার আমার রসিকতা বের‍্য়ে গিয়েচে, মালতীর সহিত প্রেম কত্তে গিয়ে মা বলে চলে এসিচি—বাবা সদাগর আমারে ছেড়ে দাও আমি গা ধুয়ে বাঁচি।

রাজা। ইতিপূর্ব্বে তোমার রসিকতায় কোন রমণী বশীভূত হয়েছিল?

জল। শত, শত।

রতি। এক বার জগদম্বাকে ডেকে আনি।

জল। সদাগর মহাশয়, তুমি আমার ধর্ম্মবাবা, আমারে রক্ষা কর, এর উপরে ঝাঁটা হলে আর আমি প্রাণে বাঁচ‍্বো না।

রাজা। তুমি যে বলো, স্ত্রীশাসনের প্রণালী কেবল তুমিই জান, তবে জগদম্বাকে ভয় কচ্চো কেন?

জল। মহারাজ, এখন পাঁচ রকম বলে এ নরক হতে উদ্ধার হতে পাল্লে বাঁচি।

মাধব। তেল প্রস্তুত না করে ছাড়‍্বে কেমন করে।

জল। মাধব আর রসান দিও না, আমার প্রাণ বিয়োগ হলো।

রাজা। ছেড়ে দাও।

মাধ। এস মন্ত্রিবর বাইরে এস, কাম‍্ড়ো না।

রতি। তবে খুলি (পিঞ্জরের দ্বার মোচন, জলধরের বাহিরে আগমন এবং বেগে পলায়ন)

মাধ। মার, মার; হোঁদোলকুঁৎকুঁতে পালাচ্চে, মার‍্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাজা, মাধব, বিনায়ক, জলধর, গুরুপুত্র, পণ্ডিতগণ প্রভৃতির প্রবেশ

গুরু। মহারাজ, আমাদিগের সকলেরি বাসনা আপনি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়া পরমানন্দে রাজ্য করুন।

রাজা। যে বৃক্ষে একবার বজ্রাঘাত হয় সে বৃক্ষ কখনই পুনঃ পল্লবিত হয় না। আমি বিশাল বিটপীর ন্যায় সগৌরবে রাজ্য অটবীতে বিরাজ করিতেছিলেম, আমার অঙ্গ, মনোহর শাখা প্রশাখায়, রমণীয় ফুল মুকুলে সুশোভিত হয়েছিল; কিন্তু ফলের সময় বিফল হলেম, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হলো, আমার ডাল পালা, ফুল মুকুল সকলি জ্বলিয়া গেল; আমি এক্ষণে দগ্ধ তরুর ন্যায় দণ্ডায়মান আছি, সত্বরে ধরাশায়ী হবো। হে গুরুপুত্র, হে পণ্ডিতমণ্ডলি, হে সভাসদ্‌গণ, হে প্রজাবর্গ, আমি অতি নরাধম, মূঢ় পাপাত্মা—পতিপ্রাণা বড় রাণী গর্ভবতী হলে ছোট রাণী এবং জননী তাঁহাকে অতিশয় তাড়না করেছিলেন, আমি তাড়না রহিত করা দূরে থাকুক বড় রাণীকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হয়েছিলেম, সেই অভিমানে প্রাণেশ্বরী আমার বিরাগিণী হলেন—তাঁহাকে কেহ বধ করে নি।

গুরু। মহারাজ, রাজারাজ্‌ড়ার কাণ্ড, সকলে সকল ঘটনা বুঝ্‌তে পারে না, নানারূপ কথা উত্তোলন করে; কেহ বলে বড় রাণী বিষ পান করে প্রাণত্যাগ করেছেন, কেহ বলে ছোটরাণী তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়ে হত্যা করেছেন।

প্রথম পণ্ডিত। রাজ্যের ভিতর জনশ্রুতি এই বড় রাণী

অভিমানে ভোগবতী নদীতে ডুবে মরেচেন। এমন ঘটনা অনেক ঘটেচে সে জন্য মহারাজের কাতর হওয়া উচিত নয়।

গুরু। মহারাজের পুণ্যের সংসার, এই সংসারে কি স্ত্রীহত্যা সম্ভব হয়? বিশেষ স্বর্গীয় রাণীরে অতি ধর্ম্মশীলা, তাঁহারা এমন কর্ম্ম কখনই করিতে পারেন না।

মাধ। গুরুপুত্র মহাশয়ের মুখখানি বাজীকরের ঝুলি—ফুঁ উড়ে যা কাজ্‌লে আক্‌ হ, ফুঁ উড়ে যা সিউলি পাতা হ—আপনি সে দিন বলেচেন নিষ্ঠুর রাজমাতা এবং নির্দ্দয়া ছোট রাণী ধর্ম্মশীলা পতিপরায়ণা বড় রাণীকে বিনাশ করে বাড়ীতে পুঁতে রেখেচে, আজ বল্‌চেন স্বর্গীয় রাণীরে ধর্ম্মশীলা—

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) জগদীশ্বর!

প্রথম পণ্ডিত। মাধব! এমন কথা মুখে এন না।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, মাধব অমূলক কথা কিছুই বলে নি, সকল লোকে বলে থাকে আপনারা গার্ভিণী বড় রাণীকে বধ করে বাড়ীতে পুঁতে রেখেচেন।

রাজা। হে সভাসদ্‌গণ, আমি রাজকার্য্য পরিহারপূর্ব্বক কল্য বনে গমন কর্‌বো, এক্ষণে আমি যাহা ব্যক্ত কর্‌বো তাহা স্বরূপ। আমি বড় রাণীকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়েছিলেম, আমি তাঁহার যৎপরোনাস্তি অপমান করেছিলেম, আমি বিমূঢ় কাপুরুষের ন্যায় তাঁহার বিমল সতীত্ব স্ফটিককুম্ভে অঙ্ক প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, সেই জন্যই তিনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে আত্মহত্যার উপায় কর্‌লেন। যদ্যপিও বড় রাণীকে আমি কিম্বা অপর কেহ বধ করে নি, কিন্তু স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যার যে পাতক তাহা আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। বড় রাণী বাড়ীতেও মরেন নি, বনে গিয়েও মরেন নি। তাঁর প্রেরিত পত্রী আমি পাঠ করি সভাস্থ লোক শ্রবণ কর। (সুবর্ণকৌটা হইতে পত্রী গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ)।

প্রাণেশ্বর!

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয় নি, জন্মদুঃখিনীর জীবন যমালয়ে যায় নাই—শমন আগমন করেছিলেন, কিন্তু অধীনীর উদরে রাজপুত্রের অবস্থান দৃষ্টে—

(দীর্ঘনিশ্বাস) বিনায়ক পাঠ কর (লিপি দান)।

বিনা। (লিপি পাঠ)

প্রাণেশ্বর!

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয় নি, জন্মদুঃখিনীর জীবন যমালয়ে যায় নাই—শমন আগমন করেছিলেন, কিন্তু অধীনীর উদরে রাজপুত্রের অবস্থান দৃষ্টে রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাণনাথ! পতি, পতিপরায়ণা কামিনীর প্রণয়মন্দিরের একমাত্র পরমারাধ্য দেবতা—পতির চরণ সেবা সতীর সুবর্ণভূষণ, পতির পূজা সতীর জীবনযাত্রা, পতির আদর সতীর সুখসিন্ধু, পতির প্রেম সতীর স্বর্গ। এমন সুখাবহ স্বামিসুখবঞ্চিতা বনিতার বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। এই বিবেচনায় মর্ম্মান্তিক বেদনাতুর জীবন জীবনে বিসর্জ্জন দেওয়াই স্থির করেছিলাম, আমার জীবনে আমার সম্পূর্ণ অধিকার, যখন স্বামিসেবায় একেবারে নিরাশ হলেম তখন অপদার্থ জীবন রাখায় ফল কি? কিন্তু আমার গর্ভস্থ রাজপুত্রের প্রাণের উপর আমার কোন অধিকার ছিল না, অভাগিনীর অপকৃষ্ট প্রাণ বিনষ্ট করিতে গেলে রাজপুত্রের উৎকৃষ্ট প্রাণ বিনাশ হয়, সুতরাং প্রাণ সংহারে বিরত হলেম। সাত মাস কাঙ্গালিনী মলিন বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল, আজ সাত দিন, যে রাজপুত্রের প্রাণানুরোধে জীবিত আছি, সেই রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। প্রাণনাথ! আমি পুত্র প্রসব করিয়াছি—

রাজপুত্র, তোমার পুত্র, আমার প্রাণপতির পুত্র, আমার প্রিয় রমণীমোহনের পুত্র। তুমি যে নামটি অতি সুশ্রাব্য বলিয়া ব্যক্ত করেছিলে, পুত্রকে সেই নাম দিয়াছি। খোকা আমার কোল আলো করে বসে আছেন, আমার লতা-মণ্ডপে শত চন্দ্রের উদয় হয়েছে; আমার প্রাণ আনন্দ-সলিলে অবগাহন করিতেছে। এমন ভুবনমোহন রূপ আমি কখন দেখি নি; তোমার মত মুখ হয়েছে, তোমার মত হাত হয়েছে, তোমার পায়ের মত পা হয়েছে—খোকা তোমার অবয়ব অনুরূপ, যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপ হইতে দীপ জ্বালিলে সম্পূর্ণ অনুরূপ হয়। আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতেছে। তুমি সপত্নীকে সোনা দিয়েছ, মুক্তা দিয়েছ, হীরক দিয়েছ, রাজসিংহাসন দিয়েছ, কিন্তু তুমি আমায় অপার আনন্দপ্রদ দেবতাদুর্ল্লভ পুত্ররত্ন দান করেছ, সপত্নী যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তার শতগুণে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আবশ্যক। স্ত্রীভাগ্যে ধন, স্বামীভাগ্যে পুত্র—তোমার ভাগ্যে আমি এমন অমূল্য নিধি কোলে পেয়েছি। প্রাণনাথ! আবার আমার হৃদয়ে আক্ষেপ ক্ষীরোদ উথলিয়া উঠিতেছে, নয়ন দিয়া খেদপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। আমার কাঁদিবার কারণ কি? আমি কি সপত্নীর একাধিপত্য বিবেচনায় কাঁদিতেছি? আমি কি রাজসিংহাসন হইতে বিবর্জ্জিত হইয়াছি বলিয়া কাঁদিতেছি? আমি কি তোমার দুঃসহ দারুণ বিরহে কাঁদিতেছি? না নাথ, তা নয়। সে রোদন সাত মাস সংবরণ করিয়াছি। আমার নয়ন হইতে নব সলিল নিপতিত হইতেছে; আমি এমন অকলঙ্ক সোনার চাঁদ প্রসব করিয়াছি, প্রাণপতিকে দেখাইতে পারিলাম না, আমি একবার জনমনোরঞ্জন নয়নানন্দন নবশিশু বক্ষে

করিয়া তোমার সমক্ষে দাঁড়াইতে পেলেম না; আমি সানন্দে, সগৌরবে, সহাস্য বদনে প্রাণপুত্রকে হাতে হাতে তোমার কোলে দিতে পেলেম না; আমি একবার তোমার কাছে বসে প্রাণপুত্রকে স্তন পান করাইতে পার্‌লেম না; এই জন্যে আমার সুখের সহিত বিষাদ হইতেছে। তোমায় ছেলে দেখাইতে আমার প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; আমি ইচ্ছা করিতেছি এই দণ্ডে প্রিয়পুত্র কোলে করিয়া তোমার নিকট গমন করি, কিন্তু সাহস হয় না—সপত্নী আমার পুত্রকে অনাদর করুন তাহাতে আমার হৃদয়ে ব্যথা জন্মিবে না, শাশুড়ী আমার পুত্রকে অনাদর করুন সে দুঃখ অনেক ক্লেশে সহ্য করিতে পারিব, পাছে তুমি তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য আদরের ধন অনাদর কর, তা হলে যে তদ্দণ্ডেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, এই কারণে রাজভবনে গমন করিতে পরাঙ্মুখ হইলাম। প্রাণবল্লভ, রমণীর প্রেম বিপুল পয়োধি, অনাদর-নিদাঘ-তাপে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। যে হস্ত অসিলতা ধারণ করিয়া প্রাণ সংহার করিতে যায়, সেই হস্ত গৃহপালিত কুরঙ্গিণী আনন্দে অবলেহন করে, সেইরূপ যে পদ দ্বারা প্রাণপতি প্রণয়িনীকে দলনা করেন, পতিপ্রাণা প্রণয়িনী অবিচলিত ভক্তি সহকারে সেই পদপুণ্ডরীক চুম্বন করে। প্রাণনাথ, ভবনে থাকি আর কাননে থাকি, আমি তোমার দাসী। দাসীর জীবন প্রায় শেষ হইয়াছে; পতির বিরহে সতী ক দিন বাঁচে? কুলহারা কুলকামিনী যূথহারা কুরঙ্গিণীর ন্যায় অচিরাৎ ধরাশায়িনী হয়; সরোবর ছাড়িলে সরোজিনী সহসা স্পন্দহীন হয়। জীবিতেশ্বর, দাসীর সুখেরও শেষ নাই, দুঃখেরও শেষ নাই; দাসীর জন্যে দাসী কিছুমাত্র চায় না, যদি কালসহকারে করুণাময়ের

কৃপায় আমার পুত্র তোমার সমক্ষে দাঁড়ায়, পুত্র বলে কোলে লইয়া মুখচুম্বন কর, দাসীর এই একমাত্র ভিক্ষা।

তোমার পতিরতা প্রমদা।

রাজা। হে সভাসদ্‌গণ, আমি বড় রাণীর এবং আমার প্রিয় পুত্রের ক্রমাগত ষোড়শ বৎসর অনুসন্ধান করিয়াছি, আমি পতিরতা প্রমদার অন্বেষণে নানা বনে, নানা নগরে, নানা রাজ্যে লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম, কোথাও আমার প্রাণাধিকা প্রমদার সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে হরিদ্বারে জনশ্রুতিতে জানা গেল, প্রমদা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, প্রাণ-পুত্রকে পারস্য দেশে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি আপন দোষে এমত পতিপ্রাণা নারীরত্নের অপচয় কর্‌লাম, আমি আপন দোষে এমন পবিত্র পুত্র হইতে বঞ্চিত হইলাম। আমার কি আর সংসার আশ্রম সম্ভবে? আমি কি আর মনকে কিছু দিয়া তুষ্ট করিতে পারি? যে বনে হৃদয়বিলাসিনী আমার পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, যে বন একদা আমার পুত্রের জ্যোতিতে আলোকময় হইয়াছিল; আমি সেই বনে গমন কর্‌বো। তোমরা এ নরাধমকে, এ স্ত্রীপুত্রহত্যাকারী পাপাত্মাকে এ রাজ্যে থাকিতে অনুরোধ কর না।

গুরু। মহারাজ! আমাদিগকে একেবারে অনাথ করিয়া বনে গমন করা বিধি হয় না; আমাদিগের আর কেহ নাই; মহারাজ, বনে গমন করিলে রাজ্য একেবারে ছারখার হয়ে যাবে।

বিজয়ের হস্তবন্ধনরজ্জু ধারণপূর্ব্বক দুই জন প্রহরী এবং বিদ্যাভূষণের প্রবেশ

বিদ্যা। দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাজের; হাঘরেদের উপদ্রবে আর কেহ মেয়ে ছেলে লয়ে ঘর করিতে

পারে না। মহারার্জ, এই বেল্লিক ব্যাটা বিষম হাঘরে, আমার বাড়ীর সর্ব্বস্ব অপহরণ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছে।

মাধব। আহা! আহা! বিদ্যাভূষণ এমন কোমল করেও রজ্জুদান করেছ! (বন্ধন মোচন করিয়া) ইনি অতি পুণ্যাত্মা তাপস, ইনি কি কাহারো দ্রব্য অপহরণ করেন।

বিদ্যা। মহারাজ, দশ দিন বারণ করিছি, আমার বাড়ীর দিকে গমন করিস্ নে, বেল্লিক ব্যাটা যেটা বারণ করি সেইটি অগ্রে করে। কাল আমার মেয়েকে ভুলায়ে লয়ে গিয়াছে, তাই ওর হাতে দড়ি দিয়ে রাজসভায় লয়ে এসেচি।

মাধব। আপনার মেয়ের কি করেচেন?

বিদ্যা। সে বালিকা তার বোধ কি?

মাধব। আপনারা বামন জাত, কুকুর মারেন, হাঁড়ী ফেলেন না।

রাজা। বিদ্যাভূষণ, তুমি এমন নবীন তাপসকে কি জন্য পীড়ন করিতেছ; আহা! বাছার মুখ দেখ্‌লে স্নেহে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। কি অলৌকিক রূপ, যেন সুমিত্রা-নন্দন জটাবল্কল পরিধান করে রাজসভায় দাঁড়্‌য়েছেন।

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরেরা এক্ষণে ঐরূপ বেশ করে দেশ লণ্ডভণ্ড কর্‌তেছে, আপনি দেশপালক, এই ব্যাটাকে দ্বীপান্তর করে আমার বাড়ী নিষ্কণ্টক করিয়া দেন।

রাজা। কি অপরাধে এ নিদারুণ দণ্ড বিধান করি?

বিদ্যা। মহারাজ, আমার কামিনীকে এই ব্যাটা হাঘরে জাদু করেছে। কামিনী রাজসিংহাসন অবজ্ঞা করে হাঘরের গৃহিণী হতে উন্মত্তা হইয়াছে। তার অঙ্গুলে মন্ত্রপূত করে একটা অঙ্গুরী দিয়াছে তাহাতেই কামিনী একেবারে পাগল হয়ে গিয়েচে। আমি গোপনে দাঁড়ায়ে দেখিছি কামিনী সেই অঙ্গুরী চুম্বন করে, আর হা তপস্বিন্, হা তপস্বিন্, বলিয়া

রোদন করে। মহারাজ, এই হাঘরে ব্যাটাকে দ্বীপান্তর করুন, নচেৎ বিদ্যাভূষণ মহারাজের সমক্ষে গলায় ছুরি দিয়ে মর্‌বে।

রাজা। আচ্ছা স্থির হও। হে নবীন তপস্বিন্, তোমার যদ্যপি কিছু বক্তব্য থাকে তবে এই সময় বলো।

বিদ্যা। মহারাজ, ও আর বল্‌বে কি? ওরে বলুন ও সেই অঙ্গুরীটে ফিরে লউক, সেই আংটিটে জাদুমাখা।

মাধব। দেখ যেন তোমার বিদ্যাভূষণীকে ছোঁয়ায় না।

রাজা। তোমার কন্যা কামিনী কি তপস্বিনীর সহিত গমন করেচেন?

বিদ্যা। মহারাজ, কামিনী ছেলে মানুষ, বালিকা, কৌতুকাবিষ্ট হয়ে এই বেল্লিক ব্যাটার মাকে দেখ্‌তে গিয়েছে। সে মাগী হাঘরের শেষ, কারো সহিত কথা কয় না, কেবল রাত্রিদিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কার সর্ব্বনাশ কর্‌বো, কার সর্ব্বনাশ কর্‌বো, এই চিন্তা করে।

রাজা। বিনায়ক, তুমি দুই জন ব্রাহ্মণী সমভিব্যাহারে তপস্বিনীর ঘরে গমন কর, তপস্বিনীকে এবং কামিনীকে রাজসভায় আনয়ন আবশ্যক, নতুবা যথার্থ বিচার হয় না।

[বিনায়কের প্রস্থান।

বিদ্যা। সে হাঘরে মাগী কখনই এখানে আস্‌বে না, আমি আজ দশ দিনের মধ্যে তার সহিত একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে পেলেম না।

রাজা। হে তপস্বিন্, বোধ করি তোমার মনোহর রূপলাবণ্যে সুরূপা কামিনী বিমোহিত হইয়া তোমায় পতিত্বে বরণ করেচেন, তোমা কর্ত্তৃক কুলকামিনী কৌশলে অপহরণ সম্ভবে না।

বিজ। মহারাজ, আমি তপস্বী, বনবাসী, কন্দমূলফলাশী—

মাধব। ওহে বাবাজি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি ফলমূলে পেট ভরে তো ?

বিজ। মহারাজ, তপস্বীরা পরম সুখী, ভার্য্যার ভাবনা ভাবিতে হয় না, সন্তানের ভাবনা ভাবিতে হয় না ; চোরের ভয় নাই, দস্যুর ভয় নাই, রোগের ভয় নাই, শোকের ভয় নাই। তাহারা পরমানন্দে অনুত্যক্ত চিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করে। সহসা কোন ব্যক্তি এমন পবিত্র ব্যবসায় সহস্র শোকসমাকুল সংসারাশ্রমের সহিত বিনিময় করে না। আমি সরলা কামিনীকে সোনার চক্ষে দেখ্‌লেম, মন বিমোহিত হয়ে গেল, কামিনীর জন্যে তপস্বিবৃত্তি পরিত্যাগ করে সংসারী হতে প্রবৃত্ত হইচি। মহারাজ, কামিনীও আমাকে শুভ দৃষ্টিতে দর্শন করেছিলেন ; তিনি একদিন নির্জনে তপস্বিনীর বেশ ধারণ করে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিলেন, আমি তাহা দর্শন করে তাঁর মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লেম এবং বিবাহের কথা ব্যক্ত কর্‌লেম। কামিনীর জননী সম্মতি দান করিয়াছেন, এক্ষণে কামিনীর পিতা মত দিলেই পরম সুখে পরিণয় হয়।

বিদ্যা। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা ; ব্রাহ্মণীকেও জাদু করেচে।

গুরু। তোমার মাতার মত হয়েচে ?

বিজ। মহাশয়, আমার সপ্তদশ বৎসর বয়স হইয়াছে, আমি ইহার মধ্যে আমার চিরদুঃখিনী জননীর মুখে কখন হাসি দেখি নি ; কিন্তু মিষ্টভাষিণী কামিনীকে ক্রোড়ে করে তাঁহার বিরস বদনে সরস হাসির উদয় হয়েচে, তিনি কামিনীকে পেয়ে পরম সুখী হয়েছেন।

রাজা। তোমার নাম কি ?

বিজ। আমার নাম বিজয়।

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরের মিষ্ট কথায় ভুল্‌বেন না, ঐ দেখুন বেল্লিক ব্যাটার হস্তে আল্‌তা মাখা।

রাজা। (বিজয়ের হস্ত ধারণ) কোই, কোই? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

গুরু। মহারাজ, সিংহাসনে উপবেশন করুন—এ কি, এ কি, মহারাজের শরীর রোমাঞ্চিত হয়েচে, বদনমণ্ডল মলিন হয়েচে—

রাজা। জগদীশ্বর! বিদ্যাভূষণ, যদ্যপি তোমার ব্রাহ্মণীর এবং কামিনীর মত হইয়া থাকে তবে এমন সুপাত্র পাত্রে কন্যা দান কত্তে অমত করা কখন উচিত নয়।

বিদ্যা। মহারাজ বলেন কি, ও কখন তপস্বী নয়, ও হাঘরের ছেলে—বিবাহের নাম করে হাঘরে মাগী কামিনীকে লয়ে যাবে, তার পরে কোন সহরে গিয়ে বিক্রয় কর্‌বে।

রাজা। আমার বিবেচনায় কামিনী যেমন পাত্রী, বিজয় তেমনি পাত্র; কামিনী যদি আমার কন্যা হতো আমি বিজয়কে দান কত্তেম।

বিদ্যা। মহারাজ বলেন কি, আপনাকেও জাদু কল্যে নাকি? আপনি হাঘরের হস্ত স্পর্শ করে ভাল করেন নি। হা পরমেশ্বর, এমন আশা দিয়ে নিরাশ কল্যে—হয়েছে, আমার রাজশ্বশুর হওয়া হয়েছে!

রাজা। বিদ্যাভূষণ, আমি স্ত্রী পুত্র হত্যা করিছি, আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু কল্য বনে গমন কর্‌বো; সংসার করা দূরে থাকুক সংসারে আর ফিরে আস্‌বো না। আমি বড় রাণীর বিরহে ব্যাকুল হইয়াছি, আমি আর জনসমাজে থাক্‌বো না। আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, কামিনীকে এই মনোহর পাত্রে সম্প্রদান কর।

বিদ্যা। কখন হবে না, কখন হবে না, দোহাই মহারাজের ; হাঘরের ছেলে কামিনীর পাণিগ্রহণ কখন কর্‌তে পাবে না—

বিনায়কের সহিত কামিনী ও আবৃতমুখী তপস্বিনীর প্রবেশ

আমি বলি হাঘরে মাগী আস্‌বে না, মাগী কি একটা নূতন অভিসন্ধি করেছে—মহারাজ, ঐ দেখুন কামিনী সেই আংটি হাতে দিয়ে রেখেচে।

রাজা। দেখি মা কামিনি, তোমার আংটি দেখি। (কামিনীর নিকট হইতে অঙ্গুরী গ্রহণ) তোমায় এ আংটি কে দিয়েছে ?

কামি। বিজয়—তপস্বী দিয়েছেন।

রাজা। (তপস্বিনীর চরণ অবলোকনপূর্ব্বক অঙ্গুরীয় চুম্বন করিয়া) এ আমার অঙ্গুরী, (তপস্বিনীর চরণ ধরিয়া) প্রেয়সি ! অপরাধ ক্ষমা কর ; প্রেয়সি ! অপরাধ ক্ষমা কর ; প্রেয়সি ! অপরাধ ক্ষমা কর ; প্রেয়সি ! অপরাধ ক্ষমা কর ; প্রেয়সি ! তোমার বিরহে আমি বনবাসী হইতেছিলেম—

তপ। (মুখাচ্ছাদন মোচনপূর্ব্বক রাজার হস্ত ধরিয়া) প্রাণনাথ—হৃদয়বল্লভ—জীবিতেশ্বর—আমি তোমায় দেখ্‌তে পেলেম ? দাসী কি আবার পাদপদ্মে স্থান পাবে ! ওটো, ওটো, প্রাণনাথ ওটো।

সকলে। বড় রাণী, বড় রাণী !

রাজা। প্রাণেশ্বরি ! হে পতিরতে প্রমদে, হে সতীত্বময়ি, তোমার অকৃত্রিম প্রগাঢ় পবিত্র প্রণয়ানুরোধে এ পাপাত্মার অপরাধ ক্ষমা কর, এ মূঢ়মতির নৃশংস আচরণ বিস্মৃত হও।

গুরু। মহারাজের অতিশয় ঘর্ম্ম হচ্চে, মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়েচেন ; মা বাতাস দেন।

তপ। (বল্কল দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে)

প্রাণনাথ, দাসীর কোন কথা মনে নাই, এত কাল দাসীর আর কোন চিন্তা ছিল না, কেবল এইমাত্র কামনা করিতেছিল, কত দিনে কি প্রকারে তোমার পদসেবায় অধিকারিণী হবে। হৃদয়বল্লভ, তোমার মুখমণ্ডল দেখে আমার দগ্ধ দেহ শীতল হলো, আমার মৃত প্রাণ সজীব হলো, আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেল না। আমি আপন শরীরে সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারি, আমি তোমার মুখ মলিন দেখ্‌তে পারি নে, তোমার কোন ক্লেশ হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

রাজা। ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার বিবেচনায়, ধিক্ আমার রাজত্বে—আমি এমন সরলা সুশীলা ধর্ম্মপরায়ণা ধর্ম্মপত্নীকে অবমাননা করিয়াছি; আমি এমন পতিপ্রাণা বিশুদ্ধাচারিণী পাটরাণীর অনাদর করিয়াছি, আমি এমন শান্ত-স্বভাবা সুলক্ষণা রাজলক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর ন্যায় অবহেলা করিয়াছিলাম—আহা! আহা! প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হলো, অনুতাপ-অনলে হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল। প্রাণাধিকে, আমি আর এ পাপ দেহ রাখ্‌বো না—আমি আর আমার অপবিত্র হস্ত দ্বারা তোমার পবিত্র চরণ দূষিত করিব না, (চরণ ছাড়িয়া) আমি যে মানসে আজ রাজসভা করিয়াছি, সেই মানসই সমাধান কর্‌বো, আপনাকে আপনি নির্ব্বাসন কর্‌বো।

তপ। (জানু ভর করিয়া উপবেশনানন্তর রাজার হস্ত ধারণপূর্ব্বক) জীবিতনাথ, ধৈর্য্য অবলম্বন কর; দাসীর মিনতি রক্ষা কর; সেবিকার বচনে কর্ণপাত কর—প্রাণেশ্বর, তোমার মুখকমল মলিন দেখে দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি; আমার প্রাণ বিয়োগ হয়ে যাইতেছে! আমি সতের বৎসর মলিন বেশে দেশে দেশে পথের কাঙ্গালিনী হয়ে বেড়াইতেছিলেম, তাতে আমার এত ক্লেশ হয় নি, তোমার মুখচন্দ্র বিবর্ণ দেখে যত ক্লেশ হচ্চে। প্রাণকান্ত, শান্ত হও, আর রোদন কর না;

চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে। প্রাণনাথ, চক্ষের জল মোচন কর, দাসীকে গ্রহণ কর, দাসীকে পদসেবায় নিযুক্ত কর, দাসীর মনোরথ পূর্ণ কর।

রাজা। প্রাণাধিকে, স্নেহময়ি, আমার দোষের কি মার্জ্জনা আছে? তবে তোমার প্রেম বিপুল পয়োধি, তোমার স্নেহের সীমা নাই, এই বিবেচনায় জীবিত থাক্‌তে বাসনা হচ্চে। আমি তোমায় যার পর নাই অসুখী করিচি, কিন্তু তুমি সুখময়ী, তোমার চিত্ত নির্ম্মল, তোমার আত্মা পবিত্র, তুমি সতত আমার সুখ অনুসন্ধান করেচ। তুমি অতঃপরও আমায় সুখী কর্‌বে তার সন্দেহ কি?

বিজয়। (রাজার চরণ ধরিয়া) পিতঃ রোদন সম্বরণ করুন; বাবা আর কাঁদ্‌বেন না; গাত্রোত্থান করুন; রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন; আমি পরমানন্দে মনের সুখে আপনার চরণ সেবা করি। বাবা! আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমার জন্ম সফল হলো, আমার প্রাণ প্রফুল্ল হলো— শিশুকালে যদি কোন দিন আদো আদো বোলে বাবা বল্‌তেম, আমার চিরতুঃখিনী জননীর চক্ষে অমনি শত ধারা বহিত, শ্যামা আমার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধর্‌তো, এমত স্নেহপূর্ণ বিমল বাবা শব্দ আমায় বল্‌তে দিত না; আজ আমার শুভ দিন, আজ আমার জীবন সার্থক, আজ আমি প্রেমাস্পদ পরম উপাস্য পিতার পাদপদ্ম দর্শন কর্‌লেম। আর আমি অনাথ নই, আর আমি বনবাসী নই, আর আমি কাঙ্গালিনীর ছেলে নই, আমি পুত্রগতপ্রাণ পিতাকে প্রাপ্ত হইচি।

রাজা। (বিজয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুখ চুম্বন করিয়া) আহা! যার পুত্র আছে সেই জানে পুত্রমুখ চুম্বন করিলে কি লোকাতীত পরম প্রীতি জন্মায়—(বিজয়ের মুখ চুম্বন) আহা পুত্রের মুখাবলোকন করিলে চক্ষের পল্লব পড়ে না, ইচ্ছা হয়

যাবজ্জীবন স্থির নেত্রে মুত্রচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি। জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত মহিমা, তোমার করুণার শেষ নাই ; হে করুণা-নিধান, দয়াসিন্ধো, মঙ্গলময়, আমার হারাধন বিজয়কে চিরজীবী কর—তুমিই আমার বিজয়ের গৃহধর্ম্মে, রাজকর্ম্মে, প্রজাপালনে উপদেষ্টা হও,—হে অনাথনাথ, তুমিই আমার বিজয়কে এত দিন ভয়াবহ অরণ্যে রক্ষা করিয়াছ, তুমিই আমার বিজয়কে বাঘের মুখ হইতে বাঁচায়ে রেখেচ, তুমিই আমার বিজয়কে দুর্গম বনে আহার দিয়াছ ; হে পতিতপাবন, পাপাত্মার বক্ষে বিজয় এসেছে বলে বিজয়কে কুপথে পতিত কর না। আহা! আমি কি পাষাণহৃদয়, কি নিষ্ঠুর ; আমার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্ররত্ন গহন বনে ভ্রমণ করে বেড়াইতেছিল, আমি সচ্ছন্দে রাজ-অট্টালিকায় বাস করিতেছিলাম ; আমার জীবনাধার অনাহারে দিনপাত করিতেছিল, আমি পরমানন্দে উপাদেয় ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে-ছিলাম ; আমার নবনীর পুতুল পাতা পেতে শুয়ে থাক্‌তো, আমি কনক-পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যেতেম। প্রাণ, ধিক্ তোরে, প্রাণ, তুই পোড়ামাটি, তোতে অণুমাত্র স্নেহরস নাই, তা থাক্‌লে কি তুই নিশ্চিন্ত থাক্‌তিস, যে দিন পতিপ্রাণা প্রমদা পুত্র প্রসব করেছিলেন, সেই দিন আমায় বনে লয়ে যেতিস্, আমি স্বর্ণলতায় মুক্তাফল দেখে চরিতার্থ হতেম।

তপ। প্রাণকান্ত, ক্ষান্ত হও, আর বিলাপ করো না, দাসীর মুখ পানে চাও, অনেক দিনের পর তোমার মুখ দেখে প্রাণ জুড়াই ; তোমার মুখ একবার দেখ্‌লে দাসীর দশ হাজার বৎসরের বনবাস-যাতনা দূর হয়। মুখ তোল, (হস্ত ধরিয়া) ওঠো, ওঠো, প্রাণেশ্বর, গাত্রোত্থান কর ; পরমানন্দে প্রাণপুত্র পুত্রবধূ ক্রোড়ে লও।

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী, রাজলক্ষ্মী, তোমার আগমনে আমার নিরানন্দ ভবন আনন্দময় হলো, তুমি

উপবাসীর মুখে অমৃত দান কল্যে—বাবা বিজয়, (আলিঙ্গন-পূর্ব্বক) আমার বড় সাধের নাম, আমি বিজয় নাম ভাল বাসি বলে প্রমদা তোমায় বিজয় নাম দিয়েচেন। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) মা কামিনি, তুমি আমার স্বর্ণলক্ষ্মী, এমন লক্ষ্মী প্রমদা কি বলে পর্ণকুটীরে রেখেছিলেন! তোমরা দুই জনে রাজসিংহাসনে বসো, আমার এবং পতিরতা প্রমদার চক্ষের সার্থক হক্।

(রাজা, তপস্বিনী, বিজয় এবং কামিনীর সিংহাসনে
উপবেশন, নেপথ্যে হুলুধ্বনি)

তপ। বিজয় আমার, কামিনীর জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়েছিলেন; বিজয় কামিনীকে রাজসিংহাসনে বসায়ে পুলকে পূর্ণিত হলেন, বাবা, কামিনীকে কিসে সুখী কর্‌বেন এই চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন। কামিনী আমার, বিজয়ের সুখে পরম সুখী হয়েছিলেন, পর্ণকুটীর মার রাজসিংহাসন বোধ হয়েছিল।

রাজা। প্রেয়সি, বিজয় আমার যেমন পুত্র, কামিনী আমার তেমনি পুত্রবধূ। জগদীশ্বর আমার মনোরথ পূর্ণ কর্‌লেন। কামিনীর লোকাতীত রূপলাবণ্যের কথা শুনে মনে মনে আক্ষেপ করিতেছিলাম, যদ্যপি পতিপ্রাণা প্রমদার গর্ভজাত পুত্র থাক্‌তো, কামিনীর সহিত বিবাহ দিতাম, আমার সে আশা আজ পূর্ণ হলো।—হে সভাসদ্‌গণ, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, আমার রাজলক্ষ্মী আলয়ে আগমন করেচেন, পুত্র পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে এনেচেন। আজ সকলে পরমানন্দে আমোদ প্রমোদ কর, আমাকে কেহ আজ রাজা বিবেচনা কর না, আমাকে সকলে প্রিয়বয়স্য ভাব, আমাকে সকলে অভিন্নহৃদয় প্রিয় বন্ধু গণ্য কর। হে প্রজাবর্গ, আমার প্রাণাধিকা প্রমদার পুনরাগমনের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ অদ্যাবধি আয়সম্বন্ধীয় করের নিরাকরণ কর্‌লেম।

তপ। প্রাণবল্লভ, লবণ ব্যবসায় রাজার একায়ত্ত হেতু দীন প্রজাগণের যে ক্লেশ, অধীনী কাঙ্গালিনী অবস্থায় বিশেষরূপ অনুভব করেচে, অধীনীর প্রার্থনায় এ নিদারুণ নিয়ম খণ্ডন করে, দীন প্রজাসমূহের অসহনীয় দুঃখভার হরণ কর।

রাজা। প্রেয়সি, তুমি অতি ধন্যা, অতি বিহিত প্রস্তাব করেচ—হে প্রজাবর্গ, তোমাদের সহৃদয়া দয়াময়ী রাজমহিষীর প্রার্থনায় বিজয় কামিনীর প্রকাশ্য পরিণয়ের অধিবাস স্বরূপ অদ্যাবধি লবণ ব্যবসায় সাধারণাধীন কর্‌লেম, আজ হতে এ অকলঙ্ক রাজ্য শশাঙ্কের অঙ্ক স্বরূপ নিদারুণ লবণ নিয়মের অপনয়ন হলো। তোমরা মুক্তকণ্ঠে জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর আমার বিজয় কামিনী দীর্ঘজীবী হন; পরমানন্দে সধর্ম্ম জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, রাজা রাজমহিষীর কৃপায় প্রজার আনন্দের পরিসীমা নাই, প্রজার সুখসাগর উচ্ছলিত হলো; আমরা সকলে সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে অকপট চিত্তে প্রার্থনা করি, রাজা, রাজমহিষী, বিজয়, কামিনী চিরজীবী হন, পরমসুখে রাজ্য ভোগ করুন—আমাদের এ রাজ্য রামরাজ্য, এই রাজ্য যেন চিরস্থায়ী হয়। জয়, বিজয় কামিনীর জয়।

সকলে। জয়, বিজয় কামিনীর জয়।

বিদ্যা। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি! আমার বোধ হয় নিশাতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি।

রাজা। বৈবাহিক মহাশয় বোধ হয় হাঘরে মাগী তোমাকে জাদু করেচে।

বিদ্যা। যাকে জাদু করে সুখী হবেন তাকেই জাদু করেচেন।

তপ। ব্যাই মহাশয়ের অতিশয় ভয় ছিল পাছে সোনা বলে পেতল্ বেচে যাই।

বিদ্যা। ব্যান ঠাকুরুণ, সে বিষয়ে আর কসুর কল্যেন কি—জাদুর জোরে মহারাজকে পতি কল্যেন, তপস্বিনীর পুত্রকে রাজপুত্র কল্যেন, আমার জীবনসর্ব্বস্ব কামিনীকে পুত্রবধূ কর্‌লেন। যে মহিলা মুহূর্ত্ত মধ্যে পতি পুত্র পুত্রবধূ বেষ্টিতা হয়ে রাজসিংহাসনে বসিতে পারে সে জাদু জানে তার সন্দেহ কি।

মাধ। রাম বলো, আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লো, বনে যেতে হবে না। উদর! আনন্দে নৃত্য কর, ছানাবড়া রসগোল্লার বিরহ-যন্ত্রণা তোমার ভোগ করিতে হবে না—আঃ বড় রাণীর আগমনে পেট ভরে খেয়ে বাঁচ্‌বো।

তপ। মাধব, এত দিন কি উপবাস করেছিলে?

মাধ। উপবাস না হোক, উপবাসের বৈমাত্র ভ্রাতা হয়েছিল—এ সকল উদরে গুণে মণ্ডা দেওয়া উপবাসের বৈমাত্র ভাই অর্থাৎ প্রায় উপবাস। আগোণা মণ্ডা ব্যতীত এ উদরের মনও ওঠে না টোলও ওঠে না।

জল। যখন হোঁদোলকুঁৎকুঁতের বাচ্ছা ধরা পড়েচে, তখনি আমি জানি মহারাজের শুভ দিন উপস্থিত।

রাজা। কোই জলধর হোঁদোলকুঁৎকুঁতের বাচ্ছা তো ধরা পড়ে নি, হোঁদোলকুঁৎকুঁতের ধাড়ী ধরা পড়েছিল।

জল। মহারাজ, মেঘ চাইতে জল, একজন হারায়ে তিন জন পেলেন।

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুন।

রাজা। কে শ্যামা, আজো বেঁচে আছ, তুমি কি প্রমদার সঙ্গিনী হয়েছিলে?

শ্যামা। তা নইলে কি আপনার স্ত্রী পুত্র জীবিত পেতেন, আমি কত কষ্টে বিজয়কে বাঁচ্‌য়েচি।

তপ। প্রাণেশ্বর, শ্যামার ধার কিছুতেই পরিশোধ হবে না।

রাজা। প্রেয়সি, শ্যামা যাকে ভাল বাসে, যে শ্যামাকে মাধবীলতা নাম দিয়াছে, শ্যামা তাকে পাবে, শ্যামাকে পরম সুখী কর্‌বো, আমার প্রিয় মাধবের সহিত শ্যামার বিয়ে দেব, শ্যামা প্রকৃত মাধবীলতা হবে। মাধব "মাধবীলতা বিরহে মরে ভূত হয়ে আছে"।

[সলাজে শ্যামার প্রস্থান।

মাধব। লোকের পাতা চাপা কপাল, আমার পাতর চাপা কপাল; অনেক দিন পরে পাতরখানি প্রস্থান কল্যেন।—মন্ত্রি-মহাশয় দেখ দেখি আমার কপালটা চিক্ চিক্ কচ্চে বটে?

শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল গুঞ্জরিল অলি,
সরভাজা, মতিচুর, শামলী ধবলী।

বিদ্যা। আপনারা অন্তঃপুরে আগমন করুন, আপনাদের দর্শন করে আমার স্বর্ণপ্রতিমা সুরমা চরিতার্থ হন।

তপ। চল নাথ, প্রাণনাথ অন্তঃপুরে যাই,
সুরমা বিয়ানে হেরি জীবন জুড়াই।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো

দীনবন্ধু মিত্র

[১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫০
দ্বিতীয় মুদ্রণ— ভাদ্র ১৩৫৭
মূল্য পাঁচ সিকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
৫—১০।১১।১৯৫০

ভূমিকা

'নবীন তপস্বিনী নাটক' প্রকাশ করিবার দীর্ঘ তিন বৎসর পরে দীনবন্ধু 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো' প্রকাশ করেন। 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই প্রকাশিত হইয়াছিল; কারণ, ঐ বৎসরের ২১এ জুলাই তারিখের *The Bengalee* সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই পুস্তকের আলোচনা-প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, তিন মাস পূর্ব্বে এই সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। দীনবন্ধুর জীবিতকালে ইহার দুইটি সংস্করণ হয়। ১২৭৮ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই বর্ত্তমান গ্রন্থাবলী সংস্করণে গৃহীত হইয়াছে।

'রহস্য-সন্দর্ভে' (৩ খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২) মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রহসনখানির উচ্চপ্রশংসামূলক সমালোচনা প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করেন। তিনি লেখেন—

> ইতঃপূর্ব্বে মিত্র বাবু "নবীন তপস্বিনী" ও অপর একখানি [নীলদর্পণ] নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গালী পাঠকমণ্ডলীর নিকট বিশিষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন; অধুনা এই নূতন প্রহসনে সে সমাদরের সম্যক্ উন্নতি হইবারই সোপান হইয়াছে।...ঐশী শক্তি না থাকিলে যে প্রকার প্রকৃত কবি হওয়া অসাধ্য, বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনা শক্তি, ও রসবোধ, ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা না থাকিলে সেই রূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করাও দুষ্কর।...ইহা পরম আহ্লাদের বিষয় যে, মিত্র বাবু এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। তেঁহ অশ্লীল কাব্যে হাস্য জন্মাইবার চেষ্টা এক বার মাত্রও করেন নাই; অথচ তাঁহার রচনা বিশিষ্ট হাস্যদ্যোতক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো' দীনবন্ধুর সর্ব্বপ্রথম প্রহসন। নিঃসন্দেহে ইহা মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র আদর্শে রচিত

হইয়াছিল। মধুসূদনই এই জাতীয় প্রহসন রচনার পথপ্রদর্শক। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে—

> "বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো"ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলিয়াছেন, "'সধবার একাদশী' 'বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো'র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা তৎপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।" কিন্তু আমাদের মতে 'সধবার একাদশী'কে আরও পরিণত রচনা বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতার চোরবাগানে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পূজার সময় সম্ভবতঃ 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো'র সর্ব্বপ্রথম অভিনয় হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি ইহার অভিনয় করেন। সুবিখ্যাত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী রাজীবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া এই চরিত্রটিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো

[১২৭৮ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

স্বদেশানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

প্রণয়পারাবারেষু

প্রিয়বন্ধু শারদাপ্রসন্ন !

মদীয় দীনধাম ভবদীয় কনক নিকেতনের নিকট নিবন্ধন বাল্যকালাবধি তোমার সহিত আমার অকৃত্রিম বন্ধুতা ; তুমি সহস্র কর্ম্ম পরিহার পুরঃসর আমার পরিতোষ সাধন করিতে পরাঙ্মুখ নও। প্রথম দর্শনাবধি তুমি আমায় এতই ভাল বাস, তোমার নিতান্ত বাসনা আমি সতত তোমার নিকট থাকি কিন্তু কার্য্যগতিকে সে স্নেহগর্ভ বাসনার সম্পাদন অসম্ভব। যাহাকে ভাল বাসা যায় তৎসম্বন্ধীয় কোন বস্তু নিকটে থাকিলে কিয়দংশে মনের তৃপ্ততা জন্মে—এই প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া নির্দ্দোষ-আমোদপ্রদ মৎপ্রণীত এতৎ প্রহসনটি তোমার হস্তে ন্যস্ত করিলাম। ইতি

দর্শনোৎসুকমনাঃ

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নসিরাম এবং রতা নাপ তের প্রবেশ

নসি। বুড়ো ব্যাটা বিশ্বনিন্দুক।

রতা। কেশব বাবুকে সকলেই ভাল বলে, কেবল বুড়ো ব্যাটা গালাগালি দেয়। বলে কালেজে পড়ে যখন জলপানি পেয়েচে তখন ওর আর জাত কি ?

নসি। মাতার উপর শকুনি উড়চে, তবু দলাদলি কত্তে ছাড়ে না। আর বৎসর বাগান বেচে দলাদলি করেছিল; স্কুলে একটি পয়সা দিতে হলে বলে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কোথা হতে টাকা দেব ?

রতা। চক্রবর্ত্তীরে ওর জামাইয়ের বাড়ীতে বগ্‌নো দেই নি বলে তাদের বাড়ী খেতে গেল না, ওদের পাড়ার কাকেও যেতে দিলে না, দু-শ লোকের ভাত পচালে।

নসি। ওর জামাইয়ের বাড়ী হলো ভিন্ গাঁয়, তাকে বগ্‌নো দেবে কেন ? তাকে দিতে গেলে আর এক-শ লোককে দিতে হয়।

রতা। কেশব বাবুর বাপ যদি ঘোষদের রক্ষা না কত্তেন তবে ব্যাটা তাদের জাত মেরেচিলো।

নসি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, রাজীব মুখুয্যে না মলে দেশের নিস্তার নাই। ভুবনের মামাদের এক বৎসর একঘরে করে রেখেচে। তাদের অপরাধ তো ভারি—কালী ঘোষের ছেলে ক্রিস্‌চান হতে গিয়ে ফিরে এসেছিল, তা কালী ঘোষের জাত না মেরে তারে সমাজভুক্ত করে রেখেচে।

রতা। কাল ব্যাটার ভারি নাকাল করিচি—দশ গণ্ডা কাগের ডিমের শাঁস ওর মাতায় ঢেলে দিইচি।

নসি। কখন ?

রতা। কাল প্রাতঃস্নান করে নামাবলিখানি গায় দিয়ে যেমন বাড়ী ঢুক্‌বে, আমি ওদের পাঁচিলের উপর থেকে এক হাঁড়ি শাঁস ঢেলে দিয়ে পালিয়েছিলেম ; ব্যাটা আবার নেয়ে মরে। কত গালাগালি দিলে কিন্তু আমায় দেখ্‌তে পাই নি।

নসি। ভুবন বড় মজা করেচে—বুড়ো ধুতি নামাবলি রেখে স্নান কত্তেছিল, এই সময়ে পাঁটার নাড়িভুঁড়ি নামাবলিতে বেঁধে রেখে পালিয়েছিল। বুড়ো নামাবলি গায় দিতে গিয়ে কেঁদে মরে, বল্যে এ রতা নাপ্‌তে করে গিয়েচে।

রতা। ব্যাটার আমার উপর ভারি রাগ। যে কিছু করুক আমারে দোষে, বলে নাপ্‌তের ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে বিপরীত ফল ঘটে।

ভুবনমোহনের প্রবেশ

ভুব। ওহে ইনিস্পেক্‌টার বাবু এসেচেন, কাল আমাদের পরীক্ষা হবে।

নসি। আমাদের পুরাণো পড়া সব দেখা আছে।

ভুব। আমি বিশেষ মনোনিবেশ ক'রে পড়াগুলিন দেখ্‌বো।

রতা। দেখ ভাই, পণ্ডিত মহাশয় আমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করেন, আমরা যদি ভাল পরীক্ষা না দিতে পারি তবে তিনি বড় দুঃখিত হবেন।

ভুব। রাজীব মুখুয্যে ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে দেখে বড় রাগ করেচে, বল্যে এই ক্রিস্‌চান ব্যাটা এয়েচে।

নসি। ব্যাটা ইনিস্পেক্‌টার বাবুর উপর এত চট্‌লো কেন ?

রতা। ইনিস্পেক্‌টার বাবুর সহিত এক দিন বিধবাবিবাহ উপলক্ষে তর্ক হয়েছিল, তাতে অনেক বিচারের পর ইনিস্পেক্‌টার বাবু বলেছিলেন, "আপনার ষাট বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে অধীর হয়ে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েছেন, অতএব আপনার পোনের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না বিবেচনা করে দেখুন।" ব্যাটার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, গলাবাজিতে যা কত্তে পারে; আর মুখখানি মেচোহাটা, ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে যা না বলবের তাই বল্যে।

নসি। আমি সেখানে থাক্‌লে বুড়োর গলায় জয়ট্যাম্‌টেমি বেঁধে দিতেম।

রতা। যদি পরমেশ্বরের কৃপায় কাল পরীক্ষা ভাল দিতে পারি, তবে বুড়োরি এক দিন আর আমারি এক দিন।

ভুব। ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে সন্তুষ্ট কত্তে না পার্‌লে কোন তামাসা ভাল লাগ্‌বে না।

নসি। কলিকাতায় ছাত্রেরা পরীক্ষার পর বিল্‌বর্টের বাজি দেয়, আমরা পরীক্ষার পর রাজীব মুখুয্যের বাজি দেব।

ভুব। সে সাপটা আছে তো ?

রতা। সব আছে, পরীক্ষাটি শেষ হোক্‌ না।

নসি। কি সাপ ?

রতা। সোলার সাপ।

নসি। তাতে কি হবে।

রতা। দুটি বাবলার কাঁটা আর একটি সোলার সাপে বুড়োর সর্ব্বনাশ কর্‌বো—যে রতার কথা সইতে পারে না, সেই

রতার চড় খাবে আরো বল্‌বে লাগে না। লোকে জানে বাবা যে সর্পের মন্ত্র জান্‌তেন তা মরবের সময় আমায় দিয়ে গিয়েচেন বুড়োরে সাপে কাম্‌ড়ালে কাজেই আমায় ডাক্‌বে,—আমি চপেটাঘাতে নির্ব্বিষ করবো।

গোপালের প্রবেশ

গোপা। বড় মজা হয়েচে, রাজীব মুখুয্যের খ্যাপান উঠেচে—

রতা। কি খ্যাপান?

গোপা। "পেঁচোর মা" বল্যেই ব্যাটা তাড়িয়ে কাম্‌ড়াতে আসে।

নসি। কেন?

গোপা। পেঁচোর মা বুড়োর মেয়ের সঙ্গে কথা কইতেছিল, বুড়ো ঘরে ভাত খাচ্চিল, কথায় কথায় পেঁচোর মা রামমণিকে বল্যে, তোমার বাপের চেয়ে আমার বয়স কম, বুড়ো ওমনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো, ভাতগুলিন পেঁচোর মার গায় ফেলে দিলে, আর এঁটো হাতে মাগীর পিটে চাপড় মাত্তে লাগলো, মায়েশের রথের লোক জমে গেল। বুড়ো বল্‌তে নাগ্‌লো "দেখ দেখি আমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে, বেটী এখন কি না বলে আমি ওর অপেক্ষা বড়, আমি যখন পাঠশালে লিখি তখন বেটীকে ঐরূপ দেখিচি।"

নসি। কোন্ পেঁচোর মা?

গোপা। রাম্‌জি ডোমের মাগ—রামজি মরে গিয়েচে, মাগী একা আছে, কেউ নাই, কেবল একটি ধাড়ী শূকর নিয়ে থাকে।

রতা। দুজনেরি বয়স এক হবে।

গোপা। যদি কেহ বলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পেঁচোর মার

বয়স কম, বুড়ো ওমনি গালে মুখে চড়ায় আর তাড়িয়ে কাম্‌ড়াতে আসে; এখন অধিক বল্‌তে হয় না; শুধু পেঁচোর মা বল্যেই হয়।

নেপথ্যে। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

রাজীব মুখোপাধ্যায় এবং দশ জন বালকের প্রবেশ

রাজী। যম নিদ্রাগত আছেন, এত বালক মর্‌চে তোমাদের মরণ হয় না—কি বল্‌বো দৌড়াতে পারি নে, তা নইলে একটি একটি ধরি আর খাই।

বালকগণ। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥
বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

নসি। যা সব স্কুলে যা, বেলা হয়েচে, ইনিস্পেক্‌টার্‌ বাবু এয়েচেন, সকালে সকালে স্কুলে যা।

(বালকদের প্রস্থান)

মহাশয়ের অদ্য স্নানে অধিক বেলা হয়েচে, নানান্‌ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন।

রাজী। আমাকে পাগল করেচে।

নসি। অতি অন্যায়, আপনি বিজ্ঞ, গ্রামের মস্তক, আপনার সহিত তামাসা করা অতি অনুচিত। মহাশয়ের গৃহ শূন্য হওয়াতে সকলেই দুঃখিত।

রাজী। তুমি বাবু আমার বাগানে যেও, তোমাকে পাকা আতা আর পেয়ারা পাড়্‌তে দেব।

রতা। যে মেয়েটি স্থির হয়েচে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁদ পর্য্যন্ত হবে।

রাজী। কোন্ মেয়েটি ?

রতা। আজ্ঞা—ঐ পেঁচোর মা।

রাজী। দূর ব্যাটা পাজী গর্ভস্রাব, যমের ভ্রম—ভাঁড় হাতে করগে, তোর লেখা পড়া কাজ কি। দেখি তোর কাকা জমিগুলো কেমন করে খায়, রাজীব এমন ঠক্ নয় এখনি নায়েবকে বলে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। পাজি—আঁস্তাকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায়।

(সরোষে রাজীবের প্রস্থান)

নসি। বেশ তৈয়ের হয়েচে।

গোপা। বিয়ের নামে নেচে ওঠে—কনক বাবুর বাগানের কাছে ওর চার বিঘা ব্রহ্মত্বর জমি ছিল; রায় মহাশয় সেই জমি কয়েকখানার দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাইলেন তবু দিলে না, রামমণি কত উপরোধ করলে কিছুতেই শুনলে না; তার পর রতা শিখায়ে দিলে, বিয়ের সম্বন্ধ করে দেব স্বীকার করুন জমি অমনি দেবে। রায় মহাশয় তাই করে জমি হস্তগত করেচেন কিন্তু তার উচিত মূল্যের অধিক দিয়াছেন।

রতা। এখন বড় মজা যাচ্ছে—ব্যাটা দু বেলা লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চে বিয়ের কি হলো। কনক বাবু আমায় বলেচেন একটা গোলমাল করে ব্রাহ্মণের ভ্রম ভঙ্গ করে দাওগে। আমি কি কর্‌বো কোন উদ্দেশ পাচ্চি নে।

ভুব। বাবা যে দুঃখিত হন, তা নইলে ওর পানের ডিবের ভিতর আমি কেঁচো পূরে রাখতে পারি।

রতা। তোমাদের কারো কিছু কত্তে হবে না, একা রতা ওর মাতা খাবে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দরজার ঘর

রাজীব আসীন

রাজী। পেঁচোর মা বেটীই আমাকে বুড়ো করে তুলেচে, গ্রামময় রাষ্ট্র করে দিয়েচে ওর যখন বিয়ে হয় আমি তখন মল্লিকদের বাড়ী গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করি—কি ভয়ানক কথা ব্যক্ত করেছে, আমার কলোপ, কালাপেড়ে ধুতি, কৌশল সব বৃথা হলো—এ কথা মনের ভিতর আন্দোলন করিলেও হানি হতে পারে। মন! প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হও, বিবেচনা কর আমি বিশ বৎসরের নবীন পুরুষ, আমি ছোলাভাজা কড়্‌মড়্‌ করে চিবিয়ে খেতে পারি, আমি দৌড়ে বেড়াতে পারি, আমি সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে পারি, আমি ষোড়শী প্রেয়সীকে অনায়াসে কোলে তুলে লতে পারি। বেটীকে দেখ্‌লে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়, তা নইলে কিছু টাকা দিয়ে বেটীকে বল্‌তে বলি পেঁচো যেবার মরে সেই বার আমি হই—আবার ভারত ছাড়া বেটীর নাম কচ্চি, বেটীর মুখভঙ্গিমা মনে হলে হৃৎকম্প হয়। (দরোজায় আঘাত) কে—ও, ঠক্‌ ঠক্‌ করে ঘা মারে কে—ও।

নেপথ্যে। আমরা ছুটি অতিথি।

রাজী। এখানে না, এখানে না, মেয়েমানষের বাড়ী।

নেপথ্যে। আজ্ঞা, সন্ধ্যা হয়েচে, আমরা কোথা যাই, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের স্থান দেন।

রাজী। কি আমার সন্ধ্যা হয়েচে গো—যা বাবু স্থানান্তরে যা, আমার বাড়ী লোক নাই, জন নাই, করে কর্ম্মে কে। আমি বুড়ো হাবড়া—(জিব কেটে স্বগত) এই জন্যে ও সকল কথা

আন্দোলন কত্তে চাই নে, দেখ দেখি আপনিই "বুড়ো হাবড়া" বলে ফেল্যেম্।

নেপথ্যে। আমাদের কিছু চাল ডাল দেন, আমরা স্থানান্তরে পাক করে খাইগে, আমরা নিঃসম্বল, চাল ডাল দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন, আমরা দিবসে চিড়ে খেয়ে রইচি।

রাজী। দূর হ ব্যাটারা, দূর হ এখান থেকে—অতিথি ব'লে আসেন তার পর চুরি করে সর্ব্বস্ব লয়ে যান।

নেপথ্যে। আপনার বোধ করি কখন কিছু চুরি হয় নি।

রাজী। হোক্ না হোক্ তোর বাবার কি, পাজী ব্যাটারা, গোচর ব্যাটারা।

নেপথ্যে। নরপ্রেত, এই সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণ দুটোকে কিঞ্চিৎ অন্নদান কত্তে পাল্যে না। চল অপর কোন বাড়ী যাওয়া যাক্।

রাজী। রামমণি বড় সন্তুষ্ট হয়েচে, কনক বাবুকে জমি চারখান ছেড়ে দেওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েচে, এখন কনক বাবু আমাকে সন্তুষ্ট করেন তবেই সকলের সন্তোষ, নইলে ঘর দরোজায় আগুন লাগাবো। কনক রায় তেমন লোক নয়, একটি মেয়ে স্থির কর্‌বেই, ক্ষমতা কত, মান কেমন, কনকের প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। (দরোজায় আঘাত) ঠক্, ঠক্, ঠক্, রাত্রিদিনই ঠক্, ঠক্—(দরোজায় আঘাত) আবার ঠক্ ঠক্, কচ্চিই ঠক্ ঠক্ (দরোজায় আঘাত) কে—ও, কথা কয় না কেবল ঠক্ ঠক্ (দরোজায় আঘাত) দরোজাটা ভেঙ্গে ফেল্যে, কে ও, রামমণিকে ডাক্‌বো না কি? গিয়েচে ব্যাটারা; রতা ব্যাটা আমার পরমশত্রু, ব্যাটারে কি করে শাসিত করি তার কিছু উপায় দেখি নে।

নেপথ্যে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলয়ে

আছেন? ওহে বাপু তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে আমরাও এক কালে ওরূপ অধ্যয়ন করিচি, পড়ায় এত মন দিয়েচ, আমার কথা শুন্‌তে পাচ্চো না?

রাজী। (স্বগত) এ ঘটক, আমাকে বালক বিবেচনা করেচে, আমায় কিছু দেখ্‌তে পাই নি, কেবল কাপড়ের পাড় দেখতে পেয়েচে। (প্রকাশে) আপনি কার অনুসন্ধান কচ্যেন মহাশয়?

নেপথ্যে। আমি রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসন্ধান কচ্চি।

রাজী। কি জন্যে?

নেপথ্যে। দ্বার মোচন করুন, তার পরে বল্‌চি।

রাজী। কি জন্য এসেচেন, আর কার নিকট হতে এসেচেন, না বল্যে আমি কখনই পড়া ছেড়ে উট্‌তে পারি নে—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

নেপথ্যে। বাবুজী, রাজীব বাবুর সম্বন্ধের জন্যে আমাকে কনক বাবু পাটিয়েচেন,—আমি ঘটক।

রাজী। "কিবা রূপ, কিবা গুণ, কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট॥"

নেপথ্যে। নবীন পুরুষেরা স্বভাবতঃ কবিতাপ্রিয়—আমি প্রেমাস্পদ, রাজীবের বিচ্ছেদসন্তপ্ত চিত্তে প্রেমবারি বর্ষণ কত্তে আমার আগমন।

রাজী। (স্বগত) এই সময় আমার স্বকৃত নবীন কবিতাটা কেন শুনিয়ে দিই না। (প্রকাশে)

পীরিতি তুল্য কাঁটায় কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥

পঙ্কজ মূল ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাগ না যদি রাগে॥
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

নেপথ্যে। আপনার অতি সুশ্রাব্য স্বর—আপনি কপাট উদ্ঘাটন করুন, আমি ভিতরে গিয়ে আপনার নবীন মুখচন্দ্রের অমৃত পান করে পরিতৃপ্ত হই।

রাজী। যে আজ্ঞা। (কপাট উদ্ঘাটন, ঘটকের প্রবেশ, পুনর্ব্বার দ্বার রোধ)

ঘট। আমি অধিক ক্ষণ বস্‌তে পার্‌বো না, আপনার দেশ বড় মন্দ, বালকেরা আমাকে বিদেশী দেখে গায় ধূলা দিয়েচে, আমি ওপাড়ায় আর যাব না।

রাজী। মহাশয়, আপনার বাড়ী আপনার ঘর, এখানে থাক্‌বেন, আপনার অপর স্থানে যেতে হবে না।

ঘট। রাজীব বাবুকে একবার সংবাদ দেন।

রাজী। আজ্ঞা আমারই নাম রাজীবলোচন—ও রামমণি, রামমণি, ওরে কলকেডায় একটু আগুন দিয়ে যা—(তামাক সাজন) পিতা, ভ্রাতার পরলোক হওয়াতে সকল ভার আমার কোমল স্কন্ধে পড়েচে। আপনার মধ্যাহ্নে আহার হয়েছিল কোথায়?

ঘট। কনক বাবুর বাড়ী—আমি আপনাকে মূলকাটিতে একটা কথা বলি, আপনি কাহারো তামাসা ঠাট্টায় ভুলবেন না —এ সম্বন্ধে আপনাকে অনেকে ভাংচি দেবে, আপনার আত্মীয়

বন্ধু সকলেই এ সম্বন্ধে অসম্মত হবে, আর বল্‌বে পাঁচ ব্যাটা গাঁজাখোরে পিতৃহীন বালকটিকে নষ্ট কচ্চে।

রাজী। আপনি আমার পরম বন্ধু, আমি কারো কথা শুনবো না, লোকে সহস্র বার নিষেধ কল্যেও ফির্‌বো না, আপনি যে পথে যেরূপে লয়ে যাবেন সেই পথে সেইরূপে যাবো; আমি মুরুব্বিহীন, আপনাকে আমি মুরুব্বি কল্যেম।

ঘট। আপনার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম—বয়স আপনার এমন অধিক কি, আপনার পিতার ধীশব্দ নাম, অতুল্য ঐশ্বর্য্য, কুলীনের চূড়ামণি, অতি শিশুকালে বিয়ে দিয়েছিলেন তাই আপনাকে দোজবরে বল্‌তে হচ্চে, নচেৎ এমন বয়সে কত আইবুড়ো ছেলে রয়েচে—এই যে কনক বাবুর পুত্রের বয়স ষোল বৎসর, এক্ষণে তাঁর পুত্রবধূর—পরমেশ্বর করেন না হয়—মৃত্যু হলে কি তাঁর পুত্রকে দোজবরে ব'লে ঘৃণা করবো? কন্যা-কর্ত্তারা সকল ভার আমাকে দিয়েচেন, এক্ষণে, এ পক্ষের মতের স্থিরতা জান্‌তে পার্‌লে লগ্ন নির্ণয় করে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা যায়।

রাজী। এ পক্ষের মতামত কি? মহাশয় সে পক্ষের ভার লয়েচেন, এ পক্ষের ভারও মহাশয়ের উপর—ভাষা কথায় বলে "বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী" আপনিও তাই।

ঘট। আমি আপনার কবিতাশক্তিতে আরো সন্তুষ্ট হইচি; আপনার শাশুড়ীর ইচ্ছে একটি সুরসিক জামাই হয়, যেমন মেয়েটি চট্‌পটে, হেঁয়ালির হারে কথা কয়, তেমনি একটি রসিকের হাতে পড়ে।

রাজী। মেয়েটির বয়স কত?

ঘট। এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না, মেয়েটি তের উৎরে চোদ্দয় পড়েচে—ভদ্রলোকের ঘরে অভিভাবক না

থাকা বড় ক্লেশ, তোমার শ্বশুর, টাকা গহনা সব রেখে গিয়েচেন, তবু যোটাযোট করে এমন লোক নাই ব'লে এত দিন অবিবাহিতা রয়েচে—বাপু তুমি এখন আপনার জন, তোমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কি, মেয়ের স্ত্রীসংস্কার হয়েচে।

রাজী। ভালই ত, তাতে দোষ কি, তাতে দোষ কি ?

ঘট। তাও যে বয়সগুণে হয়েচে তা বোধ হয় না—চম্পক আমাদের স্বভাবতঃ হৃষ্টপুষ্ট, বিশেষ আতুরে মেয়ে, পাঁচ রকম খেতে পায় তাইতে তের বৎসরে ও ঘটনা ঘটেচে।

রাজী। মহাশয় লজ্জিত হচ্চেন কেন, আমি এরূপই ত চাই। আমি ত আর পঞ্চম বৎসরের বালকটি নই! বিশেষ আমার সংসারে গিন্নি নাই, মেয়ে বয়স্থা হলে আমার নানারূপে মঙ্গল।

ঘট। আপনার যেমন মন তেমনি ধন মিলেচে।

রামমণির আগুন লইয়া প্রবেশ

রাম। (কলিকায় আগুন দিয়া) বাবা দুদ গরম করে আন্‌বো ?

রাজী। (মুখ খিঁচিয়ে) বাবা দুদ গরম করে আন্‌বো, পাজি বেটী, আঁটকুড়ীর মেয়ে (মুখ খিঁচিয়া) ওঁয়ার বাবাকেলে বাবা।

রাম। বুড়ো হলে বাহাত্তুরে হয়, শূলের ব্যথায় মচ্চেন, দুদ—

রাজী। তোর সাত গোষ্টির শূল হোক্—পাজী বেটী, দূর হ এখান থেকে, কড়ে রাঁড়ী, আমার বাড়ী তোর আর জায়গা হবে না, তোর ভাতারের বাবা রাখে ভাল, না হয় নতুন আইন ধরে বিয়ে কর গে।

রাম। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেচে, (রোদন) হা পরমেশ্বর! বিধবার কপালেও এত যন্ত্রণা লিখেছিলে, দাসীর মত খেটেও ভাল মুখে দুটো অন্ন পাই নে—বাবা আমি তোমার—

রাজী। আ মলো আবার বল্‌তে নাগলো—ওরে বাছা তুই বাড়ীর ভিতর যা, একজন ভিন্নদেশী লোক রয়েচে, একটু লজ্জা কত্তে হয়।

রাম। আমার তিন কাল গেচে, আমার আবার লজ্জা কি, আমার যদি গণেশ বেঁচে থাক্‌তো ওঁর চেয়ে বড় হতো।

রাজী। বেটী পাগলের মত কি আবোল তাবোল বক্‌তে লাগ্‌লো, তোর কি ঘরে কাজ নেই।

রাম। ব্যথা আজ্ ধরি নি?

রাজী। আজো ধরি নি, কালো ধরি নি, কোন দিনও ধরি নি—তোর পায় পড়ি বাছা, তুই বাড়ীর ভিতর যা।

রাম। মা গো, খেতে বল্যে মাত্তে ধায়।

(প্রস্থান)

রাজী। যেমন মা তেমনি মেয়ে।

ঘট। মেয়েটি অতি ব্যাপিকা—আপনাকে পিতা সম্বোধন কল্যে না?

রাজী। (স্বগত) এই বুঝি কপালে আগুন লাগে।

ঘট। কামিনীটি কে মহাশয়?

রাজী। আমার সতীনঝি—না, আমার সাবেক স্ত্রীর মেয়ে।

ঘট। মহাশয় আমার পরিশ্রম বিফল হলো।

রাজী। কেন বাবা, অমঙ্গল কথা বল্যে কেন?

ঘট। উটি তো আপনার মেয়ে?

রাজী। ঘটকরাজ—

ডুবিয়ে সলিল যদি সীমন্তিনী খায়,
শিবের অসাধ্য, স্বামী দেখিতে না পায়,
ছেলে হয়, গুপ্ত কথা কিন্তু চাপা থাকে ;
কার ছেলে, কার বাপে, বাপ্ বলে ডাকে।
কামিনী কুমার বটে নিশ্চয় বিচার,
স্বামীর সন্তান বলা লোকে লোকাচার।—
মেয়েটি আমার আমি বলিব কেমনে ?

ঘট। মেয়েটির জন্ম তো আপনার বিবাহের পর।

রাজী। তারই বা নিশ্চয় কি—ব্রাহ্মণের ঘরে, মহাশয় তো জ্ঞাত আছেন, মেয়ের বয়স দশ বৎসর তখনও গর্ভধারিণীর বিবাহ হয় নি।

ঘট। তবে ব্রাহ্মণী কি এই মেয়ে কোলে করে পাক্ ফিরেছিলেন ?

রাজী। কোলে করে ফিরেচেন, কি হাত ধরে ফিরেচেন তা কি আমার মনে আছে। সে কি আজ্‌কের কথা তা আমি তোমায় ঠিক্ করে বল্‌বো, আমার বিবাহের দিন পলাসির যুদ্ধ হয়—ঘটক বাবা, বলে ফেলিচি তার আর কি হবে, বাবা তুমি জান্‌লে জান্‌লে, শাশুড়ী ঠাকুরুণকে এ কথা বল না, তোমারে খুশী কর্‌বো, তোমাকে বিদেয় কত্তে আমি দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি বেচ্‌বো—সাত দোহাই বাবা মনে কিছু কর না, আমি পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণ বালক সকল ভার তোমার উপর, তুমি ওঠ্ বল্‌লে উঠ্‌বো, বস্ বল্‌লে বস্‌বো।

ঘট। আপনি স্থির হন, আমি এমন ঘটক নই যে ঐ মাগী আপনার মেয়ে বলে আমি বিয়ে দিতে পার্‌বো না ? ওর মা যদি আপনার মেয়ে হয় তা হলেও পিচ্‌পা নই।

রাজী। আচ্ছা, আচ্ছা,—বাবা বাঁচালে, আমি বলি তুমি বুঝি রাগ কল্যে।

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার এক ভয় আছে।

রাজী। কি ভয়? ওরে আবার ভয় কি?

ঘট। উনি পাছে আপনার নববিবাহিতা প্রণয়িনীকে তাচ্ছিল্য করে মা না বলেন।

রাজী। অবশ্য বল্‌বে। আমার মেয়ে আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বে না!

ঘট। সেটি যাচাই না করে আমি কথা স্থির কত্তে পারি না। কারণ আমাদের মেয়েটি অতিশয় অভিমানিনী, উনি যদি মা না বলেন তা হলে সে অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে মত্তে পারে।

রাজী। আমি এখনি যাচাই করে দিচ্চি ও—রামমণি! ও রামমণি—ওরে বাছা আর একবার বাহিরে এস।

রামমণির প্রবেশ

রাম। আমায় আবার ডাক্‌চো কেন? যে গাল দিয়েছ, তাতে কি মন ওটে নি?

রাজী। না মা তোমাকে কি আমি গাল দিতে পারি! তোমার জন্যে সংসারে মাথা দিয়ে রইচি—তবে একটা কথা বল্‌ছিলাম কি—আমি যদি আবার বিয়ে করি তোমার যে নূতন মা হবে, তাকে তুমি মা বলে ডাক্‌বে কি না?

রাম। তোমার বিয়েও যেমন হবে, আমিও তেমনি মা বলে ডাক্‌বো। বুড়ো হয়ে বাহাত্তুরে হয়েছেন—রাতদিন বিয়ে বিয়ে করে মর্চ্চেন।

রাজী। কি কথায় কি জবাব। ভাল মুখে একটা কথা বল্লেম, উনি আমার গায় এক হাতা আগুন ফেলে দিলেন।

এখন স্পষ্ট করে বল, আমি যারে বিয়ে কর্‌বো তুমি তাকে মা বল্‌বে কি না ?

রাম। আমি আঁশবঁটি দিয়ে তার নাক কেটে দিব, আর তারে পেত্নী বলে ডাক্‌বো।

রাজী। তোর ভাল চিহ্ন নয়, আমাকে রাগাচ্চিস, আপনার মরবার পথ কচ্ছিস্। আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বি কি না বল্ ?

রাম। বল্‌বো না। কখনো বল্‌বো না! তোমার যা খুসি তাই করো।

রাজী। বল্‌বি নে—

রাম। না।

রাজী। বল্‌বি নে—

রাম। না।

রাজী। তোর বাপ যে সে বল্‌বে! বেরো বেটী এখান থেকে—মাকে মা বলবেন না। হাজার বার বল্‌বি। তুই তো তুই তোর বাপ যে সে বল্‌বে।

(রামমণির বেগে প্রস্থান)

ঘট। এ তো ভারি সর্ব্বনাশ দেখচি।

রাজী। না বাবা—এতে ভয় পেয়ো না। ব্রাহ্মণী বাড়ী আসুক আমি যেমন করে পারি মা বলিয়ে দেব।

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার আর এক ভয় আছে।

রাজী। আর কি ভয় ?

ঘট। উনি যে ব্যাপিকা উনি অনেক ভাংচি দেবেন ; উনি বলবেন মিছে সম্বন্ধ, মিছে বিয়ে, বাজারের বেশ্যা ধরে কন্যে সাজিয়ে দেবে।

রাজী। আমি কোন কথা শুনবো না।

ঘট। বৃদ্ধ লোককে লয়ে লোকে এমন কৌতুকবিয়ে দিয়ে

থাকে এবং পাঁচটা দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে—আমার ভাবনা হচ্চে পাছে আপনি আপনার তনয়ার বাক্‌পটুতায় আমাকে সেইরূপ বিবাহের ঘটক বিবেচনা করেন—কেবল কনক বাবুর অনুরোধে আমার এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া।

রাজী। ঘটক মহাশয়, আমি কচি খোকা নই যে কারো পরামর্শে ভুল্‌বো, বিশেষ স্ত্রীলোকের কথায় আমি কখন কান দিই না, আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যদি রতা বেটাকে কন্যা বলে সম্প্রদান করেন আমি তাও গ্রহণ কর্‌বো—পাজী ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, ছোট লোকের ছেলের কখন লেখা পড়া হয়?

ঘট। বিয়ে না করেন নাই কর্‌বেন, গালাগালি দেন কেন! (গাত্রোত্থান)

রাজী। ঘটক মহাশয় তোমারে না, তোমারে না, আমার মাথা খাও ঘটক বাবা (পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক) তুমি রাগ কর না, আমি রতা নাপ্‌তেকে বলিচি।

ঘট। তবু ভাল (উপবেশন) নাম ধরে গাল দিলে এ ভ্রম হতে পাত্তো না।

রাজী। রতা নাপ্‌তে পাজী, রতা নাপ্‌তে ছোট লোক; ঘটকরাজ অতি ভদ্র, ঘটক মহাশয় অতি সজ্জন, ঘটক বাবা বড় লোক।

ঘট। রতা বড় নষ্ট বটে?

রাজী। ব্যাটার নাম কল্যে আমার গা জ্বলে, আমি যদি ব্যাটাকে দৌড়ে ধত্তে পাত্তেম তবে এত দিন কীচক বধ কত্তেম, ব্যাটা আমার পরম শত্রু।

ঘট। গ্রামের ভিতর আর কেউ আপনার মন্দ কচ্চে?

রাজী। আর এক মাগী—ঘটকরাজ আমারে মাপ কত্তে হবে, আমি তার নাম কত্তে পার্‌বো না।

ঘট। আমাকে আপনার অবিশ্বাস কি ?

রাজী। বাবা আমাকে এইটি মাপ কত্তে হবে।

ঘট। ভদ্রলোকের মেয়ে ?

রাজী। মহাভারত, মহাভারত—ডোম, বুড়ো, কালো, পেত্নী।

ঘট। আপনি সম্বন্ধের কথা কারো কাছে ব্যক্ত কর্‌বেন না, বউ ঘরে এনে তবে সম্বন্ধের কথা প্রকাশ; আপনি এক শত টাকা স্থির করে রাখ্‌বেন।

রাজী। আমার দুই শত টাকা মজুত আছে।

ঘট। আপনার বাড়ীতে কোন উদেযাগ কত্তে হবে না, আপনি শনিবারে সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে যাবেন, রবিবারের প্রাতে গৃহিণী লয়ে গৃহে প্রবেশ কর্‌বেন। কন্যাকর্ত্তারা মেয়ে নিয়ে দক্ষিণপাড়ায় রতন মজুমদারের বাগানে থাক্‌বেন, কনক বাবু ঐ বাগান তাঁদের জন্য ভাড়া করেচেন।

রাজী। গোলমালের প্রয়োজন কি, সকল কাজ চুপি চুপি ভাল, আমার পায় পায় শত্রু।

ঘট। আমি আজ যাই।

রাজী। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ঘট। বলুন না ?—সকল বিষয়ের মীমাংসা করে যাওয়া উচিত।

রাজী। এমন কিছু নয়—মেয়েটির বর্ণটি কেমন ?

ঘট। তরুণ তপন আভা বরণের ভাতি,
কাঁচাসোনা চাঁপা ফুল খেয়েচেন নাতি!
হেরে আভা, মনোলোভা, যোগীর মন টলে,

খেসারির ডাল যেন বাঁধা মলমলে।
নাসিকার শোভা হেরে চঞ্চল নয়ন,
ঈষৎ অরুণ লাজে হয়েছে বরণ,
সরমে হেলিয়ে দোঁহে করিতে বিহিত
কানাকানি কানে কানে কানের সহিত।
অধরে ধরে না সুধা সতত সরস,
ভিজেছে শিশিরে যেন নব তামরস।
গোলাপি বরণ পীন পয়োধরদ্বয়—
বিকচ কদম্ব শোভা যাতে পরাজয়—
বিরাজে বক্ষের মাঝে নিজ গরিমায়,
স্থানাভাবে ঠেকাঠেকি সদা গায় গায়;
তাতে কিন্তু উরজের অঙ্গ না বিদরে,
কমলে কমলে লেগে কবে দাগ ধরে?
গঠিত বিমল কুচ কোমলতা সারে,
নরম নিরেট তাই দেখ একেবারে।
চিকণ বসনে কুচ রেখেচে ঢাকিয়ে,
কাম যেন তাঁবু গেড়ে আছে বার দিয়ে।

রাজী। "কুচ হতে উচ্চ কেশরী মধ্যখান"—না হয় নি—
"কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে,
কাঁদে রে কলঙ্কিচাঁদ মৃগ লয়ে কোলে"—

না মহাশয়, ভুলে গিয়েচি—তা এরূপ হয়ে থাকে, কালেজের জলপানিওয়ালারাও ঘটকের কাছে চম্‌কে যায়।

ঘট। "কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ডরে দাড়িম্ব বিদরে॥"

রাজী। আপনি শাশুড়ীর কাছে সেরেসুরে নেবেন, বল্‌বেন এ কবিতাটি আমি বলিচি।

ঘট। শিকারী বিড়ালের গোঁপ দেখ্‌লে চেনা যায়—

আপনি যে রসিক তা আমি এক "মৌমাচি খোঁচাতেই" জান্‌তে পেরেচি।

রাজী। "চাকের মধু মিষ্টি কি হইত,
মৌমাছি খোঁচা না যদি রইত।"

ঘটক মহাশয় ইটি আমার আপনার রচন।

ঘট। বলেন কি ?

রাজী। আজ্ঞা হাঁ।

ঘট। আপনি চম্পকলতার যোগ্য তরু, রাজযোটক হয়েচে।

রাজী। আপনি রাত্রে অন্ন আহার করে থাকেন ?

ঘট।, আজ্ঞা, আমার দক্ষিণপাড়ায় যাওনের প্রয়োজন আছে, আমি কনক বাবুর ওখানে আহার কর্‌বো—কোন কথা প্রকাশ না হয়, কনক বাবু এর ভিতরে আছেন কেউ না জান্‌তে পারে।

(প্রস্থান)

রাজী। আমার পরম সৌভাগ্য,—আমার রাবণের পুরী ধু ধু কচ্চে, কামিনীর আগমনে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, (তাকিয়ার উপর চিত হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া) আহা! কি অপরূপ রূপ,—সোনার বর্ণ,—মোটাসোটা—দ্বিতীয়ে বিয়ে হয়েচে— (নিদ্রা।)

নেপথ্যে। এই বেলা ফুটিয়ে দে, আমি সাপ ফেলবো এখন। (রাজীবের অঙ্গুলির গলিতে জানলা হইতে কাঁটা ফুটাইয়া দেওন।)

রাজী। বাবা রে গিচি—(অঙ্গে সোলার সাপ পতন) খেয়ে ফেলেচে—(নেপথ্যে সাপ টানিয়া লওন) এত বড় সাপ কখন দেখি নি (চিত হইয়া ভূমিতে পতন) একেবারে খেয়ে

ফেলেচে, করিয়েচে বিয়ে, ও রামমণি, ও রামমণি, ও রামমণি, ওরে আবাগের বেটী, ঝট্‌ করে আয়, জ্বলে মলাম মা রে—কেউটে সাপে কামড়েচে, একেবারে মরিচি, শিগ্‌গির আয়, আমার গা অবশ হয়েচে, আমার কপালে সুখ নাই, আমি এক দিন তার মুখ দেখে মরতেম সেও যে ছিল ভাল—

রামমণির প্রবেশ

অঙ্গুলের গলিতে কেউটে সাপে কাম্‌ড়েচে।

রাম। ও মা তাই তো, রক্ত পড়্‌চে যে, ও মা আমি কোথায় যাবো, ও মা বাবা বই আর যে আমার কেউ নাই—

রাজী। লোক ডাক্‌ জ্বলে মলেম, আহা! সর্পাঘাতে মরণ হলো। (দরজায় আঘাত)

রাম। ওগো তোমরা এস গো—(দ্বার উন্মোচন) আমার বাবার কাটি ঘা হয়েচে।

দুই জন প্রতিবাসীর প্রবেশ

প্রথম। তাই তো, খুব দাঁত বসেচে—

দ্বিতীয়। সাপ দেখেছিলেন ?

রাজী। অজগর কেউটে—আমার হাতে কাম্‌ড়ালে আমি দেখ্‌তে পেলেম, তার পর হা করে গলা কাম্‌ড়াতে এল, লাফিয়ে এসে নিচেয় পড়লেম। •

প্রথম। রামমণি, দৌড়ে তোদের কুয়ার দড়াগাছটা আন্‌।

(রামমণির প্রস্থান)

(দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি দৌড়ে রতা নাপ্‌তেকে ডেকে আন, তার বাপ মরণকালে তার সাপের মন্ত্র রতাকে দিয়ে গিয়েচে, সে মন্ত্র অব্যর্থসন্ধান।

(দ্বিতীয়ের প্রস্থান)

রামমণির দড়া লয়ে পুনঃপ্রবেশ

রাম। ওগো নাপ্‌তেদের ছেলেকে ডাক গো, সে বড় মন্ত্র জানে গো—

প্রথম। দড়াগাছটা দাও (দড়া দিয়া হস্ত বন্ধন)।

রাম। (রাজীবের হস্তে চিমটি কেটে) লাগে ?

রাজী। আবার কাটো দেখি, (পুনর্ব্বার চিমটি কাটন) কোই কিছুই লাগে না।

রাম। তবেই সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার পোড়া কপাল পুড়েচে।

রাজী। আর কেউ মন্ত্র জানে না ?

প্রথম। রতার বাপের মন্ত্র সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, সে মন্ত্র মর্‌বের সময় আর কারো গ্যায় নি, কেবল রতাকে দিয়ে গিয়েচে।

রাজী। এমন সাপ আমি কখন দেখি নি—আমার দৌহিত্রকে আস্তে পাঠাও, আমার গা ঢুল্‌চে, আমার বোধ হচ্চে বিষ মাতায় উঠেছে—আহা! কেবল প্রেমের অঙ্কুর হয়েছিল; রামমণি তোরে বলবো না ভেবেছিলাম, আমার সম্বন্ধের স্থিরতা হয়েছিল, রবিবারে বউ ঘরে আসে; আহা! মরি কি আক্ষেপ, লক্ষ্মী এমন ঘরে আসবেন কেন ?

রাম। আবার কে বুঝি টাকাগুলো ফাঁকি দিয়ে নেবে—

রাজী। মা! যে নিতো তা আমি জানি—অন্তিম কালে তোমার সঙ্গে কলহ করবো না, তুমি একটু গঙ্গাজল এনে আমার মুখে দাও, আমার চক বুঁজে আস্‌চে—

রাম। বাবা! তোমারে যে কত মন্দ বলিচি, বাবা! তোমারে ছেড়ে থাকবো কেমন করে—

রতা নাপ্‌তে, নসিরাম্, ভুবনমোহন এবং প্রতিবাসীর প্রবেশ

রাজী। বাবা রতন, তুমি শাপভ্রষ্টে নাপিতের ঘরে জন্ম

লয়েচ, তোমার গুণ শুনে সকলেই সুখ্যাতি করে, তোমার কল্যাণে আমার বৃদ্ধ শরীর অপমৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

রতা। (দংশন অবলোকন করিয়া) জাত সাপের দাঁত—

রেতে কাটে জাত সাপ

রাখ্‌তে নারে ওঝার বাপ ॥

তবে বন্ধনটা সময়-মত হয়েচে ইতে কিছু ভরসা হচ্চে—একগাছ মুড়ো খ্যাঁঙরা আনুন।

(রামমণির প্রস্থান)

আপনার গা কি ঝিম্ ঝিম্ করে আসচে?

রাজী। খুব ঝিম্ ঝিম্ কচ্চে, আমি যেন মদ খেইচি।

রতা। যম বুঝি ছাড়েন না।

মুড়ো ঝাঁটা হস্তে রামমণির পুনঃপ্রবেশ

ও এখন রাখ, দেখি চপেটাঘাতে কি কত্তে পারি। (আপনার হস্তে ফুঁ দিয়া রাজীবের পৃষ্ঠে তিন চপেটাঘাত) কেমন মহাশয় লাগে?

রাজী। রতন লাগে বুঝি—বড় লাগে না।

রতা। তবে সংখ্যা বৃদ্ধি কত্তে হলো (সাত চপেটাঘাত)।

রাজী। লাগে যেন।

রতা। ঠিক্ করে বলো—যেন বিষ থাক্‌তে লাগে বলে সর্ব্বনাশ কর না।

রাজী। আমার ঠিক্ মনে হয় না, আবার মারো।

রতা। আমার হাত যে জ্বলে গেল—(প্রতিবাসীর প্রতি) মহাশয় মাত্তে পারেন, আমি আপনার হস্ত মন্ত্রপূত করে দিচ্চি।

প্রথম। না বাপু আমি পারবো না—এই ভুবনকে বলো।

রতা। ভুবন তোমার হাত দাও তো। (ভুবনের হস্তে ফুঁ দেওন) মার।

ভুবন। (স্বগত) আমাদের ভাত পচিয়েচ, আমাদের একঘরে করেচ—(প্রকাশে) ক চড় মাত্তে হবে?

রতা। তিন চড়।

ভুবন। (গণনা করে চপেটাঘাত) এক—দুই—তিন—চার—পাঁ—

প্রথম। আর কেন।

রতা। হোক্, তবে সাতটা হোক্।

ভুবন। এই পাঁচ—এই ছয়—এই সাত।

রতা। কেমন মহাশয় লাগ্‌চে?

রাজী। চপেটাঘাতে পিট ফুলে উঠেচে ও তার উপরে মাচ্চে, আমি কিছুই বোধ কত্তে পাচ্চি নে।

রতা। মূল মন্ত্র ভিন্ন বিষ যায় না—(মন্ত্র পাঠ)

এলো চুলে বেনেবউ আল্‌তা দিয়ে পায়।
নোলোক নাকে, কলসী কাঁকে, জল আন্‌তে যায়॥
আঁচোল বয়ে, উঠলো গিয়ে, হল্‌দে সেপো ব্যাং।
ঘুমের ঘোরে, কামড়ে ধরে, তার একটা ঠ্যাং॥
তাইতে সতী, গর্ভবতী, পতি নাইকো ঘরে।
হায় যুবতী, মৌনবতী, বাক্য নাহি সরে॥
দৈবযোগে, অনুরাগে, সাপের ওঝা যায়।
হেঁসে হেঁসে, কেশে কেশে, তার পানেতে চায়॥
কুলের নারী, বল্‌তে নারি, পেটে দিলে হাত।
ওঝার কোলে, বিলের জলে, কল্যে গর্ভপাত॥
হাত পা হলো বেঙের মত মানুষের মত গা।
গলা হলো হাড়গিলের মত, শূয়োরের মত হাঁ॥
মা পালালো, বাপ্ পালালো, রইলো কচি খোকা।
কচ্ মচিয়ে চিবিয়ে খেলে দশটা শুঁয়োপোকা॥
ঘোড়া কেন্নো পুড়িয়ে খেলে কেঁচো দিয়ে তাতে।
আঙ্গুলে ধল্লে কেউটে ছুটো, গক্‌রো ধল্লে দাঁতে॥

উড়ে এল গরুড় পাকি আকাশের কাজ ফেলে।
এক ঠোকরে নিয়ে গেল শূয়োরমুখো ছেলে॥
আঙ্গুলগুলো রইল পড়ে খগপতির বরে।
চেঁচে ছুলে মুড়ো ঝাঁটা ওঝার বাপে করে॥
ঝাঁটার চোটে, আগুন উঠে, কেউটের ভাঙ্গে ঘাড়।
হাড়ির ঝি, পেঁচোর মার আজ্ঞা, শিগ্‌গির ছাড়॥

(তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার) গা কি ঢুলচে ?

রাজী। বাবা রতন, তুমি ও বেটীর নামটা ব'লো না।

রাম। মন্ত্রে আছে তা কি করবে—তুমি আবার মন্ত্র পড়ো।

রাজী। এবার ও নামটা মনে মনে বলো।

রাম। রোগীতে মন্ত্র না শুন্‌লে কি মন্ত্র ফলে ?

রতা। চুপ কর গো—(রাজীবের মুখের কাছে ঝাঁটা নাড়িয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র পাঠানন্তর তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার করিয়া) কিরূপ বোধ হয় ?

রাজী। আমার বাপু গা ঘুর্‌চে, বিযে ঘুর্‌চে কি ঝাঁটায় ঘুর্‌চে তা আমি বলতে পারি নে—শেষের ঝাঁটাগুনো বড় লেগেচে।

রতা। আর ভয় নাই—(একটি ঝাঁটার কাটি ভাঙ্গিয়া আঙ্গুলের ঘা মুখে ফুটাইয়া দেওন)

রাজী। বাবা রে মরিচি, জ্বালাটা একটু থেমেছিল, আবার জ্বালিয়ে দিলে, বড় জ্বালা কচ্চে, মলেম।

রতা। বাঁচলেম—এখন দশ কলসী কুয়ার জল দিয়ে নাইয়ে আনো।

(রাজীব, রামমণি ও প্রতিবাসীদিগের প্রস্থান)

ভুবন। আমি ভাই ব্যাটাকে খুব মেরেচি।

রতা। সে বোতলটা কই ?

নসি। এই যে।

রতা। (বোতল গ্রহণ করিয়া) ব্যাটাকে এই আরকটি খাইয়ে যাব।

ভুবন। কিসের আরক ?

রতা। এতে ভাঁটপাতার রস আছে, শিউলিপাতার রস আছে, বুড়ো গোরুর চোনা আছে, ভ্যাওার তেল আছে, প্যাঁজ রসুনের রস আছে, কুইনাইন আছে, লবণ আছে ; এর নাম "নরামৃত"।

নরামৃত কল্যে পান।
সশরীরে স্বর্গে যান॥

নরামৃতের সহস্র গুণ—

বাসি পেটে বাঁজা বউ নরামৃত খায়।
সাত ছেলে, পায় কোলে, পতি পড়ে পায়॥

ভুবন। হরে শুঁড়ির দোকান থেকে একটু মদ দিলে হ'ত।

রতা। আমি সে মত করেছিলেম, নসি বল্যে বুড়োর ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

নসি। চুপ্ কর, আস্‌চে।

রাজীব এবং প্রতিবাসিদ্বয়ের প্রবেশ

রতা। হস্তের বন্ধন খুলে দেন, আমি নরামৃত খাওয়াই।

দ্বিতীয়। (হস্তের বন্ধন খুলিয়া) তোমার বাপের সেই আরক বটে ?

রতা। আজ্ঞা হ্যাঁ—(রাজীবের গালে আরক ঢালিয়া দেওন)।

রাজী। ও রামমণি—ওয়াঃ কি খাওয়ালে—ও রামমণি,

ওরে জল নিয়ে আয়, গন্ধ দেখ, ওয়াঃ ওয়াঃ মলেম ; ও রামমণি ওরে নেবুর পাতা নিয়ে আয়—ওয়াঃ।

প্রথম। ও বড় মাতব্বর ঔষধি, উটি উদরে ধারণ করে রাখুন।

রাজী। ও মা গেলেম, আমার সাপের কামড় যে ভাল ছিল—ওয়াঃ—আমার মরা যে ভাল ছিল—গন্ধে মরে গেলেম, নাড়ী উঠলো—ওয়াঃ ওয়াঃ।

রতা। নির্ব্ব্যাধি হয়েচেন, ঔষধ বেশ ধরেচে।

রামমণির প্রবেশ

বাড়ীর ভিতর লয়ে যাও—রাত্রিতে কিছু আহার দেবে না, দুই তিন বার দাস্ত হলেই মঙ্গল, বিষ একেবারে অন্তর্ধান কর্‌বে।

(রামমণি, রাজীবের এক দিকে, অপর সকলের অপর দিকে প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের রসুই-ঘরের রোয়াক

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ

রাম। টাকায় না হয় কি? টাকা নিয়ে মেয়ে মেচোবাজারে বেচ্‌তে পারে, বুড়ো বরকে দিতে পারে না?

গৌর। আমার বোধ হয়, ও পাড়ার ছোঁড়ারা, মিছেমিছি সম্বন্ধ করেচে ; মেয়ে টেয়ে সব মিথ্যে।

রাম। আমি গয়লাবউকে কনক বাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেম, তিনি বল্যেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মুন্নি কর্‌বে, তাইতে

একটি মেয়ে স্থির করে দিইচি, আমার এই জন্যে বিশ্বাস হচ্চে, তা নইলে কি আমি বিশ্বাস করি।

গৌর। মেয়েটির না কি বয়েস হয়েচে ?

রাম। যত বয়েস হক, বাবার সঙ্গে কখনই সাজ্‌বে না—তার বুঝি মা নেই, তা থাক্‌লে কি এমন বুড়ো বরকে বিয়ে দেয়। একাদশীর জ্বলন্ত আগুনে কাঁচা মেয়ে ফেলে।

গৌর। আহা! দিদি! মা বাপ যদি একাদশীর জ্বালা বুঝতেন তা হলে এত দিন বিধবা বিয়ে চল্‌তো।

রাম। গৌর, বিধবা বিয়ে চলিত হ'লে তুই বিয়ে করিস্ ?

গৌর। আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্চে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না—কখন ইচ্ছা হয় জীবনাধিক প্রাণপতির সঙ্গে উপবেশন করে প্রণয়গর্ভ কথোপকথনে কাল যাপন করি; কখন ইচ্ছা হয়, পতির প্রীতিজনক বসন ভূষণে বিভূষিত হয়ে স্বামীর কাছে বসে তাঁকে ভাত খাওয়াই; কখন ইচ্ছা হয় একবয়সী প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে নিজ নিজ প্রাণকান্তের কৌতুককথা বল্‌তে বল্‌তে স্নান করি; কখন ইচ্ছা হয় আনন্দময় কচি খোকা কোলে ক'রে স্তন পান করাই; আর ছেলের মাতায় হাত বুলাতে বুলাতে ঘুম পাড়াই; কখন ইচ্ছা হয় পুত্রকে পাল্‌কিতে বসায়ে জিজ্ঞাসা করি "বাবা তুমি কোথা যাচ্চো," আর পুত্র বলেন "মা আমি তোমার দাসী আন্‌তে যাচ্চি," কখন ইচ্ছা হয় মায়াময়ী মেয়ের সাধে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে কোমরে আঁচল জড়ায়ে পরমানন্দে পরমান্ন পরিবেশন করি। দিদি! ভাল খেতে, ভাল পত্তে, ভাল ক'রে সংসারধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায় ?

রাম। আহা! পরমেশ্বর অনাথিনী করেচেন কি কর্‌বে দিদি বলো।

গৌর। দিদি! বালিকা বিধবাদের কত যাতনা—একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বল্‌তে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না। একখান থাল নিয়ে পেটে দিই, তাতে কি জ্বালা নিবারণ হয়! দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাটের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়। আমি যখন সধবা ছিলেম, তখন তিন বার ভাত খেতেম, এখন একবার বই খেতে নাই; রেতে খিদেয় যদি মরি তবু আর খেতে পাব না। দেখ্‌ দিদি এ সব পরমেশ্বর করেন নি, মানুষে করেচে, তিনি যদি কত্তেন তবে আমাদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেতো।

রাম। গৌর! তুই প্রথম প্রথম কোন কথা বলতিস্‌ নে, এখন তোর এত ক্লেশ বোধ হচ্যে কেন বল্‌ দেখি?

গৌর। দিদি, প্রথম প্রথম প্রাণপতির শোকে এম্‌নি ব্যাকুল হয়েছিলেম আর কোন ক্লেশ ক্লেশ বোধ হ'ত না; দিদি বিধবা হওয়ার মত সর্ব্বনাশ তো আর নাই, তাতেই তো আগে সমরণে যাওয়া পদ্ধতি ছিল, প্রত্যহ একটু একটু করে মরার চাইতে একেবারে মরা ভাল।

রাম। আহা! যিনি সমরণের পত্তি উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তা হ'লে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হত না।

গৌর। যে দিন পতি মলেন সে দিন মনে করেছিলেম, আমি প্রাণকান্তবিরহে এক দিনও বাঁচ্‌বো না, আর প্রতিজ্ঞা

কল্লেম অনাহারেই মর্‌বো—কিন্তু সময়ে শোকে মাটি পড়ে, এখন আর আমার সে ভাব নাই—আমি কি নিষ্ঠুর, যে পতি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাস্‌তেন, আমি সেই পতিকে একেবারে বিস্মৃত হইচি। দিদি, আমার প্রাণপতি আমাকে অতিশয় ভাল বাস্‌তেন, আমিও তাঁর মুখ এক দণ্ড না দেখ্‌লে বাঁচ্‌তেম না—দিদি, বিধবা বিয়ে চলিত হলেও আমি আর বুঝি বিয়ে কত্তে পার্‌বো না।

রাম। অনেক মেয়ে দ্বিতীয়ে বিয়ে না হতে বিধবা হয়েচে, তারা স্বামী কখন দেখি নি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি ?

গৌর। ছোট মেয়েটিই কি, আর বড় মেয়েটিই কি, বিধবা বিয়েতে দোষ নাই। বিধবা বিয়ে চলে গেলে কেউ বিয়ে কর্‌বে কেউ কর্‌বে না, এখন পুরুষদের মধ্যেও তো অমনি আছে, মাগ্‌ ম'লে কেউ বিয়ে করে, কেউ বিয়ে করে না, কিন্তু তা বলে তো এমন কিছু নিয়ম নাই যে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে, এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে না। সকল দেশে বিধবা বিয়ের রীতি আছে, আমাদের শাস্ত্রে বিধবার বিয়ে দেওয়ার মত আছে, সেকালে কত বিধবা বিয়ে হয়েচে, রামায়ণে শোনো নি বালি রাজা ম'লে তারার বিয়ে হয়েছিল, রাবণের রাণী মন্দোদরী বিধবা হয়ে বিয়ে করেছিল—সব লোক মূর্খ, কেবল আমার বাবা আর কলকাতার বলদ পঞ্চানন পণ্ডিত।

রাম। বাবা বাহাত্তুরে হয়েচেন, ওঁর কিছু জ্ঞান আছে, উনি সে দিন স্কুলের পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার কত্তে কত্তে বল্যেন বিধবারা বরঞ্চ উপপতি কত্তে পারে তবু আবার বিয়ে কত্তে পারে না—আমার তিন কাল গেচে এক কাল আছে আমার ভাবনা ভাবি নে—বাবা যদি আপনার বিয়ের উয্যুগ না ক'রে তোর বিয়ের উয্যুগ কত্তেন তা হলে লোকেও নিন্দে কর্‌তো না।

আর তোর পাঁচটা ছেলে পিলে হতো সুখে সংসারধর্ম্ম কর্‌তে পাত্তিস্‌, হাড়িনীর হালে থাকৃতে হতো না।

গৌর। সতীত্বের মহিমা যে জানে, সে সধবাই হক্‌ আর বিধবাই হক্‌ প্রাণপণে সতীত্ব রক্ষা করে, আর যে সতীত্বের মহিমা জানে না সে পতি থাক্‌লেও কুপথে যায়, পতি না থাক্‌লেও কুপথে যায়। বাবা ভাবেন কেবল উপপতি নিবারণের জন্যে বিধবা বিয়ের আন্দোলন হচ্চে।

সুশীলের প্রবেশ

সুশী। ছোট মাসি! এই পুস্তকখানি আপনার জন্যে এনেচি।

গৌরমণির হস্তে পুস্তক দান

রাম। সুশীল আজ কি যাবে?

সুশী। আমি কি থাক্‌তে পারি, কাল আমাদের কালেজ খুল্‌বে।

গৌর। তোমাদের ইংরাজি পড়া হয় না।

সুশী। হয় বই কি—এখন সংস্কৃত কালেজে ইংরাজিও পড়া হয়, সংস্কৃতও পড়া হয়।

গৌর। মেঝদিদিকে বলো, বাবা কারো কথা শুন্‌বেন না, বিয়ে করবেন।

সুশী। তোমরা যেমন পাগল তাই বিয়ের কথা বিশ্বাস কচ্চো—আমি আর একদিন থাক্‌লে কোন্‌ ছোড়া ঘটক সেজেচে ধরে দিতে পাত্তেম।

রাম। না বাবা মিছে নয়, আমি দেখিচি ঘটক ভিন্‌দেশী; এ গাঁর কেউ না।

সুশী। বেশ তো বিয়ে করেন তোমাদেরই ভাল, তোমরা তিন বৎসর মাতৃহীন হয়েচ আবার মা পাবে।

গৌর। তুমি যাকে বিয়ে করে আন্‌বে সেই আমাদের মা হবে, বাবা যাকে বিয়ে করে আন্‌বেন সে ছোট লোকের মেয়ে, সে কি আমাদের স্থল দেবে, না আমাদের স্নেহ করবে!

সুশী। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, ঠাকুরদাদার কখনই বিয়ে হবে না—

পেঁচোর মার প্রবেশ

এই তোমাদের মা এয়েচে—কেমন পেঁচোর মা তুই মাসিমাদের মা হতে এইচিস্ না?

পেঁচো। মোর তো ইচ্ছে; বুড়ো যে মোরে দেক্‌লি কেম্‌ড়ে খাতি আসে।

গৌর। ও মা পোড়ারমুখো মাগী বলে কি!

রাম। পাগলের কথায় তুই আবার কথা কচ্চিস্।

সুশী। ও পেঁচোর মা, তুই বুড়ো বামুনকে বিয়ে কর্‌বি?

পেঁচো। মুই তো আজি আচি, বুড়ো যে আজি হয় না।

গৌর। মাগী বুঝি পাগল হয়েচে—হ্যাঁলা পেঁচোর মা তুই যে ডুম্‌নি, বামনের ছেলেরে বিয়ে কর্‌বি কেমন করে?

পেঁচো। ডুম্‌নি বাম্‌নিতি তপাতটা কি? তোমরাও প্যাট্ জ্বলে উট্‌লি খাতি চাও, মোরাও প্যাট্ জ্বলে উট্‌লি খাতি চাই; তোমরাও গালাগালি দিলি আগ্ কর, মোরাও গালাগালি দিলি আগ্ করি; তোমার বাবা মরিলেও বুকি বাঁশ, মুই মলিও বুকি বাঁশ; তাঁনারও দাঁত পড়েচে, মোরও দাঁত পড়েচে, তবে মুই কোম্ হলাম কিসি?

রাম। আ বিটী পাগ্‌লি, বামুনের মর্য্যাদা জান না— বাবার গলায় একগাছ দড়ি আছে দেখ নি?

পেঁচো। দড়ি থাক্‌লি কি মোরে বিয়ে কত্তি পারে না? তিতে ডোমের এঁড়ে শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি আছে, মোর ধাড়ী শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি নেই, মোর ধাড়ীডের তো ছানা হতি লেগেচে।

গৌর। চুপ্ কর্ আবাগের বেটী—সুশীলকে ভাত দাও দিদি।

সুশী। ঠাকুর দাদা আসুন, একত্রে খাব।

রাম। বাবাকে বিয়ে কত্তে তোর যে বড় ইচ্ছে হলো?

পেঁচো। ঠাকুরবরের বরে বুড়ো বামন যদি মোর বর হয়, মুই ন কড়ার সিন্নি দেব।

রাম। বাবা তোরে কিছু বলেচে না কি?

পেঁচো। বুড়ো কি মোরে দেক্‌তি পারে?—মুই স্বপোন দেখিচি, আর নাপিৎগার ছেলে মোরে বলেচে।

গৌর। কি স্বপোন দেখেচিস্?

পেঁচো। হ্যাল সাক্কি—মোরে য্যান বুড়ো বামন বে কচ্চে, মুই য্যান ওনার কোলে ছেলে দিচ্চি।

রাম। এ মাগী বাবার চেয়ে ক্ষেপে উঠেচে।

পেঁচো। স্বপনের কথা অ্যাট্‌টা ছুটো সত্যি হয়, মুই ভাব্‌তি ভাব্‌তি যাতি নেগেচি, মোরে ফতা নাপ্‌তে ডাক্‌লে।

সুশী। ফতা কি?

পেঁচো। মুই ও নামডা ধত্তি পারি নে, মোর মিন্‌সের নামে বাদে।

গৌর। মর মাগী হাবি—তার নাম হলো রামজি এর নাম হলো রতা।

পেঁচো। মা ঠাক্‌রোণ ভেবে হ্যাকো, অত্তা বল্‌তে গেলি তানার নাম আসে।

সুশী। আচ্ছা আসে আসে, ফতা কি বলেচে বল।

পেঁচো। ফতা বল্যে, পেঁচোর মা তোর কপাল ফিরেচে, নগোদ্দিপির ভস্‌চাজ্জি বস্তা দিয়েচে তোর সাথে বামনের বিয়ে হবে।

রাম। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা ঘাস খায়, এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েচে।

পেঁচো। ট্যাকা পালি তানারা গোরু খাতি বস্তা দিতি পারে, মোর বের বস্তা তো তুশ্চু কথা।

গৌর। আচ্ছা বাছা তুই এখন যা, বাবার আস্‌বের সময় হয়েচে আবার তোরে দেখে গালে মুখে চড়িয়ে মর্‌বেন।

পেঁচো। স্বপোন যদি ফলে।
ঝোল্‌বো তানার গলে॥
হাতে দেব রূলি।
যোম দেব চুলি॥
ভাত খাব থালা থালা।
তেল মাক্‌বো জালা জালা॥
নটের মুকি দিয়ে ছাই।
আতি দিনি শুয়োর খাই॥

রাম। মাগী একেবারে উন্মাদ হয়েচে।

সুশী। হ্যাঁ রে পেঁচোর মা শূকরের মাংস কেমন লাগে?

পেঁচো। ঝুনো নের্‌কোল খ্যায়েচো?

সুশী। খেইচি।

পেঁচো। তবিই খ্যায়েচো।

গৌর। দূর আবাগের বেটী।

পেঁচো। মাঠাকুরোণ আগ কর ক্যানো, শূয়োরের মাংসো কলি না পেত্যয় যাবা ঠিক্ নের্‌কোলের মতো খাতি।

রাম। পেঁচোর মা তুই যা, তা নইলে আবার বাবার কাছে মার খাবি।

পেঁচো। মুই অ্যাট্‌টা শূয়োরের ট্যাং ঝলসা পোড়া করিচি, তেল মুন আবানে খাতি পাচ্চি নে, মোরে এট্টু তেল মুন দাও মুই যাই।

(তৈল লবণ গ্রহণানন্তর পেঁচোর মার প্রস্থান)

রাম। আমার ব্রতটা পচে গেল তবু বাবা দুটি টাকা দিতে পারলেন না, শুন্‌চি ঘটক মিন্‌সেকে সাড়ে বারো গণ্ডা টাকা দিয়েচেন।

সুশী। বিয়ে যত হবে তা ভগবান্ জানেন, টাকাগুলিন কেবল অনর্থক অপব্যয় হচ্চে।

রাজীবের প্রবেশ

রাজী। (আসনে উপবেশন করিয়া) তুমি কি এখানে দুদিন থাক্‌তে পার না; আজো তো নাতবউ হয় নি যে কান ম'লে দেবে!

রাম। গৌর, তুই পান তৈয়ের কর গে আমি ভাত আনি।

(রামমণি ও গৌরমণির প্রস্থান)

রাজী। তোমার জলপানি কোন্ মাস হতে পাবে?

সুশী। গত মাস হতে পাব।

রাজী। ক টাকা করে দেবে?

সুশী। আট টাকা।

রাজী। উপরি কি আছে?

সুশী। যারা সত্যের মাহাত্ম্য জানে, তারা উপ্‌রি কাকে বলে জানে না।

রাজী। অপর লোকের কাছে এইরূপ বল্‌তে হয় কিন্তু আমার কাছে গোপন করার আবশ্যক কি ?

সুশী। আপনি বিবেচনা করেন আমি মিথ্যা কথা বলে থাকি।

রাজী। দোষ কি, তোমাদের এ কালে কেমন এক রকম হয়েচে, মিথ্যা কথা কবে না, ভালতেও না, মন্দতেও না—যখন দাঁও প্যাঁচের দ্বারা অর্থ লাভ হয় তখন মিথ্যা বল্‌তে দোষ নাই। আমি তো আর সিঁদকাটি গড়িয়ে চুরি কত্তে বল্‌চি নে। কলমের জোরে কিম্বা মোড় দিয়ে যে টাকা নিতে পারে সে তো বাহাদুর।

সুশী। আপনি যেরূপ বিবেচনা করুন, আমার কোনরূপ প্রতারণা অথবা মিথ্যায় মন যায় না। যবনের অন্ন খেতে আপনার যেরূপ ঘৃণা হয়, আমার মিথ্যা প্রবঞ্চনায় সেইরূপ ঘৃণা হয়।

রাজী। তোমার বাপ অতি মূর্খ তাই তোমারে কালেজে পড়তে দিয়েচে—কালেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তেন হয়, টাকার পন্থা দেখে না—সৎপরামর্শ দিতে গেলেম একটা কতুত্তর করে বস্‌লে।

সুশী। আপনি অন্যায় বল্লেন তা আমি কি কর্‌বো— জলপানি আট টাকা পাই তাতে আবার উপ্‌রি পাবো কি ?

রাজী। আরে আমি মল্লিকদের বাড়ী পাঁচ টাকা মাইনেতে পঞ্চাশ টাকা উপার্জন করিচি। যদি কেবল পাঁচ টাকায় নির্ভর কর্‌তেম তা হলে বাড়ীও কত্তে পাত্তেম না, বাগানও কত্তে পাত্তেম না, পুকুরও কত্তে পাত্তেম না—একবার আমারে চুন কিন্‌তে পাঠিয়েছিল আমি দরের উপর কিছু রাখ্‌লেম আর বালি মিস্‌য়ে কিছু পেলেম—এরূপ সকলেই করে থাকে, তুমিও উপ্‌রি পেয়ে থাকো, পাছে বুড়ো কিছু চায় তাই বল্‌চো না, বটে ?

সুশী। হঁ্যা উপ্‌রি পেয়ে থাকি।

রাজী। কত ?

সুশী। রবিবার আর গ্রীষ্মের অবসর।

রাজী। সে আবার কি ?

সুশী। এ সময় কালেজে যেতে হয় না কিন্তু জলপানি পাই।

রামমণির ভাত লইয়া প্রবেশ

রাজী। দাও ভাত দাও—ওদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করাই অনুচিত।

রাম। (ভাত দিয়া) বেদ্‌নাটা সেরেচে ?

রাজী। না আজো টন্‌ টন্‌ কচ্চে।

সুশী। পায় কি হয়েচে।

রাম। পাড়ার ছোঁড়ারা খেপিয়েছিল, তাদের তাড়া করে গিয়েছিলেন, খানায় পড়ে পাটা ভেঙ্গে গিয়েচে।

রাজী। বিকাল বেলা একটু চুন হলুদ করে রাখিস্‌।

রাম। রাখ্‌বো। আহা বুড়ো শরীর বড় লাগন লেগেচে—তা বাবা তুমি রাগ কর কেন, পেঁচোর মা হলো ডোম, পেঁচোর মারে তুমি বিয়ে কত্তে গেলে কেন ?

রাজী। তুইও গোল্লাই গিইচিস্‌, তুইও লাগ্‌লি, তুইও খ্যাপাতে আরম্ভ কর্‌লি—খা বিটী ভাত খা। (দুই হস্ত দ্বারা রামমণির অঙ্গে অন্ন ছড়াইয়া দেওন) খা আবাগের বিটী, ভাতও খা, আমারেও খা—

(বেগে প্রস্থান)

সুশী। এমন পাগল হয়েচেন।

রাম। এমন পোড়া কপাল করেছিলেম—ঘর দোর সব সগড়ি হয়ে গেল।

সুশী। যাই আমি তাঁকে শান্ত করে আনি।

রাম। যাও—আমি না নাইলে হেন্সেলে যেতে পার্‌বো না।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বাগানের আটচালা

ভুবন, নসিরাম এবং কেশবের প্রবেশ

কেশব। ঘটকটা পেলে কোথায় ?

ভুব। ও ইনিস্পেক্টার বাবুর কাছে এসেচে ; উমেদার, স্কুলের পণ্ডিতি প্রার্থনা করে।

কেশ। ও যেরূপ বুদ্ধিমান্ সর্ব্বাগ্রে ওকে কর্ম্ম দেওয়া উচিত।

রতা নাপ্‌তে এবং লোক চতুষ্টয়ের প্রবেশ

রতা। বর আস্‌বের সময় হয়েচে আমরা সাজি গে।

ভুব। এঁদের বাড়ী কোথায় ?

রতা। সে কথা কাল বলবো—ইনি হবেন কনের কাকা, ইনি হবেন কনের মেসো, ইনি হবেন কনের দাদা, ইনি হবেন পুরোহিত।

কেশ। আমি ভাই ঠাকুর্ঝি সাজ্‌বো, তা নইলে ব্যাটার সঙ্গে কথা কওয়া যাবে না।

রতা। আচ্ছা তুমি হবে বড় ঠাকুর্ঝি, ভুবন হবে কনের বিয়ান, নসিরাম হবেন শালাজ। আমি ত ছাই ফ্যাল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আছি, বুড়ো ব্যাটার মাগ সাজ্‌বো।

কেশ। আমাদের অধিক খরচ হবে না, বড় জোর দশ টাকা, আমরা একটা চাঁদা করে দেব। বুড়ো যে টাকা দিয়েচে

তা ওর মেয়ে দুটিকে দেব, তাদের ভাল করে খেতেও দেয় না।

রতা। গিল্‌টিকরা গহনায় যা খরচ হয়েচে আর খরচ কি। এস আমরা যাই (লোক চতুষ্টয়ের প্রতি) আপনাদিগের যেরূপ বলে দিইচি সেইরূপ কর্‌বেন।

(লোক চতুষ্টয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

কাকা। রতা নাপ্‌তে ভারি নকুলে।

মেসো। বুড় ব্যাটা যেমন নষ্ট তেমনি বিয়ের জোগাড় হয়েচে।

দাদা। বেশ বাসরঘর সাজিয়েছে।

ঘটক এবং বরবেশে রাজীবের প্রবেশ

গদ্দির উপর রাজীবের উপবেশন

কাকা। এই কি বর, কি সর্ব্বনাশ, ঘটক মহাশয় সব কত্তে পারেন—সোনার চম্পক এই মড়ার হাড়ে অর্পণ করবো, আমি ত পারবো না।

ঘট। মহাশয় পাঁচ দিক্ বিবেচনা করুন—

কাকা। রাখো তোমার পাঁচ দিক্, দশ দিক্ হলেও মড়িপোড়ার ছেঁড়া মাজুরে মেয়ে দিতে পারবো না—দাদারি যেন পরলোক হয়েচে, আমি ত জীবিত আছি, চম্পক আমার দাদার কত সাধের মেয়ে, শ্মশানঘাটের শুকনা বাঁশে সেই মেয়ে সম্প্রদান করবো? বলেন কি? এমন সর্ব্বনাশ করেচেন, এই জন্যে দাদা আপনাকে বন্ধু বলতেন—আরে টাকা! টাকা খেয়ে আমাদের এই সর্ব্বনাশ কল্যেন।

দাদা। খুড়া মহাশয় এখন উতলা হওনের সময় নয়।

রাজী। বাবা তুমিই এর বিচার কর।

ঘট। ইনি তোমার শালা, তোমার শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রাজী। তবে ত আমার পরম বন্ধু—দাদা তুমি আমার মেগের ভাই, মাতার মাতুরি, কপালের তিলক, আমি তোমার খড়মের বোলো, তোমার ইংরাজি জুতার ফিতে, দাদা আমার হয়ে তুমি দুটো বলো তা নইলে আমি ঘাটে এসে দেউলে হই, আমার গোয়ালপাড়ার সরষের নৌকা হাটখোলার নিচেয় ডোবে।

কাকা। আহা মেয়ে ত না যেন সিংহবাহিনী—দুঃসময় পেয়ে ঘটক মহাশয় কালসর্প হলেন।

দাদা। যখন কথা দেওয়া হয়েছে বিবাহ দিতে হবে।

রাজী। মরদ্‌কি বাৎ
হাতীকি দাঁৎ।

কাকা। তা হলো ভাল তোমরা যেমন বিধবা বিবাহের সহায়তা করে থাক তেমনি ত্বরায় বিধবা বিবাহ দিতে পার্‌বে।

দাদা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এমন কি বৃদ্ধ হয়েছেন যে সহসা মৃত্যুর গ্রাসে প্রবেশ করবেন। যদি মরেন চম্পকের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া যাবে, তাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসম্মত নন।

রাজী। তা তো বটেই, বিধবা বিবাহ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, সকল ভদ্রলোকের মত আছে, কেবল কতকগুলো খোশামুদে বুড়, বকেয়া, বার্ষিকখেগো বিদ্যাভূষণ বিপক্ষতা কচ্চে।

কাকা। বাবাজির দেখ্‌চি যে বিধবা বিবাহে বিলক্ষণ মত। শালা ভগিনীপতিতে মিল্‌বে ভাল।

রাজী। নব্য তন্ত্রের সকলেরি মত আছে।

কাকা। তোমাদের যেরূপ মত হয় কর, আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না, আমি তীর্থ পর্য্যটন করবো।

দাদা। যখন সম্বন্ধের স্থিরতা হয় তখন আপনি অমত করেন নি, এখন এরূপ করা কেবল ধাষ্টমো প্রকাশ।

রাজী। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"!

ঘট। ছোটবাবু কিঞ্চিৎ বয়স অধিক হয়েচে বলে এমন উতলা হচ্চেন কেন, বরের আর আর অনেক গুণ আছে। বিষয় দেখুন, বিদ্যা দেখুন, রূপ দেখুন, রসিকতা দেখুন। বন্ধুর মেয়ে বলে আমারো স্নেহ আছে আমি অপাত্রে অর্পণ কচ্চি নে।

পুরো। ছোটবাবুর সকলি অন্যায়। বাক্‌দান হয়েচে, গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়েচে, নান্দীমুখ হয়েচে, বরপাত্র সভায় উপস্থিত, এখন উনি অমঙ্গলজনক বিবাদ উপস্থিত করে শুভ কর্ম্মের বিলম্ব কচ্চেন—করুন লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ হয় না।

মেসো। পুরোহিত মহাশয়ের অনুমতি হয়েচে, ছোটবাবু আর বিলম্বের আবশ্যকতা নাই, হৃষ্টচিত্তে কন্যা সম্প্রদান কর।

কাকা। আচ্ছা, কখান দাঁত হয়েচে দেখা আবশ্যক, বাবাজি দাঁত দেখাও দেখি।

রাজী। আমি বড় বাঁশি বাজাতেম তাই অল্প বয়সে গুটিকতক দাঁত পড়ে গিয়েচে। (দাঁত বাহির করিয়া দর্শায়ন)

কাকা। সকলেরি মত হচ্চে আমার অমত করা উচিত নয়, আমি বাবাজিকে অন্যায় বুড় বলে ঘৃণা করেচি।

রাজী। আপনি খুড়শ্বশুর, পিতৃতুল্য, ছেলেপিলেকে এইরূপ তাড়না কত্তে হয়। মা ছেলেকে কত মন্দ বলে, তখনি আবার সেই ছেলে কোলে লয়ে স্তন পান করায়।

কাকা। জামাই বাবুর কথাতে অঙ্গ শীতল হয়ে যায়।

রাজী। আপনি শ্বশুর নচেৎ আদিরসের কবিতা শুনায়ে দিতেম।

ঘট। এখন কোন কথা বল্‌বেন না, লোকে বল্‌বে বরটা

ঠোঁটকাটা। বাসরঘরে আমার মান রক্ষা করেন তবে আপনাকে বাসরবিজয়ী বর বলবো। মাগীগুলো বড় ঠ্যাঁঠা, কান মোড়া দেয়, কিল মারে, নাক কামড়ায়, কোলে বসে।

রাজী। এ ত সুখের বিষয়।

দাদা। এখন রহস্যের সময় নয়, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়, বৈকুণ্ঠ নাপিতকে ডাকুন পাত্র লয়ে যাক্।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

ঘট। বৈকুণ্ঠ আর বিলম্ব ক'র না, পাত্র কোলে করে লও।

বৈকু। আপনি যে বুড় বর এনেচেন এ কি কোলে করা যায়।

কাকা। আমাদিগের বংশের রীতি আছে সভা হতে বর নাপিতের কোলে যায়, হেঁটে যাওয়া পদ্ধতি নাই।

রাজী। পরামাণিকের পো, আমি আল্‌গা দিয়ে কোলে উট্‌বো, দেখ নিতে পার্‌বে এখন, কিছু পাওয়ার পিত্তেশ রাখ ত?

বৈকু। পাওয়ার পিত্তেশ রাখি, কোমরিকেও ভয় করি।

দাদা। একটা সামান্য কর্ম্মের জন্য শুভ কর্ম্ম বন্ধ থাক্‌বে? বৈকুণ্ঠ চেষ্টা করে দেখ বুড় মানুষ অধিক ভারি নয়।

বৈকু। মহাশয় পুরাণো চাল দমে ভারি। এক একখানি হাড় এক একখানি লোহার গরাদে। এ বোঝা নিয়ে কি মাজা ভঙ্গে ফেল্‌বো।

কাকা। উপায়?

রাজী। আমি লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে যাই।

পুরো। প্রচলিত আচারানুসারে মৃত্তিকায় পদস্পর্শ হওয়া অবৈধ, উল্লম্ফ দ্বারা গমন করিলে মৃত্তিকা স্পর্শ হবে।

রাজী। ঘটকরাজ, এক্ষণকার উপায়? এ কথা কেন

আগে বলো নাই, আমি একজন বলবান্ নাপিত আন্‌তেম, না হয় এর জন্যে এক বিঘা ব্রহ্মত্র জমি যেতো।

ঘট। সামান্য বিষয় লয়ে আপনারা গোল কচ্যোন কেন। নাপিত মুখের দিক্ ধরুক, আমরা দুই জন পায়ের দিকে ধরি, বিবাহের স্থানে লয়ে যাই।

রাজী। এ কথা ভাল, এ কথা ভাল—(চিত হইয়া শয়ন করিয়া) ধর, ধর।

বৈকু। আজ্ঞা হাঁ এরূপ হতে পারে (বৈকুণ্ঠ মস্তকের দিকে, ঘটক এবং দাদা পায়ের দিকে ধরিয়া উঠায়ন) গুরু মহাশয়, গুরু মহাশয়, তোমার পড়ো উড়ে যায়, বাঁশবাগানে বিয়েবাড়ী বেগুনপোড়া খায়।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বাগানের আটচালার অপর এক কাম্‌রা

বাসরঘর

রতা নাপ্‌তের কনের বেশে আসীন, কেশব এবং ভুবনের নারীবেশে প্রবেশ

ভুব। রতন এই বেলা ভাল করে বস্, ব্যাটা আসচে।

কেশ। যে ছোঁড়া জুটিয়েচিস্ গোল করে ফ্যালবে এখন।

রতা। না হে ওরা সব খুব চতুর, এত ক্ষণ দেখ্‌লে ত কেমন উলু দিলে শাক বাজালে।

কেশ। ও ছোঁড়া কে, যে বুড়োর মাথায় এক কল্‌সী গোবর-গোলা ঢেলে দিলে ?

রতা। ও ছোঁড়া আমাদের স্কুলে পড়ে, ওকে একদিন

বুড়ো ব্যাটা মার খাইয়েছিল তাইতে ওর রাগ ছিল, গোবর-গোলা মাথায় ঢেলে দিয়েচে।

ভুব। আমি ব্যাটার গা ধুয়ে দিইচি—ব্যাটা রাগ করি নি, বলে বিয়ের দিন এমন আমোদ করে থাকে।

নেপথ্যে। এই ঘরে বাসর হয়েচে।

কেশ। রতন! ঘোমটা দাও হে।

রাজীবের বরবেশে এবং নসিরাম আর পাঁচ জন বালকের নারীবেশে প্রবেশ

নসি। বসো ভাই কনের কাছে বসো।

রাজী। (উপবেশনানন্তর) আমার মনে বড় ক্লেশ হয়েছে—শাশুড়ী ঠাকুরুণ, উনি স্ত্রীর মা, আমারো মা, আমাকে দেখে মরা কান্না কাঁদ্‌লেন।

কেশ। মার ভাই এইটি কোলের মেয়ে, তাইতে একটু কাঁদ্‌লেন। তা ভাই তুমিও ত বুঝ্‌তে পার, সকলেরি ইচ্ছে মেয়ে অল্পবয়সী বরে পড়ে। সে কথায় আর কাজ কি, তুমি এখন মার পেটের সন্তানের চাইতেও আপন। তিনি বল্‌চেন উনি বেঁচে থাকুন। আমার চম্পক পাঁচ দিন মাচ ভাত খাক্।

নসি। একবার দাঁড়াও ত ভাই জোঁকা দিই তোমার কত দূর পর্য্যন্ত হয়। (রতা এবং রাজীবের একত্রে দণ্ডায়ন)

কেশ। দিব্বি মানিয়েচে, বসো। (উভয়ের উপবেশন)

রাজী। আমার শরীর পবিত্র হলো, চিত্ত প্রফুল্ল হলো, আমার সার্থক জন্ম, এমন নারীরত্ন লাভ কল্যেম। আমি পাঁজি দেখেছিলেম, এই মাসে মেষের স্ত্রীলাভ, তা ফল্লো।

ভুব। ও মা সে কি গো, তুমি কি ভ্যাড়া, বিয়ান ভ্যাড়া বিয়ে কল্যে না কি?

রাজী। আমি ভ্যাড়া ছিলেম না তোমরা বানালে।

কেশ। ঘটক যা বলেছিল সত্যি রে, খুব রসিক।

ভুব। বাসরঘর রসের বৃন্দাবন, যার মনে যা লাগে তিনি তা কর।

নসি। ষোলো শ গোপিনী একা মাধব।

রাজী। "কাল বলে কাল মাধব গ্যাছে,
সে কালের আর কদ্দিন আছে।"

প্রথম বালক। বা রসিক, কানমলা খাও দেখি। (সজোরে কান মলন)

রাজী। উঃ বাবা। (সজোরে কান মলন) লাগে মা—(সজোরে কান মলন) মলেম গিচি—(সজোরে কান মলন) মেরে ফেল্‌লে—(নাক মলন) দম আট্‌কালো, হাঁপিয়েচি মা, ও রামমণি।

সকলে। ও মা এ কি।

ভুব। রামমণি কে গো? কানমলা খেয়ে এত চেঁচানি, ছি, ছি, ছি, এমন বর, এই তোমার রসিকতা।

রাজী। কান দিয়ে যে রস গড়িয়ে পড়ে, না চেঁচিয়ে করি কি।

ভুব। কামিনী কোমল কর কিবা কানমলা,
নলিনীর মূল কিবা নবনীর দলা।

রাজী। আমি কৌতুক করে চেঁচিয়েচি।

ভুব। বটে, তবে তোমাকে নবনী খাওয়াই। (কান মলন)

রাজী। উঃ উঃ বেশ রূপসি। (কান মলন) মলুন, বেশ, সুন্দরীর হাত কি কোমল!

ভুব। না, রসিক বটে।

কেশ। একটি গান কর দেখি।

রাজী। তোমরা মেয়েমানুষ, বাইনাচ কর আমি শুনি।

দ্বিতীয় বালক। নাচ শোনে না দেখে?

রাজী। নাচ শোনাও যায়, দেখাও যায়। তুমি নাচো আমি চক্‌ বুজে তোমার মলের ঠুন ঠুন শব্দ শুনি।

ভুব। আগে তুমি একটি গাও তার পর আমি নাচ্‌বো।

কেশ। সে কি ভাই, আমোদ আহ্লাদ না কল্যে মা কি ভাববেন; তুমিই যেন দোজবরে, তাঁর চাঁপা ত দোজবরে নয়; গান কর, নাঁচো, তামাসা ঠাট্টা কর, রসের কথা কও।

রাজী। শাশুড়ী ঠাকুরুণ গান বুঝি বড় ভাল বাসেন? আচ্ছা বেশ গাচ্চি। (চিন্তা করিয়া) আমি ভাই গান ভাল জানি না, কবিতা বলি।

ভুব। কবিতা বিয়ানের সঙ্গে ব'লো, আমরা তোমায় একদিন পেইচি, একটি গান শুনে মজে থাকি।

রাজী। আমার ব্রাহ্মণী কি তোমার বিয়ান?

ভুব। ওগো হ্যাঁ গো, বিয়ানের বিয়ে না হতে জামাই হয়েছে। তোমার ক্লেশ পেতে হবে না, তৈরি ঘর।

রাজী। বিয়ানের কথাগুলিন বড় মিষ্টি, যেন নলেন গুড়। বিয়ানের নামটি কি?

কেশ। তোমার বিয়ানের নাম চন্দ্রমুখী।

রাজী। হ্যাঁ বিয়ান, তোমার নাম চন্দ্রমুখী?

ভুব। আমার কি চন্দ্রমুখ আছে, তা আমার নাম চন্দ্রমুখী হবে?

রাজী। বিয়ান, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার বাড়ী চলো, তিন জনে বউ বউ খেলা কর্‌বো।

ভুব। খোঁড়া ভাতার বুড়ো ব্যাই,
কোন দিকে সুখ নাই।

নসি। দুঃখের কথা বল্‌বো কি, ওর ভাতার ওকে খুব ভাল বাসে, বয়স অল্প কিন্তু খোঁড়া।

রাজী। তবে হরেদরে বিয়ানের একটি পুরো ভাতার হবে। আমার পা নেবেন, ব্যায়ের বয়স নেবেন, তা হলেই পাতরে পাঁচ কিল।

কেশ। তোরা বাজে কতায় রাত কাটালি—গাও না ভাই, গীতের কথা ভুলে গেলে।

রাজী। আমি একটা ন্যাড়া নেড়ীর গান গাই—

মন মজ রে হরিপদে,
মিছে মায়া, কেবল ছায়া, ভুল না মন আমোদ মদে।
দারা সুত পরিজনে, ও মন, ভেবে দেখ মনে মনে,
কেউ কারো নয় এই ভুবনে, হরিচরণ তরি বিপদে।

নসি। আহা! কি মধুর গান, আমার ইচ্ছে করে এখনি কুঞ্জবনে গিয়ে রাধিকা রাজা হই।

রাজী। অনেক রাত্রি হয়েচে আমার ঘুম আস্‌চে।

তৃতীয় বালক। বাসরঘরে ঘুমুলে মাগভাতারে বনে না।

নসি। না ভাই, তোমায় আমরা ঘুমুতে দেব না। আমরা কি তোমার যুগ্যি নই? আমি কত ব'লে কয়ে মিন্‌সেরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলেম, আমি আজ সমস্ত রাত জাগ্‌বো।

রাজী। আমার রাত জাগ্‌লে পেটে ব্যথা ধরে।

ভুব। ওলো না লো, ব্যাই একবার বিয়ানের সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ কর্‌বেন, তাই আমাদের ছলে বিদায় দিচ্চেন।

কেশ। ভালই ত, চল আমরা যাই, চাঁপা ত আর ছেলেমানুষটি নয়।

ভুব। বিয়ান নবীন যুবতী, ষাট বছরের একটি ভাতার না হয়ে কুড়ি বৎসরের তিনটি হলে বিয়ানের মনের মত হতো।

কেশ। (রাজীবের নিকটে গিয়া) তা ভাই তুমি এখন চাঁপাকে নিয়ে আমোদ কর, আমরা যাই, দেখ ভাই ছেলেমানুষ শান্ত করে রেখ—

নসি। ঠাকুর্ঝি যে মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্চিস্, দেখিস্ যেন কাম্ড়ে ন্যায় না।

ভুব। কাম্ড়ালে ক্ষেতি কি? বোনাইভাতারী ত গাল নয়, শালী পোনের আনা মাগ।

কেশ। তুই যেমন ব্যাইভাতারী তাই ও কথা বল্‌চিস্— আয় লো আমরা যাই।

(রাজীব এবং রতা নাপ্‌তে ব্যতীত সকলের প্রস্থান ; দ্বার রোধ)

রাজী। সুন্দরি, সুন্দরি, তুমি আমার অন্ধের নড়ী, আমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো, আমার শুক্‌নো তরুর কচি পাতা ; তুমি আমার এক ঘড়া টাকা, তুমি আমার গঙ্গামণ্ডল। তোমার গোলামকে একবার মুখখান দেখাও, আমার স্বর্গলাভ হক্।

রতা। (অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া)

ক্ষণকাল ক্ষম নাথ অধীনী তোমার,
ঘাঁটা দিয়ে দেখে সবে দম্পতি বিহার।
এখনি যাইবে ওরা নিজ নিজ ঘরে,
রাসলীলা কর পরে বিয়ের বাসরে।

রাজী। আমি দেখে আসি কেহ আছে কি না, (চারি দিকে অবলোকন) প্রাণকান্তা! জনপ্রাণী এখানে নাই।

রতা। ভাল ভাল প্রাণনাথ আমি একবার,
দেখি উঁকি মারে কি না পাশে জানালার।

(চারি দিকে অবলোকন এবং উভয়ের উপবেশন)

রাজী। কাছে এস, আমি একবার তোমার হাতখানি ধরি।

রতা। কাছে কিম্বা দূরে থাকি উভয় সমান,
যত দিন নাহি পাই অন্তরেতে স্থান।

রাজী। প্রেয়সি! আমি বিচ্ছেদ-আগুনে দগ্ধ হতেছিলেম, তুমি আমার দগ্ধ অঙ্গ মুখের অমৃত দিয়ে শীতল কর্‌লে। আমি যে জ্বালা পেয়েচি তা আমিই জানি, রামমণিও জানে না, গৌরমণিও জানে না—এরা তোমার সতীনঝি, তোমাকে খুব যত্ন করবে, তা নইলে তোমার ঘর তোমার দোর তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে।

রতা। শুনিয়াছি তারা নাকি কাণ্টা অতিশয়,
পরম পবিত্র বাপে কটু কথা কয়।
যোড় হাতে তব দাসী এই ভিক্ষা চায়,
পরবশ তারা যেন না করে আমায়।

রাজী। তুমি যে আমার বুকপোরা ধন, আমি কারো ছুঁতে দেব? কাল পাল্কি হতে আপনি তুলে নিয়ে যাব, রামমণিকে আপনি মুখ দেখাব, তার পর ঘরে গিয়েই দে দোর। আমার যা আছে সব তোমার (কোমর হইতে চাবি খুলিয়া) এই নাও চাবি তোমার কাছে থাক্। (চাবি দান)

রতা। পিতা পরলোক গেলে জননীর সনে,
হা বাবা হা বাবা বলে কাঁদি দুই জনে।
বাবার বিয়োগ শোক ভুলিলাম আজ,
মিলেচে গুণের পতি নব যুবরাজ।

রাজী। বিধুমুখি! তুমি আমায় আনন্দসাগরে সাঁতার শেখাবে—আহা আহা কি মধুর বচন! প্রেয়সি! আমায় বুড়ো বলে ঘৃণা করো না।

রতা। প্রবীণ কি দীন হয় কিবা কদাকার,
ভকতিভাজন ভর্ত্তা অবশ্য ভার্য্যার।

রাজী। সুন্দরি, আমাকে তোমার ভক্তি হয়?

রতা। দেবতা সমান পতি সাধনের ধন,
হৃদয়মন্দিরে রাখি করিয়ে যতন।

নানা আরাধনা করি মন করি এক,
সরল বচন জলে করি অভিষেক।
বিলেপন করি অঙ্গে আদর চন্দন,
হেম উপবীত দিই সুখ আলিঙ্গন।
রসের হেঁয়ালি ছলে বলি শিব ধ্যান,
কপোল কমল করি দেব অঙ্গে দান।
অবলা সরলা বালা আমি অভাজন,
দিবানিশি থাকে যেন পতিপদে মন।

(রাজীবের চরণ ধারণ)

রাজী। সোনার চাঁদ তুমি আমায় স্বর্গে তুল্যে, আমি আর বাড়ী যাব না, এইখানে পড়ে থাক্‌বো। বিধুবদনি একটা ছড়া বলো।

রতা। মাথার উপর ধরি পতির বচন,
বলিব ললিত ছড়া শুন হে মদন।
কনক কিশোরী, পিরিতের পরি,
রসের লহরী, বসে আলো করি,
নিকুঞ্জ বন,
মন উচাটন, মুদিত নয়ন,
ভাবে মনে মন, কোথায় সে ধন,
বংশীবদন।
কুলের অবলা, অবলা সরলা,
বিরহে বিকলা, সতত চপলা
বাঁচিতে নারি,
বিনে প্রাণ হরি, হার হলো হরি,
কুসুম কেশরি, আহা মরি মরি,
মরে গো নারী।

রমণীর মন, কি জানি কেমন,
এত অযতন, তবু তো রতন,
পুরুষে ভাবে,
কি করি উপায়, অরি পায় পায়,
পথে যত্ন রায়, পড়ে প্রেম দায়,
মজেচে ভাবে।
বৃন্দে বলে রাই, লাজে মরে যাই,
এসেচে কানাই, দোহাই দোহাই,
কথা কস্ নে,
রাই বলে সখি, সে মানে হবে কি,
পিপাসী চাতকি, নীরদ নিরখি,
বাধা দিস্ নে।
কামিনীর মান, সফরির প্রাণ,
মানে অপমান, বিধাতা বিধান,
আন গোবিন্দে,
করি আলিঙ্গন, মদনমোহন,
স্মর হুতাশন, করি নিবারণ,
যাও গো বৃন্দে।
নূপুরের ধ্বনি, শুনি ওঠে ধনী,
দীনে পায় মণি, পদ্মে দিনমণি,
ধরিল করে,
সহজ মিলন, সুখ সন্তরণ,
সুবোধ সুজন, ললনা কখন,
মান না করে।

রাজী। আহা মরি এমন মধুর বচন কখন শুনি নি, সুন্দরীর মুখ যেন অমৃতের ছড়া দিচ্চে! আহা! প্রেয়সি বিচ্ছেদজ্বালা এমনি বটে, পুরুষেরা বিচ্ছেদ-বাঁটুল খেয়ে ঘুরে মাটিতে পড়ে, হনূমান যেমন ভরতের বাঁটুল খেয়ে গন্ধমাদন

মাথায় করে ঘুরে পড়েছিল। মেয়ে পুরুষের সমান জ্বালা, পুরুষে চেঁচামেচি করে, মেয়েরা গুম্‌রে গুম্‌রে মরে।

রতা। অনঙ্গ অঙ্গনা অঙ্গ বিনা পরশনে,
প্রহারে প্রসূন বাণ বিরহিণী মনে ;
কামিনী বিরহ বাণী আনে না অধরে,
বিরলে বিকল মন মনসিজ শরে,
লাবণ্য বিষণ্ণ নয় বিদরে অন্তর,
কীটক কুলায় যথা রসাল ভিতর।

রাজী। আহা আহা এমন মেয়ে ত কখন দেখি নি, আমার কপালে এত সুখ ছিল, এত দিন পরে জান্‌লেম, বুড়ো বিটী আমার মঙ্গলের জন্যে মরেচে, "বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে"। প্রেয়সি! তুমি আমার গালে একবার হাত দাও।

রতা। বয়সে বালিকা বটে কাজে খাট নই,
প্রাণপতি গাল দুটি করে করি লই।

(রাজীবের কপোল ধারণ)

রাজী। আহা, আহা, মরি, মরি, কার মুখ দেখেছিলেম— আজ সকালে রতা শালার মুখ দেখেছিলাম—পাজী ব্যাটার মুখ দেখে এমন রত্নলাভ কল্যেম—সুন্দরি আমি একবার তোমার গা দেখ্‌বো।

রতা। আমি তব কেনা দাসী পদ অভরণ,
মম কলেবর নাথ তব নিজ ধন,
যাহা ইচ্ছা কর কান্ত বাধা নাহি তায়,
দেখ কিন্তু দাসী যেন লাজ নাহি পায়,
স্বামীর সোহাগে যদি হইয়ে অবশ,
দেখাই বিয়ের রেতে উদর কলস,

কৌতুক রঙ্গিণী রসময়ী রামাগণ,
বেহায়া বলিবে মোরে ঠারিয়ে নয়ন,
সবে না সরল মনে কৌতুক কঙ্কর,
আজি কান্ত শান্ত হও দেখে বাম কর,

(বাম হস্ত দর্শায়ন)

রাজী। আহা কি দেখ্‌লেম, মরে যাই, রূপের বালাই লয়ে—

তড়িত তাড়িত বর্ণে তড়াগজ মুখ,
উল্‌টা কড়া সম যোড়া কুচ যোড়ে বুক,
সুশ্রাব্য অমৃত বাক্যে জুড়াইল কর্ণ,
অদ্যাবধি ঋণগ্রস্ত আমি অধমর্ণ।
তোমার গ্রথিত ছড়া রহস্যের কুয়া,
আমি বুড় মূঢ় কবি করি হুয়া হুয়া,
ভৃত্যের বার্দ্ধক্যে যদি না কর ধিক্কার,
সুকৃত মসৃণ পদ্য করিব ন্যক্কার।

রতা। কবিতা কানাই তুমি রসের গামলা,
ছলনা কর'না মোরে দেখিয়ে অবলা।
বলো বলো নিজ পদ্য এক তার তান,
শুনিয়ে মোহিত হোক্ মহিলার প্রাণ।

রাজী। পীরিতি তুল্য কাঁটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥
পঙ্কজ মূল ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাগ না যদি রাগে॥
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

রতা। কবিতার কোমলতা ভাবের ভঙ্গিমা,
কি বলিব কত ভাল নাহি পরিসীমা।
খাটিল ঘটক বাণী ভাগ্যে অধীনীর,
বুড় বর বটে কিন্তু দুধ মরে ক্ষীর।

রাজী। সুন্দরি, আমার ঘুম গিয়েচে, রাত আমার দিন বোধ হচ্যে—প্রেয়সি! তুমি এক বার আমার কাছে এস, তোমারে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি।

রতা। কথার সময় নয় রসময় আজ,
এখনি আসিবে তব শ্যালকী শ্যালাজ।

রাজী। কারো আস্‌তে দেব না, তুমি উতলা হও কেন, এস, এস, এস না—এই এস (অঞ্চল ধরিয়া টানন)।

রতা। রসরাজ কি কাজ সলাজ মরি!
মম অঞ্চল ছাড় ছু পায় ধরি।
ক্ষম জীবন যৌবন হীন বলে,
ভ্রমরা কি বসে কলিকা কমলে;
নব পীন পয়োধর পাব যবে,
রস সাগর নাগর শান্ত হবে।
রহ মানস রঞ্জন ধৈর্য্য ধরে,
সুখ নূতন নূতন লাভ পরে।

(যাইতে অগ্রসর)

রাজী। সুন্দরি, এখন রাত অধিক হয় নি—তুমি ঘর হতে গেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো, আমি তোমায় ছেড়ে দেব না, যদি যাও আমি তোমার জেলের হাঁড়ি হয়ে সঙ্গে যাব, ব'স যেও না (হস্ত ধরিয়া টানন)।

রতা। হাতেতে বেদনা বড় ছাড় না ছাড় না,
বিবাহ বাসরে নহে বিহিত তাড়না।

নিশি অবসান প্রাণ গেল শশধর ;
দম্পতি অরাতি রবি গগন উপর।
যাই যাই বেলা হলো হাত ছাড় বঁধু,
দিনে কি কামিনী কান্তে দিতে পারে মধু ?

রাজী। প্রেয়সি! বুড় বামুনের কথা রাখ, যেও না, প্রেয়সি, তোমার পরকালে ভাল হবে—তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, আমারে আর পাগল ক'র না। আমি রত্নবেদি হই, তুমি জয় জগন্নাথ হয়ে চড়ে ব'স।

রতা নাপ্তের পদদ্বয় ধরিয়া শয়ন

রতা। অকল্যাণ অকস্মাৎ হেরে হাঁসি পায়,
বাপের বয়সি পতি পড়িলেন পায়।

(জানালার নিকটে নসিরামের আগমন)

নসি। এ কি ভাই ঠাকুরজামাই, ক্ষিদে পেলে কি দুই হাতে খেতে হয় ? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালে মিষ্টি লাগে না।

(নসিরামের প্রস্থান)

রতা। ছি ছি ভাই, কি বালাই, লাজে মরে যাই,
বিয়ের কনের কাজ দেখিল সবাই।

(কিয়দ্দূর গমন)

রাজী। বাপ্‌ধন আমার চল্যে! আমারে মেরে চল্যে, ব্রহ্মহত্যা হলো—যেও না সুন্দরি, যেও না।

রতা। রাত পুইয়েচে, কাক কোকিল ডাকুচে।

(রতা নাপ্তের প্রস্থান)

রাজী। বিটী জানালা দিয়ে কথা কয়ে আমার মাতায় বজ্রাঘাত কল্যে, বিটী রাতব্যাড়ানী। বিটী আকৃতা ভাতারের মাগ, তা নইলে সে ব্যাটা রেতে বেরুতে দেয় ? আহা কনক

বাবুর প্রসাদাৎ কি রত্নই লাভ করিচি, বউ ঘরে তুলে কনক বাবুকে ভাল পেয়ারা, ভাল আতা পাঠিয়ে দেব। কনক বাবু অনুগ্রহ না কল্যে কি এ বুড় বয়সে অমন মেয়ে জুট্‌তো? যদি মা দুর্গা থাকেন তবে তুই বুড়রে যেমন সুখী কল্যি, এমনি সুখী তুই চিরদিন থাক্‌বি।

নসিরাম এবং ভুবনের প্রবেশ

ভুব। কি ব্যাই, বিয়ানের সঙ্গে আমোদ হলো কেমন?

নসি। ঠাকুরজামাই ভাব্‌চো কি? আজ তো সুখের সূত্রপাত, স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম ধাপ, এতেই এই, না জানি চাঁপার বয়সকালে কি হবে।

রাজী। আমারে কিছু ব'ল না; আমি মরিচি, কি বেঁচে আছি তা আমি বল্‌তে পারি নে—আমার স্বর্ণলতাকে এইখানে নিয়ে এস, আমি ছোঁব না কেবল দেখ্‌বো, আমার কাছে বসে থাক্‌লে আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা থাকে—তোমার পায় পড়ি এক বার নিয়ে এস।

নসি। সে এখন ঠাক্‌রুণের কাছে ব'সে রয়েচে, তাকে আন্‌বের যো নাই—আমরা এইচি এতে কি তোমার মন ওটে না?

ভুব। বড় সুখের বিষয় বিয়ানের সঙ্গে তোমার এমন মন মজেচে।

নসি। ঠাকুরজামাই, ভাই, ছেলেমানুষ, কত লোকে কত কথা বল্‌বে, তুমি ভাই খুব যত্ন কর—চাঁপা বড় অভিমানী, বড় কথা সইতে পারে না, তোমার মেয়েদের ব'লে দিও মন্দ কথা না বলে।

রাজী। আর মেয়ে! তারা কি আছে, মনে মনে তাদের

গাঁ ছাড়া করিচি। দেখ্‌বো যদি ব্রাহ্মণী তাদের উপর রাজী হন তবেই তাদের মঙ্গল, নইলে তাদের হাতে টুক্‌নি দিইচি।

ভুব। বিয়ান সতীনের নাম সইতে পারে না, তোমার মেয়েরা বিয়ানের সতীনঝি, তারা যেন বিয়ানকে ছোঁয় না, তা হলে বিয়ান জলে ডুবে মরবে—

সতীনের ঘা সওয়া যায়,
সতীন কাঁটা চিবিয়ে খায়।

রাজী। তোমরা কিছু ভেব না, আমি কাহাকেও ছুঁতে দেব না, চুপি চুপি নিয়ে যাব, দশ দিন পরে গাঁয় প্রকাশ কর্‌বো।

নসি। এস, বাসি বিয়ে করসে, ঘোর থাকৃতে থাকৃতে বরকনে বিদেয় কত্তে হবে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠান

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ

রাম। ভগবতী এমন দয়া কর্‌বেন, বাবার বিয়ে মিছে বিয়ে হবে।

গৌর। যথার্থ বিয়ে হয় চারা কি, তিনি আমাদের মা হবেন না আমরাই তাঁর মা হবো, মেয়ের মত যত্ন কর্‌বো, খাওয়াব, মাখাব, তাতে কি হবে, যুবতীর যে পরমসুখ তা তো দিতে পার্‌বো না, স্বামীর সুখ কখনই হবে না, বাবা তো বেঁচে মরা।

রাজীবের প্রবেশ

রাজী। ও মা রামমণি, ও মা তোমার মা এনিচি বরণ করে নাও।

রাম। সত্যি সত্যি আমাদের কপালে আগুন লেগেচে, পোড়া কপাল পুড়েছে, বুড়ো বাপের বিয়ে হয়েচে!

রাজী। আবাগের বেটী আমাকে চিরদিন জ্বালালে, আমি ভালমুখে ডাক্‌লেম উনি কান্না আরম্ভ কর্‌লেন, ওঁর ভাতার এখনি মলো।

রাম। কই আনো দেখি—আর বাপ হয়ে অমন কথাগুলো বলো না—কনে কোথায়?

রাজী। বন্ধু বাবার কাছে।

গৌর। বন্ধু বাবা কে?

রাজী। ঘটককে তোমাদের মা বন্ধু বাবা বলেন, আমিও বন্ধু বাবা বলি, তিনি আমার শ্বশুরের বন্ধু—বন্ধু বাবা! বন্ধু বাবা! নিয়ে এস।

কনের হাত ধ'রে ঘটকের প্রবেশ

গৌর। দেখি মেয়েটির মুখ কেমন।

ঘটক। জামাই বাবু ছুঁতে দিবেন না।

রাম। (ঘটকের প্রতি) আঁটকুড়ির ব্যাটা, সর্ব্বনেশে, আমার মত তোর মেগের হাত হক্—কোথা থেকে এসে বুড়ো বয়সে বাবার বিয়ে দিলে—তুই যেমন সর্ব্বনাশ কল্লি এমনি সর্ব্বনাশ তোর হবে—

ঘট। বাছা মিছে মিছি গাল দাও কেন, বউয়ের মুখ দেখ, সব দুঃখ যাবে, পুত্রশোক নিবারণ হবে।

(হাস্তবদনে ঘটকের প্রস্থান)

রাজী। তুই বিটী ধর্ম্মের ষাঁড়, এত ঝক্‌ড়া কত্তে পারিস, তোর বাবার বন্ধু বাবা, গুরুলোক, প্রণাম না করে গাল দিলি,

আ পাড়াকুঁড়ুলি—ঘরের দোর খুলে দে, আমি ব্রাহ্মণীকে ঘরে তুলি।

গৌর। আচ্ছা আমরা ছুঁতে চাই নে তুমিই একবার মুখটো দেখাও।

পাঁচজন শিশু এবং গ্রামস্থ কতিপয় লোকের প্রবেশ

শিশুগণ। বুড়ো বাম্না বোকা বর,
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।
বুড়ো বাম্না বোকা বর,
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।

রাজী। দূর ব্যাটারা পাপিষ্ঠ গর্ব্ভস্রাব, কেমন পেঁচোর মা এই ছ্যাখ্ (কনের অবগুণ্ঠন মোচন)।

গৌর। ও মা এ যে সত্যি পেঁচোর মা, ও মা কি ঘৃণা, কোথায় যাব—মাগীর গায় গহনা দেখ, যেন সোনারবেনেদের বউ—

রাজী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ, আমার স্বর্ণলতা বাড়ী এসে পেঁচোর মা হলো—আমি স্বপন দেখ্লেম, আমায় ছলনা কল্যে—আহা! আহা! কেন এমন স্বর্গ মিথ্যা হলো—ও লক্ষ্মীছাড়া বিটী পেঁচোর মা তুই কেন কনে হলি—সে যে আমার ডোইরে কলাগাছে জলভরা মেয়ে—মরে যাই, মরে যাই, মরে যাই, (ভূমিতে পতন) কনক রায় নির্ব্বংশ হক, কনক রায়ের সর্ব্বনাশ হক—

পেঁচোর মা। কান্তি নেগ্লে ক্যান, তোমার ছ্যালে কোলে কর। (কাপড়ের ভিতর হইতে অলঙ্কারে ভূষিত শূকরের ছানা রাজীবের গাত্রে ফেলন)

রাজী। আঁটকুড়ীর মেয়ে, পেতনি, শূয়োরখাগি, শূয়োরের

বাচ্ছা আমার গায় দিলি ক্যান ? শূয়োরের বাচ্ছা ঐ রামী রাঁড়ীর গায় দে ।

(শূকরের ছানা রামমণির গাত্রে ফেলিয়া রাজীবের প্রস্থান)

রাম। কি পোড়া কপাল, কি ঘৃণা, শূয়োরের ছানা গায় দিলে—অমন বাপের মুখে আগুন, চিলুতে গিয়ে শোও—খুব হয়েচে, আমি তো তাই বলি, কনক বাবু বুদ্ধিমান্, তিনি কি বুড়ো বরের বিয়ে দেন।

পেঁচোর মা। (শূয়োরের বাচ্ছা কোলে লয়ে) বাবার কোলে গিইলে বাবা, বাবার কোলে গিইলে বাবা—কোলে নেলে না, আগ্‌ করে ফেলে দিয়েচে, দিদির গায় উটেলে ।

গৌর। পেঁচোর মা তোর বিয়ে হলো কোথায়।

পেঁচোর। মোর স্বপোন কি মিত্যে। তোমার বাবা মোর হাত ধরে আন্‌লে।

রাম। তোকে নিয়ে গিয়েছিল কে ?

পেঁচোর। নরলোকে পরির মেয়েদের চিন্তি পারে ?

গৌর। পরির মেয়ে কোথা পেলি ?

পেঁচোর। ঝুজ্‌কো ব্যালাডায় আত আছে কি নেই, মুই শোরের ছানাডা নিয়ে শুয়ে অইচি, দুটো পরির মেয়ে বল্যে পেচোর মা তোর স্বপোন ফলেচে, আজ তোর বিয়ে হবে, মুই এই ছানাডারে বড় ভালবাসি, এডারে সাতে করে গ্যালাম, কত মেয়ে কতি পারি নে, মোরে গয়না পরালে, এডারে গয়না পরালে, পালকিতে তুলে দেলে, বলে দেলে কতা কস্‌ নে, মুখ দেখানো হলি কতা কস্‌।

রাম। বাবার গায় শূয়োরের বাচ্ছা দিলি ক্যান ?

পেঁচোর। তানারা বলে দিয়েলো, শোরের ছানা কোলে

দিলি তোরে খুব ভালো বস্‌বে, ভাতার বশ করা কত ওষুধ জানি, শোরের ছানা গায় দেওয়া নতুন শেকলাম।

রতা নাপ্‌তের প্রবেশ

ইনিতি মোরে পর্‌তম বলেলো মোর কপাল ফিরেচে।

রতা। (রামমণির প্রতি) ওগো বাছা তোমাকে তোমার বাপ একটি পয়সা দেয় না যে ব্রত নিয়ম কর, এই পঞ্চাশটি টাকা তোমরা দুই বনে নাও, আর চাবিটি তোমার বাবাকে দিও, তিনি কাল রেতে আহ্লাদে চাবি দিয়ে ফেলেছিলেন।

রাম। গৌর টাকা রাখ আমি দৌড়ে একটা ডুব দিয়ে আসি, শূয়োরের ছানা ছুঁইচি।

(প্রস্থান)

পেঁচোর। ভাই ছুঁয়ে নাতি চায়! ও মা মুই কনে যাব।

গৌর। দাও আমার কাছে টাকা চাবি দাও—আহা, বুড়ো মানুষকে কেউ তো মারি ধরি নি।

রতা। মার্‌বে কে?

গৌর। বেশ হয়েছে, মিছে বিয়ে হলো আমরা টাকা পেলুম।

(প্রস্থান)

পেঁচোর। বড় মেয়ে গেল, ছোট মেয়ে গেল, মোরে ঘরে তোলে কেডা, মোর বামুন ভাতার কনে গেল?

প্রথম শিশু। দুর বিটী ডুম্‌নি।

পেঁচোর। বুড়োর বেতে বামনি হইচি, মুই অ্যাকন ডুম্‌নি বাম্‌নি।

রতা। ওলো ডুম্‌নি বাম্‌নি, আমার সঙ্গে আয়, তোর হারাধন খুঁজে দিইগে।

(সকলের প্রস্থান)

সমাপ্ত

সধবার একাদশী

[১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

সধবার একাদশী

দীনবন্ধু মিত্র

[১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সতীদাহ-প্রথা নিবারণ ও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন লইয়া বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া নগর কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে নীলকরবিরোধ, বিধবাবিবাহ এবং সুরাপান-নিবারণ লইয়াও সমাজে অনুরূপ তরঙ্গ উঠিতে দেখি। এই আন্দোলনের জের কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক দিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত আইন প্রণয়নের দাবি জানাইয়া স-কাউনসিল বড়লাটের দরবার অবধি, অন্য দিকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া জনসাধারণের দরবার অবধি পৌঁছিয়াছিল। উপরোক্ত আন্দোলনগুলির মধ্যে সাহিত্যশিল্পী এবং নাট্যকার দীনবন্ধু একা সফলতার সহিত দুইটির দায়িত্ব লইয়াছিলেন এবং উভয় ব্যাপারেরই সংস্কারে কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন। 'নীল-দর্পণ' নাটকের সাহায্যে বাঙালী জাতি যে নীলকরদের অত্যাচার হইতে অনেকখানি নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল, ইহা যেমন সত্য, 'সধবার একাদশী' নাটকের সাহায্যে তেমনই সুরা-রাক্ষসীর ভয়াবহ কবল হইতে কিয়ৎপরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। প্রথমোক্ত ব্যাপারে পাদরি লং, মধুসূদন, সীটন-কার, হরিশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় ব্যাপারে প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি দীনবন্ধুর দলে থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া দীনবন্ধুর কাজ অনেকটা সহজ হইয়াছিল। দীনবন্ধুর এই দুইটি নাটককে এই কারণেই যুগান্তকারী নাটক বলা চলে।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আন্দোলনই বিকৃত পথে সাহেবিয়ানা ও সুরাপানের কদভ্যাস "ইয়ং বেঙ্গলে"র মধ্যে সঞ্চার করিয়াছিল। এই ঘটনার অত্যন্ত

ক্লেশকর ইতিহাস রাজনারায়ণ বসুর ‘সেকাল আর একাল’ ও ‘আত্মজীবনচরিতে’ এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ পুস্তকে পাওয়া যাইবে। মধুসূদন ও তাঁহার কয়েক জন সহপাঠীর নাম আজিও সুরাসংসর্গে কলঙ্কিত হইয়া আছে। ‘সধবার একাদশী’র নিমে দত্ত চরিত্রকে এই কারণেই অনেকে মধুসূদনের আদর্শে রচিত—এইরূপ ধারণা করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং দীনবন্ধুর জবাবদিহি এই ছিল, “মধু কি কখনও নিম হয়!” দীনবন্ধু এই নাটকটিকে শুধু সুরাপান লইয়াই বিয়োগান্ত করিয়া তুলেন নাই, বেশ্যাশক্তির প্রতিও কঠোর ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সমাজ-সংস্কারের দিক্ দিয়া এই পর্য্যন্ত। আসলে শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে ‘সধবার একাদশী’ দীনবন্ধুর সার্থকতম নাটক, ‘নীল-দর্পণ’ অপেক্ষা এখানেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। দীনবন্ধু এই নাটকটিতে স্বীয় ক্ষমতার চরম প্রকাশ দেখাইয়াছেন। মনুষ্য-চরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত নির্লিপ্ততা বা detachment এই ক্ষুদ্র নাটকটিকে প্রায় শেক্সপীরীয় করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ সকল দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে বাংলা ভাষায় একমাত্র ‘সধবার একাদশী’কেই খাঁটি নাটক আখ্যা দেওয়া যায়। ইহার চরিত্র-সমাবেশ ও বিকাশ, বাচন-ভঙ্গী, ঘটনা-প্রবাহ এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পাঠকের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করে না, বরঞ্চ বাস্তবতায় বিস্মিত করিয়া তোলে। ‘সধবার একাদশী’র বার্ত্তালাপ অথবা ঘটনা-সংস্থান কুত্রাপি নাটকীয় হইয়া উঠে নাই, স্বাভাবিক পরিণতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি স্মরণীয়—

> দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিঙ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে

মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা. আহুরীর মত গ্রাম্যা বর্ষীয়সী, তোরাবের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্যশোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত "উনপাঁজুরে বরাখুরে" হাপ পাড়াগেঁয়ে হাপ সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডিপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন তাগাদ্গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আহুরীর মত অনেক আহুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আহুরী। নদেরচাঁদ হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে,—ঠিক অম্মনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই, অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের গুণ দোষ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনুমান্ বা জাম্ব্বানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটীরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইরূপ উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—

তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরিব দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্রচরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্ব্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নিকুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন-সুখ বিফলীকৃতশিক্ষা, নৈরাশ্য-পীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন।—'বঙ্কিম-রচনাবলী', "বিবিধ", পৃ. ৮৮-৮৯।

'সধবার একাদশী' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর জীবিতকালে ইহার একাধিক সংস্করণ হইয়াছিল। আমরা প্রথম সংস্করণ কুত্রাপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১৯২৭ সংবতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই আদর্শ করিয়াছি।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তমী পূজার রাত্রিতে বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে 'সধবার একাদশী' সর্ব্বপ্রথম বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। এই সখের দলের ইহাই প্রথম অভিনয়। এই দলে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা ছিলেন। এই থিয়েটারই পরবর্ত্তী কালে

শ্যামবাজার নাট্যসমাজ এবং আরও পরে সর্ব্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—ন্যাশনাল থিয়েটার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'সধবার একাদশী'র অভিনয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (২য় সং, পৃ. ৯১-৯২) দ্রষ্টব্য। 'শাস্তি কি শাস্তি' নাটকের উৎসর্গ-পত্রে গিরিশচন্দ্র বিশেষ ভাবে 'সধবার একাদশী'রই উল্লেখ করিয়াছেন। দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীর 'নীল-দর্পণ' খণ্ডের ভূমিকায় উৎসর্গ-পত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে।

"O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call thee—Devil!" *Shakespeare.*

"Touch not, taste not, smell not, drink not any thing that intoxicates." *Elihu Burret.*

"Ah! why was ruin so attractive made,
Or why fond man so easily betray'd?" *Collins.*

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

জীবনচন্দ্র	...	...	ধনবান্ ব্যক্তি
অটলবিহারী	...	...	জীবনচন্দ্রের পুত্র
গোকুলচন্দ্র	...	...	অটলের খুড়শ্বশুর
নকুলেশ্বর	...	...	উকিল
নিমচাঁদ, ভোলা	...	...	অটলের ইয়ার
রামমাণিক্য	...	...	বাঙ্গাল
দামা	...	...	অটলের ভৃত্য
কেনারাম	...	.	ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট
বৈদিক	...	...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
রামধন রায়	...	...	অটলের পিতৃব্য

স্ত্রীগণ

গিন্নী	...	...	জীবনচন্দ্রের স্ত্রী ও অটলের মাতা
সৌদামিনী	...	...	অটলের ভগ্নী
কুমুদিনী	...	...	অটলের স্ত্রী
কাঞ্চন	...	...	বেশ্যা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাঁকুড়গাছা—নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা

নকুলেশ্বর এবং নিমে দত্তের প্রবেশ

নকু। ওহে, অটল নাকি মদ ধরেচে ?

নিম। পানায়, খায় না।

নকু। সুরাপান-নিবারিণী সভা কচ্চে কি ?

নিম। Creating a concourse of hypocrites.

নকু। না হে এ সভায় দেশের অনেক মঙ্গল হয়েছে—মদ খাওয়া অনেক কমেচে।

নিম। প্রকাশ্যরূপে খাওয়া কম্‌চে, গোপনে খাওয়া বাড়্‌চে।

নকু। তুমি মাতাল, এ সভায় কি উপকার হচ্চে তুমি বুঝ্‌বে কি ? অনেক ভদ্রসন্তান মাতালদের অনুরোধে পড়ে মদ্ খেতে আরম্ভ কর্‌তো—এখন অনুরোধ করিবামাত্র তারা বলে সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিছি, মাতাল ভায়ারা ওম্‌নি পেচ্‌য়ে যান।

নিম। *Vice Versa.*

নকু। সে আবার কি ?

নিম। অনেকে অনুরোধে পড়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু মদ দেখ্‌লেই এগ্‌য়ে আসেন।

নকু। সে দুই একটি।

নিম। ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজুড়।

নকু। আমার সংস্কার হয়ে পড়েছে, এখন আর ছাড়া দুষ্কর, তা নইলে আমি সভায় নাম লিখ্‌য়ে মদ ছাড়্‌তেম।

নিম। তোমার স্ত্রীরও কি সংস্কার হয়েছে ?

নকু। কিছুমাত্র না।

নিম। প্রথমও না, দ্বিতীয়ও না?

নকু। সে মদ ছোঁয় না।

নিম। তবে তাঁকে নাম লেখাতে বলো।

নকু। সে যে তোর বোন্ হয়।

নিম। আর গৌতম মুনি আমার বোনাই হয়।

নকু। নিমচাঁদ তুই কেন সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হ না।

নিম। আগে লিবারের উপক্রম হক্—কতকগুলিন নাম-কাটা সেপাই ঢুকেছেন।

নকু। তারা কারা?

নিম। শূল, পীলে, পাণ্ড, অগ্রমাস, কাঁশর, ঘণ্টায় যাঁদের পেটে জায়গা নাই—তাঁরা চিরকাল মদ খেয়ে নেচে বেড়ালেন, এখন উদরে স্থান সংকীর্ণ বিধায়, অষ্টম হেন্‌রির ক্যাথারাইন পরিত্যাগের ন্যায় মদ ছেড়ে দিলেন। নেমোক্ হারাম ব্যাটাদের মুখ দেখ্‌তে নাই—

নকু। নিমচাঁদ, আপনার কথায় আপনি ঠক্‌লে—ও সকল রোগ মদেতেই জন্মে, সুতরাং মদ অতি ভয়ঙ্কর শত্রু।

নিম। রস বাবা একটু খেয়ে নিই, বুদ্ধিকে সজীব করি, তার পর তোমার কথার উত্তর দিচ্চি। (মদ্যপান)

নকু। অধীনকে কিঞ্চিৎ দিতে আজ্ঞা হক্।

নিম। এস, বাপ্ এস। (মদ্যদান)

নকু। (মদ্য পানানন্তর) এত ভাবি, কম করে খাব, কিন্তু কেমন আকর্ষণ, দেখিবামাত্র প্রাণটা লাপ্‌য়ে ওঠে।

নিম। (মদ্য পান করিয়া) মদ খেলেই যে রোগ জন্মিবে এমন কিছু নিদান শাস্ত্রে লেখা নাই—যদিই জন্মায় তা বলে কি, যে মহাত্মাকে একবার সহায় কল্যেম, যে মহাত্মার অনুকূলতায় জাতিভেদ উঠ্‌য়ে দিলেম, তাঁতি সোনার বেণে কামার কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার কল্যেম, যে মহাত্মার গুণপ্রভাবে বন্ধুপক্ষে

একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্যেম, সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর শরীরের অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ কর্‌বো? পীলের অনুরোধে মদ ছাড়া কাপুরুষের কাজ—কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা—শরীর অসুস্থ হন গোল্লাই যান—মনকে রোগ স্পর্শ কত্তে পারে না, মদের বিচ্ছেদে মনকে কেন ক্ষোভিত কর্‌বো?

"—the mind and spirit remains
Invincible, and vigour soon returns."

নকু। রোগে জর্জ্জরীভূত হয়ে মদ ছাড়া না ছাড়া সমান—কারণ তাঁরা কাজের বার, তাঁদের সুরাপান-নিবারিণী সভায় নাম না লিখ্‌য়ে নিমতলার দিকে সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা লওয়া কর্ত্তব্য—আমার প্রস্তাব এই, যারা মদ কখন খায় নি অথবা যারা কেবল খেতে আরম্ভ করেছে, এই সকল ভয়ানক রোগের আশঙ্কায় তাদের মদ হতে তফাৎ থাকা উচিত।

নিম। তুমি আর এক গেলাস না খেলে কোন্‌ শালা তোমার কথার উত্তর দেয়—মনঃক্ষেত্র মদ্যরসে আর্দ্র কর, তার পরে আমার উপদেশবীজ বপন কর্‌বো, অচিরাৎ অঙ্কুরিত হবে।

নকু। (মদ্য পান করিয়া) আমি ত কাঁজের বার হইচি—আমার জন্যে আমি বলি না—দেশের মঙ্গলের জন্যে বলি—

নিম। Charity begins at home—আমি আমার জন্যে বলি, সুরাপান-নিবারিণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয় আমার ভারি অমঙ্গল—বড় মানুসের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আমি ধেনো খেয়ে মর্‌বো—এক ব্যাটা বড় মানুসের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।

নকু। তুমি যা বলো তা বলো, আমার বিবেচনায় সুরাপান-নিবারিণী সভাটি অতি উপযুক্ত সময় সংস্থাপিত হয়েছে

—এ সভাটি না হলে অসংখ্য যুবক সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়ে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হতো।

নিম। রোগের ভয়ে মদ না খাওয়া অথবা ধরে ছেড়ে দেওয়া অতি ভ'রুতার কর্ম্ম—

—"To be weak is miserable
Doing or suffering."

তোমার সঙ্গে সভাপতি খুড়োর পরিচয় আছে?

নকু। আছে।

নিম। তাঁকে বলে পাঠাও, পরিণয়-নিবারিণী নামে একটি শাখা সভা স্থাপন করুন।

নকু। পরিণয়ের অপরাধ?

নিম। ইতিবৃত্ত খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্চে কতিপয় বিবাহিতা কামিনী পতিকে প্লান্‌টিন্ দেখ্‌য়ে উপপতি করেছে এবং দুই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে পত্নী কর্ত্তৃক পতি বিনাশিত হয়েছে—সুতরাং বিবাহটা অতি ভয়ঙ্কর, বিবাহ প্রচলিত থাকাতে অস্মদ্দেশে কত বিদ্যাবিশারদ দেশহিতৈষী যুবক কামাতুরা কামধুরার হস্তে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতেছেন; কত যুবক, যাঁহাদের বিদ্যা, বদান্যতা, দেশানুরাগিতা, সাহস, বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিতেছিল, যাঁহাদিগকে বঙ্গদেশের সভ্যতার সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করণের আয়োজন হয়েছিল, যাঁহারা বঙ্গসমাজের কুসংস্কারকলাপ নিরাকরণের সদুপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, সেই সকল যুবক স্বীয় বিবাহিতা বনিতার ব্যভিচার দৃষ্টে ভগ্নোদ্যম হয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছেন; কত যুবক রমণীর কুচরিত্রজাত দুঃসহ ক্রোধানল মনে রাখিয়া যেমন চেয়ারে উপবেশন করিতেছিলেন, অমনি হুস্ করে অনলশিখা হয়ে পুড়ে মরেছেন। যখন দেখা যাইতেছে বিবাহ দ্বারা এবংবিধ বিবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তখন বিবাহ হইতে আবষ্টেন্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

নকু। তুমি ঠাট্টা কর আর যা কর, আমি এ সভার কখন নিন্দা কর্‌বো না।

নিম। দেখ দেখি বাবা, আস্পর্দ্ধার কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ কত্তে হবে!—পীড়া হয়, প্রতীকার কর্, মেডিকল্ সায়ান্স হয়েচে কি জন্যে? পীড়া আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ-মিলনের সুখ পাবি—

"Rich the treasure,
Sweet the pleasure,
Sweet is pleasnre after pain."

নকু। তুই দেখিস্ আমি ত্বরায় সভায় নাম লেখাব।

নিম। বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না; তুমি নাম লেখালে, সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা নিতে হবে।

নকু। কেন রামসুন্দর বাবু বিশ বৎসর একাদিক্রমে মদ খেয়েছেন, এখন মদ ছেড়ে দিয়ে সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হয়েছেন, সভ্য হয়ে তিনি ত বেশ আছেন।

নিম। তাঁর ত সভ্য হওয়া নয়, জাবরকাটা—তিনি বিশ বৎসরে যে কার্‌গো বোঝাই নিয়েচেন, বিশ বৎসর যাবে হজম কত্তে—তিনি সভায় বসে মদের জাবর কাট্‌ছেন। (ভঙ্গির সহিত জাবর কাটন।)

অটলবিহারীর প্রবেশ

এস আমার মাখনলাল, মদের গোপাল, এস।

অট। এ ব্যাটা খুব খেয়েছে বুঝি?

নকু। কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভেজেছে।

নিম। পালা আরম্ভ করি। (মদ্য পান) অটল বাবা এক সিপ্ নাও—

অট। আমি মদ খাব না, সকলেই বলে একবার ধল্লে আর

ছাড়া যায় না—আমি সে দিন তোমাদের অনুরোধে একটু খেচ্‌লেম, তাতে আমার হেডেক্ হয়েছিল।

নিম। তোমার হেড্‌টিতে আইরিশ্ ষ্টু হয়।

নকু। কেন?

নিম। অনেক পোট্যাটো আছে।

নকু। অটলকে একটু শ্যাম্‌পেন্ দাও।

অট। আমি তাও খেতে পার্‌বো না।

নিম। তুমি কি প্রতিজ্ঞাপত্রে বাঁদরে আঁচ্‌ড়েচ? থুড়ি, সই করেচ?

অট। সই করি আর না করি, আমি মদ খাব না।

নিম। তোর বাবা খাবে।

অট। আমার বাবা পরম ধার্ম্মিক, প্রত্যহ শিবপূজা করেন।

নিম। তাই এমন গণেশের জন্ম হয়েছে। (অটলের হস্তে শ্যাম্‌পেন্ দিয়া) ঢক্ করে গিলে ফেল, লক্ষ্মী বাপ্ আমার।

অট। নকুল বাবু—খাব?

নকু। খাও, একটু খেতে দোষ কি? তুমি ত আর মাতাল হচ্চো না। মডরেট্‌লি খাওয়ায় কোন অপকার করে না—আমোদ করা বই ত নয়—

নিম। জুড়িয়ে গেল।

অট। (মদ্য পান করিয়া) আমি কিন্তু আর খাব না।

নিম। কাঞ্চনকে তুমি কি রেখেছ?

অট। বেটি তিন-শ টাকা মাসয়ারা চায়।

নিম। তুচ্ছ কথা—তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় আমার থাক্‌লে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখ্‌তেম।

নকু। কাঞ্চন আজ আস্‌বে কথা আছে।

নিম। তবে মঙ্গলাচরণ করি। (মদ্য পান) অটল শক্তির সম্ভাষণ উপোযোগী আয়োজন কর, আর একটু শ্যাম্‌পেন্ খাও।

অট। নকুল বাবু চুপ করে রইলেন যে—উনি কি মদ ত্যাগ করেছেন না কি?

নকু। বাপু আমাদের উদর সমুদ্রবিশেষ—এক ঘড়া তুল্যেও কমে না, এক ঘড়া ঢাল্‌লেও বাড়ে না। (মদ্য পান)

নিম। এখন তুমি একটু খাও।

অট। নিমচাঁদ তোর পায় পড়ি আমায় আর দিস্ নে—বাবা যদি জান্‌তে পারেন আমি মদ খেইচি তিনি গলায় দড়ি দেবেন।

নিম। তুমি নকুল বাবুর অনুরোধে খেতে পাল্যে, আমার অনুরোধে খেতে পার না? আমি তোমার সতাত বাপ? তুই যদি এক গেলাস না খাস্ আমি গলায় দড়ি দেব, তোর পিতৃ-হত্যার পাতক হবে।

অট। মাইরি ভাই মদে আমার বড় ভয়—আমি আর খাব না।

নকু। পেড়াপিড়ি কাজ কি।

নিম। খাবে না?

অট। না।

নিম। যা ব্যাটা তুই প্যারিসাইড্, তোর মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়।

কাঞ্চনের প্রবেশ

নকু। একাকিনী নাকি?

নিম। (করযোড়পূর্ব্বক কাঞ্চনের প্রতি)

পুণ্য পুঞ্জ পণ্ড দেবি স্বৈরিণি!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিণি!
নব্য বঙ্গ বৃন্দ ধ্বংস ডায়িনি!
সাধ্বিপুঞ্জ চিত্ত দুঃখ দায়িনি!
নাস্তি ধর্ম্ম নাস্তি কর্ম্ম পাপিনি!
কৃষ্ণ জিহ্ব দুষ্ট কাল সাপিনি!

দণ্ডধার কীট কুণ্ড বাসিনি !
বার বার লক্ষ জার নাশিনি !
নৃত্য গীত হাব ভাব শালিনি !
পাপ তাপ পুষ্প মাল মালিনি !
ফেটনাখ্য গাড়ি ঘোড়ি হাঁকিনি !
উল্‌সনের ভোগ রাগ চাকিনি !
ফ্রান্স দেশ জাত মদ্য লোভিনি !
পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি !
পাপ দত্ত বিত্ত মত্ত রঙ্গিণি !
লালমুণ্ড হাড্‌ডিসার অঙ্গিনি !

কাঞ্চন, চাঁদবদনে একটু মদ দেবে ?

কাঞ্চ। ও নকুল বাবু দেখ দেখি নিমে দত্ত আমায় বিরক্ত করে—মাইরি আমি ঐ জন্যে আসি নে—

নিম। খাও না একটু—(মদের গেলাস মুখে দেওন)

কাঞ্চ। তুই ভারি পাজি—যাদের কাছে এইচি তারা কিছু বল্‌চে না, তোর বাবু অত ন্যাকরায় কাজ কি।

নিম। দুঃ বেটি কমবক্তি—

কাঞ্চ। তুই আমায় বেটি বেটি করিস্ নে বল্‌চি।

নিম। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ হয়েছে ?

নকু। কাঞ্চন, অটল বাবুকে দেখ্‌তে পাচ্চো ?

কাঞ্চ। অটলবাবু আমার প্রতি বড় নির্দ্দয়—উনি সাত দিন ভাঁড়্‌য়ে এক দিন যান। উনি বড়মানুষ, আমরা গরিব, আমাদের বাড়ীতে উনি গেলে ওঁর মানের খর্ব্ব হয়—আমরা নাচ্‌তে জানি নে, গাইতে জানি নে, কথা কইতে জানি নে, কিসে ওঁর মনোরঞ্জন কর্‌বো ?

অট। আমি যে কাল গিচ্‌লেম।

কাঞ্চ। চকিতের ন্যায়।

নিম। শালী আমার সঙ্গে কথা কইলে যেন হাঁড়িচাঁচা ডাক্‌তে লাগলো, এখন কথা কচ্চে যেন সেতার বাজচে্।

নকু। অটল, কাঞ্চনের সঙ্গে একটু সম্ভাষণ কর।

অট। কাঞ্চন, তুমি ভাল আছ ?

নিম। দূর ব্যাটা বক্কেশ্বর—তোকে একটু মদ দিতে বলেচে—

অট। তা আমি বুঝ্‌তে পারি নি—(এক গেলাস শ্যাম্পেন কাঞ্চনের হস্তে দান)

কাঞ্চ। তুমি আগে খাও।

অট। তুমি প্রসাদ করে দাও।

কাঞ্চ। (কিঞ্চিৎ পান করিয়া) এই নাও।

অট। কেমন নকুল বাবু এইটুক খাই তা নইলে কাঞ্চনের অপমান হয়। (মদ্যপান)

নিম। তুই ব্যাটা পাজির ধাড়ী, তখন পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন কল্লি, এখন অনায়াসে বেশ্যার উচ্ছিষ্ট খেলি—তোর সঙ্গে যদি আর কথা কই কাঞ্চন যেন আমার মাগ হয়।

নকু। আমরা তবে সরে দাঁড়াই।

নিম। অফর্ কল্যে না খেলে যে কত অপমান বাঞ্চৎ কিছু বোঝে না, পাজি, চাসা, ক্যাডোভরাস্।

অট। নিমচাঁদ তুই রাগ করিস্ নে ভাই, তোর অনুরোধে একটু খাচ্চি।

নিম। Amende Honorable—এই গেলাসটি খাও দেখি। (মদ্য দান)

অট। (মদ্য পান করিয়া) দেখ ভাই, সব খেইচি।

নিম। উত্তম বালক।

অট। আমার মাতাটা রুণু ঝুণু কচ্চে।

কাঞ্চ। রস আমি তোমার মাতায় একটু গোলাপজল দিয়ে দিই (অটলের মস্তকে গোলাপজল দান)।

নিম। দেখ বাবা যেন গঙ্গা যমুনা একত্র হয়ে এলাহাবাদ হয়ে পড়ে না।

নকু। কাঞ্চন একটি গাও না ভাই।

কাঞ্চ। (গীত, রাগ মুলতান, তাল আড়াঠেকা)

চলো লো সজনি সবে সরোজ কাননে যাই
সুশীতল সমীরণে জীবন জুড়াই ;
বিনে নটবর, জ্বলে কলেবর, তাপিত অন্তর,
পুড়ে হলো ছাই।

অট। আমার মনটা ভারি প্রফুল্ল হয়েছে—বেশ গেয়েছ বিবিজান।

নিম। একটু ব্রাণ্ডি খা।

অট। না আমি স্পীরিট খাব না।

নিম। শ্যাম্‌পেন্‌ খেয়েচ অ্যাসিডিটী হবে—একটু ব্রাণ্ডি খাও অ্যাসিডিটীর আন্তকৃত্য হয়ে যাবে।

অট। এখন আমার প্রাণ সুখসাগরে সাঁতার দিচ্চে, এখন আমায় যা দেবে তাই খাব। (ব্রাণ্ডি পান)

নিম। That's like a good boy—

অট। A good boy will mind his book, but a bad boy will only mind his play—

নিম। And will be a dunce, like you, all the days of his life.

অট। আমার ইচ্ছে কচ্চে কাঞ্চনের সঙ্গে এক বার নাচি।

নিম। পল্‌কা।

কাঞ্চন। আমি একটু বাগানে বেড়াইগে।

কাঞ্চনের প্রস্থান

নকু। কাঞ্চনের গলাটি বেশ মিষ্টি।

অট। গেল কোথায় ?

নিম। To do a thing which no one can do for her.

অট। আমি তাকে ধরে নিয়ে আসি।

অটলের প্রস্থান

নকু। এ গুওটা শীঘ্র খারাপ হবে।

নিম। কিছু বল না বাবা, ওর বাপ অনেকের সর্ব্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকাগুণো সৎকর্ম্মে ব্যয় হক্—তুমি দেখ্‌বে এক হপ্তার মধ্যে অটল টল্ টল্ কচ্চেন।

"If consequence do but approve my dream
My boat sails freely, both with wind and stream."

নকু। চলো একটু বাতাসে যাই।

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চিতপুর রোড। গোকুল বাবুর বৈটকখানা

গোকুলচন্দ্র এবং জীবনচন্দ্রের প্রবেশ

জীব। আমি ভাই আশ্চর্য্য হইচি, মাস দুই তিনের মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেচে!

গোকু। আপনার শাসন নাই।

জীব। কি করে শাসন করি—একটি বই ছেলে নাই—টাকা না দিলে জলে ঝাঁপ দিতে যায়, চিলের ছাদ থেকে হাত পা ছেড়ে দেয়।

গোকু। আমার অমন ছেলে হলে আমি সানে আচ্‌ড়ে মাত্তেম—সেই বেশ্যামাগীকে বগিতে করে গড়ের মাটে বেড়্‌য়ে বেড়ায়।

জীব। তোমার ব্যানের দৌরাত্ম্যে আমি আরো ভেকো হইচি—ছেলেকে শাসিত কল্যে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন—তারি বা অপরাধ দেব কি, যে সুবোধ ছেলে সচ্ছন্দে আত্মহত্যা কত্তে পারে, কাজেই ছেলেরে কিছু বল্‌তে দেয় না।

গোকু। আমার মতে ওর হাতে এক পয়সা দেওয়া নয়, ওকে বাড়ীর বার হতে দেওয়া নয়।

জীব। আমি কি টাকা দিই, গিন্নি দেন—সে দিন গিন্নির বাক্সটা জোর করে খুলে দশ হাজার টাকার একখান কোম্পানির কাগজ নিয়ে গেল।

গোকু। ব্যানকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌বেন দেকি, ছেল্‌টির জন্মের ত কোন দোষ নাই।

জীব। তোমার সেকেলে ব্যান, তার ছেলেতে সন্দ হয় না —একেলে ব্যানেরা লেখাপড়া শিখেছেন, গাউন পরেচেন, বাগানে যাচ্চেন, এঁদের ছেলেতে সন্দ হবে।—ব্যান্‌রে যা খুসি তাই করুন, আমার একটি কথা তোমার ভাই রাখ্‌তে হবে।

গোকু। আজ্ঞা করুন।

জীব। ওকে তোমার হৌসে নিয়ে হৌসের কাজ শেখাতে হবে, আর রোজ রাত্রে তোমার কাছে এসে পড়াশুনা কর্‌বে—আমি তোমার নিন্দা কত্তেম—তুমি জাত মান না, ব্রহ্মসভায় যাও, আপনিও দীক্ষা হলে না, ব্যানকেও দীক্ষা হতে দিলে না —কিন্তু এখন আমি দেখ্‌চি তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমরা একত্র হয়ে পরোপকার, স্কুল, ডিস্‌পেন্সারি কর্‌বের সুযোগ কর—কিন্তু আমার কুলাঙ্গারের সব বিপরীত—বল্‌বো কি মদ খায়, বেশ্যাবাড়ীতে অন্ন আহার করে, আর যত মাতালের সঙ্গে মিল—গুওটা এসব ছেড়ে যদি তোমার সঙ্গে মিশে গোরু খায় তাতেও আমি ক্ষুব্ধ হই নে—তুমি যা ভাল বোঝ ভাই তাই কর—আমার ছেলে, তোমার দাদার জামাই—অধঃপাতে গেলে শুধু আমার যাবে না।

গোকু। আমায় বল্‌চেন আমি নিয়ে যাব, কাজকর্ম্ম শেখাবার চেষ্টা কর্‌বো—কিন্তু ফল দর্শে এমন বোধ হয় না—কারণ ও গোড়ায় বিগ্‌ড়েছে, তাতে বড় মান্‌ষের ছেলে।

জীব। তোমার কাছে যাওয়া আসা কল্যেই ও শুধ্‌রে যাবে। অটলকে আমি আস্‌তে বলিছি।

গোকু। আমি তাকে শোধ্‌রাব কি সে আমায় বেগ্‌ড়াবে তা নিশ্চয় বলা যায় না।

জীব। লেখা পড়া ভাল করে শিখ্‌লে না, কিন্তু তবু ইংরিজি কইতে পারে মন্দ নয়—অনেক বই কিনেচে।

অটলের প্রবেশ

অট। গুড্‌ মর্নিং—আপনি আমায় নাকি ডেকেচেন?—আমি শীঘ্র যাব।

গোকু। দেখ অটল তুমি সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তান, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তোমার উচিত নয়, তুমি কতকগুলো সদাচারভ্রষ্ট মাতালের সঙ্গে সহবাস কর।

অট। বাবা বুঝি লাগ্‌য়েচেন?

গোকু। তোমার বাবার লাগাতে হবে কেন, দেশশুদ্ধ লোক তোমার নিন্দা কচ্চে—তুমি ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌বে, এডুকেশান কমিটির মেম্বর হবে, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট হবে, লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের কাউন্সেলের মেম্বর হবে, দেশোন্নতির চেষ্টা কর্‌বে, দুঃখীদের প্রতিপালন কর্‌বে, তোমার কি উচিত বেশ্যালয়ে পড়ে মদ খাওয়া।

অট। বাবা যদি এখানে না থাক্‌তেন আমি আচ্ছা জবাব দিতেম।

জীব। জবাব দিয়ে কাজ নাই, গোকুল যে উপদেশ দেন তাই গ্রহণ কর। তুমি ত বাবা অবুজ নও, লেখা পড়া শিখেছ, জ্ঞান জন্মেছে, তোমার কি ওগুলো ভাল দেখায়।

অট। কোন্‌গুলো তাই ভেঙ্গে বলো না, তার পর আমি জবাব দিতে পারি ভাল, না হয় হার মেনে উঠে যাব।

গোকু। তুমি অসৎসঙ্গ ছেড়ে দাও।

অট। আমি কার সঙ্গে অসৎসঙ্গ কর্‌চি একটা দেখ্‌য়ে দাও আমি এখনি তাকে ত্যাগ কর্‌চি।

গোকু। তোমার সকলি অসৎসঙ্গ।

অট। নকুলেশ্বর হাইকোর্টের উকীল, সে বড় মন্দ লোক!—নিমচাঁদ যে ইংরিজি জানে তোমাকে জলে গুলে খেয়ে ফেল্‌তে পারে।

গোকু। তারা অত্যন্ত মদ খায়—

অট। তুমি মদ খাও না?—বিশ্বনাথ লা'দের দোকানে তোমার খাতা ধরে দিতে পারি। কেন বাবার সুমুখে বল্‌তে বুঝি লজ্জা হয়।

গোকু। আমি যখন মদ খেতেম কারো ভয় ক'রে খেতেম না, সুরাপান-নিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর ক'রে আমি মদ একেবারে ছেড়ে দিইচি। মদ অস্মদাদির পক্ষে অতি অনিষ্টকর, সেই বিবেচনায় ত্যাগ করিচি।

অট। অনেক খরচ পড়ে ব'লে ত্যাগ করেচেন।

গোকু। সে কারণ হলেই বা দূষ্য কি—টাকা অকারণ মদে অপব্যয় না ক'রে সৎকর্ম্মে ব্যয় কল্যে ইহকালেরও ভাল, পরকালেরও ভাল।

অট। আমার আর কি দোষ?—"গুলো" বল্যেন যে—চট্ চট্ ক'রে বলুন আমি বিদায় হই।

গোকু। তোমাকে সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হ'তে হবে।

অট। নিমচাঁদ বলেচে পরিণয়-নিবারিণী সভা না স্থাপন কল্যে কোন ভদ্রসন্তান সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হবে না।

গোকু। সে পাজি ব্যাটার কথা ছেড়ে দাও—তোমার উচিত এ সভায় নাম লেখান।

অট। আমার উচিত নয়।

গোকু। কেন?

অট। কারণ আমার টাকার কমি নেই—আমার শ্যাম্পেন্ কিন্‌বের ক্ষমতা আছে—যাদের টাকা নাই, যারা ধেনো খেয়ে মরে, তারা গিয়ে নাম লেখাক্।

জীব। তোমার অবশ্য নাম লেখাতে হবে।

অট। তা হ'লে আমি বেঙ্গ সভায়ও নাম লেখাব।

জীব। তা লেখাস্।

অট। গোকুল বাবু, ধরে বেঁধে পীরিত আর ঘষেমেজে রূপ কখনই হয় না।

গোকু। উনি তোমার পিতা, ওঁর সুমুখে এরূপ কথা বল্‌চো।

অট। তিলটি পড়্‌লে তালটি পড়ে, ঘাঁটালেই বল্‌তে হয়।

জীব। গোকুল বাবুর হৌসে তোমাকে যেতে হবে।

অট। আমি ত রোজই সে দিকে যাই।

গোকু। তোমাকে প্রত্যহ দশটার সময় আমার হৌসে যেতে হবে, আমি তোমাকে হৌসের কাজ শেখাব।

অট। আমি রোজ রোজ যেতে পার্‌বো না, যে দিন অবসর পাব সেই দিন যাব।

জীব। তোর আবার অবসর কি? তোর জ্বালায় আমি কি আত্মহত্যা হবো।

অট। এই উনি নাকে কাঁদেন।

জীব। দেখ্ অটল তুই যদি গোকুল বাবু যা বলে তা না শুনিস, আমি নিশ্চয় গলায় দড়ি দেব।

অট। ত্যাও, তেরাত্রে শ্রাদ্ধ কর্‌বো।

জীব। দেখ্‌লে গোকুল বাবু, গুওটার কথা দেখ্‌লে। গোকুল বাবু, তুমি ওকে কখন ছাড়বে না—ওকে তোমায় দিলেম, তুমি মারো, কাটো, ফাঁসি দাও, তোমার যা খুসি তাই কর।

অট। কাঞ্চন যে বলে—(জিব কেটে) লোকে যে বলে তা বড় মিথ্যা নয়—

বের্‌য়ে এলেম্ বেশ্যা হলেম্ কুল কল্যেম্ ক্ষয়,
এখন কিনা ভাতার শালা ধম্‌কে কথা কয়।

জীব। হয় তুই মর্, না হয় আমি মরি।

অট। মর্ মর্ কচ্চো মার কাছে বলে দেব, তখন মজাটি টের পাবেন।

জীব। আমি তোর পিতা, পিতা পরম গুরু, পিতার প্রতি এমনি উত্তর—পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তকচ্ছেদন করেছিলেন।

অট। বড় কাজ করেছেন!

গোকু। তোমার কথাগুলিন অতি কর্কশ, আর তোমার কিছুমাত্র সহৃদয়তা নাই—এ সকল কুৎসিত দলে থাকার ফল।

অট। কুৎসিত দল ত ত্যাগ কর্‌য়েচেন, আর কি কত্তে হবে বলুন।

গোকু। সে বেশ্যাবেটীকে তোমার ত্যাগ কত্তে হবে।

অট। আহা! কি রসের কথাই বল্লেন, অঙ্গ শীতল হয়ে গেল—কাল আমি দশ হাজার টাকা ভেঙ্গে তার গহনা কিনে দিলেম, ঘর সাজ্‌য়ে দিলেম, আজ আমি তাকে ছেড়ে দিই, আর উনি গিয়ে ভর্‌তি হন—

জীব। ও আঁটকুড়ীর ব্যাটা কারে কি বলিস্, উনি যে তোর শ্বশুর হন—আমি কোথায় যাব তোর জ্বালায়, তোর কি লেখা পড়া শিখে এই ভব্যতা হয়েছে!

অট। আমি ভব্যতাও জানি, সভ্যতাও জানি—আমায় রাগালে আমি সব ভুলে যাই—

জীব। উনি মন্দ বল্‌চেন কি? বেশ্যা রাখলে লোকে নিন্দা করে, তাই ছেড়ে দিতে বল্‌চেন।

গোকু। বেশ্যারাখা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ—বিশেষ

যাদের স্ত্রী আছে তারা যদি বেশ্যা রাখে, তারা নিতান্ত নরাধম, পাষাণ-হৃদয়, স্ত্রীহত্যাপাতকী।

জীব। ব্যাই তোমায় বল্‌বো কি, মাসে মাসে মাগীকে তিন শত টাকা মাসয়ারা দিতে হয়।

অট। সে টাকা তুমি দাও, না আমার মা ছায়?

জীব। তোমার মা উপপতি ক'রে এনে দেন—যা গুওটা আজ হতে তোকে আমি ত্যজ্যপুত্র কল্যেম।

জীবনচন্দ্রের সরোষে প্রস্থান

গোকু। তোমাকে ত্যজ্যপুত্র হ'তে হবে।

অট। ও রাগ কিছু নয়—মার কাছে গেলেই জল হয়ে যাবেন, আবার আমায় কত আদর কর্‌বেন।

গোকু। তবে তোমার মা-ই তোমার মাতা খাচ্চেন।

অট। আমি যাই মহাশয়—আমি কাঞ্চনকে নিয়ে রাম-লীলে দেখ্‌তে যাব।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাঁশারিপাড়া। কুমুদিনীর শয়নঘর

কুমুদিনী এবং সৌদামিনীর প্রবেশ

কুমু। এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—আমি ভাই আর সইতে পারি নে, আমি গলায় দড়ি দে মর্‌বো।

সৌদা। আস্তে বলিস্, মা শুনলে রাগ কর্‌বেন।

কুমু। করুন্ গে—সাধে বলি, মনের দুঃখে বলি—দেখ দেখি ভাই রক্ত মাংসের শরীর ত বটে, ঠাকুরজামাই এক শনিবার না এলে তোমার মনটি কেমন হয়, চক্ যে ছল্ ছল্ কত্তে থাকে।

সৌদা। তা ভাই দুধের সাধ তো ঘোলে মেটে না, তা নইলে আমি না হয় তোকে দুদিন দিই।

কুমু। তুই আর কাটা ঘায় নুনের ছিটে দিস্ নে—তুই যে ভাতারকাম্‌ড়া তুই আবার অন্য নোককে দিবি, ঘরে এসে একটা ঠাকুরজামাই দুটো হয় তাতেও তোর মন ওটে কি না সন্দ।

সৌদা। আমার বড় সাধ, আমার ভাতার একদিন মদ খেয়ে ঘরে আসে আর এক মাগীকে রাখে।

কুমু। দূর্ মড়া, তোর আজ্‌গবি সাধ দেখে আর বাঁচি নে।

সৌদা। তোকে দেখাই কেমন ক'রে বশ কত্তে হয়।

কুমু। তোর বশের যদি এত জোর, তোর ভাইকে দিয়ে কেন দেখা না?

সৌদা। তোদের বুঝি হয়ে থাকে তাই বল্‌চিস্।

কুমু। তুই নাকি বশের বড়াই কচ্চিস্ তাই বল্‌চি—পোড়া

কপালের দশা দেখ্ দেখি ভাই, আজ দশ দিন বাপের বাড়ী থেকে এইচি এক দিন তাকে ঘরে দেখতে পেলেম না, এক মরে যায় জান্‌লুম আপদ গেল, চকের উপর এ পোড়ানি সহ্য হয় না —রাত দিন মদ খেয়ে নেচে বেড়াবে।

সৌদা। ও ভাই কালেজে পড়ার দোষ।

কুমু। তোর ভাই আবার কোন্ কালে কালেজে পড়্‌লে? আদরের ঢেঁকি কালেজে নিলে না, তাই গৌরমোহন আড্‌ডির স্কুলে দিন দুই একখান বয়ের পাত উল্‌টিচ্‌লো আর হেয়ার সাহেবের স্কুলে মাস কত পড়েচ্‌লো।

সৌদা। তবে ইংরিজি পড়ার দোষ।

কুমু। কেন গোকুল কাকা কি ইংরিজি পড়েন নি? চন্দ্রবাবু যে কালেজে পাঁচ বচ্ছোর চাল্লিশ টাকা ক'রে জলপানি পেয়েচেন, বিরাজের ভাতার যে ইংরিজিটোলের ভট্‌চায্যি হয়ে বেরয়েচে, এরা কি মাগ্‌কে ঘরে একা রেখে বাগানে কাঞ্চনকে নিয়ে আমোদ করে, না মদ খেয়ে শিয়ালের মত হাল্লো হাল্লো ক'রে ডাক্‌তে থাকে?

সৌদা। সকলে যে বলে কালেজে পড়্‌লে রীত বিগড়ে যায়।

কুমু। যারা তোমার দাদাকে দেখেছে আর তোমার দাদার খাস্ ইয়ার নিমে দত্তকে দেখেচে তারাই বলে। গোকুল কাকার মত নোকদের দেখ্‌লে এমন কথা কখন বল্‌তো না—ছোট খুড়ীর বেয়ারাম হ'লে গোকুল কাকা সাত দিন হোসে যান নি, কেমন চরিত্তির কারো দিকে উঁচু নজরে চান না।

সৌদা। কি জানি ভাই।

কুমু। কেন তোর ভাতার তো ইংরিজি পড়েচে, সে কদিন কাঞ্চনকে এনেচে লো?

সৌদা। দাদার ভাই কেমন পির্‌বিত্তি—তোর এই ভরা যৌবন, এমন সোমত্তো মাগ রেখে সেই স্থুঁট্‌কো মাগীকে নিয়ে থাকে—দেখিচিস্ তার হাত পা গুণো যেন বাকারি।

কুমু। সে কি আমার ঠাকুরঝি তাই আমি তাকে দেখ্‌তে যাব ?

সৌদা। তুই ভাই ঠাট্টা বই আর জানিস্‌ নে।

কুমু। তোর যে অন্যায়, সে হলো বাজারে বেশ্যে, বাগানে থাকে, সে বাকারি কি সাঁকারি তা আমি কেমন ক'রে দেখ্‌বো, আর তুই বা কেমন ক'রে দেখ্‌লি সোনাগাছী গেচ্‌লি না কি ?

সৌদা। তোকে ভাই কথায় কেউ পারবে না।

কুমু। এর আর পারাপারি কি, তুই যে খবর বল্‌চিস্‌ হয় তুই সোনাগাছী গেচ্‌লি, নয় তোর ভাই তোকে বলেচে—"সৌদামিনী, তুমি বেশ গোলগাল, কাঞ্চন হাড়গোড়ভাঙ্গা দ।"

সৌদা। তুই ভাই নিয়ে খুব টান্‌তে পারিস্‌।

কুমু। কিন্তু তোমার ভেয়ের কিছুই কত্তে পাল্যেম না—তুমি যে নবীন ছুক্‌রি রূপের ডালি ঘরে রয়েচ, তাই বুঝি হেরে যাচ্চি।

সৌদা। তোর যা খুসি তাই বল্‌, আমি কথা কব না।

কুমু। মনের মত হ'লে কে কথা কয়ে থাকে ভাই ? - মণি ধরে বস্‌লি নাকি ? মুখে যে আর কথা নাই—ভেয়ের কোল না পেলে বোল ফুট্‌বে না। বুঝিচি—ডাক্‌বো না কি—হ্যাঁলা ? (সৌদামিনীর চিবুক ধরিয়া)

বলো দ্যাওরা রে এর ব্যাওরা কি ?
নোন্দায়ের কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি।

হা, হা, হা।

সৌদা। তুই ভাই এত রঙ্গও জানিস্‌।

কুমু। কাঞ্চনীর ও কথা কোথা শুন্‌লি ?

সৌদা। তুই বাপের বাড়ী গেলে দাদা এক দিন বিকেল বেলা কাঞ্চনকে বৈটকখানায় এনেছিলেন—

কুমু। ঠাকুর বাড়ী ছিলেন না ?

সৌদা। দাদা ত আর কারো লজ্জা করেন না—তিনি এখন এক এক দিন কাঞ্চনকে গাড়ীতে ক'রে বৈটকখানায় নিয়ে আসেন —বাবা কত দিন দেখেছেন।

কুমু। তার পর।

সৌদা। তার পর ভাই, দাদা মদ খেয়ে বড় বাড়াবাড়ি কত্তে নাগ্‌লেন, কাঞ্চনের গলা ধরে বারেণ্ডায় এসে নাচ্‌তে নাগ্‌লেন, পাড়ার সব লোক জড় হলো—ও বাড়ীর বড় কাকা এসে দাদাকে বক্‌তে নাগ্‌লেন আর কাঞ্চনকে কত গালাগালি দিলেন—সে বেটী কস্‌বি, বড় কাকাকে মান্‌বে কেন, সেও ফির্‌য়ে গাল দিলে, বড় কাকা রাগ ক'রে বেটীকে বাড়ী থেকে বার্ ক'রে দিলেন। বেটী দাদাকে কত গাল দিয়ে গেল, আর বলে গেল, "তোর বাপ যদি আমায় আস্‌তে বলে, তবেই তোর সঙ্গে আর দেখা, তা নইলে এই পর্য্যন্ত।"

কুমু। বেশ হয়েচ্‌লো, তবে বেটী আবার এলো কেমন করে ?

সৌদা। আগে বরং ছিল ভাল, এখন আরো সর্ব্বনাশ হয়েচে।

কুমু। কেন ? কেন ?

সৌদা। কাঞ্চন বের্‌য়ে গেলে দাদা সাপের মত গজ্‌রাতে নাগলেন আর বড় কাকাকে শালা বাঞ্চৎ ব'লে গাল দিলেন ; বড় কাকা বাবার কাছে বল্‌তে গেলেন।

কুমু। কায়েতের ঘরের ঢেঁকি।

সৌদা। বড় কাকা বের্‌য়ে গেলে দাদা একটা বন্দুক বার ক'রে বল্যেন, এখনি গুলি খেয়ে মরবো—

কুমু। মা গো, শুনে জ্বর আসে।

সৌদা। মার ভাই একটি ছেলে, তিনি তখনি বাইরে গিয়ে হাত ধরে বাড়ীর ভিতর আন্‌লেন—দাদা কি তা শোনেন, মা কত বল্যেন, এমন পরীর মত বউ ঘরে রয়েছে, দাদা বল্যে, "আমার

কাঞ্চনকে এনে দাও, তা নইলে গুলি খেয়ে মর্‌বো, নয় গঙ্গায় ডুবে মর্‌বো, নয় কাশী চলে যাব—”

কুমু। তাই কেন কত্তে দিলেন না।

সৌদা। বাবা এসে কত বুঝুলেন, তা কি তিনি শোনেন—বেটী ভাই দাদারে কি করেচে, বেটী হয়তো যাদু জানে—

কুমু। তোমার মা যে যাদুমণি যাদুমণি করেন, তাই লোকে এত যাদু করে।

সৌদা। বাবা তো আর যাদুমণি যাদুমণি করেন না, তা দাদা বাবাকেও ত ভয় করেন না—বাবা কত রাগ কত্তে লাগ্‌লেন, বল্যেন, এমন সোনার সীতে ঘরে রয়েছে, তবু এ নিন্দে না কুড়ূলে ঘর চলে না, তা দাদা বল্যেন, “সীতে নিয়ে তুমি থাক, আমি কাঞ্চনকে না পেলে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো।”

কুমু। এমন পোড়া কপালের হাতেও পড়িচি!

সৌদা। বাবা রাগ করে দাদাকে একটা নাতি মেরে বাইরে গেলেন, মা কাঁদ্দে নাগ্‌লেন আর বাবারে কত গালাগালি দিলেন। তার পর মার কান্না দেখে আর দাদার চিক্‌রুনি দেখে বাবা কাঞ্চনকে ডাক্‌য়ে এনে বাড়ীর ভিতর পাঠ্‌য়ে দিলেন।

কুমু। তবে আর ঠাকুরুন আমায় আন্‌লেন কেন?

সৌদা। মা তার পর কাঞ্চনের হাত দুটি ধরে বল্যেন, “মা, তোমার হাতে ছেলে সুঁপে দিলেম, দেখ বাছা, যেন আমি গোপালহারা হই নে।”

কুমু। অমন গোপালকে নুন খাইয়ে মাত্তে হয়।

সৌদা। মার ভাই সাত নাই পাঁচ নাই, এত দৌলৎ, একটি ছেলে, যে আব্‌দার ন্যায় তাই শুন্‌তে হয়।

কুমু। তুই তবে একটি উপপতির আব্‌দার নে, তোর মার তুই একটি মেয়ে, তোর আব্‌দারও শুন্‌বেন।

সৌদা। তুই এত রসিকতা জানিস্‌, দাদার ত কিছু কত্তে পারিস্‌ নে।

কুমু। তোমার দাদা যে ষণ্ডামার্ক, সে রসিকতার কি ধার ধারে—শুনেচে কাঞ্চনকে অনেক বড়মানুষের ছেলে রেখেচ্‌লো, ওমিনি তার জন্যে পাগল হয়েছে। রূপ, গুণ, বয়েস তোমার দাদা ত চায় না, কিসে লোকে বাবু বল্‌বে, কেবল তাই দেখে —বাবা বড়মানুষ দেখে বিয়ে দিলেন, টাকা নিয়ে আমি ধুয়ে খাব, মরণটা হয় ত বাঁচি।

সৌদা। কাঞ্চনকে দেখ্‌বি? যখন সে গাড়ীতে ওঠে, ছাদ্ থেকে দেখা যায়—দাদা আবার কোঁচা দিয়ে পা পুঁচ্‌য়ে দেন, মাইরি।

কুমু। তুই বুঝি নুক্‌য়ে নুকয়ে দেখিস্, আর ভাবিস্, কি ছাঁ—ই বেরালে মেরেচে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঁশারিপাড়া। অটলবিহারীর বৈটকখানা

অটলবিহারী এবং কাঞ্চনের প্রবেশ

কাঞ্চ। তুমি যদি নিমে দত্তকে আমার বাড়ী আর নিয়ে যাও, তা হ'লে আমি কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়ে মায়ের কাছে বলে দেব।

অট। জানি! জানি! তার উপর এত রাগ কচ্চো কেন জানি।

কাঞ্চ। ব্যাটা, ভাই বড় বিরক্ত করে—ব্যাটা মাতাল হ'লে আমার বড় ভয় করে।

অট। কেন জানি, আমি তোমায় যে দিন থেকে রেখিচি, সেই দিন থেকে নিমচাঁদ তোমায় ত মাসী বলে ডাকে জানি।

কাঞ্চ। মাতাল হ'লে নিজের মাসী বড় জ্ঞান থাকে, তা আবার পাতানে মাসী।

অট। না, জানি, সে আমার বুজম্ ফ্রেণ্ড, জানি সে আমায় বলেচে, ফ্রেণ্ডের মেয়েমানুষ মাসীর মত দেখ্‌তে হয়।

কাঞ্চ। আমার কপালে বন্‌পো উপপতিই ঘটে—প্রিয়-শঙ্কর যখন আমায় রাখ্‌লে, তখন রমানাথ আমায় মাসী বল্‌তো, তার পর সেই রমানাথ আমায় সেবাদাসী কল্লেন; পাছে রমানাথ মনে কিছু ভাবে, তুমি আমায় যা বল্‌তে, তা মনে আছে? এখন আমি তোমার জানী হইচি।

অট। (গীত) "হায় কি কল্যে মাসী বলে, হায় কি কল্যে মাসী বলে"—তুমি যে মালিনী মাসী—হিরে মালিনী ফিরে চাও—জানি (কাঞ্চনের হস্ত ধরিয়া) তুমি আমায় মেরে ফেল জানি, তোমার মুখ দেখে আমি মরে যাই, জানি।

কাঞ্চ। এই যে অটল, রসিকতা শিখিচিস্।

অট। না শিখ্‌বো কেন বাবা—সহরের প্রধান চিজ্ কাঞ্চনমণি মাথায় ধরিচি।

দামার প্রবেশ

দামা। গাড়ী তোয়ের হয়েছে।

অট। এস জানি, তোমায় তুলে দিয়ে আসি—আমার আঁচল দিয়ে তোমার পা পুচ্‌য়ে নেবো—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

সাবাস্ সাবাস্ বেশ পয়ার হয়েছে।

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

দামা, মেজ্‌টা সাফ কর্।

অটল এবং কাঞ্চনের প্রস্থান

দামা। (মেজ ঝাড়িতে ঝাড়িতে) বোকা বাবুর কাছে নইলে চাকরি পোষায়? কত জিনিস ভাংচি, কত জিনিস চুরি কচ্চি, বাবুর হিসেবও নেই, কিতেবও নেই। এক এক বেটা বাবু আছে এম্‌নি কঞ্জুস, বাজারের পরতাল দেয়—যেমন কাপ্‌টে বাবু তেম্‌নি কসাই চাকরও আছে। নবীন বাবু দুদিন অন্তর একটি ক'রে পয়সা দেন সুপারি আন্‌তে, বাবুর খানসামা সেটি মাল ক'রে ক'সো পেয়ারা শুক্‌য়ে কেটে সুপারি করে দেয়, বাবুর মন্দ বল্‌বের যো নাই, তা হ'লে খানসামা ওম্‌নি বল্‌বে, এক পয়সার ভাল সুপারি এক দিন বই হয় না। আমার ভাবনা কি, বাবু যে মদ ধরেচেন, কোটা বালাখানা করে ফেল্‌বো।

অটল এবং নিমে দত্তের প্রবেশ

নিম। তোমাকে আজ থেকে ইণ্ডিয়ান্ বাইরন্ বল্‌বো—(চেয়ারে উপবেশন)

অট। (উপবেশন করিয়া) বড় মজাদার রাইম হয়েছে—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

নিম। আর এক লাইন্ বাড়্‌য়ে দেওয়া যাক্—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?
দাও পাণি।

অট। ব্রেভো, ব্রেভো—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?
দাও পাণি।

আমি কেন বলি না, দাও ব্রাণ্ডি পানী—

নিম। তা হ'লে ও লাইনের বিউটি রইলো কোথা? পাণি অর্থে হাত, দাও পাণি, দাও হাত, কি না বিয়ে কর—

অট। সাবাস্, সাবাস্, লেগে যা রে গুরো—জানি, আমাকে বিয়ে কর, মালিনী মাসী আমাকে বিয়ে কর—ব্রাণ্ডি পানীতে মানে হয় না—

নিম। ব্রাণ্ডি পানীতে মানে হয় না, কিন্তু মজা হয়—

অট। বেস্ বেস্ ডবোল বেস্—দামা, ব্রাণ্ডি আন—

দামার প্রস্থান

ব্রাণ্ডি পানীতে মানে হয় না, কিন্তু মজা হয়।

ভোলাচাঁদের প্রবেশ

ভোলা। (নিমচাঁদের মুখের নিকটে হস্ত উত্তোলন করিয়া) আনার্ড সার, স্মেল্ সার, আই স্মেল্ সার্ ইউ স্মেল্ সার্, আনার্ড সার্, স্মেল্ সার্, ওল্‌ডো টম স্মেল্ সার্—

নিম। তিনি হন কে?

অট। মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই।

ভোলা। সান্ ইন্‌লা সার্—স্মেল্ সার্, কানট্রি স্মেল সার—বাড়ী থেকে কানট্রি খেয়ে বের্‌য়েছিলেম, রেলওয়ের ষ্টেসনে টেলিগ্রাফ বাবুরো, ফ্রেণ্ডেস্ সার্, ওল্‌ডো টম্ খাইয়ে দিলে—মিক্‌সেড্ সার্, এক্সকিউজ্ সার্, আনার্ড সার্।

নিম। মুক্তেশ্বর বাবু অমন বিজ্ঞ লোক হয়ে এই কূর্ম্ম অবতারের হস্তে কন্যাটি প্রদান করেছেন?

ভোলা। ইউ নো মাই ফাদার ইন্‌লা সার্—ইউ মাই ফাদার ইন্‌লা সার্—(নিমচাঁদের পদধূলি গ্রহণ) ইউ মাই ফাদার ইন্‌লা সার্—আই সান্‌ইন্‌লা সার্।

অট। তুমি কি এখন এলে?

ভোলা। ইয়েস্ সার্।

অট। শ্বশুরবাড়ী এখন যাও নি?

ভোলা। ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—(অটলের পদধূলি গ্রহণ)। এক্সকিউজ সার্, সান্‌ইন্‌লা সার্।

নিম। তুমি বাপু এত অল্প বয়সে মদ ধল্যে কেন ?

ভোলা। গুলিতে শরীর খারাপ হয়ে যায় বলে—গুলি ইজ্ ভেরি ব্যাড্ সার্।

অট। তুমি এখন শ্বশুরবাড়ী যাও, আবার তাঁরা ভাবান্বিত হবেন।

ভোলা। নট্ সার্, ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্, হিয়ার লিভ্ সার্।

অট। গোকুল বাবুর বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ আছে, আমি এখনি সেখানে যাব—

ভোলা। আই জাইন ইউ সার্, আই জাইন ইউ সার্, হোয়ের্ ইউ গো আই গো, সান্‌ইন্‌লা জাইন ফাদার্ ইন্‌লা, আই জাইন ইউ সার্—

নিম। তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ—মাতার মাঝখানে সিতে, গায় নিনূর হাফ্‌চাপ্‌কান, গলায় বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি পরা, গরমিকালে হোলমোজা পায়, তাতে আবার ফুলকাটা গার্‌টার্, জুতাজোড়াটি বোধ হয় পথে আস্‌তে কিনেচো, ফিতের বদলে রূপার বগ্‌লস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙ্গুলে দুটি আংটি—

ভোলা। ফাদার ইন্‌লা গিভ্ সার্—ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—

নিম। জামাই বাবু, ত্বরায় শ্বশুরবাড়ী যাও, তুমি যে বাহার দিয়ে এয়েচো, তোমার বিরহে আমাদের মেয়ে এতক্ষণ কত কাঁদ্‌চে—

ভোলা। ইয়োর ডাটার্ ইজ্ নাইন্ মন্থেস্, ইয়োর ডাটার্ ইজ্ নাইন্ মন্থেস্ সার্—

অট। ন মাস কি রে, পোনের ষোল বৎসরের হবে।

নিম। দূর ব্যাটা গর্ভস্রাব, ও বল্‌চে ন মাস গর্ভবতী—

ভোলা। বেলিমেণ্ট সার্, প্রেগ্‌নাণ্ট সার্—ইয়েস্ সার্।

দামার প্রবেশ এবং মেজের উপর মদ্যাদি রক্ষা

নিম। "Man being reasonable must get drunk
The best of life is but intoxication."
মাসীর হেল্‌তো পান করি। (মদ্য পান)

অট। মালিনী মাসীর হেল্‌তো খাই। (মদ্য পান)

নিম। জামাইবাবু একটু খাও।

ভোলা। আই ইট্ ইন্ প্রেজেন্স ফাদার্ ইন্‌লা ?

এক গেলাস মদ্য লইয়া প্রস্থান

অট। ছেল্‌টি বেতরিবৎ নয়।

নিম। পুরির রাজা চলিত বিষ্ণু, এবং তাঁর রাণী চলিত লক্ষ্মী, রাণী এক এক দিন জগন্নাথের কাছে রাত্রে কেলি কত্তে যান, জগন্নাথ, দাদা বলভদ্রের সাক্ষাতে স্ত্রীর সহিত বিহার কত্তে পারেন না, রাণীও ভাশুরের কাছে মুখ খুল্‌তে পারেন না, পাণ্ডারা রাণীর আস্‌বের আগে বলরামের মুখে একখানা কাপড় দিয়ে রাখে—জগন্নাথ বেতরিবৎ নয়, দাদার মুখে কাপড় দিয়ে রসকেলি করেন—জামাইবাবুর সেইরূপ তরিবৎ।

ভোলাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ

ভোলা। কম্ সার্, সান্‌ইন্‌লা কম্ সার্।

নিম। তুমি গুওটা যে এক গেলাস রম খেয়েছ, তুমি সান্‌ইন্‌লা কেমন ক'রে, তুমি বৈবাহিক। দামা, মদ ঢাল—(মদ্য পান) আবার ঢাল—পানী দেও মৎ—গুওটা পান্তা ভাত ক'রে ফেলেছে—তোর বাবুর বাড়ী কি আমি আরান্দো খেতে এইচি ? (মদ্য পান) হুঁ, হুঁ, আবার ঢাল—

অট। তুই ভাই গেলাসটা ফেলে দে, বোতলের কানায় খা।

নিম। "A Daniel come to Judgement ! yea, a Daniel !—
O wise young Judge, how do I honor thee !"

(আচ্‌ড়াইয়া গেলাস ভাঙ্গিয়া বোতলের কানায় মদ্য পান) I drink till the bottom of the bottle is parallel to the roof. শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নাই, দেখ বাবা, সব খেইচি।

ভোলা। আই ডু ক্যান্ সার্, বটল সার্—

নিম। চুপ্‌রাও You wicked urchin, গুওটা সার্ সার্ ক'রে মাতা ধর্‌য়ে দেছে—ফের যদি সার্ সার্ করবি, এক বোতলের বাড়ি তোকে কাশী মিত্রের ঘাটে পাঠাব—

ভোলা। নো সার্, সান্‌ইন্‌লা সার্, ডেড্ সার্, ইয়োর ডাটার্ সার্, উইডো সার্, ইলেভেন্ ডেজ্ ডু সার্, হাঙ্গ্রী সার্, দিস্ সাইড্ সার্, ছাট্ সাইড্ সার্, ওয়াটার ওয়াটার হোল নাইট্ সার্।

অট। আমায় কেউ একটু মদ দেয় না, যখন খেতেম না, তখন সব শালারা আগে আমায় দিত—

ভোলা। আই গিভ্ সার্—(মদ্য দান)

অট। চিরজীবী হয়ে থাক্। (মদ্য পান)

রামমাণিক্যের প্রবেশ

এস এস, রামমাণিক্য বাবু এস—(মুখের আঘ্রাণ গ্রহণ) ব্যাটা ধেনো খেয়ে মরেচে, ব্যাটা বিক্রমপুরে বাঙ্গাল—

রাম। আপ্‌নারা তঃ কলকত্তাই—বাঙ্গালের দেনো মদ বালো।

নিম। (রামমাণিক্যের হস্তে এক গেলাস ব্রাণ্ডি দিয়া) খা ব্যাটা, একটু বিলাতী মদ খা, তোর দেহ পবিত্র হক্, তোর শ্রীপাঠ বিক্রমপুর ভ'রে যাক্।

রাম। জোবর তো—এত পান কর্‌বার পার্‌মু ক্যান্?

অট। ব্যাটা ছুটো ভাঁটি খেয়ে হজম করেন, আবার বল্‌চেন পার্‌মু ক্যান্—দেখ দেখ, ব্যাটা গেলাসের উপর কি মন্ত্র পড়চে্।

রাম। হোদন্ করে লইচি—

নিম। ব্যাটা খাবেন ব্রাণ্ডি, মন্ত্রের ধুম দেখ, ভাদ্রবউয়ের কাছে শোবেন, মাজে একটা বালিস দিয়ে—দে ব্যাটা গেলাস দে—(গেলাস গ্রহণ)

অট। না হে দাও। (গেলাস দান)

রাম। বাণ্ডিল খাইমু তো বতোল চিবায়ে খাইমু। (বোতলের কানায় মদ্য পান) ত্থাহো ত্থাহো, বতোলে কি কিছু রাক্‌চি—হুক্‌না।

অট। দেখ ভাই, ব্যাটা এতক্ষণ চালাকি কচ্যেলো—বাঙ্গালকে চেনা ভার—

রাম। বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর ক্যান্? বাঙ্গাল সায়োরে ভাসে আস্‌চে নাহি? বিক্রমপুর কলকত্তা আষ্ট দিনের ব্যবধান, ক্যাবোল নিকট, ব্যাস্‌কোম্ কি?

ভোলা। বাঙ্গাল, পুঁটি মাচের কাঙ্গাল—
বাঙ্গাল, গঙ্গাজলের কাঙ্গাল,
বাঙ্গাল, ডেঙ্গা পথের কাঙ্গাল,
বাঙ্গাল, ভাল কথার কাঙ্গাল—

রাম। পুঙ্গির পুত্ কেডা! হিট্‌কাইচেন্ আর খ্যাপাইবার লাগ্‌চেন্—ত্থাশে হইতো, প্যাটে পারা দিয়া জিহ্বাডা টানে বাইর করতাম, আর অমাবস্যা দেক্‌তেন—হালা গর্বস্রাব, হুয়ার, বল্লূক্, বুত।

অট। রামমাণিক্য, আর এক গেলাস খা।

রাম। (মদ্যপান করিয়া) প্যাট পোরে—জালতো। দগ্‌দো লোঙ্কা নি আছে।

নিম। ক'রে নিতে পার যদি।

রাম। বাজা মোটোর?

অট। দূর ব্যাটা বাঙ্গাল, এ কি ভুনোর দোকান?

রাম। হালা তুইটা মোটোর দিবার পারেন না, ক্যাবোল বাঙ্গাল কইবার পারেন।

নিম। রামমাণিক্য, তোদের দেশে মেয়েমানুষ আছে ?

রাম। স্বচ্ছন্দ।

নিম। পটে ?

রাম। কলকত্বাই স্ত্রীয়া লোক না!

নিম। আমরা তোদের দেশে যাব—ওর মেগের নাম কি ?

অট। ভাগ্যধরী।

নিম। আমরা তোর বিক্রমপুর যাব—

রাম। নদীতো প্রবীণ।

নিম। ষ্টীমারে যাবো, তোর ভাগ্যধরীকে আন্‌বো—

রাম। হালা বাই হালা, ই কি তোর কলকত্বাই মাগ, উমি লোকের লগে খরাপ কাম্ করবে—বাগ্যদরী বাইবাতার করবে, স্যাও বালো, পরের লগে দেহ দেবে না—কোন দিন না।

অট। তোর বাগ্যদরীতো সতী বড়—আ বাঙ্গাল।

রাম। পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর্‌্যা মস্তক গুরাইদিচে —বাঙ্গাল কউস ক্যান্—এতো অকাণ্ড কাইচি তবু কলকত্বার মত হবার পারচি না ? কলকত্বার মত না কর্‌চি কি ? মাগীবারী গেচি, মাগুরি চিকোন দুতি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্‌কাট বক্কোন করচি, বাণ্ডিল খাইচি—এতো কর্‌্যাও কলকত্বার মত হবার পারলাম না, তবে এ পাপ দেহতে আর কাজ কি, আমি জলে জাপ্ দিই, আমারে হাঙ্গোরে কুম্বিরে বক্কোন করুক—

মাতাল হইয়া পপাত ধরণীতলে

অট। ব্যাটা পাতি মাতাল, খুব মাতাল হয়েছে—ব্রাণ্ডি পান পাকা লোকের কাজ।

নিম। কবির উক্তি—

"Little Learning is a dangerous thing
Drink deep or taste not the Pierian spring,"

এখানে প্যায়ারিয়ান অর্থে পিপে।

ভোলা। ইয়েস সার্, ড্রাঙ্কর্ড সার্, সান্‌ইন্‌লা সার্—

অট। এমন কোন বিষয় নাই যে সেক্সপিয়ার থেকে কোটেসান দেওয়া যায় না—

নিম। তোমার কাঞ্চন যেমন সতী, এও তেমনি সেক্সপিয়ার।

অট। কেন, ল্যাম্প্রেয়ার আনো দেকি—

নিম। "A fool might once himself alone expose
Now one in verse makes many more
in prose."

এর আবার ল্যাম্প্রেয়ার কি দেখবি, ও বাঞ্চৎ, বেয়াদব, মাতাল, মূর্খ—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?—

তার পর কি?

অট। তুইও মাতাল হইচিস্—

নিম। তোমার টেম্পরেচার্‌টা সমান করে নাও না বাবা।

অট। (মদ্যপান করিয়া) আমি হাজার খাই, মাতাল হই নে—দামা, বাঙ্গালবাবুকে খাটে শুইয়ে রেখে আয়।

নিম। (দামা কর্ত্তৃক রামমাণিক্যের অচৈতন্য দেহ টানিতে দেখিয়া) "নলিনীদলগতজলবৎ তরলং"—

"যেই শিরে বান্ধো সোনার পাগড়ি
শ্মশানেতে যাবে গড়াগড়ি।"

আহা! কি পরিতাপ—"নয়ন মুদিলে সব শব রে"—Gone to
"The undiscovered country, from whose bourne No traveller returns—"

অট। তুই দেকচি বাঙ্গালের বাবার বাবা হলি—

নিম। (ভোলাচাঁদের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়া) "This is my ancient;—this is my right-hand, and this is my left-hand."

অট। এবার তুই সেক্সপেয়ার বল্‌চিস্ তার আর কোন সন্দ নাই—আমরা ও প্লে-টা হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়েছিলেম—Merchant of Venerials আমরা অনেক বার পড়িচি—

নিম। That's blasphemy, I tell you, that's blasphamy —তুই ব্যাটা আর বিদ্যে খরচ করিস্ নে—তোর বাপ্ ব্যাটা বিষয় করেছে, ব'সে ব'সে খা—পাঁচ ইয়ারকে খাওয়া—মজা মার। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তোর কোন্ বাবা সেক্সপিয়ার পড়িয়েছিল ? তুই কোন্ ক্লাসে পড়িছিস ?

অট। In the Baboo's class.

নিম। Rather in the King's hell. হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেড্ মাষ্টর জান্তো বড়মান্ষর ছেলে ব্যাটারা রমানাথের এঁড়ে, আপনারাও পড়্বে না, কারো পড়তে দেবেও না—তাইতে একটা বাবুজ্ কেলাস ক'রে সব কেলাস থেকে রমানাথের এঁড়ে বেচে সেই কেলাসে দিয়েছিল—

ভোলা। আই রীড্ সার্—রীড সার্ রাইট সার্—লার্জো সার্, মিড্লিং সার্, স্মাল সার্—

অট। আমি এখন ঘরে ব'সে পড়ি।

নিম। মদের দেকানের ক্যাটলগ্ ?

অট। ঘরে পড়্লে বুঝি বিদ্যে হয় না ?

নিম। তুমি যে কেতাব ধরেচ, বিদ্যেও হবে, সুন্দরও হবে—

অট। পেটও হবে—

ভোলা। বেলিমেণ্ট সার্ ? প্রেগ্নাণ্ট সার্ ? হুজ্ সার্ ?

অট। তোমার শাশুড়ীর।

ভোলা। মাদার ইন্লা সার্ গুড্ সার্।

নিম। দামা ব্যাটা গেল কোথা ? আর একবার স্নানযাত্রা কত্তে হবে।

অট। আবার খাবি, তোর পেটে কি হয়েছে আজ ?

নিম। "The thirsty earth soaks up the rain,
And drinks, and gapes for drink again."

(বারম্বার মুখব্যাদান করিয়া ভঙ্গি দর্শায়ন।)

অট। এ ব্যাটাকেও শোয়াতে হলো—নিমচাঁদ শুবি ?—ও নিমচাঁদ ! ঘুমো, ব্যাটাচ্ছেলে চেয়ারে বসেই ঘুমো।

কেনারাম এবং আরদালির প্রবেশ

হাল্‌লো, হাল্‌লো, কেনারাম বাবু যে।

কেনা। তোমার সঙ্গে ভাই সাক্ষাৎ কত্তে এলেম।

নিম। তিনি হন কে?

আর। (হাতযোড় করিয়া) ডেপুটি মেজেষ্টার রায় বাহাদুর—হাকিম্।

নিম। চিকিৎসা কত্তে জানে?

Canst thou not minister to a mind diseas'd
Pluck from the memory a rooted sorrow;
Raze out the written troubles of the brain;
And, with some

কি ব'লে দেও না।

কেনা। আমি ডাক্তার নই!

নিম। হাকিম বল্যে যে—তুমি ডক্‌টর্ জন্‌সনের চিকিৎসা কর নাই?

কেনা। না।

নিম। সেই জন্যে—তা হলে বল্‌তে

"Therein the patient
Must minister to himself."

ইনি কি তোমার মোসায়েব?

কেনা। ও আমার আরদালি।

নিম। তবে ওরে লেজে বেঁদে এসেচেন কেন?

কেনা। তুই বাইরে যা।

আরদালির প্রস্থান

ভোলা। (কেনারামের প্রতি) অনার্ড সার্, ঘটিরাম ডেপুটি সা'র্—

অট। ঘটিরাম কি রে?

ভোলা। ওঁর নাম ঘটিরাম ডেপুটি।

নিম। সরকার বাহাদুর তোমাকে ঘটিরাম খেতাব দিয়েছে?

কেনা। এই জন্যে কলিকাতায় আসতে ইচ্ছে করে না—হাকিম দেখে তোমরা একটু ভয় কর না, আমার আরদালিকে গলা টিপে তাড়্য়ে দিলে—আমার সাক্ষাতে আমায় ঘটিরাম বল্‌চো! মপোস্বালে আমরা কারো বাড়ী গেলে উঁচু আসনে বসি—

নিম। যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায়।

কেনা। আমার আরদালিকে কত মান্য করে—

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি সেলাম!

অট। ঘটিরাম নামটি পেলে কোথা?

কেনা। ভাই, বাঙ্গালা হাতের লেখা, পড়া বড় কঠিন—আমি এক দিন মুচিরাম ফরিয়াদির নাম পড়্‌তে ঘটিরাম বলেছিলুম, আমার আরদালি, ঘটিরাম ফরিয়াদি হাজির? ঘটিরাম ফরিয়াদি হাজির? বলে ফুক্‌রাতে লাগলো, কিন্তু কেউ হাজির হলো না, আমি ভারি কড়া হাকিম্, তখনি ঘটিরাম ফরিয়াদীর মোকদ্দমা খারিজ ক'রে দিলুম, তার পর মুচিরাম ফরিয়াদি, সে ব্যাটা সেইখানেই ছিল, বল্যে—ধর্ম্ম অবতার, এ মোকদ্দমা আমার. আমি বল্যেম, তুমি বড় বজ্জাৎ, যখন ঘটিরামের ডাক হলো, তখন কেন তুমি হাজির হলে না, সে বল্যে, তার নাম মুচিরাম, ঘটিরাম নয়—

অট। তুমি মুচিরামে ঘটিরাম পড়্‌লে কেন?

কেনা। আমরা বাঙ্গালা খবরের কাগজ জলের মত পড়্‌তে পারি, কিন্তু ভাই, মপোস্বালে গিয়ে দেখলেম, হাতের লেখা সেরূপ নয়, ব্যাটারা মু লেখে ঘয়ের মত, চ' লেখে টয়ের মত, তাইতে ভুল হলো।

নিম। তবে চল্‌য়ে এসেছ?

কেনা। চলাবো কেন? আমি খুব সপ্রতিভ, হাকিমও খুব কড়া—পেস্কার বল্যে, ধর্ম্ম অবতার, ঘটিরাম নাম নয়, মুচিরামই ওর নাম—আমি মুখ ভারি ক'রে বল্যেম্, তোম্ চুপ্

রও,আর বল্যেম, মুচিরাম কখন নাম হ'তে পারে না, মুচিরাম যদি নাম হয়, তবে কেন বামনরাম নাম হক্ না? কায়েতরাম নাম হক্ না? তার মোকদ্দমাটি গ্রহণ কল্যেম, কিন্তু যে লিখেছিল, তার চসম্‌নামাই হলো।

অট। আর সেই দিন হ'তে তোমার নাম হলো ঘটিরাম।

কেনা। আমার সাক্ষাতে কেউ বল্‌তে পারে না—পাগল ব্যাটারা আমার নাম রেখেছে ঘটিরাম ডেপুটি, আমার কাছারি আস্‌তে হ'লে বলে, ঘটিরামের কাছারি যাচ্চি। আমি কাছারিতে ইস্তেহার লট্‌কে দিলেম, যে ঘটিরাম বল্‌বে, তার মেয়াদ দেব—

নিম। কোন্ ধারা অনুসারে?

কেনা। আমরা হাকিম, যে ধারা খাটাতে ইচ্ছে করি, সেই ধারা খাটাতে পারি। এক দিন এক জন মোক্তার মোকদ্দমায় হেরে যাওয়াতে আমায় বল্যে, "কেব্‌লা হাকিম, যা খুসি তাই কত্তে পারেন"—আমার ভারি রাগ হলো, ভাব্‌লেম, কাছারির মাজখানে আমাকে কেব্‌লা হাকিম বল্যে, তৎক্ষণাৎ কন্‌টেম্‌টো আফ্‌ কোর্ট ব'লে তার জরিবানা কল্যেম—সে বল্যে, ধর্ম্ম অবতার, অপরাধ কি? আমি বল্যেম, তুমি আমাকে কেব্‌লা হাকিম বলেছ—

অট। কেব্‌লা বুঝি বোকাটে?

কেনা। না হে না, কেব্‌লা মানে মহাশয়, পেস্কার আমায় ব'লে দিলে, তা কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস কল্যেম না, আমি ভারি কড়া হাকিম, আমলার কোন কথা শুনি না।

নিম। "You are one of those, that will not serve God, if the devil bid you. তোমার মত ঘটিরাম ডেপুটি কটি আছে?

কেনা। ঘটিরাম আর কারো কপালে ঘটে নি—ঘটিরামে আমার মান বেড়ে গেল, সকলে বল্যে, ইংরিজিতে যারা খুব লায়েক, তারা বাঙ্গালা ভাল জানে না।

নিম। কেব্‌লা হাকিম চুপ কর, তোমার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—

ভোলা। ঘটিরাম ডেপুটি সার্‌, কেব্‌লা হাকিম সার্‌, ইংলিস সার্‌, রীড্‌ সার্‌, গুড সার্‌—

অট। ডেপুটি বাবু ইংরিজিতে খুব লায়েক।

নিম। কেটে জোড়া দেন। বুদ্ধির দৌড় ঘটিরামেই প্রকাশ হয়েছে।

কেনা। আপনি কোথায় পড়েছেন?

নিম। গৌরমোহন আড্‌ডির স্কুলে।

কেনা। আমি পড়িছি কালেজে। গৌরমোহন আড্‌ডির স্কুলে পড়লে খুব বিদ্যা হয় না, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটও হ'তে পারে না।

নিম। আর কালেজে পড়লে ঘটিরাম ডেপুটিও হ'তে পারে, কেব্‌লা হাকিমও হ'তে পারে—বাবা, সুক্‌তলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ, বিদ্যার জোরে হও নি—তোমার কালেজের একটাকে দেখাও দেখি আমার মত ইংরিজি জানে—I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English বাবা! ছেলের হাতে পিটে নয়—কি খাবে বাবা বলোতো —Claret for ladies, sherry for men and brandy for heroes.

কেনা। অটল বাবু, আমি যাই—

অট। ব'স না, তোমায় কি জোর ক'রে খাইয়ে দেবে? He is a tatler.

নিম। দূর্‌ ব্যাটা Idler—তোর বাবার ভাষায় বল্‌—দেখুন দেখি মহাশয়, ব্যাটা হেলে ধত্তে পারে না, কেউটে ধত্তে যায়—

কেনা। উনি মীন্‌ করেছেন টিটোট্‌লার।

নিম। তবে আমি ঘটিরাম ডেপুটি মীন করে তোমাকে শালা বলি। তুমি মদ্য পান করবে না কেন ?

কেনা। আমি কখন খাই নে।

ভোলা। ইট্ সার্, ঈট্ সার্—

নিম। তোমার কি প্রেজুডিস্ আছে ?

কেনা। আমার প্রেজুডিস্ কিছু নাই, আমাকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক করেছে—

নিম। একটু মদ খাবে না কেন ?

কেনা। হিন্দুদের কাছে তা হ'লে বড় মিথ্যা কথা বলতে হয়।

নিম। তুমি মুর্গি খাও ?

কেনা। আমার প্রেজুডিস্ নাই, কিন্তু মুর্গি খেতে আমার বড় ভয় করে—

নিম। Arrant coward. তাড়কেশ্বরের দোকানের বিস্কুট খাও ?

কেনা। কোন্ তাড়কেশ্বর ?

নিম। ভাল ঘটিরাম! মুসোলমানের দোকানের বিস্কুট, যারা তাড়কেশ্বরের দাড়ি রেখেছে।

কেনা। এক দিন দু দিন খাই।

নিম। তাতে মিথ্যা বলা হয় না ?

কেনা। আমার ত প্রেজুডিস্ নাই, আমাকে পেড়া পিড়ি কেন ? হিন্দুরা আমায় নিন্দে করবে, সেই ভয়তে আমি কিছু করি নে।

নিম। তুমি বিদ্বান্ ব্যক্তি, মস্ত একটা হাকিম, কালেজে অনেক কাল পড়েছ, ব্রাহ্ম হয়েছ, তোমার কিছুমাত্র প্রেজুডিস্ নাই, আচ্ছা আমাদের অনুরোধে একটু মদ গালে দাও, অধর্ম্ম হবে বল্‌তে পার না, কারণ, তোমার প্রেজুডিস্ নাই—আর যদি আমার অফর গ্রহণ না ক'রে আমাকে ইন্‌সল্‌ট কর, থামের গায় ঘটি আচ্ড়ে ভাংবো—

কেনা। অটল বাবু, আমি বাড়ী যাই—আরদালি! আরদালি! ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আরদালি ওখানে আছে?

অট। ব'স না—তোমার যদি প্রেজুডিস্ না থাকে, তবে একটু খাও। তা নইলে ওর বড় অপমান হয়।

নিম। বাবা, কালেজে পড়ে বিদ্বান্ হয়েছ, ইংরিজি এটীকেট শিখেছ, একজন জেণ্টেল্ম্যানের অফরটি ত্যাগ করা উচিত নয়।

কেনা। আমি মহাশয় আঙ্গুলে ক'রে একটু গালে দিই—(অঙ্গুলী দ্বারা মুখে মদ্য দান)

নিম। Thank you কেব্লা হাকিম, Much obliged ঘটিরাম ডেপুটি।

অট। আঙ্গুল উঁচু ক'রে রয়েছ কেন?

কেনা। না, না—ঐ আঙ্গুলটো দিয়ে মদ ছুঁইচি, ওটা বাড়ী গিয়ে ধুতে হবে।

ভোলা। ফিংগার সার্, ওয়াশ্ সার্, প্রেজুডিস্ সার্, ফিয়ার সার্।

নিম। তোমার সম্পূর্ণ প্রেজুডিস্ আছে—তুমি ব্রাহ্মসমাজের মেম্বর হ'লে কেমন ক'রে?

কেনা। আমি প্রত্যহ সকালে উপাসনা করি, তার পর অন্য কর্ম্ম করি।

নিম। আচ্ছা বাবা, ব্রাহ্মধর্ম্মের তুমি বুঝেছ কি?

কেনা। আমি সমাজের সম্পাদক, আমি আর কিছু বুঝতে পারি নি।

নিম। আচ্ছা বাবা, তুমি ব্রাহ্ম, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্, হাকিম, সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ তোমার হাতে, তোমাকে আমি একটি প্রশ্ন করি, তুমি তার যথার্থ উত্তর দাও—কিন্তু বাবা ধর্ম্মত বল্‌তে হবে।

কেনা। আমি মহাশয়, মিথ্যা কথা কখন বল্‌বো না, মিথ্যা

কথা বল্যে পরজরি হয়, পিনাল্‌কোডের ১৯৩ ধারায় পরজরিতে ৭ বৎসর মেয়াদ লেখা আছে—আমাকে যা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, আমি সত্য বল্‌বো। আমি হলোপ্‌ নিতে পারি, হলোপ্‌ আমার মুখস্ত আছে—

"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য, সত্য ভিন্ন হইবে না"

নিম। আচ্ছা বাবা, হলোপ্‌ নিয়েচ, এখন আর মিথ্যা বল্‌তে পার্‌বে না—তুমি ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দুশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে, এর তুমি সব ত্যাগ করেছ, কি দুটি একটি রেখেছ, সাত দোহাই তোমার, যথার্থ বলো? সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন, যাঁর পূজা অগ্রে না কল্যে কোন দেবতার পূজা হয় না, মা শেতলা আছেন, যাঁর কুদৃষ্টিতে সপুরি এক গড় হয়, পুরুষোত্তমে জয়-জগন্নাথ আছেন—"রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে," বলো দেখি বাবা, তুমি কি হিন্দুর সব দেবতা ত্যাগ করেছ, কি কারো কারো রেখেছ?

কেনা। The question is very pointed.

নিম। সময় নাও, মনের ভিতরে সূক্ষ্মরূপে বিচার কর, তার পর উত্তর দাও—বাবা, বউবাজারে কালী জিব মেল্যে আছেন—(হস্ত উচ্চ করিয়া জিহ্বা দর্শায়ন) ফিরিঙ্গিরে ক্রিশচান, তবু তারা কালীকে ভয় ক'রে পূজা দেয়, তাহাতে তাঁর নাম ফিরিঙ্গি কালী—বলো বাবা, ভেবে বলো।

কেনা। আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না, আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছেন—আমি কাল বল্‌বো। পরজরির শক্ত সাজা, পরজরিতে সেসান্‌ কেস হয়।

নিম। দূর্‌ ব্যাটা ঘটিরাম—তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম যত বুঝেছ, তা এক আঁচড়ে জানা গিয়াছে—যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্র হচ্চে "একমেবাদ্বিতীয়ং," তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস কি না বল্‌তে কত ক্ষণ লাগে?

কেনা। একটি আদ্‌টি ঠাকুর হ'লে খপ্‌ ক'রে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির কথা এক দিনে বলা যায় না—জানি কি, যদি দুটো একটা রাখ্‌বের মত হয় ?

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি হাজির ? ঘটিরাম ডেপুটি হাজির ?—

কেনা। দেখ অটল, তোমার বাড়ীতে হাকিমের অপমান হচ্চে, তুমি কিন্তু জবাবদিহিতে পড়্‌বে।

নিম। ওরে ব্যাটা, এটা কলকাতা, মপোস্বাল নয়—তুই তো ঘটিরাম, বিলাতে গেলে তোর বড় হাকিম্‌দের নিয়ে কি তামাসা করে দেখিচিস ? না দেখে থাকিস, ভ্যানিটি ফেয়ার পড়্‌গে, কালেক্‌টার আফ বগলিওয়ালাকে কেমন ঘটিরাম করেছিল দেখ্‌তে পাবি।

কেনা। আমাদের সকলে মান্য করে, ভয় করে, সেলাম করে, তুই মুই কল্যে আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়—

নিম। কেবলা, মহাশয়, জনাব, হুজুর, ধর্ম্ম অবতার, হাকিম, রায় বাহাদুর, বিচার আজ্ঞা হয়—

কেনা। আপনি কি হয়েছেন ?

নিম। তোমার ফাল্‌সানির আসামী।

কেনা। অটল, ফ্যাল্‌সানি কারে বলে জান ?

ভোলা। রেপ্‌ সার্‌, রেপ্‌ সার্‌, আই সার্‌, নো সার্‌।

নিম। (এক গেলাস মদ্য লইয়া)

"Wine is the fountain of thought ; and
The more we drink, the more we think."

বাবা, যদি সাইন্‌ কত্তে চাও তবে মদটা ধর।

কেনা। মদ খেলে লোকে আমায় নিন্দে কর্‌বে, এখন সকলেই আমাকে শিষ্টু শান্ত বলে, আমি ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু হিন্দুদের মন রক্ষার জন্য ঠাকুর দেখ্‌তে গিয়ে ঝনাৎ ক'রে টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম করি—

নিম। তোমাকে যদি পাঁচ দিন আমি দখল পাই, তা হ'লে আমি ফর্‌চুন ক'রে নিতে পারি।

অট। কেমন ক'রে ?

নিম। গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টের কাছে একখানি ঘর তৈয়ার করি, তার ভিতরে ডেপুটি বাবুকে রেখে দিই, তার পর ছাপ্‌য়ে দিই, মপোস্বাল হতে শাম্‌লা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে, গড়ের মাঠে অবস্থিতি—বুড়োরা এক এক টাকা, ছেলেরা আট আট আনা, মেয়েরা ওম্‌নি—

অট। মেয়েরা ওম্‌নি কেন ?

নিম। তারা কি ও পোড়ার মুখ কড়ি দিয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে ?

কেনা। মপোস্বালে আমি শাম্‌লা মাতায় দিয়ে পাইচালি করি আর মেয়েরা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, এক এক জন হাঁসে—

নিম। আপনি কি বলেন ?

কেনা। আমি বুঝি হাকিম হয়ে তাদের সঙ্গে কথা কবো, তা হলে যে লোকে আমায় হাল্কা বল্‌বে, যদি আমি মেয়েমানুষদের সঙ্গে কথা কই, তা হলে যখন এজ্‌লাসে বসে ফয়সালা কর্‌বো, তখন যে লোকে মনে মনে বলবে, "হাকিম শালা বড় লম্পট।"

অট। তুমি ইংরিজিতে ফয়সালা লেখ, না বাঙ্গলায় লেখ ?

কেনা। ইংরিজিতে লিখি।

নিম। সাহেবরা বুঝতে পারে ?

কেনা। সাহেবরা ইংরিজি বুঝ্‌তে পার্‌বে কেন, আপনিই কেবল ইংরিজি বুঝ্‌তে পারেন ?

নিম। আচ্ছা বাবা, তুই যে বড় ইংরিজি ইংরিজি কচ্চিস, একটা তর্‌জমা কর্ দেখি ?

কেনা। যা বল্‌বে, আমি তাই তর্‌জমা কত্তে পারি—কালেক্‌টার সাহেব আমাকে কত কাগজ দেন তর্‌জমা কত্তে।

নিম। আচ্ছা কর দেখি—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—এর ইংরিজি

কর দেখি বাবা, বিদ্যা বোঝা যাবে এখন—কি বাবা, বাগ্ দেখ্‌লে নাকি ? কথা নাই যে।

কেনা। আর একবার বলুন।

নিম। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলেন—বাবা, এ তোমার হলোপ্ পড়া নয়, এতে বিদ্যা চাই।

কেনা। আমি যখন তর্‌জমা করি, তিন চার খান ডিক্সোনারি নিই আর এক একটা কথা মৎত্রজ্জমকে জিজ্ঞাসা করি—এখানে বসে এ তর্‌জমা কত্তে পারি নে।

ভোলা। আই ডু ক্যান্ সার্—ডু সার্? সান্ ইন্‌লা ডু সার্?

অট। করতো জামাই বাবু, তুমি যদি ঠিক কত্তে পার, তোমাকে আমি ডেপুটি বাবু করে দেব—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্বে জন্মগ্রহণ কল্যেন।

ভোলা। ইন্ দি মান্‌থো অগষ্টো সার্—

নিম। তুই যদি সার্ বল্‌বি, তবে তোকে আমি ঘটিরাম কর্‌বো।

ভোলা। ইন্ দি মান্‌থো আগষ্টো, আন্ দি ব্ল্যাক্ এইট্ ডেজ্, কিষেণ্‌জি টেক্ বার্থ ইন্ দি বেলী আফ্ দৈবকী—

নিম। বাহবা জামাই বাবু—

ভোলা। সার্ নট সে সার্—

কেনা। আবার বলো দেখি ?

ভোলা। ইন্ দি মান্‌থো আগষ্টো, আন্ দি ব্ল্যাক্ এইট ডেজ্ কিষেণ্‌জি টেক্ বার্থ ইন্ দি বেলী আফ্ দৈবকী। ঘটিরাম ডেপুটি নট্ ক্যান্ সার্।

কেনা। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বুঝি ব্ল্যাক্ এইট ডেজ্? তা তো হতে পারে না।

নিম। "Let such teach others who themselves excel,
And censure freely who have written well."
ডেপুটিবাবু, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইচি, তা একমুখে কত বল্‌বো, আপনি বড় লোক, আমাদের মনে রাখ্‌বেন, আপনার নাম আমার জপমালা হয়ে রইল; আপনার নামটি কি ?

কেনা। আমার নাম কেনারাম ঘোষ।

নিম। ঘোষ ?

কেনা। হাঁ।

নিম। কি ঘোষ, গয়লা ঘোষ, না কায়েত ঘোষ ?

কেনা। কায়েত ঘোষ।

নিম। পাজি, তুমি পাজি, তোমার বাবা পাজি, তোমার বাবার বাবা পাজি, তোমার সাত পুরুষ পাজি, তোমার আদি-শূরের সভা পাজি—

কেনা। অটল ভাই, তোমার বাড়ীতে আমি থাক্তে চাই নে, সাত পুরুষ ধরে গাল দিচ্ছে—উঃ মাতাল হয়েছেন বলে ওঁকে ভয় কত্তে হবে—আরদালি! আরদালি!—তুমি আমাকে পাজি বল্‌বে কেন ? তুমিও পাজি।

নিম। রাগ করো না বাবা, প্রমাণ দেব—না পারি, জুতো মারো, আমার মাতায় জুতো মারো, বাবার মাতায় জুতো মারো, বাবার বাবার মাতায় জুতো মারো, আমার Great grand বাবার মাতায় জুতো মারো, সহস্র পুরুষের মাতায় জুতো মারো, আমার কান্যকুব্জের মাতায় জুতো মারো—

অট। ব্যাটার মুখ যেন মন্টিতের দোকান।

নিম। সাবাস্ বাবা, বেশ বলেচো বাবা, লাক্ কথার এক কথা, পায়ের ধূলা দে (অটলের পদধূলি গ্রহণ) এরে বলে

উইট্—(অটলের দাড়ি ধরে) ওরে আমার রসিক ছেলে।—To resume the narrative—আদিশূর রাজার নিমন্ত্রণানুসারে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ জন কায়স্থ তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন—উভয় বর্গের তুল্য মান, উভয় বর্গ ই সসম্মানে আহূত। রাজা কায়স্থ পক্ষের একে একে পরিচয় লইলেন—মিত্রজ! ব্রাহ্মণঠাকুরদের সহিত কি সম্বন্ধ? আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণের ভৃত্য—Egregious ass! বসুজর কি? আজ্ঞে আমিও ঐ—Another. ঘোষজ! আজ্ঞে ডিটো—A third and the silliest of them all—অধুনা মহারাজ যুধিষ্ঠির—বিষ্ণু—রাজা আদিশূর তেজঃপুঞ্জ দত্তজ মহোদয় সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসু হইলেন—দত্তজ মহাশয়ের কি উত্তর? দত্ত মহামতি গাত্রোত্থান করিলেন—(দণ্ডায়মান) এবং বক্ষে হস্ত দিয়া বলিলেন—"দত্ত কারো ভৃত্য নয়"—How nobly, how independently, how boldly said—সোভানুল্লা (বুকে চড় মারিয়া) জিতারহ বাবা, জিতারহ বাবা—কি Spirit, এরে বলি Moral courage—এমন মর্য্যাল করেজের ছেলে আমি, আমি তোমাকে পাজি বল্‌বো তার আবার কথা?—"দত্ত কারো ভৃত্য নয়"—These words should be written in letters of gold—কেমন বাবা ঘটিরাম, হয়েছে?

কেনা। ঘোষজ Silliest হলো কেন?

নিম। Because he begat Isaac, Isaac begat Jacob, and Jacob begat you, who don't do what every sensible man does, namely, drink.

কেনা। আপনার কোথায় থাকা হয় মহাশয়?

নিম। আগুন চাপা থাক্‌বের নয়। তুমি ভাই রোম, গ্রীস, ইংলাণ্ড, ইণ্ডিয়ার সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, ঐটি ছাড়ান দাও—না হয় দু নম্বর কম দিও।

অট। এই বার বড় মজা হয়েচে—যে ঘোষের নিন্দে কচ্চেন, সেই ঘোষের বাড়ীতে থাকেন—

কেনা। মহাশয় কার বাড়ীতে থাকেন ?

অট। ঘোষেরদের বাড়ী বল্—

নিম। হুজুর! ঘটিরাম হুজুর! চক্ষু খুলে দেখুন, হুজুরের নাকের উপর সাক্ষীকে তালিম কচ্চে—ঘটিরাম কেব্‌লা! শুনুন।

কেনা। আমি শুন্‌তে চাই না।

নিম। তা হলে সাক্ষী বিদায় পায় কেমন করে ?—ধর্ম্ম অবতার! ঘটিরাম অবতার! বরাহ অবতার! শ্রুত আছেন, স্বনামো পুরুষো ধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম—বিচারপতি আপনি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধম—শ্যামবাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তাঁর বাড়ীতে থাকি ; সেই শালার নাম না কল্যে কোন শালা চিন্‌তে পারে না—হুজুর! বন্দা মজুর, ধামারধামা দামার চাইতেও অধম।

অট। মর‍্যাল করেজের ছেলে হয়ে Silly ঘোষের বাড়ী থাকিস্ ?

নিম। "Into what pit thou seest,
From what height fallen."

ঢুলে ভূমিতে পতন

অট। থাক্ ব্যাটা পড়ে থাক্।

কেনা। আমি এই বেলা যাই। আমায় গোকুল বাবুর বাড়ী যেতে হবে।

অট। আমিও যাব—বসো একত্রে যাই।

ভোলা। আই জাইন ইউ, হোয়ের ইউ গো আই গো।

অট। তুমি ভারি মাতাল হয়েছ, তুমি শোও গে যাও, আমাদের সঙ্গে যেতে পাবে না।

ভোলা। আই জাইন ইউ—

অট। আচ্ছা তুমি এখন একটু শোও গে—দামা, জামাই বাবুকে শুইয়ে আয়—যাবার সময় তোমাকে ডেকে যাব।

দামা এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান

কেনা। দত্তজা যদি মদ ছাড়েন, উনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হতে পারেন—

অট। মদ ছাড়্‌লে কি হবে, ও যে ভারি লম্পট।

কেনা। মহেশ্বর বাবুর কন্‌না বেঁচে আছে?

অট। আছে বই কি—সে খুব সুন্দরী, তা ভাই ওর কেমন উইক্‌নেস্, তারে রেখে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়।

কেনা। চল এই বেলা যাই, ও উঠ্‌লে যাওয়া মুস্কিল হবে।

অট। ওকে নিয়ে যাই, গোকুল বাবুর বাড়ীর কাছে ছেড়ে দেব—ওকে নিমন্ত্রণের কথা কিছু বল না।

কেনা। ওরে সঙ্গে নিয়ে কাজ নাই, লোকে নিন্দে করবে—

নিম। "Macbeth! Macbeth! Macbeth! Beware Macduff; Beware নিমচাঁদ, Beware কাল্‌নিমে। কি বাবা ঘটিরাম Conspiracy কচ্চো।

কেনা। না মহাশয়, আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, আমার উপর রাগ করবেন না মহাশয়।

নিম। আপনি এক্ষণে কোথায় কর্ম্ম করেন?

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি করি, এক্ষণে অবসর লয়ে বাড়ী এসিচি। আপনি কি করেন?

নিম। আমি অটলের বৈটকখানায় মদ খাই, এক্ষণে ঢুলে পড়ে রইচি।—মেসো মহাশয়, চলুন মাসীর বাড়ী যাওয়া যাক্।

অট। তুই ওঠ্, আর এক জায়গায় চল্।

নিম। প্রসন্নর বাড়ী? ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল্ কোড্, এতে সব ক্রাইম্ আছে, আমারে হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চিতপুর রোড, গোকুল বাবুর বাড়ীর সম্মুখে

অযোধ্যা সিং এবং রঘুবীর রায় দ্বারপালদ্বয় আসীন

অযো। হামারা লিলাট্ মে ভগবান অ্যাছা দুখ লিখা হায়!

রঘু। তুল্‌সি জন্মতোহিলিখ দুখ্ সুখ্ সম্পৎসাৎ,
বেয়াধ্ ঘাটে যোঁ বয়েদ্ ছোঁ কলম গ্যাহে কেঁও হাৎ?
মন্‌মে ধীর রাখ ভাইয়া, লিলাট্ মে যো লিখা থা হো গিয়া।

অযো। হাম যো কাম্ কর্‌তে হেঁ ঐ কাম্‌মে বখেড়া লাগ্ যাতা, কেত্তা রূপিয়া খরচ কর্‌কে সাদি কিয়া—

রঘু। ভগবান্ যব্ কৃপা করেগা খাক্‌মে শর্কর নিক্‌লেগা—
বিজু বন্ মিলে না লাকৃড়ি, সায়র মিলে না নীর,
পড়ে উপাস্ কুবের ঘর্ যোঁ বিপচ্ছ রঘুবীর।
বিন্ বন্ মিলে যো লাকৃড়ি, বিন্ সায়র মিলে যো নীর।
মিলে আহার দরিদ্র ঘর, যোঁ স্বপচ্ছ রঘুবীর।

অযো। হামারা ভাইয়া অ্যাছা কাম্ করে গা কভী দেল্‌মে খেয়াল হুয়া নেই—ভাই হোকর্ ভাইকা রেণ্ডি লেকে ভাগ গেঁই? ক্যা বদ্‌বক্ত!

রঘু। মহারাজজি লিখা হায় কি নেই—
বধিক্ বধে মৃগবান ছোঁ।
রুধ্‌রে দেহেত বাতায়,
অংহিৎ অন্‌হিৎ হোতো হায়
তুলসি দ্বরদিম্ পায়।
বাবুলোক আওতে হেঁ।

অযো। ভর্‌ভ্রষ্ট—

অটলবিহারী, নিমচাঁদ, কেনারাম এবং দামার প্রবেশ

অট। নিমচাঁদ তুই বাড়ী যা।

অটল এবং দামার বাড়ীর ভিতর গমন

নিম। (কেনারামের প্রতি) What fuss is this? Dead drunk. এ ত প্রসন্নর বাড়ী?

কেনা। না।

নিম। কোন্ দেবীর বাড়ী?

কেনা। গোকুল বাবুর বাড়ী।

নিম। কেউ রেখেছে?

কেনা। না—

কেনারামের বাড়ীর ভিতর গমন

নিম। তবে আমিও যাই। (যাইতে অগ্রসর)

অযো। তোমারা যানা মানা হায়।

নিম। আলবৎ যায়েঙ্গা—পব্লিক্ হোর কি না?

অযো। ক্যা?

নিম। পব্লিক্ হাউস্ কি না?

রঘু। তুমি কি বল্তেছেন গো?

নিম। Public house, free access.

রঘু। আছে, বাবুজির হৌস্ আছে—

নিম। বাইজির হাউস্, আরো ভাল—ছেড়ে দাও বাবা, আমি বাইজির গান শুন্‌বো—

উপরের বারাণ্ডায় গোকুলচন্দ্রকে দেখিয়া

"It is the east, and Juliet is the sun!
Arise, fair sun, and kill the envious দরওয়ান।"

গোকু। নেকাল দেও বাঞ্চৎকো—

নিম। (গোকুলের দিকে চাহিয়া) Sing, Heavenly muse! তর্ হো গিয়া বাবা—

গোকু। দরজা বন্দ করে রাখ্—

নিম। আচ্ছা বাবা, বাঙ্গলাই গাও বাবা।

গোকু। তুই বাবু বাড়ী যা।

নিম। তোর ঘরে লোক আছে না কি? বাই সাহেব রেডি মনি—গ্রাটিস্ না বাবা।

গোকু। আগুনে দেও মৎ—

নিম। "Nacky, Nacky, Nacky—how dost do Nacky? hurry durry.—Ay, Nacky, Aquilina, lina, lina, quilina, quilina, quilina, Aquilina, Naquilina, Naquilina, Acky, Acky, Nacky, Nacky, queen Nacky."

গোকু। তুই এই বেলা বাড়ী যা, তা নইলে পাহারাওয়ালায় ধরে নিয়ে যাবে।

বারাণ্ডা হইতে গোকুলের প্রস্থান

নিম। "—One more and this is the last."

অযোধ্যাসিংএর ঘাড় ধরিয়া মুখ চুম্বন

অযো। এ ছুছুরা! (নিমচাঁদকে রাস্তায় চিত করিয়া ফেলন—দ্বারপালদ্বয়ের বাড়ীর ভিতর গমন)

নিম। "So sweet was ne'er so fatal. I must weep,
But they are cruel tears—"

কারণ, আমি এখন মনে কচ্চি আর খাব না, কিন্তু সেটা মনে করা মাত্র—পৃথিবীটে ঘোরে, কি সূর্য্যটা ঘোরে? পৃথিবী ঘোরে—সূর্য্য ঘোরে না? না—এখন রাত্র হয়েছে—সূর্য্য মামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্টি খেতে গেছেন, এখন ত পৃথিবীটে বন্ বন্ করে ঘুরচে—পৃথিবী ঘোরে—ঘোরে ঘুরুক।

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। এখানে পড়ে কে? এ যে দেখ্‌চি অটলবাবুর ইয়ার—এই গাড়ী করে নে ব্যাড়ানো হয়, জামা জোড়া পরানো হয়, এক গেলাসে মদ খাওয়া হয়—তা গাড়ী করে গাড়ী দিয়ে আস্‌তে পাল্যেন না। তোমার এমন দশা হয়েছে কেন?

নিম। "This is the state of man! To-day he puts forth
The tender leaves of hope, to-morrow blossoms—"

তার পরেই আমার দশা।

দাসী। আহা মুখে গ্যাঁজা উট্‌চে, সুর্‌কিগুলো গায় ফুট্‌চে—সুখী নোক কি সুর্‌কিতে শুতে পারে?

নিম। "The tyrant custom, most grave senators,
Hath made the flinty and steel couch of war
My thrice driven bed of down."
বারুণীর স্নেহগর্ভ আলিঙ্গনে রাস্তার সুর্‌কি আমার কুসুমশয্যা অপেক্ষাও সুকুমার বোধ হচ্চে।

দাসী। আহা! বাছা কি আবোল্‌ তাবোল্‌ বক্‌চে—

নিম। মাসি!

দাসী। ক্যান বাবা মাসী মাসী কচ্চো? হাজার হোক্‌ বড় নোকের ছেলে কি না, গোরিব দেখে ঘেন্না করে না, মাসী বলে ডাক্‌চে—জল এনে দেব, মুখে দেবে?

নিম। মাসি!

দাসী। ক্যান বাবা।

নিম। তুই এক কর্ম্ম কত্তে পারিস্‌।

দাসী। কি কর্ম্ম বাবা?

নিম। তুই কুটনী হতে পারিস্‌?

দাসী। তোর মা বন্‌ গিয়ে হোক্‌—আঁটকুড়ীর ব্যাটা, মাতাল, মদখোর, ভারতছাড়া—খুব হয়েছে, গোল্লায় যাও, নিমতলার ঘাটে গিয়ে শোও।

দাসীর প্রস্থান

নিম। মদের কি বিচিত্র গতি! এত লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, সব স্থির, Still, Still as death—কালেখাঁ কামানের মত পড়ে আছি—নড়া চড়ার দফা শেষ—(চক্ষু মুদিত করিয়া) মা কালীঘাটের জগন্নাথ! আমায় উঠ্‌য়ে দাও, আমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করি। জগন্নাথ, তুমি ভাই আমার খুড়ো, তোমার মাগ সুভদ্রা দিদি আমার পিসী—বাবা জগন্নাথ, তুমি যদি কালীঘাটের সঙ্গে Amalgamate হও, তা হলে

হোটেলকে গোটেহেল্ করি—তোমার খেচড়া আর কেলে মার গোস্ত, পোলাও কালিয়ে—সুভদ্রাপিসি Amalgamate শুনে রাগ কর না, আমি ঘটক নই—হে সুভদ্রে! হে ধনঞ্জয়মনোরঞ্জন-কারিণি! হে অভিমন্যুপ্রসবিনি! হে যশোদাদুলালসহোদরে! তুমি হাত পা বার কর, সমুদ্রের ডাক্ থেমেছে, ঝড়তুফান আর কিছু নাই—সাৎ দোহাই পিসী মা, হাত পা বার করে তোমার উপযুক্ত ভাইপোকে তোলো—

বারবিলাসিনীদ্বয়ের প্রবেশ

সোনার চাঁদ ভাল আসো?

প্রথমা। আ মরে যাই, স্তব হতে হতে আবার আমাদের খবর নিচ্চেন।

নিম। পাছে বলো পাতি লম্পট, গ্যালাণ্ট্রি জানে না—আমি পাণ্ডা তোদের জগন্নাথ দেখাব—

দ্বিতীয়া। সার্জ্জন এলেই জগন্নাথ দেখতে পাবে।

নিম। ডুরি ধরে টান্‌লে পরে মন রয় না ঘরে।

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে দেখায়ে) এই তোমার যাত্রী, একে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয়া। আমি ভাই একে জানি, সেই বাঙ্গালবাবুর সঙ্গে এক দিন গ্যাচ্‌লো—

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে ধাক্কা দিয়া নিমচাঁদের নিকট ফেলিয়া দিয়া) তুই তবে ঠাকুরবাড়ী যা।

নিম। "If the mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain."

দ্বিতীয়া। (সভয়ে উঠিয়া) বাবা গো, এখনি ধরেচ্‌লো—তোর মত বেহায়া মেয়ে ভাই কেউ কখন বাপের কালে দেখি নি, যদি আমায় কামড়াতো।

নিম। মদ খাবি?

প্রথমা। মদের ফল তো এই?

নিম। তবে যা, সভায় গিয়ে নাম লেখা।

দ্বিতীয়া। আমরা অনেক কাল নাম লিখ্যিচি।

বারবিলাসিনীদ্বয়ের প্রস্থান

নিম। "Come Sleep—O Sleep, the certain knot of peace,
The baiting place of wit, the balm of woe,
The poor man's wealth, the prisoner's release,
Th' indifferent Judge between the high
and low—"

চদ্দ বৎসর কেন, চদ্দ হাজার বৎসর বনে থাক্তে পারি, যদি আমার মালিনীমাসী জানকী কাছে থাকে—পবনতনয়ের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এইরূপে বাস, তার পর সীতা পাই ভাল, নইলে সীতাও যে পথে, জগন্নাথও সেই পথে।

জীবনচন্দ্র এবং এক জন বৈদিকের প্রবেশ

জীব। আপনি অগ্রসর হন্—দেবতার পদার্পণে বাড়ী পবিত্র হয়।

বৈদি। মহাশয় অনুরোধ কর্‌তেছেন, যাওয়ার বাধা কি? তবে কি না, বৈদিককুলে এমন কুলকজ্জল কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই যে, শূদ্রের দান গ্রহণ করে; ভোজন দূরে থাক্, পদপ্রক্ষালন করে না—অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী প্রতিজ্ঞাটা কেবল আমাদের বংশেই আছে—ব্রাহ্মণের প্রতি—(নিমচাঁদের উপর পতন) হা রাম! হা রাম!

নিম। ভক্ত হনূমান্, জানকীর কুশল বলো—হনূমান্, তুমি আমার পরমভক্ত। (বৈদিককে আলিঙ্গন)

বৈদি। হে রাম! মাতাল না কি?

নিম। তোমার জননী অঞ্জনার সার্থক কোঁক এমন রত্ন প্রসব করেছেন—ভক্ত হনূমান্! মুখ পুড়েছে কেমন ক'রে বাপ্—তোমার পোড়া পদ্মাস্য চুম্বন করি। (বৈদিকের গালে কামড়ায়ন)

বৈদি। উহুহু কি প্রচণ্ড কামড়—

জীব। আঘাত পেয়েচেন ?

নিম। Ay, past all surgery.

জীব। কি ও ? কি ও ?

বৈদি। আর কি ও—কপোলদেশটা এককালে দন্ত দ্বারা দুই খণ্ড ক'রে ফেলেছে—রুধিরধারা নির্গত হইতেছে—মহাশয়, ছাড়ে না।

জীব। তুই ব্যাটা কে রে ? ছেড়ে দে, নতুবা চাব্‌কে লাল ক'রে দেব—

নিম। O Heavens, this is my true begotten father—আপনি অটলের গর্ভধারিণী, আপনাকে দণ্ডবৎ—

বৈদি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আপনার সহিত বেল্লিকটের পরিচয় আছে দেখ্‌চি যে।

জীব। যে সুসন্তান, কত লোকের সহিত পরিচয় হবে—এদের জন্যেই অটল বিষয়টা ছারে খারে দিচ্চে—

নিম। "His father's ghost, form limbo-lake the while,
Sees this, which more damnation doth upon
him pile."

জীব। তুই কি নিমচাঁদ ?

নিম। হাঁ বাবা, আমি তোমার কালনিমে মামা।

জীব। তা যথার্থ বটে—আমার বিষয়টা তুমি অর্দ্ধেক খাচ্চো—

নিম। তোমার মন্দোদরী আমার ভাগে পড়েছে—

জীব। সার্জ্জন আস্‌চে।

জীবনচন্দ্র এবং বৈদিকের বাড়ীর ভিতর গমন

সার্জ্জন এবং পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ

নিম। (সার্জ্জনের হস্তস্থিত আলোর প্রতি দৃষ্টি করিয়া)

"Hail! holy light! offspring of Heaven, first born,
Or the Eternal coeternal beam,
May I express thee unblamed ?"

সার্জ্জন। এ কিয়া হায়?

প্রথ, পাহা। দারু পিকে মাতোয়ালা হুয়া।

সার্জ্জন। What is the matter with you?

নিম। "Thou canst not say, I did it: never shake
Thy gory locks at me."

সার্জ্জন। আবি টোমারা ডর্ মালুম্ হুয়া।

নিম। পিসীমা, হাত পা বার করো—আমায় উদ্ধার করো, আমি অহল্যাপাষাণহরণ হ'য়ে পড়ে আছি বাবা।

সার্জ্জন। টোম্‌কো টানামে যানা হোগা—উঠাও।

নিম। "Man but a rush against Othello's breast,
And he retires."

সার্জ্জন। টোম্ কোন্ হায়?

নিম। আমি হিমাদ্রি অঙ্গজ মৈনাক, পাখার জ্বালায় জলে ডুবে রইচি।

সার্জ্জন। I will drown you in the Hoogly.

নিম। "Drown cats, and blind puppies."

সার্জ্জন। জলদি উঠাও।

দ্বিতী, পাহা। উঠ্ বে উঠ্। (হস্তে চাদর বন্ধন করিয়া উঠায়ন।)

সার্জ্জন। Every drunkard should be treated thus.

নিম। And made a son-in-law.

কড়ি দিয়ে কিন্‌লেম,
দড়ি দিয়ে বাঁদ্‌লেম,
হাতে দিলেম মাকু,
একবার ভ্যা কর তো বাপু।

ব্যা ব্যা ব্যায়া, ব্যা ব্যা ব্যায়া, বাসর ঘরে নিয়ে চল বাবা।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিতপুর রোড। গোকুল বাবুর বৈটকখানা।

জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র এবং বৈদিক আসীন

বৈদি। অটল বাবু গেলেন কোথায়?

গোকু। আঁচাচ্চে।

জীব। গোকুল বাবু, ক্রমে ক্রমে কি সর্ব্বনাশ হয়ে উঠ্‌লো—আবাগের ব্যাটা মদ না খেলে আর আহার কত্তে পারে না—এখন ওরে মদ ছাড়্‌তেই বা বলি কেমন করে? শেষ কালে কি একটা বেয়ারাম হয়ে বস্‌বে?

গোকু। আপনি বুঝি ওদের কথায় ভুলে গিয়েছেন—মদ ছাড়্‌লে শরীর অসুস্থ হয় কে বলেছে? আমি সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি, মদ ছেড়ে কোন অসুখ হয় নি, বরং শরীর সুস্থ হয়েছে। গাঁজাখোরেরা বলে, গাঁজা ছাড়্‌লে বেয়ারাম হয়, মাতালেরা বলে, মদ ছাড়্‌লে কিছু খাওয়া যায় না। আপনি যদি একটু শাসিত করেন, তা হলে মদ ছাড়াবার চেষ্টা করা যায়।

বৈদি। আমি যে প্রস্তাব কর্‌লেম, তাই কিয়ৎকাল করে দেখুন—আপনারা দুই স্ত্রীপুরুষে এবং অটল এবং অটলের কায়স্থিনী কিছু দিন কাশীতে গিয়ে বাস করুন—আমিও আপনাদের সমভিব্যাহারে থাক্‌বো।

গোকু। এ পরামর্শ মন্দ নয়—তা হলে ওর শোধরাবার সম্ভাবনা—সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখ্‌বেন।

অটল এবং কেনারামের প্রবেশ

জীব। আচ্ছা অটল, তুই একবার ভেবে দেখ্ দেখি, এই কেনারাম বাবু কেমন শিষ্ট, কেমন শান্ত, দেখে চক্ষু জুড়োয়—কেমন কাজকর্ম্ম কচ্চে, দশ জনকে প্রতিপালন কচ্চে।

কেনা। আপনারা বিজ্ঞ, পিতৃতুল্য, আপনাদের যদি মান্য না কর্‌বো, আপনাদের যদি কথা না শুনবো, তবে আমাদের লেখা পড়ার ফল কি ?

অট। ঘটিরাম ডেপুটির মুখে যে খোই ফুটুচে।

জীব। কেনারাম বাবু কি মদ খান ?

কেনা। আমি কি এমনি কুলাঙ্গার, মদ খেয়ে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ করবো ? বিশেষ মদ খেলে কর্ত্তারা দুঃখিত হবেন, তাঁহাদের মনে কি দুঃখ দেওয়া সভ্যতার কাজ ?

অট। অ'ঙ্গুলে করে খেলে ক পুরুষ নরকস্থ হয় ?

কেনা। অটল বাবু বুদ্ধিমান্, আপনি যা বলবেন, উনি তাই শুনবেন—কি বলেন অটল বাবু ?

জীব। অটল, আমি তোর বাপ, বাপের কথা অমান্য করিস্ নে—আমি তোকে বলচি, তুই শপথ করে বল, আমার পায় হাত দিয়ে দিব্বি কর, আর মদ খাবি নে।

অট। আমার যদি মদ ত্যাগ করবের ক্ষমতা থাক্‌তো, তা হলে আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন কত্তেম না—মদে আমার সংস্কার হয়েছে, এখন মদ ত্যাগ কল্যেই আমার যক্ষ্মাকাশ হবে, আঠারো দিনের মধ্যে মরে যাব, তোমার আর নাই, আঁটকুড়ো হয়ে থাক্‌বে।

জীব। ঐ শোন গোকুল বাবু, ওর গর্ব্ভধারিণীর কাছে ঐরূপ বলে, আর সে কাঁদতে থাকে।

গোকু। বাপু, পিতামাতাকে প্রবঞ্চনা কত্তে নাই—কার মুখে শুনেছ, মদ ছাড়লে যক্ষ্মা হয় ? মদেতে বরং যক্ষ্মা জন্মাতে পারে।

কেনা। আমি মহাশয়, ঐ ভয়েতে মদের কাছে যাই না, মদ খেয়ে যদি অল্প বয়সে মরে যাই, তা হলে প্রোমোসানও পাব না, মানুষ মানষেন্তাও কত্তে পারবো না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দু টাকা দিতেও পারবো না।

বৈদি। কেনারাম অতি সুশীল, বিলক্ষণ বিজ্ঞতা জন্মেছে, সুখে থাক।

জীব। তুই কলকাতায় বসে বসে কোন কাজ ত করিস নে, তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে—তুই যাবি, বউমা যাবেন, গিন্নি যাবেন, আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাবেন—

অট। কোথায় ?

জীব। কাশী।

অট। আমায় কিন্তু দশ হাজার টাকা দিতে হবে।

জীব। তুই যদি আমার কথার বাধ্য হস্, তুই যত টাকা চাস্ আমি দিতে পারি।

অট। আমি ত বল্‌চি যাব।

বৈদি। তবে আপনারা অটল বাবুকে অবাধ্য বলেন কেন ?

জীব। আপনি একটা ভাল দিন দেখে দেবেন।

বৈদি। পরশ্ব উত্তম দিন আছে।

অট। পর্‌শু আমি যেতে পার্‌বো না।

জীব। কেন ?

অট। একখান ষ্টীমার ভাড়া কত্তে হবে।

জীব। ষ্টীমারের প্রয়োজন কি ? রেলের গাড়ীতে যাব।

অট। রেলের গাড়ীতে আমার যাওয়া হতে পারে না।

জীব। কেন ?

অট। কারণ আছে।

জীব। কি কারণ আমার কাছে বল্।

অট। আমি আপনার সুমুখে সে কথা বল্‌তে পার্‌বো না।

জীব। রেলের গাড়ীতে স্বচ্ছন্দে যাব, দু দিনে গিয়ে পৌঁছবো। রেলের গাড়ীতে গেলে তোর কি হয় ?

অট। আমি গোকুল বাবুর কাছে বলি।

গোকু। আচ্ছা বলো।

অট। (চুপি চুপি) রেলের গাড়ীতে কাঞ্চনের মাতা ধরে।

গোকু। কাঞ্চনকে এখানে রেখে যাবে, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কাশী থাক্‌বে।

অট। তা হলে ত ভারি আমোদ হলো—বুঝিচি, আমি নিতান্ত মূর্খ নই, কাঞ্চনকে ছাড়াবার জন্য এ ফিকির হচ্চে—

ভোলাচাঁদের প্রবেশ

ভোলা। দিস্ ইজ্ ভারচু? দিস্ ইজ্ ভারচু? সান্‌ইন্‌লা নট্ ঈট্, ফাদার ইন্‌লা ঈট্।—

গোকু। এ কে রে বাবু?

ভোলা। সান্‌ইন্‌লা সার্—হাঙ্‌গ্রী সার্, এম্‌টি বেলি সার্।

অট। মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই।

গোকু। অমন সুন্দরী মেয়ে এই বাঁদোরকে দিয়েছেন—মেয়ে ত নয়, যেন পরী—

ভোলা। গুড্ সার্, বিউটি সার্, নাইন মন্থেস্ সার্।

জীব। এই সকল লোক নিয়ে তোর সহবাস—এক গুওটা রাস্তায় মাতাল হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভোলা। গন্ সার্, সার্জন ক্যাচ্ সার্।

অট। কখন্?

ভোলা। নাউ সার্।

অটল এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান

গোকু। ও যে মদ খেতে আরম্ভ করেছে, ওর আশা ছেড়ে দেন।

বৈদি। আপনি কাশী লয়ে যান্, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন।

জীব। গেলে ত নিয়ে যাব—আর রাত করে প্রয়োজন কি?

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাঁকুড়গাছা। নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা

নিমে দত্ত আসীন

নিম। (যোড়হস্তে দেয়ালস্থ ক্লিওপ্যাটরা ছবির প্রতি) মা! পাপাত্মার পরিত্রাণ হেতু আপনি কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে অবনীতে অবতীর্ণা হলেন। মা! ভাষায় বলো। আমার কোন পুরুষে প্রাকৃত অধ্যয়ন করে নাই; জননি! আমি অতি দীন, সহায় সম্পত্তি হীন, কোনরূপে অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে হরিনামামৃত পান করে মাতালযাত্রা নির্ব্বাহ করা; মা আমি অতি অজ্ঞ, ভাষায় না বল্যে কি প্রকারে ত্বদীয় সদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম হবে? আহা, জননীর কি মধুর ধ্বনি, যেন প্রভাতে পবনহিল্লোলে ক্রিয়াবাড়ীতে ঝাড় দুলে শব্দ হচ্চে। মা, আমাকে "প্রিয়তম পুত্র" বলে সম্ভাষণ করে আপনার ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ কর্‌লেন—যে আজ্ঞা, চুপ করলেম—মা আমার প্রতি অত্য সদয় হয়েছেন, আমার যাতে—এই দেখ চুপ করিছি, আর কথা কবো না—মা যদি দেখা দিলেন, তবে এই করে যাবেন—মাইরি মা, এইবার নিতান্তই চুপ কর্‌লেম—মা, তুমি হচ্চো জগতের মা, তোমার কাছে—সাদ দোহাই জননি, এই বার একেবারে চুপ্‌ কর্‌বো, তুমি অন্তর্দ্ধান হয়ো না; ও বাপু রসনা, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির হওতো, তুমি বাপু অনেক মনস্তাপের কারণ, এক এক সময় এমন তপ্ত ফ্যান্‌ নিঃসৃত কর, লোকের অন্তঃকরণের একপুরু চামড়া উঠে যায়—আ মর্‌, তুই স্থির হতে পাল্লি নে?—জননি বলুন, আমি জিব ব্যাটার পায় বেড়ি দিয়ে রাখি। (অঙ্গুলী বেষ্টন করিয়া জিহ্বা ধারণ) আহা কি সুললিত ভাষা—মা যদি বর দেবেন, তবে এই

বর দেন্, যেন ভস্মজা বোতলসুন্দরী আমার সহধর্ম্মিণী হন; মা, দুঃখের কথা বল্‌বো কি, অদ্যাপি আমার হাতের জল শুদ্ধ হয় নি; আমার যেটি প্রধান গুণ, লোকে সেইটি প্রধান দোষ বিবেচনা করে, আমি ব খেতে পারি বলে আত্মশ্লাঘা করি, লোকে মাতাল বলে নিন্দে করে। জননি, কলিকাতায় লোকে গুণ দেখে না; কেবল বিষয় খোঁজে, মা আমি চুকলি কচ্চি নে— কলিকাতার লোকে স্বর্ণখুরে-গর্দভকে কন্যাদান কর্‌বে, তবু সদ্‌গুণবিশিষ্ট বিষয়হীন সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না—মা, হস্তিমূর্খ অটল-ছাগলের বিবাহ হয়েছে, আর অধিক আপনাকে কি পরিচয় দেব। জননি, আমি যেমন ভীম, বোতল চারুহাসিনী আমার তেমনি হিড়িম্বা, এক্ষণে এই বর দিয়ে যান, যেন উনি আমার হৃদয়ে বিহার করে কোর্টসিপের মধ্যে ঘটোৎকচের উদ্ভব করেন— কি অনুমতি হয়? আহা "তথাস্তু" শব্দটি মায়ের মুখ হতে যেন কমলামধু পতিত হলো—অন্তর্দ্ধান হলেন, আহা! যা হক্ বেটীকে খুব ফাঁকি দিইচি, আমার বিয়ে হয়েচে, তবু ফাঁকি দিয়ে বিয়ের বর নিইচি। (ব্রাণ্ডির বোতলের প্রতি) হৃদ্‌বিলাসিনি, তোমার চিন্তা কি? তুমি সতীনে পড়লে বটে, কিন্তু তোমার সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হবে না; তুমি আমার সুয়া রাণী, আমি অহর্নিশি তোমার অধরসুধা পান করবো, ভুলেও তোমার সতীনের কাছে যাব না। আহা! ছোট রাণীর কি রূপলাবণ্য— গোলাঙ্গিনি, শ্যামবরণা, লম্বগ্রীবা, বক্ষঃস্থলে ভাবি পয়োধরথর কি মনোহর! প্রণয়িনী প্রৌঢ়া হলে দেশে আর লোক রাখবেন না—"অমৃতং বালভাষিতং" আমার মুখের উপর মুখ রেখে একবার কথা কও তো। (বোতলে মুখ দিয়া মদ্যপান) বল্‌তে কি, বড় রাণীর অধর চুম্বন করে থুথু খেয়ে মরিচি, লোকলজ্জাভয়ে মাগীর তামাকপোড়ামাখা থুথুগুলোকে সুধা বলিচি, কিন্তু ছোট রাণীর মুখামৃত প্রকৃত অমৃত, যেন এখনি সাগর হতে উঠলো।

রামমাণিক্যের প্রবেশ

রাম। বস্যা বস্যা বাণ্ডিল খাইচো নাহি? ও নিমচাঁদ, চানে যাইবা না? (বোতলের মুখে মুখ দিয়া মদ্যপান।) বোরোতো ঠান্‌ডা, আর নি আছে?

নিম। (বোতল হস্তে লইয়া) প্রেয়সি, তুমি এমন কামুকী, হনিমুনের মধ্যে আমার চকের উপর এই কাণ্ডটা কল্যে—তাই একটা সভ্য ভব্য লোক হক্‌; বাঙ্গাল, ঝাঁক্‌ড়া চুল, জুল্‌পি বয়ে সর্‌ষের তেল পড়্‌চে, ধোপা নাপতের খরচ নাই, মজা সুপারি খায়, ভগিনীপতিকে বলে বুনির জামাই, বজ্রাকে বলে ঠাটা, চন্দ্রবিন্দুকে ধলেশ্বরীতে বিসর্জ্জন দিয়েছে, গাম্‌লা চড়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়, এমন সুপুরুষকেও উপপতি কর্‌লে! তোমারে ধিক্‌, তোমার নারীকুলে ধিক্‌, মেয়েমানুষকে যে বিশ্বাস করে, তার মাগ্‌কে ঠেঁট কিনে দাও। এই দণ্ডেই তোমাকে ডাইভোর্স কর্‌বো—

রাম। বোজলাম্‌ না, কারে কও?

নিম। সুন্দরি, দেখ তোমার সতীত্বের সহিত তোমার সুধা তোমায় পরিত্যাগ করেছে, ভদ্রসমাজে তোমার আর স্থান হতে পারে না, তুমি দূর হও। (বোতল গড়াইয়া দেওন) ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যান, দৌড়োবার ধুম দেখ?

রাম। বতোল তোর মাগ নাহি?

নিম। তোর জন্যই ত আমার গৃহ শূন্য হলো, তোর কাছে মাগ আদায় কর্‌বো, দে বাঞ্চত আমার মাগ এনে দে। (গলা ধরিয়া প্রহার।)

রাম। ম্যারে ফেল্‌চে, ম্যারে ফেল্‌চে, নউল বাবু ছাহো, ছাহো, এহানে আসে ছাহো, পুঙ্গির বাই হালা মাতাল হইয়া ম্যারে ফেল্‌চে, বাগাদরীরে রারী কর্‌চে, বাগাদরী ক্যাবোল ছোট মাইয়া, খোইদোই খ্যাইয়া একাদশী কর্‌বে কেম্‌নে?

নকুলেশ্বর এবং বয়স্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ

নকু। কি হে? কি হে?

রাম। নিমে হালা গলা ধর্য্যা পৃষ্টে চর্ মার্‌চে।

নকু। তাইতে এত চীৎকার, আমি বলি বাঘে ধরেছে।

কেনারাম এবং আরদালির প্রবেশ

নিম। ডেপুটি বাবু, তুমি শাম্‌লা মাতায় দিয়ে এসেচ বেশ করেছ, তোমার কোর্টে আমার এক মোকদ্দমা আছে—আরদালি খুড়ো, তুমি আগ্‌য়ে এস, ঘটিরাম ফরিয়াদী হাজির বলে চেঁচাও। সুবিচার কত্তে হবে বাবা।

কেনা। কি মোকদ্দমা মহাশয়?

নিম। এই বাঙ্গাল ব্যাটা আমার বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে।

কেনা। আপনার স্ত্রীর কন্‌সেণ্ট ছিল?

নিম। স্ত্রীর কন্‌সেণ্টের কথা কেন জিজ্ঞাসা কচ্চেন?

কেনা। তা নইলে সাজার যোগ্য কি না কেমন করে জান্‌বো।

নিম। আচ্ছা আমি স্বীকার কল্লুম স্ত্রীর কন্‌সেণ্ট ছিল।

কেনা। তা হলে উনি বেকসুর খালাস্ পাবেন, না হয় কিছু জরিমানা করা যাবে—আরদালি, তোর মনে আছে, এমনধারা মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি করেন?

আরদা। ধর্ম্ম অবতার, আমি মোকদ্দমার কথা শুনি নি।

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি, আর বিচ্চে খরচ কত্তে হবে না, হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী, কেব্‌লা হাকিমের গাইড্ হচ্চেন আরদালি খুড়ো—বাবা, যদি জিজ্ঞাসা কর্‌বের আবশ্যকতা হলো, তুমি কেন নকুল বাবুকে জিজ্ঞাসা কল্যে না, আরদালির কাছে রিফার করে কেন লোক হাঁসালে?

কেনা। ও অনেক দিন কাছারিতে কর্ম্ম কচ্চে।

কাঞ্চনের প্রবেশ

নকু। নিমচাঁদ, দেখ দেখি তোমার মাসী এলো কি না?

কাঞ্চ। মাইরি ভাই, আমি কেবল তোমার অনুরোধে এলেম, আদুরে ছেলে, আমায় ভাই ঘরের মাগ করে তুলেছে, কারো কাছে যেতে দেয় না। ওর মায়ের জন্যে আমি ভাই এত সহ্য করি। আমি যদি কারো সঙ্গে কথা কই, ব্যাটা ওম্‌নি মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদে, তিনি আমায় ডেকে পাঠান্, কত মিনতি করেন—তাইতে ভাই বাগানে আসা ছেড়ে দিইচি।

নকু। ভক্তের উপায়?

নিম। তুলসীদাম।

কেনা। সাজা হবে, সাজা হবে, অ্যাডল্‌টরি কেসে কন্‌সেন্ট থাক্‌লেও মেয়াদ হবে।

নিম। কি বাবা, কিছু পকেটস্থ করে রায় ফিরুলে না কি?

কেনা। সে কথাটি আমায় কেউ বল্‌তে পারবেন না—আমাকে একদিন ডাক্তার বাবু তাঁর স্ত্রীর হাতের খিরেলা, খাজা, নিম্‌কি পাঠ্‌য়ে দিচ্‌লেন, আর লিখে দিচ্‌লেন, "Presents from my poor wife." আমি তখনি ফির্‌য়ে দিলেম, আর বলে পাঠালেম, আমি হাকিম হয়ে কারো দ্রব্য গ্রহণ করি না—সেই অবধি ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গে আর কথা কন্ না।

নিম। আমি হলে তোমাকে লক্ষ্মীবিলাস খাওয়াতেম।

নকু। আমি হলে জুতোর বাড়ি মাত্তেম।

কেনা। কেন নকুলবাবু, আমি কি মন্দ করিছি—সকলেই বলো, ইনি ভারি বেরেওয়া হাকিম্।

নিম। তুমি ভদ্রলোকের যে অপমান করেছ, তোমার মুখ দেখ্‌তে নাই—"Superstitious in avoiding superstition." এর চেয়ে তুমি যদি সত্যি সত্যি ঘুস্ নিতে, সে যে ছিল ভাল।

কেনা। আমি ঘুস খাই নে।

নিম। কেন ?

কেনা। লোকে নিন্দে করবে আর সাহেবেরা কর্ম্ম ছাড়য়ে দেবে।

নিম। ঘুস্ খেতে তোমার প্রেজুডিস্ নাই ?

কেনা। ঘুসের আবার প্রেজুডিস্ কি, এ ত আর মদ নয় ?

নিম। হেসো না বাবা, আমি জানি, হিন্দুরা যেমন প্রেজুডিস বশতঃ মদ খায় না, তেমনি অনেক হাকিম প্রেজুডিস বশতঃ ঘুস খায় না। তুমি লেখা পড়া শিখেছ, তোমার প্রেজুডিস গিয়েছে, কেবল অর্দ্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস খাও না—তুমি সাধু পুরুষ, প্রেজুডিস ছেড়ে দিয়ে বেশ করেছ।

নকু। আপনার বেশ্যালয় গতিবিধি আছে ?

নিম। প্রেজুডিস নাই।

কেনা। আমি কখন বেশ্যালয় যাই না, ওতে পাপ হয়।

কাঞ্চ। আমার বাড়ীতে এক দিন গ্যাছলেন।

কেনা। আমি তখনি উঠে এচ্‌লেম।

কাঞ্চ। উঠে এচ্‌লে, না ইচ্ছে তাড়য়ে দিয়েছিল।

নিম। বাহবা ঘটিরাম—বাবা ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে।

নকু। সত্যি সত্যি গিয়েছিলে ?

কাঞ্চ। এই আরদালি ব্যাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিচ্‌লেন—আমি ভাই বসে রইচি, আরদালি সঙ্গে করে এই মূর্ত্তি এসে উপস্থিত; সে দিন আরদালি খুড়ো চাপরাসখানি ইটের গুঁড়ো দিয়ে ঘসে ঘসে ফর্‌সা করে এনেছিলেন। আমার দাসী জিজ্ঞাসা কল্যো, কি চাও গা ? আরদালি খুড়ো ওমনি গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্যেন, "ইনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্, এইখানে আজ থাক্‌বেন।" ইচ্ছে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে শাম্‌লার উপর হুঁকোর জল ঢেলে দিলে, বাবু ভিজে বাঁদরের মত আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।

কেনা। তুমি বুঝি কিছু বল নি, এখন ভাল মানুষ হচ্চেন।

কাঞ্চ। আমি কি বলেছিলেম ?

কেনা। তুমি জিজ্ঞাসা কল্যে, কত টাকা মাইনে পাও, আমি বল্যেম, দু শ টাকা, তুমি বল্যে, "তোমার মত ডেপুটি আমার কোচ্‌ম্যান আছে," তাতেই ত তোমার দাসী আস্কারা পেলে— জেলায় হলে কেমন দাসী দেখাতেম।

নিম। কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপ ছিল ?

কেনা। আমি বাগানে দেখেছিলেম, সেখানে অনেক লোক ছিল, কিছু বল্‌তে পারি নি, তাইতে এক দিন বাড়ীতে গিয়েছিলেম, কিন্তু এক দিন বই আর যাই নি—

নকু। আবার কি কত্তে যাবে, হুঁকোর জল খেতে ?

কেনা। কাঞ্চন, তুমি বেশ গাইতে পার—

নিম। ছি, ছি, ছি ঘটিরাম, তুমি নিতান্ত অসভ্য, তোমার কিছুমাত্র সামাজিকতা নাই। উনি ত্রিদশাধিপতির প্রধানা নর্ত্তকী, শাপভ্রষ্টে ধরণীধামে বারবিলাসিনীরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, ওকে তুমি "কাঞ্চন" বলে সম্বোধন কল্যে।

নকু। "কাঞ্চন বাবু" বলা উচিত ছিল।

কেনা। বাবু তো স্ত্রীলোকের খাটে না, ব্যাকরণ দেখুন।

নকু। আপনার খুব তো ব্যাকরণ বোধ।

কেনা। আমাদের কাছারিতে মেয়ের নামেতে মুসম্মৎ দেয়, আমি তবে তাই বলি।

নিম। কেন, আমাদের বঙ্গভাষায় কি দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তাই তুমি যাবনিক ভাষার নিকটে ভিক্ষা চাচ্চো ? তুমি ব্যাকরণ পড়েছ, বাবু শব্দটি স্ত্রী করে নিতে পার না ?

কেনা। বাবু বাবুনী—

নিম। হাবু হাবুনী, ঘটিরাম ঘটিরামিনী।

কেনা। কেন, বাবু বাবুনী হয় না ?

নিম। সাধু শব্দের স্ত্রী কি ?

কেনা। সাধু সাধুনী।

নিম। কচু কচুনী।

কেনা। আচ্ছা তবে আপনি বলুন।

নিম। সাধু সাধ্বী, তেমনি বাবু বাব্বী, তোমার উচিত কাঞ্চনকে কাঞ্চন বাব্বী বলা। আমরাও আগে বাব্বী বল্‌তেম, এখন বন্ধুত্ব হয়েছে, তাই শুধু কাঞ্চন বলি।

নকু। দেখলে বাবা কলিকাতায় থাকার গুণ, একটা নতুন কথা শিখে গেলে।

নিম। শামলা মাতায় দিয়ে সমনজারি কল্যেই বিদ্যা হয় না।

কেনা। আমি জেলায় স্কুল কর্‌বের জন্য কত টাকা চাঁদা দিইচি।

নিম। দিয়েছ, না শুধু সই করেছ? অনেক ব্যাটা গৌরব-প্রিয় গোবরগণেশ আছে, সই করে, কিন্তু টাকা দেয় না।

কেনা। আমি মহাশয় এমন পাজি নই যে, সই কর্‌বো তা আবার দেব না—কাঞ্চন বাব্বি! তোমার অনেক বিষয় আছে, তুমি অনেক টাকা করেছ, তোমার পুত্র কন্যা নাই, তোমার উচিত একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় করে যাওয়া, যাতে তোমার নাম করে গরিবের ছেলেরা অনায়াসে পড়্‌তে পারে।

কাঞ্চন। আমি বাবু টাকা কোথা পাব?

কেনা। না বাব্বি, তোমার অনেক টাকা আছে বাব্বি, তুমি একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় স্থাপন করে যাও, অনেক গরিবের ছেলে প্রতিপালন হবে।

নিম। আমি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় স্থাপন কত্তে বলি না।

কেনা। আপনি কি স্থাপন কত্তে বলেন?

নিম। লম্পটতারিণী আড্ডা—যাতে কাঞ্চনের নাম করে উপায়হীন লম্পটেরা অনায়াসে নিস্তার পাবে।

কেনা। তাতে থাকবে কি?

নিম। মদ, চরস, গাঁজা, গুলি, গুল, হুঁকো, কল্‌কে, আর—তোমার ভাল করুন গে—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

নকু। এর একটা কমিটি ফরম্‌ কত্তে হবে।

নিম। কমিটির হাতে দিও না, দিও না, দিও না, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়ে পড়বে।

কাঞ্চ। নকুল বাবু, আমি ভাই বাড়ী যাই—

নকু। সে কি?

নিম। মেসো মহাশয়ের আস্‌বের সময় হয়েছে, মাসীর প্রাণ আন্‌চান্‌ কচ্চে।

কাঞ্চ। এখানে এলে সে ভাই ভারি রাগ করে।

রাম। ঠাহাতো দিইচে, হাব্‌লি বানায়ে দিইচে, ওলোঙ্কার দিইচে, পরের বাগানে যাবার দেবে ক্যান্‌? (নকুলের প্রতি) আমার বাগ্যদরী কি পরের লগে যায়, কওদি বাইডি?

নকু। কেনারাম বাবু রামমাণিক্যের সহিত আলাপ করুন।

কেনা। আপনার নিবাস কোথা?

রাম। পদ্মার পার।

প্র, বয়স্য। তাতে মহাশয় বুঝ্‌বো কি? মাল্‌দহ হতে পারে, রামপুর হতে পারে, ঢাকাও হতে পারে।

কেনা। জেলা বলুন না?

রাম। ডাহার জেলা, বিক্রমপুর পোর্‌গণা, নোবাবগঞ্জের থানা, আমার পুতি দশ আনির মুক্তারকার, বোবানীপুর বাসা, আমি স্বল্প দিন আস্‌চি—

কেনা। এই বার আপনি বেশ বলেছেন।

রাম। মোশার নাম?

কেনারামের কানের নিকটে নিমচাঁদের পরামর্শ দেওন

কেনা। ভাগ্যধরীর ভাগ্যধর।

রাম। আপনি বারালেন্, আমি তো বারালেম্ না।

কেনা। রাগ কর্‌বেন না মহাশয়, এঁরা আমায় শিখ্‌য়ে দিচ্‌লেন—আমার নাম কেনারাম।

রাম। ব্যাতোন ?

নিম। তোর ভাগ্যধরীরে নিকে দিবি নাকি ?

রাম। হালা মাতাল, বালো মান্‌ষের সইতে কথা কবার দেয় না—মোশারা না জান্‌লে বদ্র অবদ্র জানি কেম্‌নে ?

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, আমার বেতন দুই শত টাকা।

রাম। আপনি অতি বদ্র, ড্যাড্‌ডা মোনসোবের ব্যাতোন পাইচেন। ছুটি লয়ে আস্‌চেন ?

কেনা। আজ্ঞে হাঁ—কল্য গমন করবো।

রাম। কল্যই ম্যালা কর্‌বেন ? জর্‌তুপানতো বোরো।

কেনা। ডাকে যাব।

রাম। বাক্য পর ? (সকলের হাস্য) হাস্ দেও ক্যান্ ?

কেনা। ডাকঘরে টাকা জমা করে দিলে তারা আমার যাওয়ার ডাক বসাবে।

রাম। পুলিন্দার মদ্দি যাবেন নাহি ? হাপাইবেন্ তো।

নিম। দূর্ ব্যাটা বাঙ্গাল, ডাকের পাল্‌কিতে যাবেন, রাস্তায় এক শ দু শ বেহারা থাক্‌বে।

রাম। বাশ্‌তো খাটো, এত বেহারা ধর্‌বে কেম্‌নে ?

নিম। আহা, রামমাণিক্যের বুদ্ধি কি সরু, যেন নাই—

“নাই যাই খাচ্চো তাই থাকলে কোথা পেতে ?
কহে কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।”

রামমাণিক্যের যদি থাক্‌তো, কার সাধ্য অঙ্গহীন বলে।

রাম। আমাগোর হেয়ালি আছে।

কাঞ্চ। একটা বল দেখি ?

রাম। “এট্টুকানি পোলাগুয়া জলে নাও শেচে,
চিনা জোহে কামড় দিলা তুড়্‌তুড়াইয়া নাচে।”

দ্বি, বয়স্য। বাহবা, এ ত বড় চমৎকার হেঁয়ালি।

রাম। কও দিনি কি ?

কাঞ্চ। এ হেঁয়ালি কেউ বল্‌তে পার্‌বে না, তুমি আর এক বার বলো আর অর্থ করে দাও।

রাম। হারাইচি।

"এট্টুকানি পোলাগুয়া জলে নাও শেচে,
চিনা জোহে কামড় দিলা তুড়্‌ তুড়াইয়া নাচে।"

খোইড়া।

কাঞ্চ। মিল্‌য়ে দাও।

নিম। কি মাসি, আর বিরহযন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে পার না ?

কেনা। আপনি ইংরিজি পড়েছেন ?

রাম। পড়্‌চি, বোরো গোলমাল ঠ্যাহে।

কেনা। কেন ?

রাম। মর্দ্দাগোর পের্‌লাউনে হি, হিজ্‌, হিম্‌ অইচে; মাইয়াগোর নামে শি, হার্‌, হার্‌ কইচে; যদি মর্দ্দাগোর "হি, হিজ্‌, হিম্‌" অইল, তবে মাইয়াগোর "শি, শিজ্‌, শিম্‌" অইবে না ক্যান্‌ ?

নিম। আর কি ?

রাম। আর এই হালার পুত্‌ "কোম্‌," এংরাজির কোম্‌ডা যে দিহি দেইচো সে দিহি লাগ্‌চে, কোম্‌ আইবারও হয়, কোম্‌ যাইবারও হয়। আমাগোর মাষ্টের বঙ্গোচন্দ্র বলেন, কোম্‌ডা গর্বস্রাব, কোম্‌ আহেনও, যানও, আর কহন কহন থাহেন্‌।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। পাত হয়েচে।

কাঞ্চ। আমি ভাই বাড়ী যাই।

নকু। কিছু খেয়ে যাও।

নিম। বাচুর ফেলে কি থাকা যায়।

কাঞ্চ। আমার ভাই বড় ভাবনা হয়েছে। আমি ইচ্ছেকে

বলে এইচি, বলিস্ আমি গোলাপীর-মেয়ের দ্বিতীয়ে বিয়ে দেখ্তে গেছি—

নিম। বাপের বিয়ে দেখ্য়ে দেবে এখন।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঁসারিপাড়া। অটলের বৈটকখানা

কাঞ্চন এবং অটলের প্রবেশ

অট। তুমি কেন গেলে তা বলো, জানি, আমি তোমার সুমুখে গুলি খেয়ে মর্বো।

কাঞ্চ। বিলক্ষণ রসিক হইচিস্, এমন কল্যে লোকে যে ঠাট্টা কর্বে। এ ত আরো গৌরবের কথা, অটলবাবুর মেয়েমানুষ নকুল বাবুর বাগানে গিয়েছিল; আবার তোমার বাগানে এক দিন নকুল বাবুর মেয়েমানুষ আস্বে।

অট। তার সাত পুরুষে কখন মেয়েমানুষ রেখেছে! শালা এত বড়মানুষ, তবু একটা মেয়েমানুষ রাখতে পারেন না, গান শুনবের নাম করে আমার জানীকে বাগানে নিয়ে যান। আমি তাকেও কিছু বল্বো না, তোমাকেও কিছু বল্বো না, আমি মাতা কুটে মর্বো—(দেয়ালে মাতাকুটন)।

কাঞ্চ। অটল, তুই পাগল হলি না কি! আমি তো আর তোর ঘরের মাগ নই যে, বাগানে গিইচি বলে তোর মুখ হেঁট হবে।

নিমে দত্তের প্রবেশ

অট। ঘরের মাগ বেরয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না—তুমি কেন গেলে তা বলো, তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে কেন গেলে তা বলো ?

নিম। (মদ্যপান) "—Their best conscience
Is—not to leave undone, but keep unknown."

অট। জানীকে আমি এত ভাল বাসি, জানী আমাকে একটু ভাল বাসে না—

নিম। কেমন মাসি, আমি ঠিক বলেছিলেম কি না—ব্যাটা আজ বাড়ী মাতায় করেছে—বাবা "যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দোই।"

অট। আমি আজ মর্‌বো, মরে জানীকে দেখাব, আমি জানীকে ভালবাসি কি না। (কামিজ ছিঁড়িয়া আপনার বক্ষে চপেটাঘাত।)

কাঞ্চ। ছি লক্ষ্মী, তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও ; কেঁদে কেঁদে ফুল্‌চো যে।

নিম। (অটলের দাড়ি ধরিয়া গীত)।

"হাবা ছেলে কাঁদিস্ নেকো আর,
আমি থাক্‌লে হবে বাবা, বাবার ভাব্‌না কি তোমার"—

অট। আমার দুঃখের সময় আদর ভাল লাগে না—

পদাঘাতে নিমে দত্তের দূরে পতন

নিম। বাবা তুমি বোকারাম অকালকুষ্মাণ্ড, তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে? (মদ্য পান) তোমার কাঞ্চন যত সতী তা পায়েসে প্রকাশ।

অট। ঐ শোন জানি—জানি, তুমি আমাকে দগ্ধে মেরো না জানি ; জানি, তুমি আমাকে একেবারে যমের বাড়ী পাঠ্‌য়ে দাও—আমি মর্‌বো, মাইরি আমি মর্‌বো। (বক্ষে চপেটাঘাত)

কাঞ্চ। (নিমে দত্তের প্রতি) তুই বাবু এতও জানিস্—

নিম। বাবা, তুমি হাতে কলমে লিখ্‌তে পার, আমি বল্‌তে পারি নে?

কাঞ্চ কি বল্‌বে?

নিম। তোমার স্বয়ম্বর নাগরকে বেতন দিতে হয়, না পেটভাতা ?

কাঞ্চ। আ মরণ, আমার স্বয়ম্বর নাগর আবার কে ?

নিম। খেতে বসে যার মুখে পায়েসের বাটি ধরেছিলে।

অটল গলায় রুমাল বান্ধিয়া মোড়া দিতে দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন

কাঞ্চ। ও কি, ও কি, (গলার রুমাল খুলিয়া) অটল! অটল! মুখ দিয়ে রক্ত পড়্চে যে, মুচ্ছো হলো না কি ? (ক্রোড়ে করিয়া অটলকে ধারণ)

নিম। গোকুড়ে যশোদা কোড়ে দোড়ে নীড়মণি, আহা হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ, গোকুড়ে যশোদা কোড়ে দোড়ে নীড়মণি, আহা বেশ্!

কাঞ্চ। তোর সকল সময় তামাসা—অটল যে মরে, তুই দৌড়ে বাড়ীর ভিতর যা, মাকে ডেকে আন্।

নিম। আমি বাবা সব পারি, বড় মান্ষের বাড়ীর ভিতর যেতে পারি নে—মটন্ করে ফেলবে।

কাঞ্চ। এই চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যা, শীঘ্র মাকে ডেকে আন্।

নিম। বড়মান্ষের বাড়ীর ভিতর গেলে আর কি বেরোনো যায় ?

কাঞ্চ। তুইতো ভারি নেমোখারাম, যা না।

নিম। বড়মান্ষের বাড়ীর ভিতর যাওয়াও যে, কামরূপ কামিক্ষে যাওয়াও সে।

কাঞ্চ। তবে তুই এখানে বস্, আমি ডেকে আনি।

কাঞ্চনের প্রস্থান

নিম। (অটলের মুখের কাছে বসিয়া গীত)

"ব্যাটা বল্ কেটা তোর মাসী,
মাসী মাসী করে ব্যাটা গলায় দিলি ফাঁসি।"

আহা! পিতা, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী, অন্তিম

কালে আপনার অঙ্গে হরিনামামৃত সিঞ্চন করি। (বোতল লইয়া গাত্রে মদ্যপ্রদান)

অট। হুঁ—আ।

নিম। বাবা, "বিষস্য বিষমৌষধং" স্পর্শমাত্রে চৈতন্য। পিতা! মাসী আমার অবীরে, এমনি করে যাবেন যেন চাল ঝাড়্‌তে না হয়—

নেপথ্যে। নিমচাঁদ, মা যাচ্চেন, তুই ওখান হতে যা।

নিম। দূর বেটী কম্‌বক্তি, এমন সময় বাধা দিলি, তোর কপালে ক্লেশ আছে তা আমি কর্‌বো কি।

প্রস্থান

কাঞ্চন, গিন্নি, এবং জলহস্ত সৌদামিনীর প্রবেশ

গিন্নি। ও কাঞ্চন, তুমি আমার ছেলে একেবারে মেরে ফেলেছ? আহা! আহা! বাবার গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্চে। সৌদামিনী, জল দে ত মা—(মুখে জলদান।)

সৌদা। ও মা, দাদার গায় যে মদ।

গিন্নি। দূর্ আবাগি, সর্‌দি গর্‌মিতে বাছার এত ঘাম হয়েছে।

সৌদা। গন্ধ যে।

গিন্নি। সর্‌দি গর্‌মির ঘামে গন্ধ হয় না তো কি?

কাঞ্চ। নিমে দত্ত গায় মদ ঢেলে দিয়েছে।

অট। মা, আমার গা বমি বমি কচ্চে।

গিন্নি। বাবা, এমন কর্ম্মও করে, আমার আঁধার ঘরের মাণিক, সকল দৌলত তোমার, গলায় দড়ি দিতে হয়?

অট। জানী যায় কেন মা, জানী যায় কেন? আমার বুক জ্বালা কচ্চে—(চক্ষু মুদিত করিয়া থাকন।)

কাঞ্চ। নাও বাছা, তোমার ছেলে বেঁচে আছে, তুমি যে কথা বলেছ, আমার গা কাঁপ্‌চে। আমি চল্যেম বাছা, এমন খুনের কাছে ভদ্রলোকে থাকে?

কাঞ্চনের প্রস্থান

গিন্নি। যাস্ নে যাস্ নে, ও কাঞ্চন যাস্ নে। সৌদামিনী তোর দাদার কাছে বসিস্। ও কাঞ্চন, কাঞ্চন, ও কাঞ্চন, আমার মাতা খাস্ মা যাস্ নে, তোমায় না দেখ্‌লে গোপাল আমার আবার গলায় দড়ি দেবে।

কাঞ্চনের পশ্চাৎ গমন

সৌদা। (স্বগত) সাদে বৌ বলে, বিধবা হয়ে থাকা ভাল—সাত জন্ম থুব্‌ড়ো হয়ে থাকি সেও ভাল, তবু যেন দাদার মত ভাতারটি না হয়। গন্ধ দেখ, ন্যাকার ওঠে। (নাকে অঞ্চল দেওন।)

অট। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) জানি, জানি, তোমায় আমি গলার মাদুলি করে রাখ্‌বো জানি—

সৌদা। দাদা আমি, দাদা আমি সৌদামিনী।

সৌদামিনীর সভয়ে প্রস্থান

অট। লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি দূর্ হ—নিমচাঁদ, নিমচাঁদ, এখানে আয়।

নিমচাঁদের প্রবেশ

আমি বেঁচে উঠিচি।

নিম। ফাঁসীকাষ্ঠের সৌভাগ্য।

অট। তুই বস্, আমি মাকে দেখা দিয়ে আসি। তুই অমনধারা কচ্চিস্ কেন? কতকগুলো মদ খেইচিস্ বুঝি?

অটলের প্রস্থান

নিম। মহাদেব! বোম্‌ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ড শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ—(চিত হইয়া শয়ন।) রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্মলজ্জামানমর্য্যাদাপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি

হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যত দূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

"Things at the worst will cease, or else climb upward
To what they were before—"

হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করিছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্যে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখ্‌লে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখ্‌লে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখ্‌লে মুখ ফিরুয়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; শালী শালাজ আমায় দেখলে হাঁসেন—দাঁতে মিসি মধুর হাঁসি। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন?—আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশু-বদনী আমাকে এক দিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুন্‌তে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেশা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি করুছে, কুরঙ্গনয়নী কার্য্যান্তরব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনাপ্রবাহে ভাসমানা আছেন, আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আসুচে কি না, এক এক বার মুখ ফিরুয়ে

দেখ্‌চেন।—মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়্‌তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সে কালে ভূতে পেতো, এখন মদে পায়—ডাক্ ওজা, ডাক্ ওজা, ঝাড়্‌য়ে আমার মদ ছাড়্‌য়ে দেক্—আমি সুরধনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুন্‌বো না; সভাপতি খুড়ো মদের গঙ্গাময়রা, গঙ্গাময়রা ভূত ছাড়াতে পারে, সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে—বাবা, ভূতের ওজা আপনি সব খেয়ে বলে ভূতে খেয়ে গিয়েছে; দেখ বাবা, তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না। এত কালের পর সভায় নাম লেখাব? গোকুল বাবু হবো? ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, অসভ্য, নির্দ্দয়, সে দিন দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে—(গাত্রোত্থান করিয়া মেজের উপর মুষ্ট্যাঘাত) এর পরিশোধ দেবো তবে ছাড়বো—তোমার সদর দরজা বন্ধ থাকবে, তোমার অন্দরে ঢুকবো—শালা মাগমুখো। বাঞ্চৎ কালেজের নাম ডুবুলে, মদ খেতে চায় না—অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাতায় কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি। বড় কাকা ব্যাটা জব্দ হয়েচে, এখন গোকলো ব্যাটাকে জব্দ কর্‌বের উপায় কি? মল্লযুদ্ধ কর্‌বো, কি বলো? বটে ত।

অটলের প্রবেশ

অট। কাঞ্চন কেমন নেমোখারাম দেখ্‌লি, আমায় না বলে চলে গেছে, আমি কি কর্‌বো তাই ভাব্‌চি। নকুল বাবুকে আমি জান্‌তেম ভাল মানুষ, এখন বোধ হচ্চে উনি লম্পট।

নিম। লম্পটের মানে জান?

অট। গোকুল বাবু যে আমার উপর চটা, তা নইলে নকুল বাবুকে জব্দ কত্তে পাত্তেম।

নিম। গোকলো ব্যাটা ভারি পাজি।

অট। আমায় কাঞ্চনকে ছেড়ে দিতে বলেন।

নিম। তুই কেন বল্লি নে, তোমার মাগটিকে দাও, কাঞ্চনকে ছেড়ে দিচ্চি।

অট। আমি তা বল্‌তেম, কেবল বাবা ছিলেন বলে রেয়াৎ করিছি, বাবা আবার অসভ্য ভাব্‌বেন।

নিম। গোকুলের মাগ্‌কে দেখিছিস্‌।

অট। এমন সুন্দরী তুই কখন দেখিস্‌ নি, ঠিক যেন ইহুদির মেয়ে। আমার রীত খারাপ বলে আমার সুমুখে আসে না, তা নইলে গোকুলের মাতায় হাত বুলাতেম।

নিম। বয়স কত ?

অট। সতের কি আঠার আমার স্ত্রীর চাইতে মাসকতকের বড়।

নিম। সুড়ঙ্গ কাট্‌তে পাল্যে ব্যাটার বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করি।

অট। গোকুল বাবুর মাগ্‌ যদি বেরিয়ে আসে, তা হলে আমি কাঞ্চনকে ছেড়ে দিই।

নিম। তোর বাপ্‌কে এ কথা বল্‌বো না কি ?

অট। মাইরি আমি যথার্থ বল্‌চি, কাঞ্চনের বড় অহঙ্কার হয়েছে, তা হলে এক বার দেখাই। তাকে বার কর্‌বের এক ফিকির আছে।

নিম। গৃহস্থের মেয়ে বার কর্‌বের মতলব কর না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোকুলো ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাব্‌কে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও—

অট। তুই তবে তোর মেগের কাছে যা।

নিম। Thou stickest a dagger in me. অটল্‌ কি গালাগালিই তুই দিলি।

অট। কাল আমাদের বাড়ীর ভিতর মেয়ে কবি হবে, একটা দ্বিতীয় বিয়ে আছে, গোকুল বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা সব

আসবে, সেই সময় তুই মেয়ে সেজে চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাস্, গোকুল বাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈটকখানায় আনিস্।

নিম। এ কি ভদ্রলোকে পারে?

অট। মদ খেতে পার? কেশবের মেয়েমানুষকে কেশবের নাম করে বাগানে নিয়ে যেতে পার?

নিম। "I dare do all that may become a man;
Who dares do more, is none,"

অট। একটু মদ খাওয়া যাক্। (মদ্যপান) চল এখন একবার কাঞ্চনের কাছে যাই, বেটী মাকে গাল দিয়ে গিয়েছে। যদি রাগ করে থাকে, তবে আর এক শ টাকা বাড়্য়ে দিতে হবে।

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি পাঁচ বৎসরে এক গ্রেড্ বাড়্তে পেলে না, তুই মাস কতকের মধ্যে ফোর্ত গ্রেড্ করে দিলি, তোর সর্ভিসে প্রোমোসান বড় র‍্যাপিড্।

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঁশারিপাড়া। অটলবিহারীর বৈটকখানা

মোগলের বেশে অটলবিহারী এবং এক জন হিজ্ড়ার প্রবেশ

অট। চিন্তে পারবে ত?

হিজ। যার কাঁকালে ঘড়ি রয়েছে ত?

অট। মস্ত চেন ঝুল্চে, নীলাম্বরী সাড়ী পরা।

হিজ। ঘড়ি তো আর কারো কাঁকালে নাই?

অট। না, আমি তো খড়খড়ে তুলে তোমায় চিন্য়ে দিইচি।

হিজ। আমি বেশ চিন্তে পেরিচি।

অট। তুমি এই চোরা সিঁড়ি দিয়ে আমার ঘরে যাবে, তার পর আস্তে আস্তে মেয়েদের দলে মিশ্বে, তার পর হাত ধরে কথা

কইতে কইতে আমার ঘরে নিয়ে আস্‌বে, সেখানে এসে মুখ ঢেকে চোরা সিঁড়ি দিয়ে এখানে নিয়ে আসবে। তুমি যদি আন্‌তে পার, সোণার গহনা দিয়ে, আর যে বারাণসীর সাড়ী দিয়ে তোমায় বড়মানষের মেয়ে সাজ্‌য়ে দিইচি, তা আমি আর ফিরে নেব না। বলো, গোকুল বাবু বৈটকখানায় বসে আছেন, আমি মোগলের সাজ পরে আছি, আমায় চিন্তে পার্‌বে না।

হিজ। ও যদি তোমার কাছে না থাকে, আমি নসীরাম বাবুর বউকে বার করে আন্তে পারি, সে ভারি জ্বালাতন হয়েছে, তার ভাতার রেতে বাড়ী থাকে না, দিনের বেলা বৈটকখানায় মেয়েমানুষ নিয়ে আসে, সে বলে, বের‍্য়ে যেতে পাল্যে বাঁচি। তুমি যদি তাকে রাখ, আমি তাকে এখনি এনে দিতে পারি, সে এমন সুন্দরী, তোমার কাঞ্চন তার বাঁ পায় আল্‌তা পরাতে পারে না।

অট। আগে ত এটা কি হয় দেখা যাক্। নিমচাঁদ যদি জিজ্ঞাসা করে তো বলো, গোকুল বাবুর স্ত্রী বের‍্য়ে আস্‌তে রাজি হয়েছে, তা নইলে ব্যাটা গোল করবে—তুমি এই বেলা যাও।

হিজ্‌ড়ার প্রস্থান

একটু জেয়াদা করে মদ খাই। (মদ্যপান।) বড় মজা হবে এখন—নিমে যে মদ খেয়েছে, আর খানিক খেলেই ও আর মন্দ বল্‌বে না। যদি না থাক্‌তে চায় চোরা সিঁড়ি দেখ্‌য়ে দেব, তা দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাবে।

নিমচাঁদের প্রবেশ

কি কচ্চিলি ?

নিম। খড়খড়ে উঁচু করে মেয়ে দেখ্‌চিলেম। আমার বোধ হলো, তোদের বাড়ীতে যেন দ পড়েছে।

অট। দ কেন ?

নিম। দ নইলে এত পদ্মফুল একত্রে দেখা যায়? আমি সমাগতা সুন্দরীগণের হেল্‌থ পান করি। (মদ্যপান।)

অট। গোকুল বাবুর স্ত্রীকে দেখিচিস্ তো?

নিম। অ্যালবার্টচেনধারিণী?

অট। হাঁ—গোকুলবাবুর স্ত্রী খুব লেখা পড়া জানে।

নিম। যেরূপ কথাবর্ত্তা কচ্চে, যেরূপ হেঁসে হেঁসে মেয়েদের অভ্যর্থনা কচ্চে, বোধ হয় খুব রসিকা।

অট। একটু একটু ইংরিজিও জানে।

নিম। গোক্‌লো ব্যাটা ভারি মাগ্‌কপালে, কিন্তু ছুঁড়ি ভাতারকপালে নয় বাবা—এ রত্ন আমার হাতে পড়্‌লে, রাইট্ ম্যান্ ইন্ দি রাইট্ প্লেস্ হতো। (মদ্যপান।) চেনধারিণীর নাম কি জানিস্?

অট। অনরঙ্গরঙ্গিণী।

নিম। গোক্‌লো মুচি কি কামদেব? আ শালা পাজি—রামচন্দ্র অতি নির্ব্বোধ, এমন অমূল্য মুক্তার মালা মর্কটের হস্তে প্রদান করেছেন?

অট। বের্‌য়ে আস্‌বে।

নিম। মাইরি?

অট। মাইরি! আমার কাছে লোক পাঠ্‌য়েছিল।

নিম। মূর্খের সঙ্গে লোক স্বর্গে যায় না, সে তোমার সঙ্গে নরকে যেতে রাজি হয়েছে? আমার ত কিছু মাত্র বিশ্বাস হয় না। তোমার জন্যে কুলাঙ্গনারা গোরুর বাঁটে গোবর দেওয়ার ন্যায় গায় কালি দিতে পারে, কিন্তু কুলে কালি দিতে পারে না।

অট। মাইরি নিমচাঁদ। সে বের্‌য়ে আস্‌তে চেয়েছে। সাত-পুকুরের কাছে একটা বাগান ভাড়া নিতে হবে, তোর নাম করে রাখ্‌বো, আমার সঙ্গে যেমন হোক্ একটা সম্পর্ক আছে।

নিম। ব্যাটার কি নিষ্ঠে!

অট। তোর নামে বেনামি কর্‌বো।

নিম। আচ্ছা বাবা, টাকা তোমার, ভোগ আমার—

আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে,
ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।

অট। আমি মেঘনাদবধ কিনিচি।

নিম। আমি পড়্‌বো।

অট। আমার বড় ভাল বোধ হয় না।

নিম। ওর ভালমন্দ তুমি বুঝ্‌বে কি, তুমি পড়েচ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মাণিক— মাইকেল দাদা বাঙ্গলার মিল্‌টন। তুমি বাবা মোগলের পোষাক কল্যে কি ঘরে বসে থাক্‌তে ?

অট। ঘরে যদি মেয়েমানুষ পাই, তবে বাজারে যাব কেন ?

নিম। কি বাবা, মেগের প্রতি সদয় হলে না কি ?

অট। মাগ বই বুঝি আর ঘরে মেয়েমানুষ নাই ?

নিম। সকলি মেয়েমানুষ।

অট। তুই একটু বস্‌, এখনি গোকুল বাবুর স্ত্রী এখানে আস্‌বে। আমি সেই হিজ্‌ড়াটাকে পাঠ্‌য়েছি, সে চোরা সিঁড়ি দিয়ে অনঙ্গরঙ্গিণীকে ধরে আন্‌বে।

নিম। "We have willing dames enough—"

অট। আমাকে তুই গোকুল বাবু বলে ডাকিস্‌।

নিম। "Bloody bawdy villain !
Remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain !"

অট। তোর আজ মদে এত অরুচি হয়েছে কেন ? (মদ্যপান।) খা একটু মদ খা।

নিম। (মদ্যপান করিয়া) গোকুল বাবু।

অট। কি বল্‌চো ?

নিম। তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্র লোকের অপমান করেছ বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা,

ব্রহ্মশাপ হয়েছে, তোমার নিস্তার নাই—The inequities of the husband are visited on the wife on the third and fourth generation.

মুখাবৃতা কুমুদিনীকে বক্ষে করিয়া হিজ্‌ড়ার প্রবেশ

কুমু। ও মা কি সর্ব্বনাশ! আমাকে ছল করে নিমে দত্তের কাছে ধরে নিয়ে এল—

হিজ। এই খাটে বসো। এখানে তোমার স্বামী আছেন, তোমার ভয় কি?

হিজ্‌ড়ার প্রস্থান

কুমু। ও মা, আমি কোথায় যাব, ও ঠাকুরঝি, একবার দৌড়ে আয়—

অট। চুপ কর না, তোমায় ত কেউ আর মাচ্চে না।

নিম। গোকুল বাবু?

অট। কি বল্‌চো ভাই।

নিম। তোমার স্ত্রী কেমন অ্যালবর্টচেন ঝুল্‌য়েছেন দেখ্‌লে বাবা—(কুমুদিনীর প্রতি) তুমি রাগ কচ্চো কেন বাছা?

কুমু। যত লক্ষ্মীছাড়া মাতাল যুটে আমার সর্ব্বনাশ কল্লো, একটু মানের ভয় নেই, লজ্জার ভয় নেই।

নিম। এ বেটী কাঞ্চনের ধাৎ পেয়েছে, আমায় দেখ্‌তে পারে না। গোকুল, তুই আলাপচারী কর্, আমি ও ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসি বাবা—নিতান্ত নারাজ নয়।

নিমে দত্তের প্রস্থান

কুমু। তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন?

অট। তোমায় আমি বাগানে নিয়ে যাব।

কুমু। কাঞ্চনের দাসীর দরকার হয়েছে না কি? হা পরমেশ্বর! আমার আপনার স্বামী আমায় এমনি অপমান করে—মরণটা হয় ত বাঁচি—(মূর্চ্ছিতা)

অট। দেখি—(কুমুদিনীর মুখের রুমাল খুলিয়া) এ কি,

কুমুদিনীকে এনেচে যে, কি সর্ব্বনাশ !—নিমচাঁদ, নিমচাঁদ ! বড় খারাপ হয়েচে, বড় খারাপ হয়েচে, তাকে না এনে কুমুদিনীকে এনেচে—

নেপথ্যে। Any port in storm.

রামধন রায়ের বেগে প্রবেশ

রাম। অট্‌লা ব্যাটা গেল কোথা ? তার মাতালের দলে তার যে জাত মাল্যে—এই যে এক ব্যাটা—পাজি (অটল্‌কে ধরিয়া চর্ম্মপাদুকাঘাত)

অট। আমি, আমি, আমি—

রাম। ভদ্র লোকের বাড়ীতে কি সর্ব্বনাশ কল্লি বল্ দেখি, হারামজাদা, পাজি মাতাল—(কপোলে চপেটাঘাত মারিতে মারিতে কৃত্রিম দাড়ি পতনানন্তর অটলের মুখ প্রকাশ)

অট। বড় কাকা আমি, বড় কাকা আমি (চপেটাঘাত) আমি অটলবিহারী—আমি কিছু জানি নে, নিমে করেছে, নিমে ও ঘরে কাপড় ছাড়্‌তে গিয়েছে।

রাম। সেই ব্যাটাই আসল নষ্ট।

রামধনের প্রস্থান

অট। উঃ, রাগের মাতায় মেরেছে, বড় লেগেছে, উঠ্‌তে পারি নে, বাবা গো গেলেম (রোদন)

কুমু। তোমার গাল ফুলে উঠেছে যে। (অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া) তুমি কাঁদ কেন, আমার কপালে যা ছিল তা হলো।

অট। তোমার দেখেই তো এটি ঘট্‌লো—

কুমু। অবাক্, আমি কি কল্লেম, তুমি আমায় দেখ্‌তে পার না বলে আমি কি বেরূয়ে যাচ্ছিলেম না কি ? আমার যেমন পোড়া কপাল, তোমার তেমনি বুদ্ধি।

অট। তুমি গোকুল বাবুর স্ত্রীর ঘড়ি কেন কোমরে দিলে ?

কুমু। তিনি পরিবেশন কত্তে গেলেন, আমায় ঘড়িটে দিয়ে গেলেন।

অট। তাইতে তো ভুল হলো।

কুমু। ও মা, কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি ছোট খুড়ীকে ধরে আন্তে লোক পাঠ্‌য়েছিলে? তোমার কি একটু বুদ্ধি নেই, তোমার কি একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তোমার কি মা মাসি জ্ঞান নেই—ছোট খুড়ী যে তোমার শাশুড়ী, শাশুড়ীও যে, মাও সে—

অট। তোমার আর লেক্‌চার দিতে হবে না. তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যাও, উনি আবার আমার কাছে গিন্নীপনা কত্তে এলেন।

সৌদামিনীর প্রবেশ

সৌদা। (স্বগত) বাবা রে, সেই ঘর। (প্রকাশে) দাদা আমি সৌদামিনী, দাদা আমি সৌদামিনী—

অট। আ মলো লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি, তুই আমায় কানা পেয়েছিস্ না কি?

কুমু। দাদার গুণ দেখে অমন করে।

সৌদা। তুই বাড়ীর ভিতর আয়, মা কত কাঁদ্‌চেন।

কুমু। যমের বাড়ী যাই।

সৌদামিনী এবং কুমুদিনীর প্রস্থান

অট। ভাল আপদে পড়িচি—মদ খেতে শিখে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিন কত কাশী যাই।

নেপথ্যে। বাবা গিইচি, বাবা গিইচি, তোমার ভয়েতে আমি খাটের নিচেয় লুকয়ে রইচি—একেবারে গিইচি, রাম বাবু ছেড়ে দাও, আমি অগস্ত্যযাত্রা করি।

নিমে দত্তের গলা টিপিয়া রামধনের প্রবেশ

রাম। হারামজাদা, পাজি, মদ খেলে আর চোকে কানে দেখ্‌তে পাও না?

নিম। (রামধনের কিল খাইতে খাইতে) Once-Twice-Thrice Out—আবার মারে—দূর্ ব্যাটাচ্ছেলে, তোর যে আউট্ হয়ে গেছে—

রাম। তোমার মাৎলামিটে বার কচ্চি। (কান মলন)

নিম। "As tedious as a twice-told tale"—কানমলা যে একবার হয়ে গেছে, ও আর ভাল লাগ্‌বে কেন?

রাম। দূর্ ব্যাটা পাজি। (গলাটিপ)।

নিম। That's repetition too—গলাটিপি হয়ে গেছে বাবা, এখন আর কিছু টেপো।

রাম। এখন তোমাকে সন্দেশ কিনে দিই।

নিম। কেন বাবা জিনিসগুণো নষ্ট কর্‌বে, মদের মুখে কোন শালা সন্দেশ খেতে পারে না।

রাম। হারামজাদা ব্যাটারা, বসে বসে মদ মার্‌বেন আর লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌বেন—

নিম। আমরা তো মদ মারি, আপনি যে মাতাল মারেন।

রাম। মেরে মেরে তোমার হাড় গুঁড়ো কর্‌বো। (প্রহার)

নিম। ইতি কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে। পুতি বেড়ে যাচ্চে, উপসংহারের কাল উপস্থিত। রাম বাবু, আপনি অতি বিজ্ঞ, অনেক পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করেছেন, মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্য্যন্ত জ্ঞানপ্রদ, তা যারা অধ্যয়ন করেছে, তারাই বল্‌তে পারে, আপনার পদাঘাতপুঞ্জ প্রকৃত পীযূষ, And the last, though not the least, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রগুলিন যার পর নাই Edifying, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হয়েছে, Lock on Human Understanding পড়ে এরূপ হয় নি।

রাম। ব্যাটা মদ খেয়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছে।

নিম। To tell you the truth, Ram Baboo, you would make a capital professor of Moral philosophy.

রাম। মদ খেয়ে উৎসন্ন যেতে চাস্ যা, এ কি? আজ পাঁচ জন ভদ্র লোকের পরিবার বাড়ীতে এসেছে, তুই ব্যাটা মেয়ে সেজে বাড়ীর ভিতর গিয়ে বউ বার করে নিয়ে এলি?

নিম। Damned lie. সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, আপনাকে কে বলেছে?

রাম। অটল বলেছে।

নিম। "I look down towards his feet—but that's a fable;
If thou be'st a devil, I cannot kill thee."

অটল, তোমার মাগ তুমি নিয়ে এলে বাবা, এখন আমার ঘাড়ে ফেলে দিচ্চো—রামবাবু, আমি কিছুই জানি নে মহাশয়। আমি কি এমন কাজ কত্তে পারি?

রাম। তবে কে করেছে?

নিম। সময়। সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়। রামবাবু, চেপে যাও বাবা, Let bygones be bygones.

"To mourn a mischief that is past and gone,
Is the next way to draw new mischief on."

বিশেষ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, যেহেতু অটল স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত আলাপচারী করেছে, না হয় অটলকে স্ত্রৈণ বলে ঘৃণা করুন; যদি বলেন আমার স্বমুখে এনেছে, তাতেই বা দোষ কি? ভাবুন, আপনার উপযুক্ত ভাইপো সভ্যতার অনুগামী হয়ে তাঁর হৃদয়প্রিয় বন্ধুর সহিত আলাপ করয়ে দিচ্চিলেন—Female emancipation is not a bad thing among gentlemen.

রাম। আমি অবাক্ হইচি, ব্যাটাদ্দের অসাধ্য ক্রিয়া নাই।

নিম। রামবাবু, বড় বাধিত হলেম্ বাবা—

রাম। তুমি বসো, আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আস্‌চি।

নিম। ব্রাহ্ম মতে কত্তে হবে; অনেক বৃষ পার করিছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভাল লাগ্‌বে না।

রাম। সে ব্যবস্থা পুলিসে লওয়া যাবে।

নিম। এইবার ফুলিসের মত কথা বল্যেন। কুলের কুচ্ছ ব্যক্ত করা কাপুরুষের কাজ—একটু সূত্র পেলে যা কখন ঘটে নি, তা রটুয়ে দেবে। আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, তোমাদের কুলের কোন কামিনীকে আমি কখন দেখি নি, কিন্তু তুমি যদি নালিশ কর, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলেম, লোকে বল্‌বে, ওদের বাড়ীর ছেলেগুলো সব নিমের মত—I refer you to Sheridan's School for Scandal.

রামধনের প্রস্থান

অট। কি সর্ব্বনাশ!

নিম। (অটলের বিরস বদন অবলোকন করিয়া)।

If thou beest he; but O, how fallen! how changed
From him, who, in the happy roalms of light,
Clothed with transcendent brightness, didst outshine
Myriads though bright."

অট। তুই আর আমায় বিরক্ত করিস্ নে, তোরাই আমাকে মদ খাওয়াতে শেখালি, তাইতে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো—তোকেও ভুগ্‌তে হবে।

নিম। "——Now misery hath join'd
In equal ruin."

অট। আমি তোর মুখ আর দেখ্‌বো না—জুতোর চোটে আমার গাল জ্বল্‌চে, আমি মদ ছেড়ে দেব।

নিম। যাবজ্জীবন, না যতক্ষণ জ্বল্‌বে?

"——Ease would recant
Vows made in pain, as violent and void."

অট। তোর আর ঠাট্টা কত্তে হবে না, তোর সঙ্গে মিশেই ত আমার এত অপমান হলো, তোকে আমি আর বাড়ীতে আস্‌তে দেব না, বাবাকে বলে দেব, তুই আমাকে কু-পরামর্শ দিয়েছিলি।

নিম। তুই যদি কিছুমাত্র লেখাপড়া জান্‌তিস্, তোর কথায় আমি রাগ কত্তেম। তোর কথায় রাগ কল্যে মূর্খতার সম্মান করা হয়। কিন্তু আজ অবধি প্রতিজ্ঞা এই, সুরাপাননিবারিণী সভায় নাম লেখাতে হয় সেও স্বীকার, তোর মত অধমাত্মা পামরের সঙ্গে আর আলাপ কর্‌বো না। Not even for wine.

অট। ওঁরা আমাকে মজালেন, আবার রাগ কচ্চেন।

নিম। বাবা, আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারম্বার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্ নে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস্।

অট। আর তুমি কাঞ্চনের বাড়ীতে রাত কাটাও।

নিম। তোমার বুদ্ধির পরিধিতে টাউন হালের থামে দুপেঁছ হয়। আপনি কাছে থেকে যেন রাত বাঁচালে, দিন বাঁচাবার উপায় কি, নকুলের বাগানের উপায় কি? কাঞ্চনের সতীত্ব যেন চৌকি দিয়ে রক্ষা কল্যে, তোমার মেগের সতীত্ব বুঝি বাবার উপর বরাৎ? ক্যাডাভরাস্। (শয়ন)

অট। বাবা এসে কত গাল দেবেন এখন, বল্‌বেন মদ ধরে এই ফল ফল্‌লো।

নিম। "————The dear pledge
Of dalliance had with thee in heaven, and joys
Then sweet, now sad to mention through due change
Befallen us, unforeseen unthought of—"

অট। নিমচাঁদ ওঠ, বাবা না আস্‌তে আস্‌তে আমরা বাগানে যাই, যে মার খেইচি, অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদনা যাবে না।

নিম। কি বোল বলিলে বাবা বলো আর বার,
মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।
মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।

প্রস্থান

সমাপ্ত

লীলাবতী

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

"পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং
নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ
পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥"

রঘুবংশ।

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী—৫

লীলাবতী

দীনবন্ধু

[১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক ঃ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ভূমিকা

'লীলাবতী' দীনবন্ধু-রচিত পঞ্চম পুস্তক। 'লীলাবতী'র পূর্ব্বে তাঁহার 'নীলদর্পণ,' 'নবীন তপস্বিনী,' 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' ও 'সধবার একাদশী' রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 'লীলাবতী' দীনবন্ধুর বৃহত্তম সামাজিক নাটক, গদ্যে-পদ্যে রচিত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা-মতে ইহার প্রকাশকাল—১৭ ডিসেম্বর, ১৮৬৭। প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> লীলাবতী নাটক। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। "পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ। অস্মিন্ দ্বয়ে রূপ-বিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥" রঘুবংশ। কলিকাতা। ১১।১ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সন ১২৭৪ সাল।

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৯২। দীনবন্ধুর জীবিতকালে 'লীলাবতী'র দুইটি সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই বর্ত্তমান সংস্করণে অনুসৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের সংগৃহীত বইখানি খণ্ডিত। ইহাতে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের পৃষ্ঠাগুলি (১১৯-৩০) নাই। এই অংশে আমরা প্রথম সংস্করণকেই অনুসরণ করিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে—

> "লীলাবতী" বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্বসূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতে কিঞ্চিৎ তেজঃক্ষতি দেখা যায়।

'লীলাবতী'র হেমচাঁদ নদেরচাঁদ 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের মত বাংলা-সাহিত্যে অক্ষয় হইয়া আছে।

হেমচাঁদের পিঁচুটিনয়না বঙ্গভারতী বিষয়ক বক্তৃতা এবং নদেরচাঁদের কন্যা-লীলাবতী-সন্দর্শন বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হইয়া আছে। কিন্তু মূল লীলাবতী-চরিত্র মোটেই বাস্তব হয় নাই। "এখানে অভিজ্ঞতার অভাব।...লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না, কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই।" (বঙ্কিম-রচনাবলী, বিবিধ, পৃ. ৯২)

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মহেশপুর গ্রামে এবং ৩০ মার্চ ১৮৭২ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে চুঁচুড়ায় মহাসমারোহে 'লীলাবতী'র অভিনয় হয়। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার কর্ত্তৃক ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে শ্যাম-বাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে স্থাপিত রঙ্গমঞ্চে কলিকাতায় 'লীলাবতী'র সর্ব্বপ্রথম অভিনয় হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র, রাধামাধব কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলা রঙ্গমঞ্চের ধুরন্ধরেরা বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'লীলাবতী'র এই অভিনয়ই কলিকাতায় সাধারণ-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত-স্বরূপ হইয়াছিল। এই সম্পর্কে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (২য় সংস্করণ), পৃ. ৯১-৯৮ দ্রষ্টব্য।

মজ্জীবনময়

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ দাস সহৃদয়

হৃদয়বান্ধবেষু

সহোদরপ্রতিম গুরুচরণ !

অপরিমিত আয়াস সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি। বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণ সমীপে আদরভাজন হয় ঐকান্তিক আশা। কত দিনে সে আশা ফলবতী হইবে, আদৌ সে আশা ফলবতী হইবে কি না ভবিষ্যতের উদরকন্দরে নিহিত। কিন্তু আপাততঃ প্রচুর প্রীতির কারণ এই, প্রথম দর্শনেই যে বন্ধুর মনের সহিত মন সহধর্ম্মপদার্থের ন্যায় তরলিত হইয়াছে, তদবধি যে বন্ধু প্রমোদপরিতাপের অংশ গ্রহণে যথাক্রমে উন্নতি খর্ব্বতা সাধন করিতেছেন, সেই বন্ধুর হস্তে অতি যত্নের বস্তু অর্পণ করিতে সক্ষম হইতেছি। ভাই, এই স্থলে একটি কথা বলি—কথাটি নূতন নহে, কিন্তু বলিলে সুখী হই সেই জন্য বলি—সৌহার্দ্দ না থাকিলে অবনীর অর্দ্ধেক আনন্দের অপনয়ন হইত। গুরুচরণ! লীলাবতী তোমার হস্তে প্রদান করিলাম—তুমি সাতিশয় আনন্দিত হইবে বলিয়াই এ দানের অনুষ্ঠান—আমার পরিশ্রম সফল হইল।

প্রণয়ানুরাগী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়, ... জমিদার।

অরবিন্দ ... হরবিলাসের পুত্র।

শ্রীনাথ ... হরবিলাসের শ্যালক।

ললিতমোহন ... হরবিলাসের ভবনে প্রতিপালিত।

সিদ্ধেশ্বর ... ললিতের বন্ধু।

পণ্ডিত ... লীলাবতীর শিক্ষক।

ভোলানাথ চৌধুরী ... জমিদার।

হেমচাঁদ
নদেরচাঁদ } ... ভোলানাথের ভাগিনেয়দ্বয়।

যোগজীবন
যজ্ঞেশ্বর } ... ব্রহ্মচারী দ্বয়।

রঘুয়া ... উড়ে ভৃত্য।

স্ত্রীগণ

লীলাবতী ... হরবিলাসের কন্যা।

শারদাসুন্দরী ... লীলাবতীর সই এবং হেমচাঁদের স্ত্রী।

ক্ষীরোদবাসিনী ... অরবিন্দের স্ত্রী।

রাজলক্ষ্মী ... সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী।

অহল্যা ... ভোলানাথের স্ত্রী।

ঘটক, প্রতিবাসী, দাসদাসী, ইয়ারগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর নদেরচাঁদের বৈটকখানা

নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ

নদে। দেখাবি ?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি ?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি ?

হেম। দেখাব।

নদে। তিন সত্যি কল্যে, এখন না দেখাও নরকে পচে মর্‌বে।

হেম। কিন্তু ভাই দেখা মাত্র।

নদে। তুমি ত দেখাও তার পর আমার চকের গুণ থাকে সফল হব, তবু গুলি খেয়ে বসে গেচে।

হেম। গুলির দোষ দাও কেন ভাই, তোমার বার মেসে বসা চক্—আর যা কর তা কর দাদা নেমোখারামিটে কর না।

নদে। ললিত বাবু তার যে বাহারের কথা বল্যে।

হেম। কোথায় ?

নদে। সিদ্ধেশ্বরের কাছে। সিদ্ধেশ্বর যে বড় বন্ধু, সিদ্ধেশ্বরের মাগ যে ললিতের সঙ্গে কথা কয়। ললিত কোথাকার কে তারে মাগ দেখাতে পাল্যেন, আর আমরা এক বাড়ীর ছেলে বল্যেও হয়, সে দিকে তাকালে মাথা কেটে ফেলেন।

হেম। ও হু ব্যাটাই বয়াটে। তুমি যারে দেখ্‌তে চাচ্চো সিদ্ধেশ্বর তারে দেখেছে।

নদে। লুকুয়ে ?

হেম। না, সিদ্ধেশ্বরের সুচরিত্র বলে ললিতের সঙ্গে যেতে পেয়েছিল।

নদে। এবারে এক্সচেঞ্জ থেকে একখান সুচরিত্র কিনে আন্‌বো, গায় দিয়ে লোকের বাড়ীর ভিতর যাব।

হেম। তার দাম বড়।

নদে। কত ?

হেম। গোজন্ম পরিত্যাগ।

নদে। ঠিক বলিচিস—আমাদের যে নাম বের্‌য়েছে, আমাদের দেখে বেশ্যারাও ঘোমটা দেয়। মাগ মরে অবধি গৃহস্থের মেয়ের মুখ দেখি নি, কি ঝিউড়ি, কি বউ। তোমার মাগটি কেঁচে কনেবউ হয়েছেন, আমায় দেখ্‌লে আদ হাত ঘোমটা দেন।

হেম। আমি বলে দিইচি, তোমার সঙ্গে আবার কথা কইবে। মাও ভৎর্সনা করেছেন।

নদে। মামী মামার কুন্‌কী হাতী ছিলেন তা জানিস তো ?

হেম। কুচ্ছ কথা নিয়ে তোর যত আমোদ, তুই ক্রমে ক্রমে ভারি বেয়াড়া হয়ে যাচ্চিস। ও সব কথা ভাল লাগে না।

নদে। তবে যে বড় দেখাতে চাচ্চিস ?

হেম। আমার স্ত্রীর কাছে সে বসে থাক্‌বে, সেই সময় দেখাব, তাতে আমি দোষ ভাবি নে।

নদে। চিরজীবী হয়ে থাক, তোমার কল্যাণে আজ খেম্‌টির নাচ দেব, মদের শ্রাদ্ধ কর্‌ব।

হেম। বেশ কথা।

শ্রীনাথের প্রবেশ

মামা যে।

নদে। সরকারি মামা।

শ্রীনা। তবে তোমার পিসীর ছেলেদের ডাক।

নদে। রাগ কর কেন বাবা ?

শ্রীনা। অমৃতং বালভাষিতং—আর একবার বলো।

হেম। মামা বসো।

শ্রীনা। তোমার মামা কোথায় ?

হেম। কল্‌কাতায় গেছেন।

নদে। মামা, কিছু খাবে ?

শ্রীনা। কি আছে ?

নদে। যা চাবে, আমার এমন মামার বাড়ী না।

শ্রীনা। মামার বাড়ীই বটে।

হেম। কি খাবে ?

শ্রীনা। তারিপ।

হেম। কি রসিকতাই শিখেছ বলিহারি যাই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ

ললি। এস মামা বাড়ী যাই।

নদে। সিদ্ধেশ্বর বাবু, বসো জাত যাবে না—ললিত বাবু, এত ব্যস্ত কেন, এখানে মেয়ে মানুষ নাই।

ললি। বেলা যে যায়। (উপবেশন।)

সিদ্ধে। সময় আর স্রোত কারো জন্যে দাঁড়ায় না।

শ্রীনা। আর নারীর যৌবন।

নদে। আর রেল্‌ওয়ের গাড়ী।

শ্রীনা। যাও যমের বাড়ী।

হেম। কেন, ঠিক বলেচে—আমি সেদিন হাঁসফাঁস করে দৌড়ে ষ্টেসনে গেলেম, আর পোঁ করে গাড়ী বেরিয়ে গেল।

ললি। যেমন কালিদাস তেমনি মল্লিনাথ।

সিদ্ধে। চমৎকার টিপ্‌পনী ?

নদে। টিপ্‌নি কি ?

শ্রীনা। অস্তর টিপ্‌নি—খাবে।

নদে। তুমি ত বিদ্বান্‌ সেই ভাল।

ললি। চল সিধু।

নদে। বসুন না মহাশয়—তামাক দে রে।

শ্রীনা। কার জন্যে ?

নদে। বাবুদের জন্যে।

ললি। মামা ওঁর জন্যে হতে কি দোষ ?

শ্রীনা। নিজের জন্যে হলে বল্‌তেন, গাঁজা দে রে।

নদে। আমি ইষ্টি ঠাকুরের পায় হাত দিয়ে দিব্বি কত্তে পারি, গাঁজা ছেড়ে দিইচি।

শ্রীনা। চাবুক ?

হেম। সে যে দিন মদে নেশা না হয়, রোজ ত নয়।

সিদ্ধে। মাণিক।

শ্রীনা। মাণিকজোড়। (হেমচাঁদের এবং নদেরচাঁদের দাড়ি ধরিয়া সুরের সহিত।)

কোথায় মা ওলাবিবি বেউলা রাঁড়ীর মেয়ে,
কানাই বলাই নাচে একবার দেখ চেয়ে,
ওমা একবার দেখ চেয়ে।

নদে। শ্রীনাথ বাবু, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কচ্চো—আমরা ছোটলোকের ছেলে নই—তোমার ঠাট্টা বুঝতে পারি—সত্যি সত্যি ঘাসের বিচি খাই নে।

শ্রীনা। বাপ্‌ রে, বিচি কি তোমরা হতে দাও।

হেম। নদেরচাঁদ তুই থাক্‌ না, আমি এবার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওঁর চালাকি বার কর্‌বো।

শ্রীনা। সিধু বাবু, এবারকার কার্ত্তিকে ঝট্‌কায় শ্রীরামপুরের সব দাঁড়কাকগুলো মরে গেছে।

সিদ্ধে। সব কি মরেছে ?

শ্রীনা। গোটা দুই আছে—দাঁড়কাকগুনো কাকদের মধ্যে কুলীন।

সিদ্ধে। কাকের আবার কুলীন।

শ্রীনা। যেমন গাঁজার ভ্যাল্‌সা।

নদে। বড় চালাকি কচ্চো—আমি দম্ভ করে বল্‌তে পারি শ্রীরামপুরে আমার কাছে এক ব্যাটাও বামন নয়। আমাদের বাঁধা ঘর, আমরা আসল কুলীনের ছেলে।

শ্রীনা। ষ্টড্‌ব্রেড্‌।

নদে। আজো পেচ্ছাপ কল্যে বামন বেরোয়।

শ্রীনা। গোঁদোলপাড়ার ওষুদ খেতে হয়—ঢেঁকিরাম, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? ব্রাহ্মণ, দেবশরীর, যজ্ঞোপবীত গলায়, বিপ্রচরণেভ্যো নমঃ, তাঁকে ওরূপে বার কত্তে আছে, পইতেয় যে চোনা লাগ্‌বে।

ললি। কথাটা অতিশয় রূঢ় হয়েছে।

নদে। কথাটা আমার একটু অন্যায় হয়েছে বটে।

হেম। রাগের মাথায় বের্‌য়ে গেছে।

ললি। এলুম ভদ্রলোকের বাড়ী, বস্‌বো, কথা কবো, তামাক খাব, তা কেবল ঝক্‌ড়া আর কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি।

নদে। তামাক দে রে।

শ্রীনা। গাঁজা দে রে।

নদে। (হাসিয়া) মামার কেবল তামাসা।

শ্রীনা। (দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নদেরচাঁদের মুখের কাছে লইয়া।) বাছা রে—

সিদ্ধে। ও কি মামা।

শ্রীনা। মাণিক মাটিতে পড়ে।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে কোথা?

নদে। রাজার বাড়ী।

শ্রীনা। লক্ষ্মীছাড়ী।

নদে। সে কথাটি বল্‌তে পার্‌বে না, রাজকন্যা, আরমানি বিবি।

ললি। "কিং ন করোতি বিধির্যদি তুষ্টঃ
কিং ন করোতি স এব হি রুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা যম্বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা॥"

নদে। দিব্বি কবিতাটি—"নিবিড়নিতম্বা" কি সিধু বাবু?

সিদ্ধে। নিবিড় নিতম্ব আছে যার, অর্থাৎ স্ত্রী।

নদে। নিতম্ব কি?

হেম। স্তন।

ললি। হেমবাবুর খুব ত ব্যুৎপত্তি।

হেম। আমি পশ্বাবলী টলি সব পড়িছি।

ললি। নতুন বই কিছু পড়েছেন?

হেম। তিলোত্তমা সম্ভাবনা পড়িছি।

শ্রীনা। মাইকেলের মাথা খেয়েছ।

নদে। ব্রিটিশ্ লাইব্রেরি থেকে মামা যত বই আনেন আমরা সব দেখি।

ললি। ব্রিটিশ্ লাইব্রেরি?

সিদ্ধে। মেট্ কাফ্—

হেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেট্ ফাক্।

নদে। ম্যাড্ কাফ্—

শ্রীনা। তোমরা ছুটিই তাই—চলো।

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

নদে। হেমা, সর্ব্বনাশ করে গেছে, বাচুর বলেছে। (চিন্তা।) হেমা তোর পায় পড়ি ওদের ফিরো—ডাক্ ডাক্ ভুলে গেলুম—উতোর দেব—

হেম। মামা, মামা, যেও না, একটা কথা শুনে যাও।

নদে। ললিত বাবুদের আন্‌তে বল।

হেম। মামা একবার এস, ললিত বাবুদের নিয়ে এস।

শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ।

বাবা, আঁদারে ঠিল মার, উতোর শুনে যাও।

নদে। খাচুর না পানালে হুদ পেতে কোথা?

শ্রীনা। (বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্তের কন্নুটি রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বক্র করিয়া) বগ্ দেখেচ?

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

হেম। ভায়া, মুক্তিমণ্ডপে চলো, গুলি খাওয়া যাক্।

নদে। চাবুক কস্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর। হেমচাঁদের শয়নঘর

হেমচাঁদের প্রবেশ।

হেম। রাক্কুসী—পেত্নী—উননমুখী—বেরালখাগী। এত করে বল্যেম, বলি বাপের বাড়ী যাচ্চো নদেরচাঁদেরে এক দিন দেখ্‌য়ো—তা বলেন "অমন সর্ব্বনেশে কথা বল না"—আবার কাঁদ্‌লেন। বলেন সে "সতীত্বের শ্বেতপদ্ম"—সতীত্বের ধবল। সংস্কৃত পড়েছেন—আঁস্তাকুড় ঝাঁট দিয়েছেন। বলেন "সে সরমকুমারী"—সরম কুক্কুরী—"পুরুষের সুমুখে লজ্জায় কথা কয় না"—সিধুবাবু আমার মেয়েমানুষ। হাজার টাকা দিলেম তার পর বল্যেম; ভাব্‌লেম মন নরম হয়েছে—ওমা একেবারে আগুন, বলেন "মা'রে গিয়ে বলে দিই"—মা আমায় গঙ্গাপার করে দেবে। বলেন "এতে আমার সতীত্বে কলঙ্ক হবে"—

ওরে আমার সতীত্বের চুব্‌ড়ি "—অধর্ম্ম হবে—" ওরে আমার ধর্ম্মবড়াই। এখন, বলি এখন—কেমন মজাটি হয়েচে, তাঁর সেই সরমকুমারীর সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েছে। আগে বল্‌বো না, একটু রঙ্গ করি। এতক্ষণ ঘরে বসে আছি এখন এল না, অন্য লোকের মাগ বাবু ঘরে এলে ছুতোনতায় ঘরে আসে—কি করে এখানে আনি। মা বোধ করি নীচেয় আছেন—সাড়া, সুড়ি দিই—(চীৎকার স্বরে) আমার বই নে গেল কে? বাহবা আমার বই নে গেল কে?

নেপথ্যে। ও হেম ঘরে এইচিস্‌?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) ঘরে না তো কি মাঠে?

নেপথ্যে। কি চাচ্চিস্‌ হেম?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) কি চাচ্চিস্‌ হেম।

নেপথ্যে। দাসীরে ওখানে আছে, আমি খেতে বসিচি।

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) আমার মাথাটা খাও আমি বাঁচি।

নেপথ্যে। জল দেবে?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) জল দেবে বই কি।

নেপথ্যে। তামাক দেবে?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) তামাক দেবে বই কি।

নেপথ্যে। বউকে ও ঘরে যেতে বল্‌বো?

হেম। (নাকি সুরে) তানানা তানানা তুম তানা দেরে না।—এই যে ঝম্ ঝম্ কত্তে কত্তে আস্‌চেন।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। আহা কি মধুর ভাবেই মায়ের সঙ্গে কথা কইলে।

হেম। সে ত তোমারি দোষ—তুমি এতক্ষণ কার ঘাস কাটছিলে?

শার। যার খাই।

হেম। তোমায় একটা সুসমাচার দিতে এলেম।

শার। কার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে ?

হেম। তুমি দেখাতে পারবে না ?

শার। উঃ পোড়ার দশা আর কি—অমন কর তো ঠাকুরুণের কাছে বলে দেব।

হেম। ঠাকুরুণ তোমার দিকে না আমার দিকে ? নদেরচাঁদের স্মুখে ঘোমটা দিয়ে কেমন লাঞ্ছনা জান তো ?

শার। তোমার এই সমাচার না আর কিছু আছে ?

হেম। ঘোড়ায় চড়ে এলে না কি ?

শার। স্ত্রীর সঙ্গে কি এইরূপ আলাপ করে ? ভাল কথা কি তোমার মুখে নাই।

হেম। স্বামীর মনের মত হতে, ভাল কথা শুন্‌তে।

শার। কি কল্যে মনের মত হয়, তাই বলো, করি।

হেম। কথা শুন্‌লে।

শার। আমি কি অবাধ্য ?

হেম। (মেজের উপর একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) এক শ বার।

শার। (চম্‌কে উঠিয়া) কিসে ?

হেম। তুমি আমার অবাধ্য, মার অবাধ্য, মাসীর অবাধ্য।

শার। ওমা! সে কি কথা, শুনে যে আমার হৃৎকম্প হয়। আমি বউমানুষ, সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, যিনি যা বলেন তাই শুনি।

হেম। শোন বই কি ?

শার। কেন তাঁরা ত আমার নিন্দে করেন না।

হেম। তোমার সাক্ষাতে কর্‌বে ?

শার। তোমার পায় পড়ি, আমার মাথা খাও, বলো, আমি কি নিন্দের কাজ করিচি—আর দগ্ধে মেরো না, আমার গা কাঁপচে।

হেম। তোমায় আমি বলিচি, মা বলেচেন, মাসী বলেচেন, নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিও না, তবু তুমি তারে দেখে, বুড়ো বয়সে খেড়ে কাচ্ সেকেন্দারি গজের দেড় গজ ঘোমটা দাও—কেন সে কি আমার পর, না সে উলুবন থেকে ভেসে এসেছে? সে গোবাঘা নয় যে তোমারে দেখ্লে হা করে কাম্ড়ে নেবে?

শার। সর্ব্বরক্ষে! আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্ল।

হেম। এটা বুঝি অতুচ্ছ কথা হলো?

শার। আমি কি তুচ্ছ কথা বল্‌চি।

হেম। আর দেখ আমি স্বামী—গুরুলোক—গুরুনিন্দে অধোগতি। ওঁকে এত ভাল বাসি, কত গয়না দিইচি, কুলীনের ছেলে দশটা বিয়ে কল্যে কত্তে পারি, আর একটা বিয়ে কল্যেম না—নদেরচাঁদকে ফাকি দিয়ে একদিন হুদিন রাত্রে ঘরে আসি—তবু উনি আমাকে ছকড়ানকড়া করেন।

শার। দেখ নাথ, তুমি যদি আমার সকল গহনা কেড়ে নাও, আর কতকগুলো বিয়ে কর, আমি যে মনোহুঃখে আছি এর চাইতে আর অধিক হুঃখ হবে না।

হেম। তোমার কি হুঃখ?

শার। তুমি তা জান না এই হুঃখ।

হেম। হুঃখ হুঃখ করে আমাকে মেরে ফেল্যে—একটু ঘরে এলুম আর উনি সাপের হাঁড়ি খুলে বস্‌লেন—আমি দশটা বিয়ে কর্‌বো তবে ছাড়্‌বো।

শার। তুমি কুড়িটে বিয়ে কর।

হেম। নদেরচাঁদের সঙ্গে তোমার কথা কইতে হবে।

শার। আমি তা পার্‌বো না।

হেম। আঁরোঁ বঁলোঁন আঁমি কিঁসেঁ অঁবাঁধ্য।

শার। হই হই আমি অবাধ্য আমিই আছি—এ নিন্দেয় আমার যা হবার তা হবে।

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধেশ্বরী তোমাদের ললিতের সঙ্গে কথা কইলে কেমন করে ?

শার। তার স্বামী তাকে ভাল বাসে, তার স্বামীর বন্ধু, তাই সে কথা কয়েছে।

হেম। নদেরচাঁদ বুঝি তোমার স্বামীর বোনাই ? এ যে স্বামীর ভাই, বন্ধুর বাবা।

শার। ভাই কি বোনাই তা তুমিই জান।

হেম। বা রস্‌কে—সিধু বাবুর সঙ্গে কথা কবে ?

শার। আমি সিতু নিতু চাই নে, আমি যে বিতু পেইচি সেই ভাল।

হেম। সে যে বেহ্ম সমাজ করেছে বিহ্মি হবে ?

শার। আমি তোমাকে বারম্বার বলিচি, আমি তোমার পায় ধরে বিনতি করিচি, ধর্ম্মের কথা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কর না কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ব্যথা দেওয়াই তোমার মানস, তুমি যখন তখন এইরূপ উপহাস কর—সিদ্ধেশ্বর বাবু ব্রাহ্ম সমাজ করেছেন, তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্মিকা হয়েছেন, এটা নিন্দার কথা না সুখ্যাতির কথা ?

হেম। সুখ্যাতির কথা হলে তাকে লোকে একঘরে কর্‌তো না।

শার। যারা একঘরে করেছে তারাই বলে সিদ্ধেশ্বরের মত জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, পরোপকারী এখানে আর নাই, আর তোমাদের লোকে যা বলে তা শুনে আমি কেবল নির্জ্জনে বসে কাঁদি। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যত পুস্তক, আমার কাছে সকলি আছে, তুমি যদি শোনো আমি তোমার কাছে বসে পড়ি। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী তাঁর নিকটে কত পুস্তক পড়েন, আমার কি সাধ করে না তোমার কাছে বসে পড়ি ?

হেম। কেন মিছে জ্বালাতন কর মেয়ে মানুষের পড়া

শুনোয় কাজ কি, ধর্ম্মেতেই বা কাজ কি?—রাঁদো বাড়ো খাও ব্যস্।

শার। তুমি একখানি পুস্তক পড়ো, ভাল না লাগে আর পড়ো না।

হেম। যার নাম ভাল লাগে না, তা কখন পড়্তে ভাল লাগে?

শার। আমি তোমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সব পুস্তক পড়াবো, আমি তোমাকে ব্রাহ্ম কর্‌বো, আমি তোমাকে কুপথে যেতে দেব না—আমি তোমার স্ত্রী, দেখি দিখি আমার অনুরোধ তুমি কেমন করে অবহেলা কর—

হেম। হো, হো, হো, পাদ্‌রি সাহেব এয়েছেন—আমাকে খ্রীষ্টান কচ্চেন—আমাকে আলোয় নিয়ে চল্যেন—দেখ যেন আলো আঁধারি লাগে না—নদেরচাঁদ যে বলে "হেমাকে হেমার মাগই খারাপ কল্যে," তা বড় মিছে নয়।

শার। আমার মরণ হয় তো বাঁচি।

হেম। রাগ হলো না কি? বাবা রে! চক্ষু যে জ্বল্‌চে।

শার। আমি কার উপর রাগ কর্‌বো।

হেম। তোমাকে একটা ভাল কথা বল্‌তে এলেম।

শার। আর তোমার ভাল কথা বল্‌তে হবে না।

হেম। তবে একটা মন্দ কথা বলি।

শার। যে চিরদুঃখিনী তার ভালই বা কি আর মন্দই বা কি?

হেম। আমার কথা শুন্‌লে না, আমাকে অপমান কল্যে, আচ্ছা আমি বাইরে চল্যেম। (যাইতে অগ্রসর)

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া।) যা বল্‌তে হয় বলো, রাগ করে আমার মাথা খেয়ো না।

হেম। দেখাতে পার্‌বে না?

শার। তোমার পায় পড়ি, ভাল কথা বলো—যে কথায় আমি মনে ব্যথা পাই সে কথা কি তোমার বলা উচিত!

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কথা কয়েচে?

শার। কয়েচে।

হেম। কাঁচলি ছিল?

শার। ছিল।

হেম। এই বুঝি তোমার "সঁতীত্বের শ্বেঁতপদ্ম"?

শার। তারা চিরকাল পশ্চিমে ছিল, তাই কাঁচলি পরে—তার মা পরেচে বন্ পরেচে, তাই সে পরে, তাতে দোষটা কি? সে তো আর শুধু কাঁচলি গায় দিয়ে লোকের সুমুখে আসে নি, যে তার নিন্দে কর্‌বে।

হেম। আর কি ছিল?

শার। তার পায় কালো রেশমি মোজা ছিল, গায় কাঁচলি ছিল, একটি সাটিনের চোস্ত লম্বা কুর্‌তি ছিল, তার উপরে বারাণসী শাড়ী পরা ছিল।

হেম। কি বাহার! নদেরচাঁদের সার্থক জীবন।

শার। পোড়াকপাল আর কি—গৃহস্থের মেয়েকে অমন করে বল্‌তে নাই। সেও এক জনের মেয়ে, সেও এক জনের ভগ্নী—পরের মেয়ে পরের ভগ্নীকে আপনার মেয়ে আপনার ভগ্নীর মত দেখ্‌তে হয়। গৃহস্থের মেয়ের কথা নিয়ে কোন্ ভদ্র লোকে রঙ্গ করে থাকে বল দেখি।

হেম। পুরুতঠাকুরুণ, চুপ করুন, দই আস্‌চে—সুবচনীর কথা ঢের শুনিচি, তোমার আর বুড়ো বাঁদরকে নাচন শেখাতে হবে না—

শার। কোন্ শালী আর তোমার সঙ্গে কথা কইবে।

হেম। দোষ কর্‌বেন, আঁরো চক্ রাঙ্গাবেন।

শার। আমি কোন্ বাঁদীর বাঁদী যে তোমায় চক্ রাঙ্গাবো।

হেম। কেন তোমার নাম করে যদি কেউ আমার সার্থক জীবন বলে তা হলে কি তোমার মুখখানি অগ্নি আগুনের নুড়োর মত হয়?

শার। আমি যে তোমার মাগ।

হেম। সে বুঝি নদেরচাঁদের পিসী?

শার। সে নদেরচাঁদের পিসী হতে যাবে কেন? সে গৃহস্থের মেয়ে।

হেম। তবে বল্‌বো?

শার। বলো কান পেতে আছি, বধির হই নি।

হেম। বধের কি গো?

শার। কালা হই নি।

হেম। সংস্কৃত বলেচ—দাশরথি হয়েচ—চুপ করিচি, ছড়া কাটাও গো অধিকারী মহাশয়।—বাজে খরচ ছেড়ে দাও, যা করেছ সে কালে করেছ—বধ্‌ ফধ্‌ এখানে বলো না গায় পয়জারের বাড়ি পড়ে। পুরুষজ্যাটা সওয়া যায়, মেয়েজ্যাটা বড় বালাই।

শার। আর ব্যাকৃখানা কর না, তোমার পায় পড়িচি, আমি আর ভাল কথা কব না আজ অবধি অঙ্গীকার কর্‌লেম।

হেম। ফঙ্গীকার কি গো?

শার। তুমি কি বল্‌চিলে বলো আমি শুনে যাই।

হেম। তুমি দেখালে না, কিন্তু নদেরচাঁদ আর এক ফিকিরে দেখ্‌বে।

শার। এ আর তাঁতির বাড়ী নয়।

হেম। দেখ্‌বে, দেখ্‌বে, দেখ্‌বে।

শার। কখন না, কখন না, কখন না।

হেম। শোন তবে বলি আমি কথাটি মজার,
নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার;
তোমার সয়ের বাপ করেছেন পণ,
জামাই লবেন বেছে কুলীননন্দন।

শার। মাইরি, আমার মাথা খাও!

হেম। ঘটক ব্যাটাই মাথা খেয়েছে।

শার। মামা রাজি হয়েচেন ?

হেম। মামার মেয়ে না বাবার মেয়ে ?

শার। এখন ছেলে দেখ্‌বে।

হেম। ছেলে আবার দেখ্‌বে কি! পুতের মুতে কড়ি— রাজারা রাজকন্যা দেবার জন্যে হাত যোড় করেছিল, তাদের ছাই কপালে ঘট্‌লো না।

শার। আহা! মা নাই, ভাই নাই, অমন মেয়েটি শ্মশানে ফেলে দেবে ?

হেম। যত বড় মুখ তত বড় কথা—আমি মাসীকে বলে দিচ্চি, তুমি নদেরচাঁদকে মর্ বলেচ।

শার। বাহবা আমি মর্ বল্যাম কখন ? ও মা সে কি কথা গো ? আমি আপনার দুঃখে আপনি মর্‌চি—(চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।)

হেম। (স্বগত) এই বেলা ফাঁক্‌তালে একটা কাজ সেরে নিই—(প্রকাশে।) ঝাঁজরা চকে আমাকে ফাকি দিতে পার্‌বে না, মাসীকে এ কথাও বল্‌বো, তুমি সম্বন্ধ শুনে কেঁদেচ, চল্যেম—

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া।) তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও, তুমি কারো কিছু বলো না—বিয়ের কথায় চক্ষের জল ফেলে, তাঁর ছেলের অমঙ্গল করিচি শুনলে, তিনি আমায় স্থল দেবেন না—আমি তা হলে জন্মের মত তাঁর চক্ষের বিষ হবো—সাত দোহাই তোমার, আমায় রক্ষা কর, আমায় আজ বাঁচাও। দেখ, স্বামী সতীর জীবন, মনের কথা বল্‌বের এক মাত্র স্থান—আমাদের পতি বই আর গতি নাই—কামিনী পতির কাছে কত মনের কথা বলে, তাতে সঙ্গতও আছে অসঙ্গতও আছে, পতি কামিনীর মেয়ে বুদ্ধি বলে রাগ করেন

না, বরঞ্চ আদর করে বেশ করে বুঝ্য়ে দিয়ে অসঙ্গত কথা বলা নিবারণ করেন। যদি উচাটন মনে আমার মুখ দিয়ে কোন মন্দ কথা বের্য়ে থাকে, তুমি আমার স্বামী, লজ্জা নিবারণ করার কর্ত্তা, তোমার কি উচিত, সে কথা প্রকাশ করে দিয়ে আমাকে দুঃখের ভাগিনী করা? আমায় লাঞ্ছনা খাইয়ে তুমি কি সুখী হবে? আমি বড় ব্যাকুল হয়ে বল্‌চি, একদিন মাপ কর, তোমার চিরদুঃখিনী দাসীর একদিন একটি কথা রাখ। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন এবং যাইতে অগ্রসর।)

হেম। যাও যে?

শার। আস্‌চি।

[প্রস্থান।

হেম। মন্দ ব্যাপার নয়—ওর দুঃখ দেখে আমার কান্না আস্‌চে, মিষ্টি কথায় মন ভিজে গেল, যেন গঙ্গার জল বেড়ে বাঁদাঘাটের পাথরের পইটে ভিজে যাচ্চে। সাধে বাবা বলেন "এইটি বাড়ীর মধ্যে লক্ষ্মী বউ"—বউ ভাল কিন্তু ইয়ার বদ্।

শারদার পুনঃ প্রবেশ।

শার। তুমি ভেবে দেখ এক দিনও আমার কোন দোষ পাও নি।

হেম। তুমি যে ভয়ানক কথা বলেচ, আমি চেপে রাখ্‌চি, তুমি আমার একটি কথা রাখ।

শার। বলো।

হেম। তুমি নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা খুলে থাক্‌বে, আর তার সঙ্গে কথা কবে।

শার। আমি ঘোমটা দিয়ে কথা কবো।

হেম। তুমি কি সামান্য ধনী—

শার। তুমি রাগ কর না, আমি ঘোমটা খুলে কথা কবো, কিন্তু কেবল তোমার সাক্ষাতে।

হেম। তা না ত কি তুমি তার সঙ্গে বাগানে যাবে।

শার। সে দিন বারেণ্ডায় ঠাকুরপো আস্‌চিলেন, আমি ঘোমটা দিলেম, মাসাস্‌ আমায় লক্ষ্য করে বল্যেন "আমার নদেরচাঁদকে কেউ দেখ্‌তে পারে না।"

হেম। আমার অসাক্ষাতে তোমার যা খুসি তাই কর।

নেপথ্যে। দাদাবাবু ঘরে আছ?

হেম। এস, লক্ষ্মণ ভাই এস—ও কি ঘোমটা দাও যে?

শার। (চক্ষু মুছিয়া।) ঘোমটা দিচ্চি নে, কাপড় চোপড়গুনো সেরে সুরে গায় দিচ্চি; যে পাত্‌লা কাপড় পরে রইচি, তুপুরো করে না দিলে কারো সুমুখে যাবার জো নাই। (দেওয়ালের নিকট দণ্ডায়মান।)

হেম। চেয়ারে বস না?

শার। না আমি দাঁড়ুয়ে থাকি।

নদেরচাঁদের প্রবেশ।

নদে। ঘটককে কুলজির কথা সব বলে দিয়ে এলেম—বউ চিন্তে পার? (শারদাসুন্দরী নাসিকা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া লজ্জাবনতমুখী।)

হেম। এই বুঝি তোমার কথা কওয়া?

শার। (অস্ফুট স্বরে।) পা—

হেম। তুমি যদি পারি না বলো তোমায় কেটে ফেল্‌বো—বল্যে না? বল্যে না?—পয় আকার পা, রয় দাঁড়ি হস্বি রি, এই তুটো একত্র করে "পারি" বল্‌তে পার না? কেঁদেচ কেন বল্‌বো?

শার। (মৃদুস্বরে।) পারি।

হেম। অনেক কষ্টে আজ ঘোমটা খুল্‌য়িচি।

নদে। এক বিয়েন না দিলে লজ্জা যায় না—

শার। (হেমচাঁদের প্রতি মৃদুস্বরে।) ছেলেদের আস্‌বের সময় হলো আমি ময়দা মাখি গে।

[শারদাসুন্দরীর দ্রুতগতি প্রস্থান।

হেম। আমার পিণ্ডি মাখ গে—এখন তিন্‌টে বাজে নি বলে ছেলেদের আস্‌বের সময় হয়েচে।

নদে। ওই ত কারচুপির কাজ।

হেম। বিয়েনের কথা না বল্যে আর খানিক থাক্‌তো।

নদে। পেটে একখান মুখে একখান ভাল লাগে না—আগে আমার তিনি আসুন কত রঙ্গ দেখাব।

হেম। ঘরের মাগ কি খেমটাওয়ালী ?

নদে। তুই থাকিস্ থাকিস্ চম্‌কে উঠিস্—মুক্তিমণ্ডপে চলো গুলি টানি গে, পাঁচ ইয়ার নিয়ে মদ খাই গে।

হেম। আজ ভাই রাত্রে বাড়ী আস্‌বো, ও বাপের বাড়ী যাবে।

নদে। তুমি যমের বাড়ী যাও।

হেম। বেণেরা নাকি নালিশ করেছে ?

নদে। আমার মোক্তার বল্যে, তুড়িতে উড়্য়ে দেবে।

হেম। গুলি খাড়ালা ?

নদে। চলো খাই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর—সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয়।

রাজলক্ষ্মী এবং শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

রাজ। যোটালে কে ?

শার। তাঁরাই প্রস্তাব করেছেন—বন্ শুনে অবধি আমি কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইচি তা আমি তোমায় কথায় বল্‌তে পারি

নে। বাড়ীতে যদি সম্বন্ধের কথায় আহ্লাদ না করি মাসাসের মুখে তিরস্কারের স্রোত বইতে থাকে।

রাজ। লীলাবতীর লোকাতীত সৌন্দর্য্য বানরের ভূষণ হবে? এই বুঝি লীলাবতীর বিদ্যার পুরস্কার? দেখ্ ভাই, লীলাবতী যদি নদেরচাঁদকে বিয়ে করে, সে যেন লেখাপড়াগুলো ভুলে যায়, তার পর বিয়ে করে। কি সর্ব্বনাশ! লীলাবতীর মরা-খবরে ত আমার এত দুঃখ হতো না। লীলাবতীর বাপ শুনিচি লীলাবতীকে বড় ভাল বাসেন, কিন্তু এখন বোধ হচ্চে তিনি লীলাবতীর পরম শত্রু।

শার। তাঁর স্নেহের পরিসীমা নাই, কিন্তু কুলীনের নাম শুন্‌লে তিনি সব ভুলে যান। নদেরচাঁদ বড় কুলীন, তাই তিনি পাত্রের দোষ গুণ বিবেচনা কচ্চেন না।

রাজ। জনক হৃদয় যদি স্নেহরসে গলে,
কুপাত্রে কন্যায় দান করেন কি বলে?
কুপতি সতীর পক্ষে গহন কানন,
অসন্তোষ অন্ধকার সদা দরশন,
কুবচন কাঁটা, কালসাপ কদাচার,
ধমক ভল্লুক, ভীম, শার্দ্দূল প্রহার,
প্রবঞ্চনা নষ্ট শিবা, ক্রোধ দাবানল,
জ্বালাইতে অবলায় সতত প্রবল—
হেন বনে বনবাস দিলে তনয়ায়,
পাষাণহৃদয় বিনা কি বলি পিতায়?

শার। (দীর্ঘ নিশ্বাস।) এখন বন্, উপায় অনুসন্ধান কর। লীলাবতী নদেরচাঁদের হাতে পড়্‌লে এক দিনও বাঁচ্‌বে না। তোমাকে আর তোমার স্বামীকে সে পরমবন্ধু বিবেচনা করে, লীলাবতীকে রক্ষা করে বন্ধুর কাজ কর।

আনন্দ উৎসব সদা কুসুম কাননে—
নয়ন আনন্দ-হ্রদে সন্তরণ করে

হেরে যবে অনিমেষে পবনে কম্পিত
সুশোভিত ফুলকুল অলিকুল নিধি ;
কি আনন্দ নাসিকার যবে অনুকূল
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সৌরভে মোদিত,
অকাতরে করে দান পরিমল ধন,
শিখাইতে বদান্যতা মানবনিকরে ;
ভক্তিমতী বিহঙ্গিনী স্বনাথ সহিত
চম্পকের ডালে গায় বসন্ত তানলয়ে
বিশ্বপাতা সুগৌরব ; শুনিলে যে রব
আনন্দে পাগল হয় শ্রবণযুগল।
এ হেন কুসুমবন সেই লীলাবতী,
করিবে কি সেই বনে বরাহ বিহার ?

রাজ। লীলাবতী নাকি তোমার সই !

শার। তোমায় কে বল্যে ?

রাজ। ললিত বাবু বলেচেন।

শার। লীলাবতী আমার ভগিনী ; আমরা একবয়সী, ছেলেকালে সই পাত্‌য়েছিলেম, এখন তাই আছে।

রাজ। লীলাবতী কি হেম বাবুর সুমুখে বার হন ?

শার। বন্‌, তুমি এ কথাটি জিজ্ঞাসা কল্যে কেন ? আমার মাথা খাও, বলো এ কথাটি জিজ্ঞাসা কর্‌বের ভাব কি !

রাজ। ভাই, আমার অন্য কোন ভাব নাই।

শার। বন্‌, আমার স্বামী নিন্দার পাত্র, তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু ভাই আমার কাছে আমার স্বামীর যদি কেউ নিন্দা করে তাতে আমি মনে অতিশয় ব্যথা পাই।

রাজ। ভগিনি, আমি কি তোমার শত্রু, তাই তোমার মনে ব্যথা দেব।

শার। আমার স্বামী যে সকল কাজ করেন তাতে তাঁকে ঘৃণা না করে থাকা যায় না, কিন্তু দিদি, আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও স্বামীকে ঘৃণা করি না। আমি স্বামীর কুচরিত্র জন্য

রাগ করি, বাদানুবাদ করি, কিন্তু কখন স্বামীকে মন্দ কথা বলি না। দেখ বন্, যখন নিতান্ত অসহ্য হয় নির্জ্জনে বসে কাঁদি আর একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার স্বামীর ধর্ম্মে মতি হক্ আর কুসংসর্গ গিয়ে সৎসঙ্গ হক্।

রাজ। বন্, আমিও সর্ব্বশুভদাতা দয়ানিধান পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী তোমাকে পরম সুখী করুন।

শার। যদি নদেরচাঁদ আমার স্বামীকে এক মাস ছেড়ে দেয়, আর সেই এক মাস তিনি সিদ্ধেশ্বর বাবুর সমাজভুক্ত হয়ে থাকেন, তা হলে আমার স্বামীর সকল দোষ দূর হয়ে যায়। আমার স্বামীর অন্তঃকরণ নীরস নয়, তিনি হাব্লার মত অনেক কাজ করেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরের মত কোন কাজ করেন না।

রাজ। দিদি, তুমি যাঁর স্ত্রী তাঁর চরিত্র সংশোধন কত্তে কদিন লাগে। ললিতবাবু বলেন শারদাসুন্দরীর মত সুলেখক দুর্ল্লভ, শারদাসুন্দরীর মত ধর্ম্মপরায়ণা দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি হতাশ হয়ো না, পরমেশ্বর তোমাকে অবশ্যই সুখী কর্‌বেন।

শার। সে আমার আকাশকুসুম বোধ হয়। আমি এলেম লীলাবতীর কথা বল্‌তে তা আপনার কথায় দিন কাটালেম। সিদ্ধেশ্বর বাবুকে একবার কাশীপুর যেতে বলো, যাতে এ সম্বন্ধ না ঘটে তাই করে আসুন।

রাজ। তিনি এখনি আস্‌বেন, ললিতবাবুর আস্‌বের কথা আছে।

শার। আমি এই বেলা যাই।

রাজ। কেন আমার স্বামীর সুমুখে বার হতে তোমার কি ভয় হয়, না লজ্জা হয়?

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবুর যে বিশুদ্ধ স্বভাব তাঁর সুমুখে যেতে ভয়ও হয় না, লজ্জাও হয় না।

রাজ। তবে কেন খানিক থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাও না? তোমার পড়া শুন্‌তে তাঁর ভারি ইচ্ছে।

শার। যুবতীজীবন পতি, তাঁর হাত ধরি
দেশান্তরে যেতে পারি, বন্ধু দরশন
নিতান্ত সহজ কথা, কিন্তু একাকিনী
পারে কি কামিনী যাইতে কাহারো কাছে?
দিবানিশি বিষাদিনী আমি লো সজনি,
আমোদ আনন্দ কেন সাজিবে আমায়?
কেন বা হইবে ইচ্ছা করিতে এ সব?
পতিকে সুমতি যদি দেন দয়াময়,
তাঁর সনে তবালয়ে হইব উদয়,
পড়িব তুষিতে তব পতির অন্তর,
গাইব গম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীত সুন্দর।

[শারদার প্রস্থান।

রাজ। এমন স্নেহময়ী রমণী যার স্ত্রী তার কিছুরি অভাব নাই—পৃথিবী তার স্বর্গ। আহা! হেমবাবু যদি ব্রাহ্ম হন আমরা একটি পবিত্রা ব্রাহ্মিকা প্রাপ্ত হই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ।

সিদ্ধে। আমি ভাব্‌ছিলেম সূর্য্যদেব অস্তাচলের পথ ভুলে আমার পুস্তকাগারে প্রবেশ করেছেন, তা নয় তুমি ঘর আলো করে বসে আছো।

রাজ। ললিতবাবু, লীলাবতীর না কি নদেরচাঁদের সঙ্গে বিয়ে হবে?

সিদ্ধে। রাজলক্ষ্মীর কাছে পৃথিবীর খবর—তুমি একখানি সংবাদপত্র কর, তোমার যে সমাচার সংগ্রহ, তুমি অনায়াসে একখান পত্র চালাতে পার্‌বে।

রাজ। দুঃখের সময় ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না।

সিদ্ধে। দুঃখ কি? সম্বন্ধ হলেই যদি বিয়ে হতো, তা হলে রাজলক্ষ্মী আমার রাজলক্ষ্মী হতেন না।

রাজ। ললিতবাবু, আপনারা কি এমন বিয়ে দিতে দেবেন?

ললি। কেহ কি সুরভি নবীন পদ্ম অনলশিখায় আহুতি দেয়? সম্বন্ধ হক্, লগ্নপত্র হক্, পাত্র সভাস্থ হক্, তথাপি এ বিয়ে হতে দেব না।

রাজ। পাত্র সভাস্থ হলে কি হবে?

সিদ্ধে। শিশুপাল বধ।

ললি। সিধু, নদেরচাঁদের কৌলীন্যে কোন দোষ আছে কি না সেইটি বিশেষ করে অনুসন্ধান কত্তে হবে; কারণ কৌলীন্যে যদি দোষ না থাকে কর্ত্তার অমত করা নিতান্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌বে।

সিদ্ধে। কর্ত্তা কি নদেরচাঁদের চরিত্রের কথা অবগত নন—যে কন্যাকে বিষ খাওয়ান আবশ্যক তাকেও এমন পাত্রে দেওয়া যায় না।

রাজ। বিমাতা সতীনঝিকেও এমন পাত্রে দিতে পারে না।

ললি। কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিমাতার হৃদয় অপেক্ষাও নিষ্ঠুর।

রাজ। লীলাবতীর কপালে এই ছিল—পরিণয়ের সৃষ্টি কি অবলার সরল মনে ব্যথা দিবার জন্য?

ললি। সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
সুখ মন্দাকিনীর নিদান,
মানব মানবী দ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়,
করিবার বিহিত বিধান।
একাসনে দুই জন, যেন লক্ষ্মী নারায়ণ,
বসে সুখে আনন্দ অন্তরে,

এ হেরে উহার মুখ, উদয় অতুল সুখ,
যেন স্বর্গ ভুবন ভিতরে ;
প্রণয় চন্দ্রিকা ভাতি, ঘরময় দিবারাতি,
বিনোদ কুমুদ বিকসিত,
আনন্দ বসন্ত-বাস, বিরাজিত বার মাস,
নন্দন বিপিন বিনিন্দিত ;
যে দিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়,
গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে
পীরিতি পূরিত বাণী বলে,
"তব সন্নিধানে সতী, অমলা অমরাবতী,
"ভুলে যাই নর নশ্বরতা,
"অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়,
"ব্যাধি বলে বিনয় বারতা।"
রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে,
বলে "কান্ত কামিনী কেমনে
"বেঁচে থাকে ধরাতলে, যেই হতভাগ্য ফলে,
"পতিত পতির অযতনে ?"
নব শিশু সুখরাশি, প্রণয় বন্ধন ফাঁসি,
পেলে কোলে কাল সহকারে,
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ,
কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে।

সিদ্ধে। মনোমত সধর্ম্মিণী নরে যদি পায়,
স্বর্গে মর্ত্তে বিভিন্নতা রহিল কোথায় ?
পুরোভাগে প্রণয়িনী হলে বিরাজিত,
পারিজাত পরিমলে চিত্ত বিমোদিত,
ত্রিদিব বিশদ সুধা পতিত বচনে,
আরাধনা আবিষ্কার অম্বুজ লোচনে।
লভিয়াছি শতাদরে করি পরিণয়,
ভক্তিমতী ধর্ম্ম দারা পবিত্র হৃদয়।

রাজ। কর্ত্তা যদি একবার নদেরচাঁদকে দেখেন তিনি কখনই অমন রূপবতী মেয়ে তার হাতে দেবেন না—মেয়ে ত নয় যেন নবদুর্গা।

ললি। আভাময়ী লীলাবতী হৃদয়-মাধুরী,
সুবিমলা দেববালা অনুভব হয়—
ললাট বিশুদ্ধ ধর্ম্ম; সরম লোচন;
সরলতা গণ্ডকান্তি; সুশীলতা নাসা;
সুবিস্তার রসনা; স্নেহ সুন্দর অধর;
দয়া মায়া দুই পাণি রমণীয় শোভা।
এই দেববালা মম স্নেহের ভাজন,
নাশিতে তাহারে আমি দেব না কখন।

সিদ্ধে। সুরূপা রমণী মনোমোহিতকারিণী,
ধর্ম্মপরায়ণা হলে আরো বিমোহিনী—
সুন্দরতা নিবন্ধন আদরে কমলে,
আদর ভাজন আরো সৌরভের বলে;
কাঞ্চন আপন গুণে সকলে রঞ্জনে,
কত শোভা আরো তার মণি সংমিলনে;
মনোহর কলেবর কমলা নিকর,
মিষ্টতা আধার হেতু আরো মনোহর।

রাজ। কুপতি কি যন্ত্রণা তা শারদাসুন্দরী জেনেছেন আজো জান্‌তেচেন।

ললি। সিদ্ধেশ্বর, তুমি হেমচাঁদকে সমাজে আস্‌তে নিষেধ করেছ না কি?

সিদ্ধে। সাধে করিছি, তিনি সমাজ হতে বার হয়ে নদেরচাঁদের গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন, লোকে সমুদয় ব্রাহ্মদের নিন্দা করে।

ললি। সে নিন্দায় সমাজের কিছু মাত্র ক্ষতি হবে না, কিন্তু তাতে হেমের চরিত্র শোধরাতে পারে, তার মনে ঘৃণা হবে যে তার জন্যে সমুদয় সমাজের নিন্দা হচ্চে এবং দশ দিন আস্‌তে

আস্‌তে সে কুসংসর্গ ছেড়ে দিতে পারে। ভাব দেখি আমাদের মধ্যে কত ব্রাহ্ম আছেন, যাঁরা পূর্ব্বে পশুবৎ ছিলেন, এক্ষণে তাঁরা দেবতা স্বরূপ। আমার নিতান্ত অনুরোধ, তুমি হেমকে সমাজভুক্ত কর—যদি পরের উপকার কর্ত্তে না পার্‌লেম, মন্দকে ভাল কর্ত্তে না পার্‌লেম, তবে আমাদের সমাজ করাও বৃথা, জীবন ধারণাও বৃথা।

রাজ। শারদাসুন্দরী পবিত্রা ব্রাহ্মিকা, হেমবাবু যদি আমাদের সমাজে আসেন, তাঁর আসার আর কোন বাধা থাকে না; তা হলে আমি কত সুখী হবো, তা বলে জানাতে পারি না।

সিদ্ধে। তোমার যাতে মত, রাজলক্ষ্মীর যাতে মত, তাতে আমার অমত কি। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি হেমকে সমাজভুক্ত করবো, শুধু সমাজভুক্ত কেন যাতে তার চরিত্র সংশোধন হয় তার বিশেষ চেষ্টা কর্‌বো। কিন্তু ভাই সে স্বভাবতঃ বড় নির্ব্বোধ, শুনিচি রাগের মাথায় শারদাসুন্দরীকে যা না বল্‌বের তাও বলে, সুতরাং আশু কোন ফল হবে না।

ললি। কিন্তু সে শারদাকে ভালবাসে।

রাজ। ছাই—শারদা বটে হেমবাবুকে ভালবাসে।

ললি। সিধু, আমি মামার কাছে যাই, তুমি সে পুস্তকখানি নিয়ে এস, আর বিলম্ব করা হবে না।

[ললিতের প্রস্থান।

রাজ। লীলাবতীর মামা বোধ করি এ বিয়ে দিতে দেবেন না।

সিদ্ধে। সেই ত আমাদের প্রধান ভরসা। আমরা কর্ত্তার সুমুখে কথা কইতে পারি নে, কিন্তু মামা কাহাকেও ভয় করেন না। কর্ত্তাই কি আর গিন্নীই কি, অন্যায় দেখ্‌লে তিনি কাহাকেও রেয়াত করেন না। তিনি বল্‌চেন লীলাবতীকে নিয়ে স্থানান্তরে যাব তবু এ বিয়ে হতে দেব না।

রাজ। আমি একটি কথা বল্‌বো ?

সিদ্ধে। অনুমতি চাচ্চো ?

রাজ। আচ্ছা, ললিতবাবু কেন লীলাবতীকে বিয়ে করুন না। তা তো হতে পারে! যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী, যেমন বর তেমনি কনে—

সিদ্ধে। যেমন সম্বন্ধ তেমনি ঘটক ঠাকুরণ—তুমি যদি এ ঘটকালি কর্ত্তে পার, আমি তোমাকে বাসি বিয়ের কাপড়খান দেব।

রাজ। এ সম্বন্ধ কি মন্দ ?

সিদ্ধে। সম্বন্ধ মন্দ নয়, কিন্তু ললিত কি এখন বিয়ে কর্‌বে ? সে বলে তার আজো বিবাহের সময় হয় নি।

রাজ। তুমি আমার নাম করে এই প্রস্তাবটি কর, ললিত-বাবু লীলাবতীকে যে ভালবাসেন, তিনি অবশ্যই লীলাকে বিয়ে কর্ত্তে স্বীকার হবেন।

সিদ্ধে। ভালবাসলেই যদি বিয়ে কর্ত্তো, তা হলে এত দিন তোমার ছোট বনটি তোমার সতীন হতো।

রাজ। সে যখন বর বর করে তোমার কাছে আস্‌বে তখন তুমি তাকে বিয়ে কর, এখন আমি যা বল্যেম তা কর।

সিদ্ধে। ললিতের অমত হবে না, কিন্তু কর্ত্তা কি রাজি হবেন। পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে কথা উত্থাপন করা যাক্‌।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস এবং ঘটকের প্রবেশ।

ঘট। কুলীনের চূড়ামণি—আপনার দোরে হাতী বাঁধা হবে—বিক্রমপুরের ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে কত লোক বামন হয়ে গেছে—সেই ভূপালের পৌত্রে পুত্রী প্রদান সামান্য সম্মানের কথা নয়। শ্রীরামপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা কুবেরের ভাণ্ডার ব্যয় করে ভূপালের পুত্রকে এ দেশে এনে ভেঙ্গেছিলেন, তা কি মহাশয় জানেন না?

হর। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—সকলের প্রতিই কুললক্ষ্মীর কৃপা হয় না—

শ্রীনাথের প্রবেশ।

এমন ঘরে যদি কন্যা দান কত্তে পারি তবেই জীবন সার্থক। শ্রীনাথ, তোমরা অনর্থক আমাকে জ্বালাতন কর্‌চো। ছেলে লেখাপড়া বিশেষরূপ শেখে নাই বলে ক্ষতি কি?—

শ্রীনা। হনুমানের হস্তে মুক্তার হার দিলেই বা ক্ষতি কি?—ছেল্‌টি কেবল মূর্খ নন, গুলি আহার করে থাকেন; তার চরিত্রের অন্য পরিচয় কি দিব, চৌধুরী বাড়ীর মেয়েরা তার সুমুখে একা বার হয় না। যেমন মামা তেমনি ভাগ্নে।

ঘট। এ কি মহাশয়! আপনার বাড়ীতে কি আমি অপমান হতে এসেছিলাম—ভোলানাথ চৌধুরীর নিন্দা! কুলীনের সন্তানের কুচ্ছ? আবার তাই আপনার স্বসম্পর্কীয়ের দ্বারা?—এই কি ভদ্রতা? এই কি শীলতা? এই কি অমায়িকতা? এই কি লোকাচার? এই কি দেশাচার? এই কি সমাচার?—

শ্রীনা। চাচায় টা ছেড়ে দিলেন যে ?

হর। শ্রীনাথ স্থির হও—আমায় জ্বালাচ্চো সেই ভাল, ঘটকচূড়ামণির অমর্য্যাদা কর না।

শ্রীনা। ঘট—কচু—ড়ামণি।

ঘট। (শ্রীনাথের প্রতি) আপনি কুলীনের মর্য্যাদা জানেন না—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র পড়তে পায় না—নদেরচাঁদ সোনার চাঁদ।

শ্রীনা। কচুবনের কালাচাঁদ।

ঘট। সে যে কুলধ্বজ।

শ্রীনা। কপিধ্বজ !

ঘট। কৌলীন্যরাশি।

শ্রীনা। পাকসাঁড়াশি।

ঘট। সে যে সম্মানের শেষ।

শ্রীনা। গোবরগণেশ।

হর। শ্রীনাথ তুমি এরূপ কল্যে আমি এখান থেকে উঠে যাব, আত্মহত্যা কর্‌বো—তুমি কি লোকের সম্ভ্রম রাখ্‌তে জান না—

শ্রীনা। আপনি রাগ কর্‌বেন না, আমি চুপ্ কল্যেম।

ঘট। শুধু চুপ্, তোমার জিব কেটে ফেলা উচিত—কুলীনের নিন্দা নিপাতের মূল—যেমন মানুষ তেমনি থাকা বিধি।

শ্রীনা। মহাশয় কথা কইতে হলো—ওরে ঘট্‌কা, তোমায় আমি চিনি নে ? তুমি আমায় জান না ?—তোমার ঘটকালি লোকের কুলে কালি—রাজবাড়ীতে চলো, আচ্ছা শেখান্ শেখাবো।

ঘট। শ্রীনাথ বাবু বিরক্ত হবেন না—আমাদের ব্যবসা এই—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কুললক্ষ্মীর প্রিয় পুত্র, ওঁর অনুরোধে অনেক অনুসন্ধানে কুলীনচূড়ামণি ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পৌত্র নদেরচাঁদের জোটাজোট করিচি—আপনি রাগান্ধ হয়ে কতকগুলি অমূলক দোষারোপ কর্‌লেন, কিন্তু দোষ থাক্‌লেও কুলীনসন্তান দূষিত হয় না, সকল দোষ কুলমর্য্যাদায় ঢেকে যায়। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বলে কি চন্দ্র কারো কাছে অপ্রিয় হয়েচে ?

হর। আহা হা! ঘটকরাজ যথার্থ বলেচো—শ্রীনাথ অতি নির্ব্বোধ—নব্য সম্প্রদায়ের কোন্‌টিই বা নন—তাতেই এমন সম্বন্ধের বিঘ্ন কর্‌চেন। ওহে পুরাকালে দেবতার সমক্ষে সন্তান বধ করে স্বর্গীয় মহোদয়েরা পরকালের মুক্তি লাভ করেচেন। শ্রীনাথ, আমি কন্যাকে বলিদান দিচ্চি না।

শ্রীনা। জবাই কচ্চেন।

হর। তোমার মুখ আমি দেখ্‌তে চাই না, তুমি দূর হও। নবীন সম্প্রদায়ের অনুরোধে অনেক করিচি—মেয়ে অনেক কাল পর্য্যন্ত আইবুড়ো রেখেচি, পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শেখাচ্চি—ঢের হয়েছে, আর পারি নে—ঘটক মহাশয় আপনি কারো কথা শুন্‌বেন না আপনি নদেরচাঁদকে জামাতা করে দিয়ে আমার মানব জনম সফল করুন।

শ্রীনা। বাবুরাম কর কাম কথা কইবে কে ?
চাঁদেরে বিঁধিতে ধোনা ধনুক ধরেচে।

[সরোষে শ্রীনাথের প্রস্থান।

ঘট। আপনি অনেক সহ্য করেন।

হর। শ্রীনাথ আমার সম্বন্ধী—ব্রাহ্মণী মৃত্যুকালে শ্রীনাথকে আমার হাতে হাতে দিয়ে যান—শ্রীনাথ আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে কিছু মুখফোঁড়।

ঘট। ওঁকে সকলেই ভাল বাসে—শ্রীরামপুরে বাবুদের বাড়ীতে সতত দেখ্‌তে পাই, রাজাদের বাড়ীতেও যথেষ্ট প্রতিপন্ন। দাড়ি রেখেচেন কেন ?

হর। ইয়ার্কি, মোসায়েবি ধরণ। উনি আবার ছেলের নিন্দে করেন—কোন্ নেশা বা বাকি রেখেচেন ?

ঘট। ভোলানাথ বাবু এক্ষণে কাশীতে আছেন, বিবাহের দিন স্থির করে রাখ্তে বলেচেন, তিনি বাড়ী এসেই শুভ কর্ম্ম নিষ্পন্ন কর্বেন।

হর। ভোলানাথ বাবু আর বিয়ে কল্যেন না—বয়স অল্প, বিয়ে কর্লে হান্ ছিল না। সন্তানের মধ্যে কেবল একটি মেয়ে বই ত নয়। বাপের নামটা রাখা উচিত ত বটে।

ঘট। কি মনে ভেবে বিয়ে কচ্চেন না তা কেমন করে বল্বো ? বড় মানুষের বিচিত্র গতি। বোধ করি বিবাহিতা স্ত্রী পুরাতন হলে পরিত্যাগ করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ বলেই বিয়ে কচ্চেন না।

হর। অতুল ঐশ্বর্য্য যা করেন তাই শোভা পায়—রমণী বিগতযৌবনা হলে—অর্থাৎ দুটি একটি সন্তান হলে, না হয় বাড়ীর ভিতর নাই যাবেন ; বড় মানুষের মধ্যে এমন রীতি ত দেখা যাচ্চে।

ঘট। এবারে পশ্চিম থেকে কি করে আসেন দেখা যাক্।

হর। বিবাহ তবে তিনি এলেই হবে ?

ঘট। আজ্ঞে হাঁ।

হর। পাত্রটি দেখা আবশ্যক। কুলীনের ছেলে কাণা খোঁড়া না হলেই হলো।

ঘট। নবপ্রথানুসারে পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখ্তে আস্বেন, সেই সময় পাত্র দেখ্তে পাবেন।

হর। ভালই ত—এ রীতি আমি মন্দ বলি না, যাকে লয়ে যাবজ্জীবন যাপন কত্তে হবে তাকে স্বচক্ষে দেখে লওয়াই ভাল। তাঁদের আস্তে বল্বেন—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রের আগমনে বাড়ী পবিত্র হবে।

ঘট। যে আজ্ঞা।

হর। শ্রীনাথ যা কিছু বলেচে চৌধুরী মহাশয়েরা না শোনেন।

ঘট। তা কি আমি বলি, মহাভারত। আমি বিদায় হই।

[ঘটকের প্রস্থান।

হর। আমার কেমন কপাল, কোন কর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। মনস্তাপে মনস্তাপে চিরকালটা দগ্ধ হলেম। ব্রাহ্মণী আমার লক্ষ্মী ছিলেন, তিনিও মলেন আমার দুর্দ্দশাও আরম্ভ হলো—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ কন্যাটিকে চুরি করে নিয়ে গেল, আহা মেয়ে তো নয় যেন সাক্ষাৎ গৌরী, তারা ত তারা। কাশীতে শিশুকাল অবধি সুখে কাটালেম, ব্রাহ্মণীর বিরহে সে সুখের বাস উঠে গেল। তাই না হয় পুত্রটি লয়ে দেশে এসে সুখে থাকি, বিষয় বিভবের অভাব নাই, তা কেমন দুরদৃষ্ট, অরবিন্দ আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল, অরবিন্দের চাঁদমুখ মনে পড়্‌লে আমার স্পন্দ রহিত হয়। আমি অরবিন্দকে ইংরাজি পড়্‌তে দিলাম না, আপনার কুলধর্ম্ম শেখালেম, তেমনি সুশীল, তেমনি ধর্ম্মশীল হয়েছিলেন। তাতেই ত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মহত্যা কর্‌লেন। কেনই বা সে কালসাপিনীকে ঘরে এনেছিলাম। তারি বা অপরাধ কেন দিই, আমার কর্ম্মান্তের ভোগ আমিই ভুগি। অরবিন্দ গোলোকধামে গমন করেচেন, আমায় প্রবোধ দিবার জন্য লোকে অজ্ঞাতবাস রটনা করে দিয়েচে। মাজিরা আমার সাক্ষাতে স্পষ্ট প্রকাশ করেছে অরবিন্দ বিশালাক্ষী দহে নিমগ্ন হয়েছেন। বাবার যেরূপ পিতৃভক্তি অজ্ঞাতবাসে থাক্‌লে এত দিন আস্‌তেন। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে।—অবশেষে লীলাবতীর বিবাহ দেব, তাতেও একটি ভাল পাত্র পেলেম না। লীলাবতী আমার স্বর্ণলতা, মাকে কুলীন কুমারে দান করে গৌরীদানের ফল লাভ কর্‌বো। ফুল যত সুন্দর হয়, যত সুগন্ধ হয়, যত নির্ম্মল হয়, ততই দেবারাধনার উপযুক্ত।

পণ্ডিতের প্রবেশ।

পণ্ডি। মহাশয় আজ সাতিশয় সম্প্রীত হইচি—ললিতমোহন সুমধুর স্বরে বাল্মীকি ব্যাখ্যা কর্‌লেন, শুনে মন মোহিত হলো—এমন সুশ্রাব্য আবৃত্তি কখন শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নি। এত অল্প বয়সে এত বিদ্যা পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল। শুন্‌লেম, ইংরাজিতে অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। আপনার লীলাবতী যেমন গুণবতী তেমনি পতির হস্তে সমর্পিতা হবেন—ললিতমোহন ত আপনার জামাতা হবেন?

হর। না মহাশয়, আপনার অতিশয় ভ্রম হয়েচে—ললিতমোহনকে শাস্ত্রমত পুষ্যিপুত্র লয়ে পূর্ব্বপুরুষের নাম বজায় রাখ্‌বো।

পণ্ডি। ললিতমোহন আপনার দত্তক পুত্র হবে তা তো কেহই বলে না।

হর। এ কথাটি বাইরে প্রকাশ নাই। পুষ্যিপুত্র কর্‌বো বলেই ললিতকে শিশুকালে এনেছিলেম কিন্তু বধূমাতা কাতর-স্বরে রোদন কত্তে লাগ্‌লেন এবং বল্যেন দ্বাদশ বৎসর অতীত না হলে পুষ্যিপুত্র নিলে তিনি প্রাণত্যাগ কর্‌বেন, আমার আত্মীয়েরাও ঐরূপ বল্যেন, আমিও আশা পরিত্যাগ কত্তে পাল্যেম না, দ্বাদশ বৎসর পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় থাকৃলেম। সেই অবধি ললিত আমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হচ্চেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়েচে, সকলেই নিরাশ্বাস হয়েচেন, ত্বরায় ললিতকে শাস্ত্রমত যাগাদি করে পুষ্যিপুত্র কর্‌বো।

পণ্ডি। আপনার পুত্র সন্দেহে শান্তিপুরে যে ব্রহ্মচারী ধৃত হয়েছিলেন তাঁর কি হলো? মহাশয়, ক্ষমা কর্‌বেন, আমি অতি নিষ্ঠুর প্রশ্ন করে আপনাকে সন্তাপিত কল্যেম। আমি উত্তর অভিলাষ করি না।

হর। বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। আত্মীয়েরা শান্তিপুরে গিয়ে ব্রহ্মচারীকে দেখিবামাত্র জান্‌তে পাল্যেন আমার পুত্র নয়। কিন্তু পাড়ার মেয়েরা কানাকানি কত্তে লাগ্‌লো, তাইতে বধূমাতা আমাকে স্বয়ং দেখ্‌তে বলেন এবং আপনিও দেখ্‌তে চান। আত্মীয়েরা পুনর্ব্বার শান্তিপুরে গমন করে ব্রহ্মচারীকে বাড়ীতে আনয়ন কল্যেন, বধূমাতা একবার তাঁর দিকে চেয়ে আমার স্বামী নয় বলে মূর্চ্ছিতা হলেন।

পণ্ডি। আহা অবলার কি মনস্তাপ!—আপনার লীলাবতী অতি চমৎকার অধ্যয়ন কত্তে শিখেচেন।

হর। সে আপনার প্রসাদাৎ।

পণ্ডি। আপনার যেমন ললিত তেমনি লীলাবতী, দুটিকে একত্রিত দেখ্‌লে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। পরস্পর প্রগাঢ় স্নেহ। ললিত পাঠ করে, লীলাবতী স্থির নেত্রে ললিতের মুখচন্দ্রমা অবলোকন করেন। আমার বিবেচনায় লীলবতী ললিতে দম্পতী হলে যত আনন্দের কারণ হয়, ললিত আপনার পুত্র হলে তত হয় না। যদি অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, ললিতে লীলাবতী দান করে অপর কোন বালককে দত্তক পুত্র করুন।

হর। সেটি হওয়া অসম্ভব। ললিত শ্রেষ্ঠ কুলীনের ছেলে নয়।

পণ্ডি। সে বিবেচনা আপনার কাছে। তবে আমার বক্তব্য এই, যেমন হরপার্ব্বতী, তেমনি ললিত-লীলাবতী।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। ক্ষুদ্রবুদ্ধি পণ্ডিত ললিত লীলাবতীকে এতই ভালবাসে, ললিত অকুলীন সত্ত্বেও ললিতে লীলাবতী সম্প্রদান অসম্মান বিবেচনা করে না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। শারদাসুন্দরীর শয়নঘর।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। সইকেও সইতে হলো। পোড়ার দশা, মরণ আর কি—আমি জান্‌তেম পোড়ারমুখো নদেরচাঁদকে কেউ মেয়ে দেবে না—বেনেদের বউ বার করে এত ঢলাঢলি কল্যে আবার ভাল মান্‌ষের মেয়ে বিয়ে কর্‌বেন কোন্ মুখে?—সেই নাড়ার আগুন লীলার গায় হাত দেবে?—সেই কাকের ঠোঁট লীলাবতীর মুখ চুম্বন কর্‌বে! লীলাবতীর যে কোমল অঙ্গ, টোকা মার্‌লে রক্ত পড়ে, সে জাম্বুবানের হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।

পঙ্কজ কোরক নিন্দ নব পয়োধর—
চক্রে চক্র অতিক্রম অতীব সুন্দর।
রামহস্ত শোভা সীতা পীন স্তনদ্বয়,
বিপিনে বায়স নখে বিদারিত হয়,
দেখাতে আবার তাই বুঝি প্রজাপতি
নদের গোহাড় হাতে দেন লীলাবতী।
হাসি রাশি সই মম আমোদের ফুল,
একেবারে হবে তার সুখের নির্মূল।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। সই, মনের কথা তোরে কই,
আমার কে আছে আর তোমা বই?
তুমি নয়ন বাণে ভুবন জই,

হেরে অবাক্ হয়ে চেয়ে রই,
হঁ্যা সই আমি কি কেউ নই ?

শার। আ মরি আজ যে আহ্লাদে গলে পড়্চো।

লীলা। আমার যে বিয়ে।

শার। তোমার বনবাস !

লীলা। অশোক বন।

শার। চেড়ী আছে।

লীলা। মনের মত বর।

শার। দেখ্লে আসে জ্বর।

লীলা। কপালগুণে কালিদাস।

শার। যম করেচেন উপবাস।

লীলা। যম যেমন "আমার" ভাই তেম্নি "আমার"।

শার। তুই আর রঙ্গ করিস্ নে ভাই—পোড়ার মুখোর মুখ দেখ্লে হৃৎকম্প হয়—বলে

চেয়ে দেখ চন্দ্রাবলি ভুবন আলো করেচে,
জাম্বুবানের পদ্মমুখে ভোমরা বসেচে।

লীলা। ভাব্ ভাব্ কদমফুল ফুটে রয়েচে—অকল্যাণ কর না সই তোমার দেবর হয়।

শার। আমার নক্ষ্মণ দ্যাওর—আমার মনচোরার মাস্তুতো ভাই—

লীলা। চোরে চোরে।

শার। নদে পোড়াকপালে এঁর সঙ্গে জুটে গোরিবের মেয়েদের মাতা খায়—নদেকে দেখে ঘোমটা দিই বলে মাসাস অভিমানে মরে যান, বলেন "এমন গ্যাদারি বউ দেখি নি," শাশুড়ী লাঞ্ছনা করেন, বলেন "দ্যাওর, পেটের ছেলে, তারে এত লজ্জা কেন গা"—যেমন মাসাস তেম্নি শাশুড়ী।

লীলা। স্বর্ণগর্ভার বন্ স্বর্ণকুঁকী।

শার। কুপতি কি যন্ত্রণা তা সই তোরে কথায় কত বল্‌বো—তুই স্বভাবত মিষ্টি কিছুতেই তেত হস্‌ নে, তাই এমন সর্ব্বনেশে বিয়ের কথা শুনেও নেচে খেলে বেড়াচ্চিস্‌। আমি কি সুখে আছি দেখ্‌চিস ত ?

লীলা। সই তুমি আজ যে সজ্জা করেচ, তোমার আকর্ণ-বিশ্রান্ত চপল নয়নে যে গোলাপি আভা বার হচ্চে, তোমার দ্বিরদরদ-কান্তি-বিনিন্দিত নিটোল ললাটে যে শতদলে-ষট্‌পদ-বিরাজিত সুগোল টিপ্‌ কেটেচ, সয়া তোমায় আর ভুল্‌তে পার্‌বে না।

শার। সই আর জ্বালাস্‌ নে ভাই—তোর বিয়ের কথা শুনে আমার মন যে কচ্চে তা আমিই জানি,—যখন ভুগবি, তখন টের পাবি এখন ত হাসচিস্‌।

লীলা। তবে কাঁদি। (চক্ষুতে হস্ত দিয়া।)

কোথা হে কামিনী-বন্ধু কমল-নয়ন !
সমকাল শিশুপাল বিনাশে জীবন,
পদছায়া পীতাম্বর দেহ অবলায়,
বিপদ সাগরে ধরে ডুবায় আমায়।
প্রজাপতি লীলাবতী তোমার চরণে
করিয়াছে এত পাপ নবীন জীবনে।
জুটাইলে তারে পতি অতি দুরাচার,
নয়নের শূল সম হৃদয় বিকার,
যমের যমজ ভাই ভীষণ আকার,
উপকান্তা অনুগামী, সব অনাচার।
জননী বিহীনা আমি নাহিক সহায়,
দিতেছেন পিতা তাই বিপিনে বিদায়।
তনয়ার ত্রাণ মাতা থাকিলে আলয়ে,
কোলে গিয়া লুকাতেম কুলীনের ভয়ে
মাতা নাই পিতা তাই ঠেলিলেন পায়,
বালা বলিদান দিতে নাহি দেন মায়।

মাতাহীনা দীনা আমি এই অপরাধী,
বিবাহে বৈধব্য তাই বাসরে সমাধি।

শার। সই সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লে ভাই—কেঁদ না, কেঁদ না, তোমার কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়। (চক্ষের হস্ত খুলিয়া অঞ্চল দিয়া মুখ মুছান) মামা বলেচেন, এ বিয়ে হতে দেবেন না।

লীলা। বাবার রাগ দেখে মামা আপনিই কেঁদেচেন, তা আর আমার কান্না নিবারণ কর্‌বেন কেমন করে?

শার। সাত জন্ম আইবুড়ো থাকি সেও ভাল তবু যেন শ্রীরামপুরে বিয়ে না হয়।

লীলা। তোমার কপালে মন্দ পতি হয়েচে বলে কি শ্রীরামপুর শুদ্ধ মন্দ হলো—সোনার স্বামী যে সোনার চাঁদ, তার বাড়ী তো শ্রীরামপুরে।

শার। ও সই আমি সোনা ফোনা জানি নে, আমি আপন জ্বালায় বলি, আর তোমার ভাবনায় বলি—তুই কেমন করে সে বাড়ীর বউ হবি—পরমেশ্বর করুন তোর যেন শ্রীরামপুরে না যেতে হয়।

লীলা। যদি যেতে হয়, তবে যাতে শ্রীরামপুরে যেতে হয় তাই করে যাব।

শার। কি করে যাবে ভাই?

লীলা। আপনার প্রাণহত্যা করে, ফাঁসির ভয়ে চৌধুরী বাড়ীর বউ হয়ে লুকৃয়ে থাকৃবো।

শার। তুমি যে অভিমানী তুমি তা পারো—সই অমন কথা বলিস্ নে, এমন সোনার প্রতিমে অকালে বিসর্জ্জন দিস্ নে—সই আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হলো, তোমার বাবার কাছে এ কথা না বলে থাকৃতে পারি নে।

লীলা। সই তুই অকালে কাতর হস্ কেন, আমি যা কিছু করি তোকে ত বলে করি। তোমার কাছে সই আমার

ত কিছুই গোপন নাই, তুমি আমায় যে স্নেহ কর তোমাকে আমি সহোদরা অপেক্ষাও বিশ্বাস করি। সই, আমার মা নাই, ভাই নাই, ভগিনী নাই; তুমিই আমার সব, তুমিই আমার কাঁদ্‌বের স্থান।

শার। বউ কি বল্যেন?

লীলা। তাঁর নিজ মনস্তাপ সমুদ্রের মত, আমার মনস্তাপে তাঁর মনস্তাপ কতই বাড়্‌বে? তাতে আবার পুষ্যিপুত্র—

শার। চম্‌কালে কেন সই? ভয় কি সই, আমি তোমার সহোদরা—

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শারদার গলা ধরিয়া) সই আমায় মার্জ্জনা কর, সই তোমার মাতা খাই আমার মনে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই, আমি বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম।

শার। সই, আমার কাছে তোমার এত বিনয় কেন? আমি বুঝ্‌তে পেরিচি—কপালের লিখন। নহিলে ললিত—সই, কাঁদিস কেন। (লীলাবতীর চক্ষু হইতে তাহার হস্ত অপসৃত করিয়া) সই আমায় কাঁদাস কেন?

লীলা। কি বলিব কেন কাঁদি পাগলিনী আমি।
সাত বৎসরের কালে—নির্ম্মল মৃণাল
সম মালিন্যবিহীন নব চিত্ত যবে
জগতে দেখিতে সব সরলতাময়,
মঙ্গলের বিনিময় জনে জনে আর—
লীলার লোচন পথে ললিতমোহন—
সুন্দর সুধীর শিশু, সুশীলতাময়—
নবম বরষে আসি হলেন পথিক,
শরতের শশী যেন স্বচ্ছ ছায়াপথে।
তদবধি কত ভাল বেসিচি ললিতে
[illegible] পারি নে সই [illegible]।

হৃদয় দেখাতে যদি পারিতাম আমি
বলিতাম সব তোরে সলিলের মত।
নবীন নয়ন মম—কুটিলতা বিন্দু
প্রবেশিতে নারে যায় বালিকা বয়সে,
কিশোর কণ্টকে কবে খরতার বাসা ?—
পতিত করিত সই সলিল শীকর,
যদি না দেখিতে পেতো ললিতে ক্ষণেক ;
হরষে আবার কত জুড়াতো হেরিয়ে
ললিতমোহন নব নিরমল মুখ,
সৃষ্টি যার মিষ্টি কথা শুনাতে আমায়।
ছেলেকালে একদিন—ফিরে কি সে দিন
আসিবে গো সহোদরে লীলার ললাটে !—
ললিত লিখিতেছিল বসিয়ে বিরলে,
নয়ন জুড়াতে আমি, আনন্দ অন্তরে,
বসিলাম বাম পাশে, অমনি ললিত
সাদরে গলাটি ধরে, বাম করে পেচে—
দক্ষিণ কপোল মম রক্ষিত হইল
ললিতের অবিচল বক্ষে—বলিলেন
"বাইরে এলেম দেখে ভগবতী ভালে
তুলিতে কেটেচে টিপ পটু চিত্রকর,
তাহারে হারাবো লীলা করিচি বাসনা"—
বলিতে বলিতে সই অতি ধীরে ধীরে,
মুছায়ে কপাল মোর কপোল পরশে,
কলমের কালি দিয়ে কাটিলেন টিপ।
"মরি কি সুন্দর !" বলে ললিতমোহন
আস্ফালন করিলেন দিয়ে করতালি।
আর এক দিন সই—কত দিন হলো ;
নিশির স্বপন সম এবে অনুভব—
লিখিতেছিলেম আমি বসে একাকিনী ;
চিবায়েছিলেম পান, বালিকা জীবন—

লোহিত বরণ, ছাড়ায়ে অধর প্রান্ত
চিহ্নিত করিয়েছিল চিবুক আমার।
সহসা ললিত সেথা হাসিতে হাসিতে—
সে হাসি হইলে মনে ভাসি আঁখিজলে—
আসিয়া কহিল মিষ্ট মকরন্দ তারে,
"লীলাবতি করেচ কি? হেরে হাসি পায়,
রক্তগঙ্গা তরঙ্গিণী চিবুক তোমার—
পড়েছে অলক্তরস শতদল দামে।"
বলিতে বলিতে সই অতি সুযতনে
তুলে লয়ে বাম হাতে বদন আমার
আপন বসনে মুখ দিলেন মুছায়ে,
গেলেম আহ্লাদে গলে মনের হরিষে।
যে মনে ললিতে সই বাসিতাম ভাল—
নিরমল, ভয়হীন, সরল, পবিত্র—
এখন তাহাই আছে, তবে কি না সই,
বিবাহের নামে মম হৃদয় কন্দরে
মহাভয় সঞ্চারিত—আগেতে ছিল না—
হইয়াছে কয় দিন ভালবাসা বাসে।
ললিতে হারাই পাছে—কেমনে বাঁচিব
ছাড়িয়ে ললিতে আমি অপরের ঘরে—
কি করে কহিব কথা তুলিয়ে বদন
অপরের সনে—ভাবনা হয়েছে এই।
ললিতে করিতে পতি—বলি লাজ খেয়ে—
ব্যাকুল হৃদয় মম হয় নি সজনি,
আকুল হয়েছি ভেবে পাছে আর কেউ
আমায় লইয়া যায় রমণী বলিয়ে।
কেন বা হইল জ্ঞান কেন বা যৌবন।
হারাই যাদের তরে ললিতমোহন।
আয় রে বালিকাকাল হেলিতে দুলিতে,
ছেলেখেলা করি সুখে লইয়ে ললিতে।

শার। শুন্‌লেম ত বেশ, এখন উপায়—এখন শুধু নদেরচাঁদ ত নদেরচাঁদ নয়, এখন নদেরচাঁদের ম্যালা—এখন কন্দর্প স্বয়ং এলেও তোমার কাছে নদেরচাঁদ। দাদার আসার আশায় জলাঞ্জলি পড়েচে, ললিতকে পুষ্যিপুত্র কর্‌বের দিন স্থির হয়েচে—ললিত পুষ্যিপুত্র হলেই ত তোমার হাতের বার হলো।

লীলা। ললিত যে দিন বাবার পুষ্যিপুত্র হবে সেই দিন আমি সমরণে যাব।

শার। কার সঙ্গে ?

লীলা। আমার নবীন প্রণয়ের মৃতদেহের সঙ্গে। সই আমার মা নাই তা আমি এখন জান্‌তে পাচ্চি। (নয়নে অঞ্চল দিয়া রোদন)

শার। আমার মাতা খাও সই, তুমি আর কেঁদো না—তিনি দশটা পুষ্যিপুত্র নেন তোমার ক্ষেতি হবে না যদি তিনি ললিতকে তোমায় দেন। বিষয় নিয়ে কি হবে সই ?

লীলা। আমি বিষয়ে বঞ্চিত হবো বলে কাঁদি নে, আমি মার জন্যে কাঁদি, দাদার জন্যে কাঁদি, বাবার অবিচার দেখে কাঁদি। পরমেশ্বর করুন বাবার বিষয় দাদা এসে ভোগ করুন। বিষয়ের কথা কি বল্‌চো সই, ললিতকে না দেখ্‌তে পেলে আমি স্বর্গভোগেও সুখী হবো না।

শার। আমি ললিতকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো—কে আস্‌চে।

হেমচাঁদের প্রবেশ।

শার। (জনান্তিকে লীলাবতীর প্রতি) তুই যা।

লীলা। (জনান্তিকে) একটু থাকি।

হেম। সই ঘোল খেলে তার কড়ি কই ?

শার। দড়ি কিনেচে।

হেম। সই তোমার সই যেন বড়াই বুড়ী।

শার। তুমি ত পদ্মের কুঁড়ী সেই ভাল।

হেম। উনি আমায় দেখ্‌তে পারেন না।

শার। দেখ্‌তে পারি কি না দেখ্‌তে পেলে বুঝ্‌তে পাত্তেম।

হেম। উনি আমায় আঁটকুড়ীর ছেলে বলে গাল দেন।

শার। দেখ্‌লি ভাই কথার শ্রী দেখ্‌লি—উনি ভাব্‌চেন রসিকতা কচ্চি।

লীলা। হেমবাবু, স্বামী দেবতার স্বরূপ, স্ত্রী কি কখন স্বামীকে অনাদর কত্তে পারে? বিশেষ সই আমার বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, ওঁর মুখ দিয়ে কি কখন অমন কথা বেরুতে পারে?

হেম। পারে কি না পারে তোমায় দেখাতে পারি—তুমি সই বলে ওঁর দিকে টান্‌চো—

শার। সই তোমাকে "আপনি আপনি" বলে কথা কইলে আর তুমি সইকে "তুমি তুমি" বলে কথা কচ্চো—ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয় তা তো জান না, কুলস্ত্রীকে কিরূপ সম্মান কত্তে হয় তা তো শেখ নি—কেবল আমায় জ্বালাতন কর্‌তে শিখেছিলে—

হেম। আজ থেকে তোমায় আমি "আপনি আপনি" বল্‌বো, "আপনি আপনি" কেন, "মহাশয় মহাশয়" বল্‌বো—"শিরোমণি মহাশয়" বল্‌বো—শিরোমণি মহাশয়! প্রাতঃপ্রণাম—

শার। দেখ্‌লি ভাই ভাল কথা বল্যুম, ওঁর পরিহাস হলো।

হেম। বাপ্ রে, শিরোমণি মহাশয়কে আমি কি অতুচ্ছ কত্তে পারি?

লীলা। তুচ্ছ কত্তে পারেন।

শার। তুচ্ছ কত্তে পারেন, গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারেন?

হেম। তোমার বড় দিব্বি তুমি যদি সত্যি করে না বলো, তোমায় কখন মেরেচি কি না—

শার। গলায় হাত দিয়ে দুম্‌ দুম্‌ করে মারকেই শুধু মার বলে না—কথায় মাত্তে পারা যায়—কাজেও মাত্তে পারা যায়—

হেম। যে মেগের গায় হাত তোলে সে শালার বেটার শালা—সই মহাশয়, আমি শুয়োরমুখো ষণ্ডা নই, আমি লেখা পড়া শিখিচি—

শার। গুলির আড্ডায়।

হেম। কেন মুক্তিমণ্ডপ বল্‌তে কি তোমার মুখে ছাই পড়ে? যা খুসি তাই বল্‌চেন, বাপের বাড়ী এসে বাগের মাসী হয়েচেন—

লীলা। হেমবাবু, আপনি কি আজ পথ ভুলে এ পথে এসেচেন, না সইকে ভাল বাসেন বলে এসেচেন?

হেম। পথ ভুলেও আসি নি, তোমার—আপনার সইকে ভাল বাসি বলেও আসি নি।

লীলা। তবে কি দেখা দিতে এসেচেন?

হেম। দেখা দিতে আসি নি; দেখ্‌তে এসেচি, দেখাতে এসেচি।

লীলা। দেখ্‌বেন কি?

হেম। লীলাবতী।

লীলা। দেখাবেন কি?

হেম। নদেরচাঁদ।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

শার। তবে শুনেছিলুম যে মামাশ্বশুর বাড়ী না এলে দেখ্‌তে আস্‌বে না।

হেম। মামা যে মামী পেয়েচেন, চক্ষুস্থির।

শার। তোমাদের শ্রীরামপুরের যেমন পুরুষ তেমনি মেয়ে।

হেম। আর তোমাদের কাশীপুরের সব পুরুতপিসী—তোমার সইদের চাঁপার কথা মনে কর।

শার। সে ত আর ঘরের মেয়ে নয়।

হেম। ওড়া খোই গোবিন্দায় নম, বের্‌য়ে গেলেই আমাদের কেউ নয়। মামা বলেচেন তাকে রাখ্‌বের জন্যে সহরশুদ্ধ পাগল হয়েছিল।

শার। সে পাপ কথায় আর কাজ নাই।

হেম। চাঁপাই ত অরবিন্দ বাবুকে সইদের বয়ের সঙ্গে রেষারেষি করে বিষ খাওয়ায়, তার পর রট্‌য়ে দিলে অরবিন্দ ডুবে মরেচে।—

শার। ঠাকুরপো কোথায়?

হেম। যে বাড়ীতে রাঙ্গা বউ।

শার। এ বাড়ী এসে জল্‌টল্‌ খেয়ে যেতে বলো।

হেম। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না, তুমি তারে যে ভাল বাসো মাসীমা জান্‌তে পেরেচেন।

শার। আমার কপাল।

হেম। আমরা মেয়ে দেখে কল্‌কাতায় বাজী দেখ্‌তে যাব—

শার। এখানে কেন আজ থাক না।

হেম। আজ ত কোন মতেই না।

শার। তোমার যেখানে খুসি সেখানে যাও।

হেম। কল্‌কাতার এত নিকটে এসে ওম্‌নি ওম্‌নি চলে যাই, আর কাল পাঁচ ইয়ারে মুখে চূণ কালি দেক্‌।

শার। জায়গা কই।

হেম। একবার বাক্সটি খুলে পঞ্চাশ টাকা করে যে দশখানা নোট সে দিন নিয়েচ, তার একখানি দাও—

শার। আমি তা কখন দেব না।

হেম। দেবে আরো ভাল বল্‌বে।

শার। আমি সে নোট কখন দেব না, আমি তাতে বাদলার মালা গড়াবো, তা আমাকে মারোই, কাটোই, আর ফাঁসিই দাও।—কেন বল দেখি, টাকাগুণো অপব্যয় কর্‌বে ? বাক্সোয় রয়েচে তোমারি আছে, গহনা গড়াই তোমারি থাক্‌বে—কেন নিয়ে উড়্‌য়ে দেবে ?

হেম। আমি তোমাকে দশ দিন বারণ করিচি তুমি নৎ নেড়ে আমারে উপদেশ দিও না—আমি সব সইতে পারি মেয়ে মান্‌ষের নৎনাড়া সইতে পারি নে—

শার। এবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথেরে নৎ দিয়ে আস্‌বো।

হেম। তুমি নৎ দিয়ে এস, রথ দেখে এস, তুমি যা খুসি তাই কর, এখন দাও।

শার। কি দেব ?

হেম। আমার গুষ্ঠির পিণ্ডি—গরজ বোঝে না, বেলা যাচ্চে—ভায়া ভাব্‌চেন মেগের মুখ দেখে কাত হয়ে পড়ে আচি—মাগ্ যে প্রাণ জ্বল্‌য়ে দিচ্চেন তা জান্‌তে পাচ্যেন না।—দেবে কি না বলো ?

শার। আমি অনাছিষ্টি কাজে টাকা দিই নে।

হেম। আমার পার তেলো মাথার তেলো জ্বলে যাচ্চে—তারা সব আমারে গালাগালি দিচ্চে—আচ্ছা আমি দুঃখীদের দান কর্‌বো ব্রাহ্ম সমাজে যাব।

শার। উড়ুনচড়ে কাজে সমাজের নাম নিতে নেই—

হেম। উঃ সমাজের সবি রাজনারাণ বাবু, না ? আমার মত কত লোক আছে।

শার। তারা সব সমাজে গিয়ে শুধ্‌রে গেছে।

হেম। আমিও শুধ্‌রে যাব—আমাকে সিদ্ধেশ্বর বাবু

ভাল বাসেন, আমি তাঁর ভয়েতে নদেরচাঁদের আড্ডায় প্রায় যাই নে।

শার। তবে কল্‌কাতায় যাওয়া কেন ?

হেম। আজকের দিনটে। আমি হোটেল থেকে ফিরে আস্‌বো।

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবু তোমাকে এত ভাল বাসেন, তবে তিনি যে কর্ম্ম ঘৃণা করেন সে কর্ম্মে তুমি কেন যাও ?

হেম। আমি কি মন্দ কর্ম্ম কর্‌চি ?

শার। আমি তোমাকে আজ ছেড়ে দেব না।

হেম। আচ্ছা আমি দিব্বি করে যাচ্চি রাত্রে কাশীপুরে ফিরে আস্‌বো। যদি না আসি তুমি সিদ্ধেশ্বর বাবুকে চিটি লিখ।

শার। আমি কি কারো কাছে তোমার নিন্দে করে থাকি ?

হেম। তুমি নদেরচাঁদের কত নিন্দে কর তা কি আমি মাসীর কাছে বলে দিই ? নোটখান দাও তা নইলে তারা আমাকে বড় অপমান কর্‌বে।

শার। সেটি হবে না।

হেম। তোমার স্বধর্ম্ম—মন্দ কথা না বল্যে তোমার মন ওঠে না।

শার। হাজার বলো ভবি ভোল্‌বার নয়।

হেম। ভাল আপদে পড়িচি—দেরি হতে লাগ্‌লো। কাল তোমাকে আমি এ পঞ্চাশটে টাকা ফিরে দেব।

শার। কার টাকা কারে দেবে ?

হেম। দিতে হয় দাও তা নইলে এক কিলে তোমার বাক্স আমি লঙ্কাকাণ্ড করে ফেলি—হাবাতের অনেক দোষ।

শার। কুবচন আমার অঙ্গের আভরণ, তোমার যা মনে লাগে তাই বলো, আমি রাগও কর্‌বো না টাকাও দেব না।

হেম। তোমার ঘাড় যে সে দেবে।

শার। কোন্ শালীর বেটি তোমায় আজ নোট দেবে।

হেম। কোন্ শালার ব্যাটা আজ নোট না নিয়ে যাবে

শার। সর আমি যাই, সইকে দেখি গে।

হেম। নোট দিয়ে যাও—কার নোট ?

শার। আমার নোট।

হেম। উঃ নবাবপুত্তুর—কে দিয়েচে ?

শার। তুমি দিয়েচ।

হেম। তবে কার নোট ?

শার। আমার নোট।

হেম। ওঁয়ার নোট—

শার। যখন আমার স্বামী দিয়েচেন, তখন এক শ বার আমার নোট, দু শ বার আমার নোট, তিন শ বার আমার নোট—

হেম। তোমার বাবার নোট—

[অধোবদনে বাক্স খুলিয়া, বাক্সর ডালা তুলিয়া বাক্সটি মাঝিয়ায় সবলে উপুড় করিয়া ফেলিয়া শারদাসুন্দরীর বেগে প্রস্থান।

হেম। (বাক্স হইতে নোট বাছিয়া লইতে লইতে) ওরে আমার ঝাঁজ্‌রাচকি—টস্ টস্ করে চকের জল ফেল্‌লেন আমি ওমনি গলে গেলাম। সকের কাঁচের বাসন ভেঙ্গেচে খুব হয়েচে, কেঁদে মর্‌বেন এখন—যা যা ভেঙ্গেচে পারি ত কল্‌কাতায় আজ কিন্‌বো—ভারি বদ্ ইয়ার—

শারদাসুন্দরীর পুনঃপ্রবেশ।

শার। বাঁচ্‌লে ?

হেম। বাঁচ্‌লুম।

[হেমচাঁদের প্রস্থান।

শার। ভাগ্গিস সই যখন ছিল তখন অমন কথা বলে নি—সই বা কি না জানে। ছি, ছি, ছি—কোন্ কথা বল্যে কি হয় তা জানেন না তাই অমন করে বলেন! নদে সর্ব্বনেশেই সর্ব্বনাশ কল্যে।

[বাক্স গুছাইয়া শারদাসুন্দরীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর—লীলাবতীর পড়িবার ঘর।

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ।

শ্রীনা। এই চেয়ারে নদেরচাঁদ বসো—এই চেয়ারে হেমচাঁদ বসো—আমি লীলাবতীকে আন্তে বলি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

হেম। ঘরটি বেশ সাজিয়েছে ত—মেজেটিতে মাজুর মোড়া, দ্বারের কাছে পাপোষ পাতা, মেহগেনি কাঠের মেজটি, ঝাড় বুটো কাটা মেজের চাদর, ক্লিওপ্যাটরা কোচ, চেয়ার কখানি মন্দ নয়।

নদে। ও কি দেখ্‌চিস্ ছাই—আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিল তা আমি সব ভুলে গিইচি, এখনি সব আস্‌বে, আমি কিছুই জিজ্ঞাসা কত্তে পার্‌বো না, কিছু বক্তৃতাও কত্তে পার্‌বো না।

হেম। এর মধ্যে ভুলে গেলি—কাল যে সমস্ত দিন মুখস্থ করিচিস্।

নদে। আমার সব উল্টা হয়ে যাচ্চে।

হেম। তা যাক্, আসলে কম না পড়্‌লেই হলো।

নদে। কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে?

হেম। অয়ি হরিণলোচনে! তুমি কি পড়ো?

নদে। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয়েচে; তোর আর বল্‌তে হবে না। আপদ চুকে গেলে বাঁচি, ভয় হচ্চে পাছে অপ্রতিভ হয়ে পড়ি।

হেম। কেন তুই মুক্তিমণ্ডপে খুব ত কইতে পারিস, অনেকক্ষণ বক্তৃতাও কত্তে পারিস্।

নদে। সে যে আপন কোটে পাই চিঁড়ে কুটে খাই, তাতে আবার ভিকস্ সহায় হন—তাইতে নাক দে মুখ দে বক্তৃতা বার হয়।

হেম। বমির মত।

নদে। আমাকে যদি একা এই ঘরে লীলাবতীর সঙ্গে রাখে, তা হলে আমি খুব রসিকতা কত্তে পারি, বিদ্যারও পরিচয় দিতে পারি।

হেম। তোমার কাছে কাটের পুতুল ডরিয়ে উঠে, এ ত একটা জীব।

নদে। বাহবা বাহবা বেশ বলিচিস্—কি বল্‌বো হাস্‌তে পেলেম না, পরের বাড়ী—এ কথা মুক্তিমণ্ডপে হলে সাত রংএর হাসি বার কত্তেম আর তোকে চিরযৌবনী কর্‌বের জন্যে এক এক পাত্র পাঁচ ইয়ারে পান কত্তেম।

হেম। এই ত তোর মুখ খুলে গেছে।

নদে। খুল্‌বে না ত কি নইচে বন্দ হয়ে থাক্‌বে। আমি তো আর মুখচোরা নই—হরিণের কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে? বল্, বল্, আস্‌চে—

হেম। "আয় আয়" না, না, হয় নি—

নদে। ঐ দেখ্, তুইও ভুলে গিইচিস।

হেম। ভুল্‌বো কেন? "অয়ি হরিণলোচনে! তুমি কি পড়?"

নদে। ঠিক হয়েচে।

এক দিক্ হইতে লীলাবতী এবং শ্রীনাথ, অপর দিক্ হইতে ললিতমোহন সিদ্ধেশ্বর এবং প্রতিবেশিচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

শ্রীনা। আপনারা সকলে উপবেশন করুন। (সকলে উপবেশন।)

হেম। কর্ত্তা মহাশয় আস্‌বেন না?

শ্রীনা। তিনি কি ছেলে ছোক্‌রার ভিতরে আসেন!

প্র, প্রতি। সব দেখা শুনা হলে, তিনি অবশেষে ছেলে দেখ্‌তে আস্‌বেন।

দ্বি, প্রতি। নদেরচাঁদ বাবু পাত্রীর রূপ ত দেখ্‌লেন, এক্ষণে গুণ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করে দেখুন।

হেম। (জনান্তিকে নদেরচাঁদের প্রতি) তাই বলে জিজ্ঞাসা কর।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু নীরব হয়ে রইলেন যে?

নদে। (লীলাবতীর প্রতি) আই মা হরিণের সিং তুমি কি পড়?

হেম। তোমার গুষ্টির মাতা পড়ে—ঢেঁকিরাম—কি শিখ্‌য়ে দিলে কি বল্যেন—

নদে। আমার যা খুসি আমি তাই বলি, তোর বাবার কি? তুই বিয়ে কর্‌বি না তোর বাবা বিয়ে কর্‌বে?

হেম। তোমার বিয়ে হবে হুগ্‌লির জেলে—বামণের ঘরের নিরেট বোকা।

নদে। তোর বাপ যেমন মেয়েমুখো তুই তেমনি মেয়েমুখো, তোর কপালে ইয়ারকি থাক্‌লে ত আমাদের সঙ্গে বেড়াবি? আমার অতি বড় দিব্বি তোর মত পাজিকে যদি মুক্তিমণ্ডপে ঢুক্‌তে দিই—একটি পয়সা খরচ কত্তে পারে না কেবল বেয়ারিং ইয়ারকি দিতে আসেন।

হেম। কি বল্লি, বিক্রমপুরে বুনো বয়ার। (সরোষে নদেরচাঁদের পৃষ্ঠে পাঁচটি বজ্রমুষ্টি প্রহার) তোরে কীর্ত্তিনাশা পার কর্‌বো তবে ছাড়্‌বো—

ললি। মন্দ নয়, ভোজনের আগে দক্ষিণা।

সিদ্ধে। পাঁচ তোপ, শুভ লক্ষণ।

শ্রীনা। অকালের তাল বড় মিষ্টি।

নদে। দেখ্‌লেন সিধু বাবু? আপনি মামাকে বলবেন, কার দোষ? আমাকে ভদ্রলোকের বাড়ীতে মেয়ে মানুষের সুমুখে যা খুসি তাই বল্যে তার পর এলোবিবি মার; এর শোধ দেব—আমার গায় হাত।

শ্রীনা। তোমার পাতরে পাঁচ কিল।

হেম। (নদেরচাঁদের কাপড়ে কালি দেখিয়া) খুব হয়েছে, খুব হয়েছে; পোড়ার বাঁদোর চেয়ে দেখ, চেয়ারে তেলকালি মাখ্‌য়ে রেখেছিল, তোমার চাদরে পিরাণে ধুতিতে লেগে গিয়েছে।

নদে। লেগেছে আমারি লেগেছে, তোর কি? তুই আমার সঙ্গে আর যদি কথা কস্ তোর বড় দিব্বি।

হেম। হুঁকোর খোলে দুর্গানাম লেখা, অমাবস্যায় শ্যামা-পূজা, ভালুকে উল্লুকে জড়াজড়ি, দাঁড়কাকের মাতায় মকমলের টুপি, আর ভায়ার গায় কালি, একই রূপ দেখ্‌তে?

নদে। আমাকে এমন করে ত্যক্ত কল্যে আমি কর্ত্তার কাছে বলে দেব—মেয়েও দেখ্‌বো না বিয়েও কর্‌বো না—দেখ দেখি আমার ভাল কাপড়গুলি সব কালিতে ভিজে গিয়েছে। আমি ভাব্‌চি কল্‌কাতা বেড়ুয়ে যাব।

শ্রীনা। কালিতে ভেজে নি।

নদে। তবে কিসে ভিজেচে?

শ্রীনা। তোমার ঘামে।

নদে। আমার ঘাম বুঝি কালো?

শ্রীনা। সব কালো জিনিসের রস কালো।

নদে। পাকা জামের রস যে রাঙ্গা।

শ্রীনা। ঠকিচি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুকে কথায় কেউ ঠকাতে পারে না।

তৃতী, প্রতি। ভাল ছেলের লক্ষণ এই, ছিচ্‌কাঁদুনের মত প্যান্ প্যান্ করে কাঁদে না, সকল কথা গায় পেতে নিয়ে জবাব দেয়।

নদে। কথা ত কথা, জল গায় পেতে নিইচি—একদিন এক জায়গায় বল্যে "তোমার গায় জল দিই" আমি ওমনি গা পেতে দিলুম আর হুড় হুড় করে জল ঢেলে দিলে।

তৃতী, প্রতি। কিল, কথা, জল, সব গায় পেতে লওয়া আছে।

নদে। হেমচাঁদ মার্‌লে বলে আমি কি ফির্‌য়ে মাত্তে পারি? তা হলে আঁপনারা আমাকে যে পাগল বল্‌তেন আর ঐ ভাল মান্‌ষের মেয়ে যে আজ ব্যায়জে কাল আমার মাগ হবে, ও যে আমার গায় থুতু দিত। হেমচাঁদ আমার দাদা হয় তাইতে কিছু বল্যেম না, জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।

তৃতী, প্রতি। বয়সের বড় বোনাই বাবার ধাক্কা!

নদেরচাঁদের অজ্ঞাতে শ্রীনাথের প্রবেশ এবং সিন্দুর মাথা হস্তে নদেরচাঁদের চক্ষু আবরণ।

সিন্ধে। নদেরচাঁদ বাবু বল দেখি কে?

ললি। এইবার চতুরতা বোঝা যাবে।

নদে। বল্‌বো বল্‌বো—(চিন্তা) মামা।

শ্রীনা। তোমার বনের ননদের ছেলের। (চক্ষু ছাড়িয়া উপবেশন, সকলের হাস্য)

নদে। এই বুঝি সভ্য মেয়ে, এত লোকের সুমুখে হাসি?

লীলা। (লজ্জাবনতমুখী)

চতু, প্রভি। আইবুড়ো মেয়ের হাসি মাপ কত্তে হয়।

নদে। আমি রাগ কর্‌চি নে আমি কর্ত্তার সঙ্গে এ কথা

বল্‌তে যাচ্চি নে। আমি মেয়ে দেখে বড় খুসি হইচি। আমার হাতে আরো সভ্যতা শিখ্‌তে পার্‌বে।

হেম। মুক্তিমণ্ডপে।

নদে। দেখ সিধু বাবু, আবার গায় পড়ে ঝক্‌ড়া কত্তে আস্‌চে—এক কথা হয়ে গেছে তা এখন মনে করে রেখেচে—দাদাবাবু রাগ করে রয়েছে?—তুমি এ সম্বন্ধের মূলাধার, আবার তুমিই এখানে মুখ ভার করে রইলে?

ললি। রাজকন্যা আপনার হাতছাড়া হলো কেমন করে?

নদে। কাপড়ে আগুন ধরে সেটা পুড়ে মরেচে।

শ্রীনা। চিরকাল পোড়ার চাইতে একবার পোড়া ভাল।

লীলা। (ললিতের প্রতি) আমি বাড়ীর ভিতরে যাই।

নদে। তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও আর আমরা তোমার মামাকে দেখে যাই। (হাস্য)

ললি। আপনি কিছু লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন?

নদে। কর্‌বো না ত কি ওমনি ছাড়্‌বো?

তৃতী, প্রতি। ছেলেটি খুব সপ্রতিভ।

নদে। তবু হেমদাদা প্রথমেই মুষ্‌ড়ে দিয়েছে।

তৃতী, প্রতি। সিধু বাবু এমন ছেলে শ্রীরামপুরে আর কটি আছে?

সিদ্ধে। যোড়া পাওয়া যায় না।

শ্রীনা। তাই বুঝি ইস্‌কাপানের গাড়ীতে নিয়েচে।

নদে। বাবা ইস্‌কাপানের টেক্কায় হরতোনের বিবি।

তৃতী, প্রতি। আপনার ঠাকুর পুষ্যিপুত্র নিয়েছেন কি?

নদে। আমি থাক্‌তে পুষ্যিপুত্র নেবেন কেন?

তৃতী, প্রতি। আপনি ত একটি, আপনার মত শত পুত্র সত্বেও পুষ্যিপুত্র লওয়া শাস্ত্রে অনুমতি আছে।

নদে। মা বলেন আমি একা এক সহস্র।

শ্রীনা। তুমি বেঁচে থাক।

নদে। "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবে হয়ে"—

ললি। মহাশয় এটি গুলির আড্ডা নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী।

হেম। ললিতবাবু আপনি কুলীনের ছেলেকে বাড়ীতে পেয়ে অপমান কর্‌বেন না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেচে গিয়েছেন বই আমরা যেচে আসি নি।

নদে। দাদাবাবু রাগ করেন কেন, আমরা বর, গাল দিলেও সহ্য কর্‌বো, মার্‌লেও সহ্য কর্‌বো, আঁচ্‌ড়ালেও সহ্য কর্‌বো, কাম্‌ড়ালেও সহ্য কর্‌বো—

শ্রীনা। কর্ত্তা বরের গুণগুনো স্বয়ং শুনে নিলেই ভাল হতো।

সিদ্ধে। আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাসা কত্তে হয় জিজ্ঞাসা করুন, বেলা যাচ্চে, বাড়ী যেতে হবে।

নদে। আমরা আজ কল্‌কাতায় থাক্‌বো।

হেম। নদেরচাঁদ যা হয় জিজ্ঞাসা করে ফ্যাল্, দেরি করিস্ কেন?

নদে। ওগো লীলাবতী তুমি বিদ্যাসুন্দর পড়েচ?—

[লজ্জাবনতমুখে লীলাবতীর প্রস্থান।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ শ্রীরামপুরের মুখ হাসালে?

ললি। যেমন শিক্ষা তেমনি পরীক্ষা; গুলির আড্ডায় যে ব্যবহার শিখেছেন ভদ্রসমাজে তা পরিত্যাগ কর্‌বেন কেমন করে?

নদে। ললিত বাবু তুমি যে বড় শক্ত শক্ত বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, তুমি জান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আরাধনা করে নিয়ে এসেচেন, আমার পাদপদ্মে মেয়ে সেধে দিচ্চেন? আমি জোর করে মেয়ে বার্ কত্তে আসি নি। আমার যা খুসি আমি তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বো। তোমার যখন মেয়ে হবে তুমি, গুলি খায় না, গাঁজা খায় না, মদ খায় না, বেড়াতে

চেড়াতে যায় না, এমনি একটি গরুটিকে মেয়ে দান কর, এখানে তোমার কথা কওয়া, এক গাঁয় ঢেঁকি পড়ে এক গাঁয় মাথা ব্যথা।

ললি। (দাঁড়াইয়া) নদেরচাঁদ তোমার সহিত বাদানুবাদ বাতাসে অসি প্রহার—তুমি আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠিত কুলীনকুলের কজ্জল, তোমার নয়ন কি একেবারে চর্ম্মবিহীন হয়েছে? তোমার হৃদয়ক্ষেত্র কি এতই নীরস যে সেখানে একটিও সৎবৃত্তি অঙ্কুরিত হয় নাই? তোমার যদি স্থির চিত্তে চিন্তা কর্‌বের ক্ষমতা থাকে তবে একবার ভাব দেখি তোমার নৃশংস আচরণে কত কুলকামিনী কুলে জলাঞ্জলি দিয়েছে, কত ভদ্র সন্তান তোমার কুসংসর্গে লিপ্ত হয়ে একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে, তোমার চাতুরীবলে কত গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হয়েচে, এইরূপ শত শত কদাচারে কলঙ্কিত হয়ে পবিত্র পুরস্ত্রীর সমীপবর্ত্তী হতে তোমার সঙ্কোচ বোধ হয় না? তোমার এমনি শিষ্ট স্বভাব অন্য পরের কথা কি বলবো তোমার আপনার ভগিনী ভাগিনেয়ী, ভাইজ ভাইঝি তোমায় দেখিবামাত্র ঘোমটা দেয়; তোমার কি তাতে মনে ঘৃণা হয় না?—তোমার পূর্ব্বরমণীর মরণবৃত্তান্ত একবার স্মরণপথে আনয়ন কর দেখি—কি ভীষণ ব্যাপার! কামান্ধ পতির পশুবৎ ব্যবহারে নববিবাহিতা বালিকা ফুলশয্যায় শমনশয্যায় শয়ন করেছিল। যে হাতে নব বনিতা হত্যা করেছ আবার সেই হাতে গৃহস্থবালা লতে চাও—সাধারণ ধৃষ্টতার লক্ষণ নয়। তুমি এমনি বিবেচনাশূন্য, তোমার মাস্‌তুতো ভাইকে ভদ্রসমাজে অম্লান বদনে যৎকুৎসিত সম্পর্ক-বিরুদ্ধ গালাগালি দিলে—তুমি এমনি নির্লজ্জ যে বিশুদ্ধস্বভাবা কুলকন্যার পরিণেতা হতে যাচ্চো তাকে সকলের সাক্ষাতে জলের মত জিজ্ঞাসা কল্যে বিদ্যাসুন্দর পড়েছে কি না—শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কাদম্বরী, মেঘনাদ বধ, ধর্ম্মনীতি,

সুশীলার উপাখ্যান তোমার মুখে এল না—তুমি পুরুষাধম, তোমার কৌলীন্যেও ধিক্, ঐশ্বর্য্যেও ধিক্, তোমার জীবনেও ধিক্।

নদে, হেম। (মেজ চাপড়াইয়া) বেশ্ বেশ্—

হেম। আমরাও বক্তৃতা কর্‌বো—নদেরচাঁদ তোর মনে আছে ত?

নদে। লেখা পড়া না জিজ্ঞাসা কর্‌লে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাব্‌বেন আমি লেখা পড়া জানি নে—

শ্রীনা। আচ্ছা, আমি লীলাকে আন্‌চি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

নদে। সিধু বাবু একখান বইয়ের নাম করুন তো।

সিদ্ধে। "গুলি হাড়কালী"।

শ্রীনাথ এবং লীলাবতীর প্রবেশ।

নদে। আমি কোন বইয়ের নাম কর্‌লেই ললিতবাবু আমাকে এখনি আবার বাপান্ত কর্‌বেন।

ললি। আমি আপনাকে বাপান্ত করি নি।

নদে। বাপান্তের বোনাই করেচেন, আমায় যথোচিত অপমান করেচেন। সে ভালই করেচেন—শ্রীরামপুর হলে কত্তে পাত্তেন না—এখন আপনি মেয়ে মানুষটিকে বলুন যে বই হয় একটু পড়ুন।

লীলা। (পুস্তক গ্রহণ করিয়া।) "গ্রীস দেশের অন্তর্গত স্পার্টা নামক মহানগরে লিয়ানিদা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তাঁহার কন্যার নাম চিলোনিস্। বিপত্তিসময়ে ঐ বামা প্রথমে পিতৃভক্তি পরে পতিভক্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সাতিশয় আশ্চর্য্য, একারণ প্রথমে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল। একদা"—

নদে। আর পড়্‌তে হবে না।

সিদ্ধে। "রহস্য-সন্দর্ভ" নীতিগর্ভ পত্র বলে গণ্য—সম্পাদকীয় কার্য্য অতি বিজ্ঞ লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়েছে।

নদে। ওখানি কি রসকন্দর্প? গুড়গুড়ে লেখে বুঝি?

হেম। এখন আমরা বক্তৃতা করি।

নদে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখনি আস্‌বেন।

সিদ্ধে। তাঁর আস্‌বের বিলম্ব আছে, আপনি বক্তৃতা করে বিদ্যার পরীক্ষা দেন।

হেম। নদেরচাঁদ বিবাহ বিষয়ে বল্‌।

ললি। অতি বিহিত বিষয় প্রস্তাব করেচেন।

নদে। যে আজ্ঞা (গাত্রোত্থান) আমি অধিক বল্‌তে পারবো না।

সিদ্ধে। যা পারেন তাই বলুন।

(নদেরচাঁদের অজ্ঞাতসারে শ্রীনাথ কর্তৃক নদেরচাঁদের চেয়ারখানি স্থানান্তরিত)

নদে। প্রিয়বন্ধুগণ—প্রিয়বন্ধুগণ এবং—প্রিয়বন্ধুগণ ও প্রেয়সী মেয়েমানুষ!—অতএব এত বিদ্যাবিষয়ের হ্রদ পণ্ডিত পাটালির নিকটে—নিকটে—পাটালির নিকটে—আমার বক্তৃতা করা কেবল হাঁসভাজা হওয়া—হাস্য-ভাজন। মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের বক্তৃতা বিষম ব্যাপার—লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত। বিষয় মনে থাকে যদি, কথা জোটে না, কথা জোটে যদি, বিষয় মনে থাকে না। সুতরাং কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া বক্তৃতা করিতে বাধ্য না হওয়া কাপুরুষের কাজ। আপনারা যথাসাধ্য অধৈর্য্য সম্বল করে শুনুন। বিবাহ হয় এক কল্প বট, তার তলায় বসে যা চাও তাই পাওয়া যায়। বিবাহের অনুগ্রহে বংশরূপ শামাদানে ছেলেরূপ বাতি দিয়ে ঘর আলো করে ফেলা যায়। আরো দেখুন—যদি আমি হতে পারি স্বাধীনতাতে বল্‌তে এমন—দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং—যেহেতু রামছাগলের গলদেশের স্তনের ন্যায় বিফল।

ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে রোমশ পশু আছে—আরবদেশের বালির উপর দিয়ে উটগুলো বড় বড় মোট মাতায় করিয়া চলে যেতে পারে ব্যতীত পান করে একফোঁটা জল অনেক ক্ষণ। অতএব বিবাহ বলিতে গেলেই বন্ধুতা এসে পড়ে—বিবাহ হয় এক বৃক্ষ, বন্ধুতা তার ফুল। বিবাহের কত কৌশল তা মৎসদৃশ ব্যক্তিগণ শতমুখী হলে বল্‌তে পারে। দেখুন জাম পাক্‌লে কালো হয়, চুল পাক্‌লে শাদা হয়—যদি বলেন জাম পাক্‌লে রাঙ্গা হয়, সে পাকা নয়, সে ডাঁসা—যদি বলেন চুল পাক্‌লে কটা হয়, সে কটা নয়, সে কলোপ দেওয়া। আরো দেখুন সকলি ছুই ছুই, চন্দ্র সূর্য্য, রাত দিন, পথ ঘাট, হুঁকো কল্কে, ঢাক ঢোল, ঘর দোর, হাতা বেড়ী, শৃগাল শকুন, স্ত্রী পুরুষ। সুতরাং জীবসকলকে বাচাইবার জন্য স্ত্রীলোক গর্ভমতী হইলে আপনা আপনিই নিতম্বে ছুদ এসে পড়ে—

[সলাজে লীলাবতীর প্রস্থান। সকলের হাস্য।

আরো দেখুন মাতৃ ভাষা কেমন কাহিল হয়ে গিয়েছেন—

হেম। ও যে আমি বল্‌ব—তুমি বসো।

নদে। অতএব বন্ধুগণ দাদাকে আসর দিয়ে আমি মধুরেণ সমাপয়েৎ।

(যেমন বসিতে যাবেন অমনি ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পতন, সকলের হাস্য।)

হেম। চেয়ার যে সর্‌য়ে রেখেছে, তা বুঝি দেখ্‌তে পাও নি ?

নদে। ও মা গিইচি—বাবা গো মেরে ফেলেচে—কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে—শালারা আমারে যেন পাগল পেয়েছে—আমার যেন মা বাপ কেউ নেই—(চেয়ার লইয়া উপবেশন।)

হেম। প্রিয়বন্ধুগণ! আমার গুণিগণাগ্রগণ্য ধন্য মান্য বদান্য বন্ধ ভ্রাতা যাহা বল্যেন, যাহা—যাহা বল্যেন—বল্যেন,

তাহা বল্যেন। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই মাতৃভাষায় চাষ না দিলে—না দিলে, আমাদের ভাল চিহ্ন নয়—আমাদের আচার অর্থাৎ রীতি, নীতি, কাসুন্দি, কখন ভাল হবে না। মাতৃভাষা না খেতে পেয়ে মরো মরো হয়েছেন, যথা সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং—অতএব হে ভ্রাতৃপদারবিন্দ! এস আমরা মাতৃভাষাকে আহার দিই—চেয়ে দেখ, ঐ মাতৃভাষা দীনা, হীনা, ক্ষীণা, মলিনা, পিঁচুটিনয়না, কাঠকুড়ানীর মত রথের কাছে দাঁড়্যে সে জন—চুল ঢুসনা হইয়া গিয়াছে, কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, দন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গে খড়ি উড়িতেছে, হস্ত অবশ হইয়াছে, পদ মুচ্‌ড়ে যাইতেছে। অশন নাই, বসন নাই, ভূষণ নাই। হে ভ্রাতৃবীরেন্দ্র! তোমরা আমার কথা অতুচ্ছ কর না। তোমরা মাতৃভাষাকে আহার দিতে চাও দাও কিন্তু দেখ যেন কর্কশ জিনিস দিয়ে তাঁর গলা ছিঁড়ে দিও না—উপসের মুখে একটু—একটু মোলায়েম সামগ্রী নইলে খাওয়া যায় না। কতকগুনো পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃভাষাকে দগ্ধে মার্‌চেন। পয়ারে বয়ারদের পয়ার গয়ারের মত—কিন্তু সরল গয়ার নয়, গলা আঁচড়ে তোলা—তাঁদের ত্বরায় যক্ষ্মা হবে। তাঁদের পদ্যে এত রস তাঁদের পদ্য, পদ্য কি গদ্য, কেবল চোদ্দয় জানা যায়। মাতৃভাষা স্বাধীনতার শোকে গলায় দড়ি দিয়ে সজ্‌নে গাছে ঝুল্‌ছিলেন, গলার গোড়ায় ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, বিদ্যাসাগর বাবু—মহাশয়—তাঁকে অমৃত খাইয়ে সজীব করেছেন—অতএব হে দেশহিতৈষিণী সভ্যগণ! তোমাদের আমি "বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ" করিয়া বলিতেছি তোমরা মাতৃভাষাকে বড় কর—মাতৃভাষা বড় হলে দেশের—দেশের—অনেক ভাল হবে। বিধবার বিয়ে হবে—রাস্তা ঘাটে ময়লা থাক্‌বে না—গরুগণ অগণন দুগ্ধ দান কর্‌বে—বৃক্ষ ফলবতী হইবে—ইন্দ্রদেব তোড়ের সহিত বারি বর্ষণ করবেন—জাতিভেদ উঠে যাবে—

বহুবিবাহ বন্দ হবে—কুলীনের মিছে মর্য্যাদা থাক্‌বে না—আমরা কাটিয়ে যাবো। মনোযোগ না কর্‌লে কোন কর্ম্ম হয় না—সুতরাং এই স্থলে বেদব্যাসের বিশ্রাম করিয়া আমি ফিরে, নিই আমার বস্‌বের স্থান।

সিদ্ধে। বাহবা হেম বাবু, বেশ বলেচেন।

নদে। মুখস্থ করে এসেছিল।

হেম। আমি এখন রোজ রোজ বক্তৃতা কর্‌বো—মুখ বুজে থাক্‌লে বেকল হয়ে যেতে হয়।

রঘুয়ার প্রবেশ।

শ্রীনা। রঘুয়ার চেহারা আর নদেরচাঁদের চেহারা এ পিট ও পিট, তবে রঘুয়ার হাত দুখানি মুলো, আর একটু বেঁকে চলে।

ললি। এ ব্যাটা নতুন উড়ে; মালীর বাড়ী হতে এসেচে।

রঘু। আপনঙ্কর[১] লেখা পড়ি হ্যালানিটিকি[২] ? কর্ত্তাবাবু আউছঁন্তি[৩] (নদেরচাঁদের বস্ত্রে কালি, এবং বদনে সিন্দূর অবলোকন করিয়া) এ কঁড়[৪] মঃ[৫] বাবু তো সেয়াংওপরি[৬] দুশুচি[৭] গুটে[৮]—পাচ্‌ড়া[৯] কদড়ি[১০] হাতেরে হুয়গাকি[১১]।

নদে। আরে উড়ে ম্যাড়া তুই আমারে কি বল্‌চিস ?

রঘু। বাবুমানে[১২] আপনাঙ্কো[১৩] ভালুপিলা[১৪] সাজাউচি[১৫] আউ কঁড় ? মুগাপটা[১৬] কাড়রে[১৭] তিতি গলা।

নদে। দূর সড়া দাসো।

---

১ আপনাদিগের
২ হইল না কি ?
৩ আসিতেছেন
৪ কি
৫ বাহবা
৬ সংএর মত
৭ দেখাইতেছে
৮ এক
৯ পাকা
১০ মত্তা
১১ হইত
১২ বাবুরা
১৩ আপনাকে
১৪ ভালুকের ছানা,
১৫ সাজ্‌য়েছে
১৬ কাপড়
১৭ কালিতে

রঘু। মঃ[18] মনিমা[19] হেই এপরি কহুচ[20]? মু[21] পিলাটি,[22] গোরিবপুও, কঁড় করিবি, প্রভু লোকনাথো বুঝ্মনা[23] করিবে।

নদে। তুই সড়া আমায় দেখে হাঁস্‌লি কেন?

রঘু। আপনো মনুষ্য চরাউ মু গোরু চরাউচি, আপন মনিমা, প্রভু, অবধান, মু চরণ ঝড়াকু পাঁহরা[24]—আপনো ঐরাবতঃ মু ঘুঞ্চিমুষা[25]—আপনো জেবে গালি দেব মু কঁড় করিবি? আপনো সড়া বইল কাঁই কি? আপনো কি মোর ভেন্নুই[26]? আপনো কি মোর ভোঁড়ির[27] ঘোঁইতা[28]?

নদে। শালা উড়ে ম্যাড়া ফের যদি বক্‌বি তো জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব।

রঘু। মারো স্বাঁত[29], মু হাজির অছি—

অল্‌পিকে সল্‌পিকে লোকে[30]
মনে বহন্তি[31] গর্ব্বিতা;
সারু[32] গছ মূলে ভেকো
ছত্র দণ্ড ধরাইতা;

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু এবারে আপনাকে রাজছত্র দিয়েছে, অরে কিছু বল্‌বেন না—

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতের প্রবেশ।

নদে। মহাশয় আমরা যথোচিত খুসি হইচি—পড়্‌তে শুন্‌তে বেশ, আমি যা যা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম সব বল্‌তে পেরেচেন, কেবল একটা ছুটো ললিত বাবু বলে দিয়েচেন—

---

১৮ বাহবা ২২ ছেলেটি ২৬ বোনাই ৩০ ক্ষুদ্রান্তঃকরণলোকদের
১৯ প্রভু ২৩ বিবেচনা ২৭ ভগিনীর ৩১ প্রবাহিত
২০ কহিতেছেন ২৪ ঝাঁটা ২৮ স্বামী ৩২ মানকচু
২১ আমি ২৫ ঝাটবিড়ালি ২৯ স্বামী

ললিত বাবু উত্তম বালক, খুব বিদ্যা শিখেচেন, আমার যথোচিত আদর করেচেন—

হেম। (মৃদুস্বরে) নদেরচাঁদ মুখ পোঁচ্।

নদে। তুই কেন মুখ গোঁজ্ না ?

হর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মুখ এমন করে দিলে কে ?

শ্রীনা। বাড়ী হতে ঐরূপ করে এসেচেন, ওঁর মা কাচ্ করে দিয়েচেন।

হর। মুখ পুঁচে ফেল বাবা, লালগুঁড়ো লেগে রয়েচে, কুলীনের ছেলে, বড় মান্‌ষের ভাগ্‌নে, আমার কত সৌভাগ্য উনি আমার বাড়ী এসেচেন।

নদে। (কাপড় দিয়া মুখ মুছিয়া) বাহবা লালগুঁড়ো লাগ্‌লো কেমন করে ?

শ্রীনা। পথে আস্‌তে রৌদ্রের গুঁড়ো লেগেচে।

নদে। সে যে শাদা।

হর। লীলাবতী কোথায় ?

নদে। আমি তাকে বাড়ীর ভেতর পাঠ্‌য়ে দিইচি, পড়াশুনা সব হয়ে গিয়েচে।

হর। জল খাওয়াবার জায়গা হয়েচে ?

নদে। আমি বিবাহের অগ্রে এখানে কিছু খেতে পার্‌বো না, আমাদের বংশের এমন রীতি নাই।

হর। বটে ত, বটে ত, আমার ভুল হয়েছে। দেখ্‌লে পণ্ডিত মহাশয়, সিংহের শাবক ভূমিষ্ঠ হইয়াই হস্তীর মুণ্ড ভক্ষণ করে, কারো শিখ্‌য়ে দিতে হয় না।

শ্রীনা। আর কেউ কেউ বার হয়েই ডাল ধরে।

নদে। সে বাঁদর, আমি স্বচক্ষে দেখিচি।

হেম। নদেরচাঁদ, চলো তোমাকে ও-বাড়ীতে জল খাইয়ে নিয়ে যাই।

নদে। (হরবিলাসের পদধূলি গ্রহণ) আমি বিদায় হই।

হর। এস বাবা এস—ললিতমোহন সঙ্গে যাও।

ললি। সিদ্ধেশ্বর বসো, আমি আসচি।

[নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ এবং ললিতমোহনের প্রস্থান।

হর। মেজো খুড়ো ছেলে দেখ্‌লেন কেমন? আপনাকে আমি জেদ করে এখানে পাঠ্‌য়েছিলেম, যেহেতু আপনি বিজ্ঞ, আপনি ভাল মন্দ বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পারেন। কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তানের মধ্যে নদেরচাঁদের মত কুলীন আর নাই। অতি উচ্চ বংশ।

তৃতী, প্রতি। বংশ উঁচু, রূপ নইচে, গুণ চট্—বেস্তর বেস্তর বয়াটে ছেলে দেখিচি, এমন বয়াটে ছেলে বাপের কালে দেখি নি—আবাগের ব্যাটার সঙ্গে ঘণ্টা দুই বসে ছিলেম, বোধ হলো দুই যুগ—যমযাতনা এর চেয়ে ভাল। হাত-পাগুলিন শুক্‌নো কুলের ডাল, আঙ্গুলগুলিন কাঁকৃড়া, চক্ষু দুটি কাঠঠোক্‌রার বাসা, কথা কইলে দাঁড়কাক ডাকে, হাসলে ভালুকে শাক আলু খায়। বুদ্ধিতে উড়ে, সভ্যতায় সাঁওতাল, বিদ্যায় গারো, লজ্জায় কুকী, বজ্জাতিতে বাকরগঞ্জ। মেয়েটি হামানদিস্তেয় ফেলে থেতো করে ফেলুন, এমন নরাকার নেকড়ের হাতে দেবেন না।

প্র, প্রতি। মেজো খুড়ো মেলের ঘরটা বিবেচনা কল্যেন না?

হর। মেজো খুড়ো শিং ভেঙ্গে পালে মিশেচেন—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রে কন্যাদান সকলের ভাগ্যে হয় না। ছেলেটি অশিষ্ট কেমন করে বলি। আমার সঙ্গে কেমন কথাবার্ত্তা কইলে, কিরূপে বিদ্যার পরীক্ষা করেচে তা বল্যে, আবার যাবার সময় পায়ের ধূলা লয়ে গেল। বিদ্যা না থাক্‌লে বিদ্যার পরীক্ষা লতে পারে না।

শ্রীনা। বিদ্যার পরীক্ষা "আইমা হরিণের শিং।"

প্র, প্রতি। তোমাদের নিন্দা করা স্বভাব—কি মন্দ পরীক্ষা করেচে? মহাশয় এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়্য়ে উটে কত কথা বল্লে তা আমি সকল বুঝ্তে পাল্লেম না, কারণ তাতে অনেক সংস্কৃত এবং এংরাজি ছিল।

তৃতী, প্রতি। এংরাজি মাতামুণ্ডু বলেচে, তবে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলেচে বটে, কিন্তু তা শুনে ব্যাটার মাথায় যে একখান চেয়ার ফেলে মারি নি সে কেবল ভদ্রলোকের বাড়ী বলে। "দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং।" ব্যাটা কি শ্লোকই বলেচে।

প্র, প্রতি। ঐ শ্লোকটিই বটে—কেমন মহাশয় এটি কি মন্দ বলেচে।

হর। আমার মাথা বলেচে—আবাগের ব্যাটা যদি একটু লেখা পড়া শিক্তো তা হলে কার সাধ্য এ সম্বন্ধে একটি কথা কয়। তা যাই হোক্, এমন কুলীন আমি প্রাণ থাক্তে ত্যাগ কত্তে পার্বো না। ঈশ্বর তাকে যে মান দিয়েচেন তা কি লোকে কেড়ে নিতে পারে?

সিদ্ধে। মহাশয়, আপনি পিতৃতুল্য, আপনার সুমুখে আমাদের কথা কইতে ভয় করে, কিন্তু অন্তঃকরণে ক্লেশ পেলে কথা আপনিই বের্য়ে পড়ে—কুলীন অকুলীনে সমাজের বিভাগ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। পরমেশ্বর জীবকে যে যে শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন তাহার পরিবর্ত্তন নাই, এবং সেই সেই শ্রেণী আদি কাল হতে সমভাবে চলে আস্ছে এবং অভিন্নরূপে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চল্বে। মানুষের শ্রেণীতে মানুষেরি জন্ম হচ্চে, হাতীর শ্রেণীতে হাতীই জন্মাচ্চে, ঘোড়ার শ্রেণীতে ঘোড়ারি জন্ম হচ্চে, মনুষ্যের শ্রেণীতে কখনও সাপ জন্মায় না, এবং সাপের বংশে কখন মানুষ জন্মায় না। কিন্তু কুলীন অকুলীন সম্ভবপ্রণালী এরূপ নহে। যে সকল সদ্গুণের জন্য কতক লোক পূর্ব্বকালে কুলীন বলে গণ্য হয়েছিলেন,

তাঁহাদের বংশে এমন এমন কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করেছে যে তাহারা ঐ সকল সদ্‌গুণের একটিকেও গ্রহণ করে নাই বরং অশেষবিধ অগুণের আধার হয়েছে, তাহার এক দেদীপ্য দৃষ্টান্তস্থল বদান্য ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র নরাধম নদেরচাঁদ। সদ্‌গুণের অভাব দোষে কতক লোক সে কালে অকুলীন বলে চিহ্নিত হয়, কিন্ত কালক্রমে তাঁহাদের বংশে এমত এমত কুলতিলক জন্মেছে যে তাহাদের সদ্‌গুণে ভারতভূমি আলোকময় হয়েছে, তাহার এক মধুর দৃষ্টান্তস্থল ললিতমোহন। কৌলীন্য অকৌলীন্য পরমেশ্বরদত্ত নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে কৌলীন্য অকৌলীন্যের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কুলীনে কন্যা দান কর্‌লে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় না এবং অকুলীনে কন্যা দান কর্‌লে ধর্ম্মের হ্রাস হয় না। বল্লালসেন মহতের সম্মানের জন্য কুলীন শ্রেণী সংস্থাপন করেন, অসতের পূজা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। তিনি ভ্রমবশতঃ কুলীন বংশজ নিকৃষ্ট নরাধমদিগের কৌলীন্য চ্যুত এবং অকুলীন বংশজ. মহৎ লোককে কুলীনশ্রেণীস্থ করবের নিয়ম করেন নাই। সেই জন্যই আমাদের দেশে বিবাহ সংস্কার এত ঘৃণিত হয়ে উঠেছে, সেই জন্যই কত রূপগুণসম্পন্না বালিকা মূর্খ কুলীনের হাতে পড়ে দুঃখে প্রাণ ত্যাগ কচ্চে, সেই জন্যই আপনার এমন লীলাবতী গণ্ডমূর্খ নদেরচাঁদের হাতে পড়্‌চেন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, বিশেষতঃ আপনার লীলাবতী। নচেৎ লীলাবতী আপনার পায় ধরে কেঁদে বল্‌তেন "আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো না, একবার আমার মাকে মনে করে আমার মুখ পানে চাও।" নদেরচাঁদ অতি পাষণ্ড, তার সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ শূকরের পায় মুক্ত পরানো। কোন মেয়ে তার কাছে বিবাহের সুখ লাভ কত্তে পারে না—

তৃতী, প্রতি। সিদ্ধেশ্বর অতি উত্তম ছেলে, বিবাহ বিষয়ে যথার্থ কথাই বলেচেন।

হর। সিদ্ধেশ্বর বড় উত্তম ছেলে। যেমন চেহারা তেমনি চরিত্র, তেমনি বিদ্যা জন্মেছে।

তৃতী, প্রতি। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর আজ কাল কালেজের চূড়াস্বরূপ। আপনি নদেরচাঁদ ছেড়ে দিয়ে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিয়ে দেন। শত জন্ম তপস্যা না কর্‌লে ললিতের মত জামাতা পাওয়া যায় না; ছেলে যার নাম।

হর। তা কি আমি জানি নে, সেই জন্যই ত ললিতকে পুষ্যিপুত্র কর্‌চি—আপনারা যারে জামাই কত্তে বল্‌চেন আমি তাকে পুত্র কর্‌চি, তবে ললিতের গুণ আমি অধিক গ্রহণ করিচি না আপনারা অধিক গ্রহণ করেচেন? ললিতকে আমার সমুদায় বিষয়ের মালিক কর্‌ব।

শ্রীনা। ললিতমোহন জ্ঞানবান্, সে কি কখন পুষ্যিএঁড়ে হতে সম্মত হবে? যাতে দু দিকে তেরাত্রি শ্রাদ্ধ তা কি কোন বুদ্ধিমানে হতে চায়। আর যার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র স্নেহরস আছে, সে কখন ঔরসজাত মেয়ে থাক্‌তে পুষ্যিএঁড়ে গ্রহণ করে না।

প্রথ, প্রতি। তবে পূর্ব্বপুরুষের নামগুলিন লুপ্ত হয়ে যাক্। এক এক জন এক এক শয়।

হর। আমি কারো সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে চাই না, আমি যা ভাল বুঝ্‌বো তাই কর্‌বো।

পণ্ডি। ললিতের সহিত বিবাহ যদ্যপি যুক্তিসিদ্ধ না হয় তবে অপর কোন সুপাত্র দেখে লীলাবতীর বিবাহ দেন, নদেরচাঁদটা নিতান্ত নরপ্রেত।

হর। কিন্তু তার মত কুলীন পৃথিবীতে নাই। আপনারা বাইরে যান আমি পণ্ডিত মহাশয়কে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো।

[হরবিলাস এবং পণ্ডিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পণ্ডি। আমি আপনার কুলের খর্ব্বতা হয় এমন কর্ম্ম

কত্তে বল্‌চি নে। জানবাজারে আমি যে পাত্রের কথা নিবেদন করিচি সে অতি বিদ্বান্ এবং কুলীনও কম নয়।

হর। তাতে একটা দোষ পড়্‌চে—তার প্রপিতামহ কানাই ছোট্‌ঠাকুরের ঘরে মেয়ে দিয়েছে। বিশেষ আমি কথা দিয়ে এখন অস্বীকার করি কেমন করে। রাজকন্যার সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধ আমার অনুরোধে ভেঙ্গে দিয়েচে। আমি এখন অন্য মত কর্‌লে আমার কি জাত থাকে, আপনি ত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, বিবেচক, বলুন দেখি? এখন আমার আর হাত নাই।

পণ্ডি। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলে আপনার আরো হাত থাক্‌বে না—আপনাকে প্রস্তাবনাতেই বলা গিয়াছে, এ সম্বন্ধে ভরাভর দেবেন না, তা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে কোন মতে কুলীন কুমারটি হস্তগত হয়, আপনি আমাদের কথা শুন্‌বেন কেন?

হর। আপনি যথার্থ অনুভব করেচেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছে নদেরচাঁদকে জামাই করি। বিশেষ ভোলানাথ বাবু যখন আমার অনুরোধে রাজার বাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছেন তখন আমি কি আর বিয়ে না দিয়ে বাঁচি। ঘটক বল্যে এখন বিয়ে না দিলে বড় নিন্দে হবে।

পণ্ডি। যদি আপনার অনুরোধে রাজবাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে থাকে তবে আপনার এক্ষণে বিয়ে না দেওয়ায় নিন্দে হতে পারে, কিন্তু আমি বোধ করি রাজারা ছেলে দেখে পেচ্‌য়েছে, ভোলানাথ বাবু যে রাজবাড়ীর সম্বন্ধ ত্যাগ কর্‌বেন এমত বোধ হয় না।

হর। না মহাশয়, ঘটক আমাকে বিশেষ করে বলেচে, ভোলানাথ বাবু কেবল আমার অনুরোধে রাজকন্যা পরিত্যাগ করেচেন।

পণ্ডি। সেটা বিশেষ করে জানা কর্ত্তব্য।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। বিবাহটা ত্বরায় হয়ে গেলে বাঁচি—সকলেই এক-জোট।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। আপনার একখানি চিটি এসেচে।

[লিপি প্রদান করিয়া শ্রীনাথের প্রস্থান।

হর। আমায় কে চিটি পাঠালে—

(লিপি পাঠ)

প্রণাম নিবেদনমেতৎ।

আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারাসুন্দরী জীবিতা আছেন। চোরেরা কানপুরে তারাসুন্দরীকে বারবিলাসিনীপল্লীতে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়, তথায় সেই সময় একজন ক্ষত্রিয় মহাজন বাস করেন, তিনি তারার কোমল বয়স এবং সুন্দরতা দেখিয়া, বৎসলতাপরবশ হইয়া তারাকে ক্রেয় করিয়া কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সদ্বংশজাত পাত্রে তারার পরিণয় হইয়াছে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। পোষ্যপুত্র লওয়া রহিত করুন, ত্বরায় পুত্র, কন্যা, উভয়কে প্রাপ্ত হইবেন। ইতি।

অনুগত জনস্য।

চারি দিক্ থেকে আমায় পাগল কল্যে—কোন্ ব্যাটা পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কর্‌বের জন্য হারা মেয়ে পাওয়া গিয়েছে বলে এক চিটি পাঠ্য়েছে—আমি আর ভুলি নে—সে-বারে দিল্লীতে তারা আছে একজন সন্ধান দিলে, তার পর কত টাকা ব্যয় করে সেখানে লোক পাঠ্য়ে জান্‌লেম সকলি মিথ্যা। কি ষড়্‌যন্ত্র হচ্চে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। চিটিখান লুকুয়ে রাখি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। অনাথবন্ধুর মন্দির।

যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবনের প্রবেশ।

যজ্ঞে। তুমি অকারণে আমাকে এখানে রাখ্‌তেছ—আমি আর তোমার কথা শুন্‌বো না।

যোগ। বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি। তুমি যদি অরবিন্দের সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলে দিতে পার তোমাকে হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন।

যজ্ঞে। আমি জান্‌লে ত বল্‌বো।

যোগ। আমি তোমায় বলে দেব।

যজ্ঞে। কবে বলে দেবে, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে বলায় ফল কি? আর তুমি যদি জানই নিজে কেন পারিতোষিক লও না? যে কাজে তুমি আপনি যেতে সাহসিক নও, সে কাজে আমাকে পাঠ্‌য়ে কেন বিপদ্‌গ্রস্ত কর?

যোগ। আমার টাকায় প্রয়োজন কি? আমি ব্রহ্মচারী, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করি, আর বিশ্বাধারের মানসিক পূজায় পরমানন্দ অনুভব করি। আমার অভাবও নাই, ভয়ও নাই—

"ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সুহৃদয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥"

আমি ভয় হেতু আপনি যেতে অস্বীকার হচ্চি না—আমার না যাওয়ার কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

যজ্ঞে। আমিও ত ব্রহ্মচারী।

যোগ। তুমি ব্রহ্মচারী বটে, কিন্তু তুমি নির্জ্জন স্থানে থাকিতে চেষ্টা কচ্চো, সুতরাং তোমার টাকার আবশ্যক।

যজ্ঞে। তুমি যে বলেছিলে একটি নির্জ্জন স্থান বলে দেবে, দিলে না ?

যোগ। তুমি ব্যস্ত হও কেন, তোমাকে যা বলি এখন তাই কর, তার পর তোমাকে গোপন স্থান বলে দেব।

যজ্ঞে। গোপন স্থানের কথা আগে বলে দাও, তার পর তোমার কথা শুন্‌বো। কোথায় সে স্থান, কত দূর, কিরূপে থাক্‌তে হবে, সব বলো তার পর তোমার কার্য্যসিদ্ধি করে দিয়ে আমি সেখানে যাব—এ দেশ থেকে যত শীঘ্র যেতে পারি ততই মঙ্গল।

যোগ। কটকের দশ ক্রোশ দক্ষিণে ভুবনেশ্বরের মন্দির আছে, সেই মন্দিরের এক ক্রোশ পশ্চিমে খণ্ডগিরি নামে একটি পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের গায় সন্ন্যাসীদিগের বাসের যোগ্য অনেকগুলি গুহা খোদিত আছে, তার এক গুহাতে গিয়ে বাস কর, লোকে জানা দূরে থাক্, যমে জান্‌তে পার্‌বে না।

যজ্ঞে। যদি বাঘে খেয়ে ফেলে।

যোগ। সেখানে বাঘ ভালুকের বিশেষ ভয় নাই—সেখানে অনেক মহাপুরুষ বাস করেন, তুমি তাঁহাদের সঙ্গে থাক্‌বে।

যজ্ঞে। নিকটে থানাটানা আছে ?

যোগ। কিছু না—চারি দিকে নিবিড় জঙ্গল।

যজ্ঞে। সেখান থেকে ঠাকুরবাড়ী কত দূর ?

যোগ। প্রায় দশ ক্রোশ।

যজ্ঞে। বেশ কথা আমি সেইখানেই যাব—এখন বলো তোমায় কি কত্তে হবে।

যোগ। তুমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাও, তাঁকে বিশেষ করে বলো, তাঁর অরবিন্দ ত্বরায় আস্‌বেন, পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত করুন—আমার নাম করো না।

যজ্ঞে। যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন কেমন করে জান্‌লে ?

যোগ। তুমি বল্‌বে প্রয়াগে তোমার সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল আর তোমাকে বলেছেন ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন।

যজ্ঞে। যদি জিজ্ঞাসা করে কিরূপ চেহারা ?

যোগ। বল্‌বে তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণ, আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন, যোড়া ভুরু, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দীর্ঘ নাসিকা, মস্তকে নিবিড় কুঞ্চিত কেশ, বিশাল ললাট।

যজ্ঞে। এ বল্যে বিশ্বাস কর্‌বে কেন ? ওরূপ চেহারার অনেক মানুষ আছে, তোমার যদি অল্প বয়সে দাড়ি না থাক্‌তো তোমাকে অরবিন্দ বলে গ্রহণ করা যায়।

যোগ। তুমি বল্‌বে অরবিন্দের স্ত্রীর নাম ক্ষীরোদবাসিনী।

যজ্ঞে। যদি বলে কোথায় আছে ?

যোগ। বলো আপাতত: জানি নে, ত্বরায় বল্‌বো।

রঘুয়ার প্রবেশ।

রঘু। এ গোঁসাই, বাহারকু[১] যিবাউঁ[২] মাই কিনিয়া মানে[৩] এ ঠারে[৪] আসিছন্তি ; সেমানে[৫] চাণ্ডে[৬] শিবমুণ্ডে পানী দেই যিবে, তঁয়িউতারু[৭] আপনোমানে নেউটি[৮] আসিব।

যজ্ঞে। আমরা ব্রহ্মচারী আমাদের থাকায় দোষ কি ?

রঘু। দোষ থিলে[৯] কোঁড় ন খিলে কোঁড় ? মতে[১০]

---

১ বাহিরে ২ যাউন ৩ স্ত্রীলোকেরা ৪ এখানে
৫ তাহারা ৬ শীঘ্র ৭ তার পরে ৮ ফিরিয়া
৯ থাকিলে ১০ আমাকে

কহিছন্তি[১১] কি সেঠি[১২] যেপরি[১৩] গুটে পুরুষপো ন রহিবে, আপনোমানে গোঁসাই কি ব্রহ্মচারী কি পুরুষ পুরা[১৪]? গোঁসাই ত গোঁসাই, মরদ কুকুর, মরদ ঝিটিপিটি,[১৫] মরদ পিপ্‌পুড়িটা[১৬] কাড়ি[১৭] দেবি[১৮]।

যোগ। এ ধন[১৯]! এপরি কাঁহি কি[২০] কহুচু[২১]! যোগী মানে মাইপোমানাঙ্কু[২২] জননী পরি দেখন্তি,[২৩] সেমানঙ্ক পাখেরে[২৪] কেউ নিসি[২৫] লাজ নাহি।

রঘু। আপন তো মহাপ্রভু ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, আপনো পুরস্তমরে[২৬] থিলে,[২৭] আম্ভর[২৮] গুটে[২৯] কথা শুনিবাকু[৩০] হেউ—আম্ভর বাহা[৩১] কেতো দিনে হেবো কহিবাকু অবধান[৩২] হেউ, মু আপনোঙ্কর চরণতলুকু[৩৩] পড়ুচি[৩৪]। (যোগজীবনের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।) মোর কেহি নাহি, মু[৩৫] বাটে বাটে[৩৬] বুলুচি[৩৭]।

যজ্ঞে। বাহবা, তোমার কথায় খুব নরম হয়েচে।

রঘু। সে মোর বাপো, সে যেবে কহি দেবে মতে[৩৮] গুটে টকি[৩৯] মিলিব[৪০]।

যোগ। তু দ্বিকুড়ি টঙ্কা ঘেনি[৪১] ঘরকু[৪২] যা বড়্‌চোনার

১১ বলিয়াছে ১২ সেখানে ১৩ যেন ১৪ পুরুষ তো
১৫ টিক্‌টিকি ১৬ পিপীলিকা ১৭ বাহির করিয়া
১৮ দিব ১৯ ও বাছা ২০ কি জন্ত ২১ বল্‌চো
২২ স্ত্রীলোকদিগের ২৩ দেখেন ২৪ নিকটে ২৫ কোন
২৬ পুরুষোত্তমে ২৭ ছিলেন ২৮ আমার ২৯ একটি
৩০ শুনুন ৩১ বিবাহ ৩২ বলিতে আজ্ঞা হউক
৩৩ পদতলে ৩৪ পড়িতেছি ৩৫ আমি ৩৬ পথে পথে
৩৭ ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছি ৩৮ আমার ৩৯ বালিকা
৪০ মিলিবে ৪১ লইয়া ৪২ ঘরেতে

অচ্যুতা গৌড়[৪৩] তা[৪৪] সুন্দরী ঝিও তোতে[৪৫] বাহা[৪৬] দেব, মু এই জানে।

রঘু। মহাপ্রভু মু আজ নিশ্চে[৪৭] জানিলি। মাইপো মানে[৪৮] আইলেনি[৪৯]।

ক্ষীরোদবাসিনী, শারদা, লীলাবতী এবং
দাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

ক্ষীরো। (অনাথবন্ধুর মস্তকে জল প্রদান) হে অনাথবন্ধু, তুমি অনাথিনীবন্ধু, তোমার মাথায় আমি শীতল জল ঢালিতেছি, আমার প্রাণবল্লভকে এনে দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর, আমি ঘৃতকুম্ভ, সোনার ষাঁড় দিয়ে তোমার পূজা দেব। হে অনাথিনীবন্ধু, অনাথিনীর প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হয়েছে, আর প্রবোধ মানে না, বিয়োগ হলো। পুষ্যিপুত্র লওয়া হলেই আমি এ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার মন্দিরে প্রাণত্যাগ কর্‌বো, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ীতে আস্‌বেন না, পুষ্যিপুত্র না নিতে নিতে আমার প্রাণপতিকে আমায় দাও, আমি অতি কাতরস্বরে তোমায় বল্‌চি—আমার মনস্কামনা সিদ্ধি কর। যে স্বামীর মুখ এক দণ্ড না দেখ্‌লে চক্ষে জল পড়ে, সেই স্বামীর মুখ আমি আজ দ্বাদশ বৎসর দেখি নি, আমার প্রাণ যে কেমন কচ্চে তা আমার প্রাণই জানে আর তুমি অন্তর্যামী তুমিই জান। হে অনাথবন্ধু, আমাকে আর ক্লেশ দিও না, একবার অভাগিনীর প্রতি কটাক্ষ কর, তা হলেই আমার জীবনকান্ত বাড়ী আস্‌বেন। সাত দোহাই তোমার, অবলার প্রতি সদয় হও।

লীলা। (ব্রহ্মচারিদ্বয়ের প্রতি) হ্যাঁগা আপনারা তো

৪৩ অচ্যুত ঘোষ (গোপ) ৪৪ তার ৪৫ তোকে
৪৬ বিবাহ ৪৭ নিশ্চয় ৪৮ মেয়েরা ৪৯ এলেন

অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন, আমার দাদারে কোথাও দেখেচেন ? আমার দাদা দ্বাদশ বৎসর অতীত হলো বিবাগী হয়েচেন। হ্যাঁগা তাঁর সঙ্গে কি আপনাদের কখন সাক্ষাৎ হয় নি ? ওগো আমার দাদার বিরহে আমাদের সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাচ্চে, আমাদের বউ জীবন্মৃত্যু হয়ে রয়েচেন, আমার বাবা নিরাশ্বাস হয়ে পুষ্যিপুত্র নিচ্চেন। আপনারা যদি দাদার সংবাদ বলে দিতে পারেন বাবা আপনাদের হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন, আমাদের বউ তাঁর গলায় মুক্তার হার দান কর্‌বেন।

যজ্ঞে। না মা আমরা তাঁকে কোথাও দেখি নি, কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি তিনি ত্বরায় বাড়ীতে ফিরে আসুন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুষ্যিপুত্র নিতে এত ব্যস্ত হয়েচেন কেন ? আর কিছু কাল অপেক্ষা করে পুষ্যিপুত্র লওয়া কর্ত্তব্য।

লীলা। আপনারা যদি বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝ্যেয় বলেন তবে তিনি পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে পারেন, তিনি আমাদের কথা শোনেন না, বলেন অপেক্ষা কত্তে কত্তে আমার প্রাণ বার হয়ে যাবে, তার পর পুষ্যিপুত্রও লওয়া হবে না পূর্ব্বপুরুষের নামও থাক্‌বে না।

যজ্ঞে। আচ্ছা মা আমরা তোমাদের বাড়ী যাব, তোমার পিতাকে বিশেষ করে বুঝ্যেয় পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কর্‌বো।

লীলা। আহা জগদীশ্বর নাকি তা কর্‌বেন।

শার। ওগো পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত হলে দুটি প্রাণ রক্ষা হয়—

লীলা। সই চলো আমরা যাই।

[যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যোগ। তুমি যদি কৌশল করে এক মাস রাখ্‌তে পার, নিশ্চয় তুমি পারিতোষিকটি পাবে। তোমাকে আমি একটি

দিন স্থির করে বল্‌বো, সেই দিন তুমি আস্‌বের দিন বল্‌বে, সেই দিনে আসে ভাল, না আসে পোষ্যপুত্র লবেন, এত দিন রয়েচেন আর এক মাস থাক্‌তে পারেন না ?

যজ্ঞে। না এলে আমি তো পারিতোষিক পাব না।

যোগ। আস্‌বেই আস্‌বে, না আসে আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব।

[যোগজীবনের প্রস্থান।

যজ্ঞে। পাপের ভোগ কত ভুগ্‌তে হবে—থাকি আর এক মাস, যা থাকে কপালে তাই হবে—যৎ পলায়স্তি স জীবতি—বেটা আমাকে ফাকি দিচ্চে, কি আমাকে ধরে দেবে তার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নঘর।

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। জগদীশ্বরের কৃপায় আমার প্রাণকান্ত জীবিত আছেন, আমার প্রাণপতি অবশ্য ফিরে আস্‌বেন, আমাকে রাজ্যেশ্বরী কর্‌বেন ; আমি কখন নিরাশ হবো না, আমি আশার জোরে জীবিতনাথকে বাড়ী নিয়ে আস্‌বো, আমি প্রাণ থাক্‌তে বিধবা হবো না (দীর্ঘ নিশ্বাস)—আমার স্বামী বিদেশে চাক্‌রি কত্তে গিয়েছেন ভাব্‌বো, তিনি নাই—(দীর্ঘ নিশ্বাস) ও মা—আমি মলেও বিশ্বাস কত্তে পার্‌বো না, তিনি নাই আমায় যে বল্‌বে, পায় ধরে তার মুখ বন্দ কর্‌বো। (দীর্ঘ নিশ্বাস এবং উপবেশন) বুক ফেটে গেল, প্রাণ বার হলো, আমার প্রাণ

প্রাণনাথের উদ্দেশে চল্লো—আহা মা যখন বিয়ে দেন তখন কি তিনি জান্‌তেন তাঁর ক্ষীরোদ এমন যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বে—যেমন বিয়ে দিতে হয় তেমনি বিয়ে মা তো দিছ্‌লেন—কি মনের মত স্বামী! আমার প্রাণপতির মত কারো পতি নয়, তাই বুঝি অভাগিনীর ভাগ্যে সইলো না—সইলো না কেন বল্‌চি, অবশ্য সইবে, আমার প্রাণপতিকে আমি অবশ্য ফিরে পাব। প্রাণনাথ কোথায় তুমি! দাসীকে আর ক্লেশ দিও না, বাড়ী এস, দাসীর হৃদয়-আসনে উপবেশন কর, আসন পেতে রেখেচি—(বক্ষে দুই হস্ত দান) প্রাণেশ্বর আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি, আমার শরীর স্পন্দহীন হয়েছে, কেবল আশালতা বেঁধে টেনে নিয়ে ব্যাড়াচ্চি। আমি আজ বার বৎসর চুলে চিরুনি দিই নি, পায়ে আলতা দিই নি, গায় গন্ধতেল মাখি নি, ভাল কাপড় পরি নি; গয়না সব বাক্সয় ছাতা ধরে যাচ্চে—আমার বেশভূষার মধ্যে কেবল দিনান্তে সিঁতেয় সিঁদূর দেওয়া—জন্ম জন্ম দেব—আমি পতিব্রতা ধর্ম্ম অবলম্বন করিচি—কেবল তোমাকে ধ্যান করি, আর প্রত্যহ তোমার খড়ম যোড়াটি বক্ষে ধারণ করি—(বক্ষে খড়ম ধারণ) প্রাণকান্ত, তোমার খড়ম বক্ষে দিলে আমার বক্ষ শীতল হয়, যখন যে পায় সেই খড়ম শোভা কর্‌তো সেই পা বক্ষে ধারণ কর্‌বো তখন ইন্দ্রের শচী অপেক্ষাও সুখী হবো। আমার পবিত্র বক্ষ—পরিশুদ্ধ, বিমল, সতীত্বমণ্ডিত—তোমার পা রাখার অযোগ্য নয়—

পবিত্র ত্রিদিবধাম ধরণীমণ্ডলে,
সতীত্ব ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে।
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায়?
কোথা থাকে পারিজাত পৌলোমী-বড়াই
সুরভি সতীত্ব-শ্বেত-শতদল ঠাঁই।
নাসিকা মোদিত মন্দারের পরিমলে,
সতীত্ব সৌরভ যায় [illegible]

মলিন-বসন পরা, বিহীনা ভূষণ,
তবু সতী আলো করে দ্বাদশ যোজন,
কেন না সতীত্ব-মণি ভালে বিরাজিত,
কোটি কোটি কহিনুর প্রভা প্রকাশিত।
সতেজ-স্বভাব সতী মলাহীন মন,
অণুমাত্র অনুতাপ জানে না কখন,
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, অম্বরে,
নতশির হয় সবে বিমল অন্তরে,
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাষা, গোমূর্খ, গোঁয়ার,
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার,
অপার মহিমা হায় সতীত্ব-সুজাত,
লম্পট জননী জ্ঞানে করে প্রণিপাত।
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামী সন্নিধান,
ধন আভরণ কত পিতা করে দান,—
পরমেশ পিতা দত্ত সতীত্ব স্ত্রীধন,
দিয়াছেন দুহিতায় সৃজন যখন,
বাপের বাড়ীর নিধি গৌরবের ধন,
বড় সমাদরে রাখে সুলোচনাগণ।
রেখেছি যতনে নিধি হৃদয় ভাণ্ডারে,
এস নাথ দেখাইব হাঁসিয়ে তোমারে।

লীলাবতী এবং শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

লীলা। হ্যাঁ বউ একাটি ঘরে বসে কাঁদ্‌চো।

ক্ষীরো। দিদি কাঁদ্‌বের জন্যে যে আমি জন্মিচি—আমি যে চিরদুঃখিনী, আমার জীবন যে রাবণের চিলু হয়েচে—আমি যে এক বিনে সব অন্ধকার দেক্‌চি, আমি যে সোনার থালে খুদের জাউ খাচ্চি, আমি যে বারাণসীর শাড়ীর আঁচলে সজ্‌নের ফুল কুড়ুয়ে আন্‌চি, আমি যে অমৃতসাগরে পিপাসায় মর্‌চি—

লীলা। বউ তুমি কেঁদো না, পরমেশ্বর অবশ্যই আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন, তিনি দয়ার সাগর, আমাদের অকূল

পাথারে ভাসাবেন না—তুমি চুপ কর, দাদা ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, আমাদের সব বজায় হবে, তুমি রাজ্যেশ্বরী হবে—

ক্ষীরো। আহা! লীলার কথাগুলি যেন দৈববাণী—আমার অভাগা কপালে কি তা হবে, তোমার দাদা বাড়ী আস্‌বেন, সকল দিক্ বজায় কর্‌বেন—

শার। বউ তুমি নিরাশ্বাস হয়ো না, বার বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, দাদা আর বিদেশে থাক্‌বেন না, ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন—কত লোক ঐরূপ বিবাগী হয়ে থেকে আবার বাড়ী এসে সংসারধর্ম্ম কচ্চে—আমার মামা-শাশুড়ী গল্প করেচেন, তাঁর বাপের বাড়ী একজনেদের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে অজ্ঞাতবাসে ছিল, তার বিয়ে না হতে সে অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিল, বার বৎসরের পর তার আপনার জনেরা নিরাশ হয়ে তার ছোট ভেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, তের বৎসরের পর সে ছদ্মবেশে বাড়ী এসেছিল; কিন্তু ছোট ভেয়ের বিবাহ হয়েছে দেখে বাড়ী রইলো না—তার বন্ তাকে চিন্তে পেরেছিল।

ক্ষীরো। শারদা, সে দিন অনাথবন্ধুর মন্দিরে দুজন ব্রহ্মচারী ছিলেন, তার মধ্যে যিনি ছোট, যিনি একটিও কথা কইলেন না, তিনি ঠিক তোমার দাদার মত, আমি বার বৎসর দেখি নি, তবু আমি ঠিক বল্‌তে পারি সেই নাক সেই চক্। তাঁরা সেই মন্দিরে অনেক দিন রয়েচেন।

লীলা। আমি বেশ নিরীক্ষণ করে দেখিচি, ঠিক আমার বাবার মত নাক চক্।

শার। দাদা হলে অত বড় পাকা দাড়ি হবে কেন? একেবারে আঁচ্‌ড়ানো শোনের মত ধপ্ ধপ্ কচ্চে—

ক্ষীরো। আমিও ত সেই সন্দ কচ্চি—যদি পাকা দাড়ি না হতো, তা হলে কি আমি তাঁকে ছেড়ে দিতুম।

লীলা। আমার এখন বোধ হচ্চে দাড়ি কৃত্রিম—তিনিই আমার দাদা হবেন, বোধ করি ছদ্মবেশে সন্ধান নিচ্চেন আমরা

আজো তাঁর আশা করি কি না—আহা প্রাণ থাক্‌তে কি তাঁর আশা আমরা ছাড়্‌তে পার্‌বো—বাবাকে বল্‌বো ?

ক্ষীরো। না লীলা তা বলিস্ নে—শান্তিপুরের ব্রহ্মচারীর কথা মনে হলে আমার গায় জ্বর আসে—আমার আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সইবে না। তোমরা যদি তাঁর দাড়ি মিছে কোন রকমে জান্‌তে পার তা হলে আমি এখনি ঠাকুরকে বলে পাঠাই।

লীলা। রঘুয়াকে দিয়ে সন্ধান নিচ্চি, তাঁর আসল দাড়ি কি নকল দাড়ি তার পর মামাকে বলে তাঁকে বাড়ী নিয়ে আস্‌বো।

ক্ষীরো। এ কথা মন্দ নয়—আমি ত পাগল হইচি আমার আর ঢলাঢলি কি ?

লীলা। বউ, তুমি ভেবো না, আমার মনে ঠিক নিচ্চে তিনি আমার দাদা, তা নইলে বাবার মত অবিকল নাক চক্ষু হবে কেন ? আমি গোপনে গোপনে আগে জানি।

ক্ষীরো। আমার নাম করো না।

শার। তোমার নাম কর্‌বো কেন, আমরা মন্দিরে দেখিছি, আমরাই সব বল্‌চি।

ক্ষীরো। তিনি যদি আমার প্রাণকান্ত হন, তা হলে আমরা চেষ্টা করি আর না করি তিনি ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, বাড়ী আস্‌বের জন্যেই এখানে এসেচেন। আহা! এমন দিন কি হবে আমার প্রাণকান্তের চন্দ্রমুখ দেখ্‌তে পাব, আমার রাজ্জিপাট বজায় থাক্‌বে—আহা তিনি বাড়ী এলে কি অমন পোড়াকপালে বিয়ে হতে দেব, তা হলে কি ঠাকুর আর আমাদের ধম্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বেন ?

শার। নদেরচাঁদ কল্‌কাতায় বাবুয়ানা কত্তে গিচ্‌লেন কোন্ বাবু তাঁকে এমনি চাব্‌কে দেছে, রক্ত ফুটে বেরিয়েচে, যেন অসুর খামাটি এঁটে রয়েচে—মাসাস ঠাকুরুণ নিমপাতার জলে

ঘা ধুইয়ে দেন আর সেই বাবুকে গাল দেন—বাবু বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌বে। বলেন তোর তো আর ঘরের মাগ নয়, গিয়েচিই বা।

ক্ষীরো। পোড়া কপাল, যার তিন কুলে কেউ নাই সেই গিয়ে অমর ছেলের হাতে পড়ুক—দেশে আর ছেলে মিল্লো না, নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কল্যেন!

শার। কিন্তু বউ, সইমা নাই, কাজেই তোমার কাছে আমায় সকল কথা বল্‌তে হয়, সই প্রতিজ্ঞা করেচেন ললিতমোহনকে বিয়ে কর্‌বেন, ললিতের সঙ্গে বিয়ে হয় ভালই, নইলে উনি আত্মহত্যা কর্‌বেন, স্বয়ং কামদেব এলেও বিয়ে কর্‌বেন না—

ক্ষীরো। ও মা সে কি কথা, এমন আজগবি প্রতিজ্ঞা ত কখন শুনি নি—ললিতকে ঠাকুর লালন পালন কচ্চেন, ললিতের বিদ্যার গৌরবে তিনি তাকে আমার প্রাণেশ্বর অপেক্ষাও ভাল বাসেন, তিনি তাকে পুষ্যিপুত্র করবেন, তাকে তাঁর সমুদায় বিষয় দেবেন—আর সেই বা লীলাকে বিয়ে কর্‌বে কেন? তার অতুল ঐশ্বর্য্য, জমিদারি, এত বড় বাড়ী আগে, না লীলাবতী আগে? তাতে আবার ভোলানাথ চৌধুরী তাঁর বিষয়শুদ্ধ পরমাসুন্দরী কন্যা দান কত্তে চেয়েচেন—

লীলা। তার মাথায় চুল নাই।

ক্ষীরো। আহা দিদি চার্‌টি চুলের জন্যে কি বড় মান্‌ষের মেয়ের বিয়ে বন্দ থাক্‌বে?

শার। বউ তুমি এক বার কর্ত্তা মহাশয়কে ডেকে অনুরোধ কর—সয়ের মনের কথা সব তাঁকে খুলে বলো—

লীলা। আমি রঘুয়াকে ডেকে পাঠাই।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। আমি এক বার ছেড়ে দশ বার অনুরোধ কত্তে পারি, কিন্তু কোন ফল হবে না, তেমন কর্ত্তা নন, যা ধর্‌বেন

তাই কর্‌বেন। পণ্ডিত মহাশয়, মামাশ্বশুর কত বলেচেন, ললিতকে পুষ্যিপুত্র না করে, লীলার সঙ্গে বিয়ে দেন, লীলা মা বাপের বিষয় ভোগ করুক, তা তিনি বল্লেন, তা হলে আমার পূর্ব্বপুরুষের নাম লোপ হয়ে যায়।

শার। তোমার কাজ তুমি করো এক বার বলে দেখ, আমিও তোমার সঙ্গে থাক্‌বো।

ক্ষীরো। ললিত যদি না রাজি হয়।

শার। ললিত সইকে যে ভাল বাসে অবশ্যই রাজি হবে।

ক্ষীরো। ললিত কাকে না ভাল বাসে, ললিত তোমাকেও ভাল বাসে, আমাকেও ভাল বাসে, লীলাকেও ভাল বাসে, তার স্বভাবই ভাল বাসা, তা বলে যে সে এত ঐশ্বর্য্য আর চৌধুরীদের মেয়ে ছেড়ে লীলাকে বিয়ে কর্‌বে তা বোধ হয় না।

শার। ললিত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে বলেচে আর কারো পুষ্যিপুত্র নিয়ে তার সঙ্গে লীলার বিয়ে দিলে সে চরিতার্থ হয়।

ক্ষীরো। ললিত বড় কুলীন নয় বলে তিনি যে আপত্তি করেচেন।

শার। এখন আর কুলীন, বংশজ ধরে না, তুমি চলো একবার বলে দেখ, তিনি লীলার মুখ চেয়ে রাজি হলে হতে পারেন।

ক্ষীরো। চলো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর সম্মুখ।

রঘুয়ার প্রবেশ।

রঘু। (গীত) "মতে[১] ছাড়ি দে বাট,[২] মোহন!
ছাড়ি দেলে জিবি[৩] মথুরা হাট,
মোহন! রাধামোহন!
মাতাঙ্ক[৪] শপথ পিতাঙ্ক রাণ,[৫]
নেউটানি[৬] দেবি পীরতি দান, মোহন!
বাট ছাড়ি দিও নন্দকহ্নাই,[৭] তু
মোর ভনজা,[৮] মু তোর মাই,[৯] মোহন!
বাট ছাড়ি দিও নন্দকিশোর,
আম্বিল[১০] হেউচি[১১] গোরস মোর, মোহন!

মতে কহিলে সানো[১২] গোঁসাই মিচ্ছ[১৩] গোঁসাই, মিচ্ছ দাড়ি করি গোঁসাই সাজুয়ছি—যে পুরস্তমেরে থিলে সে ত বয়স্‌রে[১৪] সানো, জ্ঞানরে[১৫] বড়ো; আউটা[১৬] বয়সরে বড়ো, জ্ঞানরে সানো। সানো বড়ো জ্ঞানরে, বয়স্‌রে কেবে হেই পারে?—সড়া কিপরি[১৭] গোঁসাই সাজুচি মু দেখিবি।

যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।

যজ্ঞে। ও বাপু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ী আছেন?—কথা কও না যে, একদৃষ্টে দেখ্‌চো কি বাপু, আমি ব্রহ্মচারী—দ্বারীকে বলো আমায় বাড়ীর ভিতর যেতে দেয়।

---

১ আমায় ৭ নন্দকানাই ১৩ মিথ্যা
২ পথ ৮ ভাগিনা ১৪ বয়সে
৩ যাইব ৯ মামী ১৫ জ্ঞানেতে
৪ মায়ের ১০ অম্বল ১৬ অল্পট
৫ পিতার দিব্যি ১১ হইয়া যাইতেছে ১৭ কিরূপে
৬ ফিরিয়া আসিয়া ১২ ছোট

রঘু। দারী[১৮] তোর মাইপো[১৯] সড়া মিচ্ছ গোঁসাই, ভণ্ড, চোর, খণ্ট[২০] গোটায়[২১] মুথো[২২] মারি সড়ার নাক চেপ্পা[২৩] করি দেবি—মতে গালি দেলু কাঁই কি ?

যজ্ঞে। না বাপু, তোমারে আমি গাল দিই নাই—তুমি একজন দ্বারীকে ডেকে দাও।

রঘু। দারী তোর ভৌঁড়ি,[২৪] সড়া ভণ্ড, অন্ধ, মিচ্ছ গোঁসাই ভেস[২৫] করি দারীপাঁই[২৬] বুলুছু[২৭] ; ভল্লোকঙ্ক[২৮] ঘরে তোতে দারী মিলিব ? লম্পট বেধিপ[২৯] পাখ্খরা[৩০] তু মিচ্ছ গোঁসাই, তোর কপট দারী মু উপাড়ি পক্কাইবি[৩১]। (সজোরে যজ্ঞেশ্বরের দাড়ি উৎপাটন।)

যজ্ঞে। বাবা রে, মলুম রে, সর্ব্বনাশ হলো রে, চিনে ফেলেছে রে।

রঘু। তোর সব দাড়ি মু কাড়ি[৩২] দেবি। (দাড়ি ধরিয়া সজোরে টানন।)

যজ্ঞে। ও বাপু তোর পায় পড়ি আমারে ছেড়ে দে, আমার মিছে দাড়ি নয় তা হলে রক্ত পড়্‌বে কেন ?

রঘু। কেবে[৩৩] ছাড়ি দেবি না—রক্ত পড়লা তো কোঁড় হলা তু মিচ্ছ গোঁসাই পরা[৩৪]।

যজ্ঞে। তুমি জান্‌লে কেমন করে ?

রঘু। মতে[৩৫] কহিছন্তি[৩৬]।

যজ্ঞে। এত দিনের পর মৃত্যু হলো—ও বাপু তুমি কারো বলো না, তোমারে আমি একটি মোহর দিচ্চি। (মোহর দান।)

১৮ বেশ্যা　১৯ স্ত্রী　২০ ডাকাত
২১ একটি　২২ কিল　২৩ চ্যাপ্টা
২৪ ভগিনী　২৫ সাজ　২৬ জন্ত　২৭ ঘুরে বেড়াইতেছে
২৮ ভাল লোকের　২৯ জারজ　৩০ বজ্জাত　৩১ ফেলাইব
৩২ উঠাইয়া　৩৩ কখন　৩৪ গোসাই বটে ত
৩৫ আমায়　৩৬ বলিয়াছে

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। কি রে কি রে মারামারি কচ্চিস কেন ?

[রঘুয়ার বেগে প্রস্থান।

যজ্ঞে। মহাশয় আমি মন্দ লোক নই, ঐ ব্যাটা উড়ে ম্যাড়া খামকা আমার দাড়িগুনো টেনে ছিঁড়ে দিলে।

শ্রীনা। রক্তকিঙ্কিনী করে দিয়েছে যে।

যজ্ঞে। মহাশয় আমার নিষ্পাপ শরীর, আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর পুত্রের সন্ধান বল্‌তে এসিচি।

শ্রীনা। কি সন্ধান ?

যজ্ঞে। তাঁর পুত্র জীবিত আছেন, আগামী পূর্ণিমার দিন বাড়ীতে আস্‌বেন, আমি আর কোন সন্ধান বল্‌তে পার্‌বো না, কিন্তু আমার কথায় নির্ভর করে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে হবে।

শ্রীনা। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—লীলাবতীর পড়িবার ঘর।

ললিতমোহনের প্রবেশ।

ললি। আমার মন এত ব্যাকুল হলো কেন ? বোধ হচ্চে পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত, অচিরাৎ জগৎ সংসার লয় প্রাপ্ত হবে—আমার সকলি তিক্ত অনুভব হচ্চে, আমি যেন তিক্ত-সাগরে নিমগ্ন হচ্চি, কিছুই ভাল লাগে না ; অধ্যয়ন কত্তে এত ভাল বাসি, অধ্যয়নে নিযুক্ত হলে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, ক্ষুধা পিপাসা থাকে না, এমন বিজনবান্ধব অধ্যয়ন এখন আমার বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হচ্চে—উত্তমতায় পরিপূর্ণ

বিশ্বসংসার কি সুখশূন্য হলো, না আমি সুখানুভবের ক্ষমতা-বিহীন হলেম? বিশ্বসংসার অপরিবর্ত্তনীয়—তবে আমি এমন দেখ্‌ছি কেন? নীলবর্ণের চশ্‌মা চক্ষে দিলে, কি শ্বেত কি পিঙ্গল, কি নীল কি পীত, সকলি নীল দৃষ্ট হয়—পৃথিবী যেমন তেমনি আছে, আমার ব্যতিক্রম ঘটেচে—আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়েছে, তাই আমি বিষাদময় দৃষ্টি কচ্চি—বিষাদের জন্ম হলো কেমন করে? আমি মনে মনে বিলক্ষণ জানি কিন্তু মুখ দিয়ে বল্‌তে আমি আপনার কাছে আপনি লজ্জা পাই। লীলাবতী—নিস্তব্ধ হলে যে, কে আছে এখানে?—লীলাবতী যখন অধ্যয়ন করে তার সুন্দর অধর কি অলৌকিক ভঙ্গিমা ধারণ করে—এই কি আমার বিষাদের কারণ?—লীলাবতীকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসি, যাকে এত ভাল বাসি সে অমন অপদার্থ নরাধমের করকবলিত হচ্চে—এই কি বিষাদের কারণ?—সিদ্ধেশ্বরকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসি, সিদ্ধেশ্বর যদি কুপাত্রী বিবাহ কত্তে বাধিত হয়, তা হলে কি আমি বিষাদিত হই নে?—সে বাধ্যতা হতে মুক্ত হয়ে সিদ্ধেশ্বর যদি পরমা সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করে, যেমন সে এখন করেচে, তা হলে আমার বিষাদের অপনোদন হয়? বিষাদের অপনোদন তো হয়ই হয় আরো অপার আনন্দ জন্মে—লীলাবতী সম্বন্ধে কি সেইরূপ? বিবেচনা কর নদেরচাঁদ দূরীভূত হয়ে সর্ব্বসদ্‌গুণমণ্ডিত একটি নবীন সুপুরুষ লীলাবতীর পাণিগ্রহণ করে, তা হলে কি আমার বিষাদধ্বংসে আনন্দ উদ্ভব হয়?—(দীর্ঘ নিশ্বাস) নিশ্চয় বলো, অচেতন হলে যে—হয়, অবশ্য হয়—এই বার মন মনের কথা বল্যে না, গোপন কল্লে; গোপন কর্‌বো কেন?—তা হলে সে তো সুখে থাক্‌বে—মন ধরা পড়েচ, আমার উপায় কি হবে?—যে বিষাদ সেই বিষাদ। আমার প্রাণ যায় যাবে, যাকে আমি এত ভাল বাসি সে তো ভাল থাক্‌বে। হোক, লীলাবতী

অপর কোন সুপাত্রে অর্পিত হোক—না, না, না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, আমি সম্মতি দান কত্তে অক্ষম—কিসে সে সুখী থাক্‌বে আর কেউ যত্ন করে জান্‌বে না—অপরের কাছে পাছে সে যা ভাল বাসে তা না পায়—আমি তার সুখের জন্যই তাকে অপরের হস্তে অর্পণ কত্তে বল্‌তে পারি নে। কেউ যেন কখন কামিনীর কোমল মনে ক্লেশ না দেয়।

জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়,
একাধারে এত রূপ বিরাজিত রয়,
তাই তারা বলিয়াছে অজ্ঞান কারণ,
ব্রজবালা বলে অতি মধুর বচন,
মৈথিলী মোদিনী জয়ী হরিণনয়নে,
বঙ্গ-বিলাসিনী দন্তে বসায় মদনে,
উৎকল অঙ্গনা-উরু অনঙ্গ-আলয়,
নিতম্বে তৈলঙ্গী সবে করে পরাজয়,
সজল-জলদ-রুচি কেরলীর চুল,
কর্ণাট-কামিনী-কটি ভুবনে অতুল,
গুর্জরীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন,
মকরকেতন-কেলি-চারু-নিকেতন।
লীলায় দেখিত যদি তারা এক বার,
এক স্থানে বসে হতো রূপের বিচার।
নবাঙ্গী নূতনকান্তি নবীন নলিনী,
অমলিনী, অনস্থিত, তোলে নি মালিনী।
সুকোমল ভুজবল্লী গোলালো গঠন,
ইচ্ছে করে থাকি বেড়ে হইয়া কঙ্কণ।
সুশ্যামল দোল দোল অলককুন্তল,
মুখপদ্মপ্রান্তে যেন নাচে অলিদল—
চাই না চন্দ্রমা, রবি, নন্দনকানন,
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন,
লাজশীলা লীলাবতী-চুচুক-চুম্বিত,
মদনদোলের লতা অলকা কুঞ্চিত।

কি দায়! পাগল বুঝি আমি এত দিনে,
হলেম অবনী মাঝে বিলাসিনী বিনে,
নতুবা আমার কেন অচলিত মন—
কেবল করিত যাহা সুখে দরশন,
লীলাবতী নিরমল মনের মাধুরী,
দয়া, মায়া, সরলতা, বিদ্যা, ভূরি ভূরি—
ভাবে আজ ললনার লাবণ্য মোহন,
বরণের বিভা, নিশানাথ-নিভানন?
আবার পড়ে যে মনে আপনা আপনি,
বারিজ-বদনা-বন-বিহঙ্গের ধ্বনি—
কি করি কোথায় যাই কারে বা জানাই,
লীলাময় দেখি সব যে দিকে তাকাই—(চিন্তা)

ললিতের অজ্ঞাতসারে লীলাবতীর প্রবেশ। এবং দুই হস্তে ললিতের নয়নাবরণ।

ললি। যে চারুহাসিনী কিশোর বয়স কালে,
হারায়ে বিজলিছটা চঞ্চল চরণে
বেড়াইত কত সুখে সরোবর তীরে,
হাত ধরাধরি করি, বলিতে বলিতে,
মধুমাখা ছাই-পাঁশ সুমধুর তারে,
"আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ঘোড়াডোম সাজে—
"ওপারে রে জস্তি গাছ জস্তি বড় ফলে,"
বিমোহিত হত যাতে শ্রবণবিবর,
যেমতি সুন্দর বনে বিহগের গান
বিরহীর কাণ তোষে যবে সে শরতে
কলিকাতা হতে যায় পূজার সময়
তরণী বাহিয়া বাড়ী ধরিতে হৃদয়ে
হৃদয়-গগন-শশী নবীনা রমণী;—
সেই সুলোচনা আজ আলোচনা করি
ধরেচেন আঁখি মম দেখাতে আঁধার,
আবরিত যাতে আমি হব অচিরাৎ।

লীলা। (ললিতের নয়ন হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া)
অগোচরে ধীরে ধীরে ধরেছি নয়ন,
কেমনে জানিলে তুমি আমি কোন্ জন ?

ললি। যে নীল-নলিনী-নিভ নয়ন বিশাল—
প্রশান্ত সুপ্রভা যার শীতলতা সনে
প্রদানে আনন্দ চক্ষে, হৃদয়ে পুলক,
কাদম্বিনী-অঙ্গ-শোভা ইন্দ্রধনু জাত
সুকুমার শান্ত বিভা যেমতি শরতে—
জাগরণে ধ্যান মম ঘুমালে স্বপন,
মরিব মনের সুখে দেখিতে দেখিতে,
মলেও দেখিতে পাব দেহান্তর হয়ে,
সে আঁখি কি পড়ে ঢাকা ঢাকিলে নয়ন ?
যে কর করিয়ে করে ছেলেখেলা কালে,
তালি দিয়ে করতলে মুড়িতাম ত্বরা
অঙ্গুলী চম্পকাবলী কোমলতাময়—
বিরাজিত যার শেষে—ঠিক শেষে নয়—
ডোবো ডোবো মনোহর নখরনিকর,
সুন্দর সিন্দুরে মাজা যেন মতি কটি—
দলে দিলে তার পরে মিছে মন্ত্রবলে
অম্বুজ মুঞ্জরী মুটি মনোলোভা শোভা,
মোচন করিত তাহা সহাসে কিশোরী,
দেখিত দেখাত শ্বেতাকার করতল—
অলিরাজ ছেড়ে দিল জলজ যেমতি—
বলিতে বলিতে বন বিহঙ্গের রবে,
আনন্দ কাতরে আর মিছে ভারি মুখে,
"ওগো মা কি হলো, মরা মানুষের মত
হয়েছে আমার হাত নাহি রক্তবিন্দু"—;
এমন পাষণ্ড আমি এত অচেতন,
পারি নে কি অনুভব করিতে সহজে
নিরমল পরশনে সে করনলিনী,
নয়ন যুগল মম আবরিত বলে ?

যে অঙ্গনা অঙ্গজাত পরিমলকণা
শৈশব সময় হতে বাড়িতে বাড়িতে
মোদিত করেছে মম নাসিকার দ্বার—
পারিজাত গন্ধ যথা পুরন্দর নাসা—
সৌরভে ধরিতে তায় লাগে কি সময় ?
শৈবাল যতনে যদি বিকচ পঙ্কজে
আবরণ করে রাখে—কৃপণ যেমন
গোপন করিয়া রাখে সভয়-হৃদয়ে
কাঞ্চন রতন তার—ছোঁব না দেব না—
অথবা যেমন সন্দেহ সন্তপ্ত পতি
চাবি দিয়ে রাখে ভয়ে হৃদি কমলিনী—
পরিমলে বলে দেয় তখনি অমনি
"এই যে রয়েছে ফুটে ফুলকুলেশ্বরী"।

লীলা। কেমন কেমন তুমি হয়েছ ক দিন,
বিরস রসনা, হাস্যমুখ হাসিহীন।
কি ভাবনা, মাতা খাও, বল না আমায়,
কি হয়েচে সত্য বলো, পড়ি তব পায়—

ললি। কেমন কেমন মন বিনোদবিহীন,
বাসনা বিদেশে যাই হয়ে উদাসীন।
ভাবনা-আতপ-তাপে হৃদি-সরোবর,
দিন দিন রসহীন ক্ষীণ কলেবর—
শুখাইল কুবলয় প্রণয় সরল,
শুখাইল অধ্যয়ন বিকচ কমল,
দেশ অনুরাগ কুন্দ পুড়ে হলো খাক,
মরে গেল দীনে-দান সুসুনীর শাক,
পুড়িয়াছে পরিণয় পুণ্ডরীক কলি,
উড়িয়াছে যত আশা মরালমণ্ডলী।
কি করি কোথায় যাই কারে বলি মন,
হারায়েছি যেন চির যতনের ধন।
দুরিতে অভাব মোর কুবের ভিকারী,
কি হবে আমার তবে ছার জমিদারী ?

সার কথা লীলাবতী—কি মধুর নাম,
বিরাজিত যাতে কটি ধনেশের ধাম—
বলি আজ বামাঙ্গিনি, কম্পিত হৃদয়ে,
শোন তন্বি, স্নেহময়ি একমন হয়ে—

লীলা। বলিতে বলিতে কেন চাপিলে বচন,
সজল হইল কেন উজ্জ্বল নয়ন ?
সুখের সাগরে তুমি দিতেছ সাঁতার,
ধন জন অগণন সকলি তোমার,
ভোলানাথ বাবু তায় করেচেন পণ
তোমায় দেবেন দান দুহিতা রতন,
সুন্দরী সুবর্ণমুখী সয়োজনয়নী।
বিভবশালিনী ধনী চম্পকবরণী—
এত সুখে দুঃখী তুমি অতি চমৎকার,
অবশ্য নিগূঢ় আছে কারণ ইহার,
সঙ্গিনীরে বলিবার যোগ্য যদি হয়
বিবরণ বলো করি বিনতি বিনয়।

ললি। নিরাশ অগস্ত্য মুখ করিয়া ব্যাদান,
সুখের সাগর সব করিয়াছে পান,
এবে পড়িয়াছি বিষ বিষাদের হাতে,
পড়িয়াছে ছাই মম ভোজনের ভাতে।

লীলা। কি আশা পুষিয়েছিলে করিয়ে যতন,
কেমনে কাহার দ্বারা হইল নিধন,
বিশেষ করিয়ে বলো মম সন্নিধান,
সুসার করিব তাতে যায় যাবে প্রাণ—
মাতা খাও কথা কও কেঁদ না-কো আর,
দেখিছ কি একদৃষ্টে বদনে আমার।
হেরে নয়নের ভাব অনুভব হয়,
আজ্‌কে নূতন যেন হলো পরিচয়।

ললি। দেখ লীলা লীলাখেলা নিখিল জগতে
এত দিন পরে বুঝি ফুরাইল মোর—

নিতান্ত করেছি পণ—পণের সময়
কে কোথায় ভেবে থাকে বিফলের কথা ?
পরিণয় সুখাসনে বসিয়ে আনন্দে,
মনের উল্লাসে সুখে করিব গ্রহণ
তোমার পবিত্র পাণি—বীণাপাণি পাণি
বিনিন্দিত যার কোমলতা সুগঠনে—
পণ রক্ষা নাহি হয় ত্যজিব জীবন,
অথবা হইব যোগী করিব সম্বল,
বাঘছাল, অক্ষমালা, বিভূতি কলাপ,
করঙ্গ, আষাঢ় দণ্ড, জটা বিলম্বিত—
সুশীলা লীলার লীলা মুদিত নয়নে
নির্জনে করিব ধ্যান শিখরিশিখরে—
চন্দ্রশেখর যেমতি শিখরিনন্দিনী
আনন্দ বিহ্বলে ভাবে ভূধরচূড়ায়।
ভোলানাথ বাবু বালা সৌন্দর্য্যের কথা
বলিলে যাহার তুমি মম সন্নিধান—
হয়েছে আমার চক্ষে বাঁশের অজায়।
যে দিন হইতে তুমি—শুভ দিন আহা,
জাগরূক আছে মম হৃদয়ের মাঝে—
পবিত্রবদনী, যোগ ভজিনী রূপিণী,
দেবীরূপে দিলে আলো মদীয় লোচনে ;
ভুলিয়াছি কুমুদিনী কুমুদিনী-নাথ,
কমলিনী, সৌদামিনী, শারদ কৌমুদী,
সীমন্তে সিন্দুর-শোভা-উষা-মনোহরা,
পরিমল-আমোদিত-মলয় পবন।
কি আছে সুন্দর এই নশ্বর-ভুবনে
উপমা তোমার সনে, নিরুপমা বালা,
দিতে পারি সুসঙ্গত। তোমার বিহনে
স্বর্গ উপসর্গ বোধ, অবনী নিরয়।
তোমার পিতার কাছে জন্মের মতন,
হয়েছি বিদায় আমি এই কতক্ষণ

তোমার মানস জেনে করিব বিধান—
স্বর্গের সোপান কিম্বা বিকট শ্মশান।

লীলা। তাই বুঝি আজ তুমি হয়ে অনুকূল,
ক্ষমা করিয়াছ মম সরমের ভুল ?
লজ্জাশীলা সুশীলা সুমতি সুলোচনা
কখন করে না হেন হীন বিবেচনা—
সদাচার পরিহরি লাজ সংহারিয়ে
ধরিবে পুরুষ আঁখি দুই হাত দিয়ে—
আমি আজ লাজ খেয়ে হয়ে অচেতন,
ধরিয়াছি দুই করে তোমার নয়ন,
তুমি কিন্তু দয়া করে ক্ষমিলে আমায়,
বাঁচিলাম আজ্‌কের লাঞ্ছনার দায়।
অপর সময় হলে এই আচরণ
আরক্ত করিত তব বিপুল লোচন,
কত উপদেশ দিতে মধুর বচনে,
ব্যাকুল হতেম ভয়ে অনুতপ্ত মনে।
করিতে বাসনা যায় জীবনের ভাগী,
তার দোষ নিতে দোষ ভাবে অনুরাগী।
স্বামীর নয়ন যদি কৌতুকে কামিনী
আবরিত করে দিয়ে পাণি পঙ্কজিনী,
সরম সংহার তাহে নহে গণনিত,
প্রত্যুত প্রণয়ভাব হয় প্রকাশিত।
আশার সোপানে স্বর্গে হয়ে উপনীত
করিতেছিলেম পূজা প্রণয় সহিত,
মন মন্দিরের দেবী, জীবাত্ম আমার,
ধরেছিল স্বর্গ মর্ত্ত্য পবিত্র আকার ;
তাই অমরসমুখি পবিত্র প্রসূন!
নির্দ্দোষ লীলার দোষ হয়েছিল গুণ।
ভাল ভাল আমি যেন আশার কারণ,
সুসঙ্গত ভাবিলাম তব আচরণ,

কি বলে সুমতি তুমি বিশুদ্ধস্বভাব
জেনে শুনে প্রকাশিলে সরম অভাব ?

লীলা। মনে মনে মন যাঁরে অর্পিয়াছে মন,
সংসারে সম্বল যাঁর নির্ম্মল চরণ,
রয়েছে সজীব যাঁর জীবনে জীবন,
জীবন সঞ্চারে যাঁরে প্রিয় দরশন,
যাঁহার গলায় মানসিক স্বয়ম্বরে,
দিয়েছি প্রণয়মালা পবিত্র অন্তরে,
তাঁহারে বলিতে স্বামী যদি নাহি পাই,
কিছুমাত্র প্রয়োজন পৃথিবীতে নাই,
পবিত্র প্রণয়-মৃত-দেহের সহিত
সহমরণেতে যাব হয়ে হরষিত ;
এমন আরাধ্য দেব সংসারের সার,
ধরিতে তাঁহার আঁখি কি লাজ আমার ?

ললি। পীরিতের রীতি এই স্বভাবে ঘটায়,
প্রতিদানে ভালবাসা ভালবাসা পায়—
যদি না তোমার মন হইত এমন,
আমি কেন হব বল এত উচাটন ?
মনে মনে মন মম জেনেছিল মন,
তাই এত করিয়াছে তব আরাধন।
সার্থক জীবন আজ মানস সফল,
পতিত জলন্তানলে জল সুশীতল,
যথায় যেমনে থাকি ভাবি নে-কো আর,
তুমি ত আমার প্রিয়ে বলিলে আমার।
রণে যাই, বনে যাই, সাগরে, ভূধরে,
সদা সুখে রবো আমি ভাবিয়ে অন্তরে—
প্রাণ যারে ভালবাসে পরম যতনে,
সে ভালবেসেছে ফিরে নিরমল মনে।
অতুল ঐশ্বর্য্য এবে এরূপে এড়াই,
বাড়ী ছেড়ে কিছু দিন দেশান্তরে যাই—

লীলা। তা আমি দেব না যেতে থাকিতে জীবন,
বাঁচিব না এক দণ্ড বিনা দরশন,
আমার কেহই নাই—(ললিতের হস্ত ধরিয়া রোদন)

ললি। কাঁদ কেন আদরিণি আনন্দ-আননি,
আমি যে ভুজঙ্গ তুমি ভুজঙ্গের মণি,
তোমায় ছাড়িয়ে আমি যাইব কোথায় ?
রতন ছাড়িয়ে কবে দরিদ্র পালায় ?
তবে কি না বিড়ম্বনা বিধির বিধানে,
কৌলীন্য কণ্টক সুখ স্বর্গের সোপানে,
কিছু দিন, কম্বুকণ্ঠি, যাই অন্য স্থানে,
কাটিব কৌলীন্য কাঁটা কৌশল কৃপাণে।
পোষ্যপুত্র লইবার হইয়াছে দিন,
এখন আমার পক্ষে বিধেয় বিপিন,
আমি গেলে অন্য ছেলে পোষ্যপুত্র লবে,
আধা বাধা কাজে কাজে দূরীভূত হবে ;
তার পরে সুসময়ে হবো অধিষ্ঠান,
স্নেহবশে লীলাবতী করিবেন দান—

লীলা। দানের অপেক্ষা নাথ আছে কোথা আর,
বরণ করেছি আমি চরণ তোমার,
দাসী হয়ে পদতলে রব অবিরত,
যথা যাবে তথা যাব জানকীর মত।
ছেড়ে যাও খাব বিষ ত্যজিব জীবন,
এই হলো শেষ দেখা জন্মের মতন।

ললি। বালাই বালাই লীলা সুশীলা সুন্দরী,
নীরজনয়নে নীর নিরখিয়ে মরি—
প্রাণ যায় অনুপায় বিদায় না নিলে,
বিপদে পতিত কান্তা কি হবে কাঁদিলে ?
কিছু দিন থাক প্রিয়ে ধৈর্য্য ধরে মনে,
ত্বরায় আসিব আমি তোমার সদনে।
জানিবে না কেহ আমি কোথায় রহিব
তোমার কুশল কিন্তু সতত দেখিব,

বিপদ সূচনা যদি তব কিছু হয়,
তখনি দেখিবে আমি হইব উদয়।

লীলা। বিপদের বাকি নাথ কোথা আছে আর
বেঁচে আছি মুখচন্দ্র হেরিয়ে তোমার—
পিতার প্রতিজ্ঞা মোরে দিতে বলিদান,
নিষ্কাশিত করেছেন কুপাত্র কৃপাণ;
যে দিকে তাকাই আমি হেরি শূন্যময়,
ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ ব্যাকুল হৃদয়,
কেবল সহায় তুমি স্বামী সুপণ্ডিত,
ফেলে যাবে একাকিনী এই কি উচিত?

ললি। সাধে কি তোমায় লীলা ছেড়ে যেতে চাই,
বিধাতা পাঠালে বনে কারো হাত নাই,
স্থানান্তরে যেতে চাই তোমার কারণে,
ব্যাঘাত ঘটিতে পারে থাকিলে ভবনে।

লীলা। যা থাকে কপালে তাই ঘটিবে আমার,
জীবন আমার বই নহে কারো আর,
কাছে থেকে কর কান্ত উপায় সন্ধান,
নয়নের বার হলে বাঁচিবে না প্রাণ—

নেপথ্যে। ললিতমোহন—ললিত—

ললি। এখন নয়ন-তারা বাহিরেতে যাই,
যা তুমি বলিবে আমি করিব তাহাই।

লীলা। বসো বসো প্রাণনাথ হৃদয়মোহন,
বলিব অনেক কথা করিছি মনন—

ললি। কি বলিবে বল প্রিয়ে কাঁদ কি কারণ,
তুমি মম প্রাণকান্তা হৃদয়ের ধন,
না বলে তোমায় আমি যাব না কোথায়,
রহিলাম দিবা নিশি তোমার সহায়—

লীলা। কেন প্রাণ কাঁদে কান্ত কহিব কেমনে,
আপনি ভাবনা আসি আবির্ভাব মনে।—

ললি। অবলা সরলা বালা নাহিক উপায়,
দয়ার পয়োধি দিন দেবেন তোমায়—

নেপথ্যে। ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর বাবু এসেচেন—

ললি। ঈশ্বর চিন্তায় কর ভাবনা সংহার—
আসি লীলা সিদ্ধেশ্বর এসেছে আমার—

[ললিতের প্রস্থান।

লীলা। আহা দুই জনে কি বন্ধুত্ব—ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভাল বাসে পৃথিবীর মধ্যে কেউ কাহাকে এত ভাল বাসে না—সিদ্ধেশ্বরই কি ললিতকে কম ভাল বাসে, ললিতের জন্যে সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বস্বান্ত কত্তে পারে, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভাল বাসে সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রীকে তা অপেক্ষা ভাল বাসে; সিদ্ধেশ্বরের মনের মত স্ত্রী বলে ললিতের যে আনন্দ হয়েছে লোকের রাজত্ব পেলে এত আনন্দ হয় না—ললিত প্রথম বারে সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে দু দিন থেকে যখন আসে রাজলক্ষ্মী কাঁদ্‌তে লাগলো, ললিত এই গল্প করে আর আনন্দে মুখ প্রফুল্ল হয়, বাষ্পবারি নয়ন আচ্ছাদিত করে—আবার ললিত হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বলে "আমি যাকে দেখে দিয়েচি সে কি কখন মন্দ হয়"। আমাকেও সিদ্ধেশ্বর খুব ভাল বাসে—আমি কি ললিতের স্ত্রী? (দীর্ঘনিশ্বাস)

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস এবং পণ্ডিতের প্রবেশ।

হর। কোথায় গেছেন তা বল্‌ব কেমন করে?

পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বর বাবু কোন সন্ধান বল্‌তে পার্‌লেন না?

হর। সিদ্ধেশ্বরের সাক্ষাতে বলে গিয়েছিল আগরায় থাক্‌বে, সেখানকার আদালতে ওকালতি কর্‌বে, তা আগরা হতে লোক ফিরে এসে বল্লে, ললিত সেখানে যায় নাই।

পণ্ডি। এখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌বেন?

হর। অস্থিত পঞ্চে পড়িছি, কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি নে—ললিত আমায় পরিত্যাগ করে যাবে আমি স্বপ্নেও জানি নে, ললিতকে আমি পুত্র অপেক্ষা ভাল বাসি, ললিতের অনুরোধে কত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিছি,—গ্রামের ভিতর দীক্ষা হওয়া উঠ্‌য়ে দিইচি, এঁটোর বাচবিচার তাদৃশ করি নে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে এক হুঁকায় তামাক খায় দেখেও দেখি নে—ললিতকে যদি আমি পোষ্যপুত্র কত্তে পারি আমার অরবিন্দের শোক নিবারণ হয়।

পণ্ডি। আপনাকেও ললিত প্রগাঢ় ভক্তি করে, তাহার মতের বিরুদ্ধ কাজ হলেও আপনি যাহা বলেচেন, ললিত তৎক্ষণাৎ তাহা করেচে।

হর। ললিতের ভক্তির পরিসীমা নাই—

পণ্ডি। ললিত আপনাকে কোন দিন গোপনে কিছু বলেছিল?

হর। এমন কি, কিছুই না—এক দিন আমাকে নির্জ্জনে বল্লেন—"নদেরচাঁদের সহিত লীলাবতীর কখনই বিবাহ দেওয়া

হবে না” আর বল্লেন—“লীলাবতীর যদি নদেরচাঁদের সহিত বিবাহ হয় তা হলে আমি প্রাণত্যাগ কর্‌বো”—আমি স্নেহ-বশতঃ বল্‌চে বলে সে কথার বিশেষ উত্তর দিলাম না, কেবল বল্লেম আমি যখন কথা দিইচি তখন অবশ্যই বিবাহ দিতে হবে।

পণ্ডি। ললিত বোধ করি মনন করে গিয়েছিল আপনাকে বল্‌বে সে স্বয়ং লীলাবতীকে বিবাহ কত্তে বাসনা করে, তা লজ্জায় বল্‌তে পারে নি।

হর। আপনি যে দিন থেকে বলেচেন, আমি সে আভাস বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু তাহা ঘট্‌বার নয়, আমি অমন শ্রেষ্ঠতম কুলীনকুমার হাতে পেয়ে ছাড়্‌তে পারি নে, বিশেষ কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গিয়েছে—ললিতের প্রতি আমার কি এতে কিছু অনাদর হচ্চে? বিন্দুমাত্র না—ললিতকে পুত্র কত্তে প্রস্তুত, তাতে আবার ভোলানাথ বাবু কন্যা দান কত্তে চেয়েছেন, সে মেয়েও পরমা সুন্দরী, সেও পণ্ডিতের কাছে লেখা পড়া শিখ্‌চে—

পণ্ডি। ভোলানাথ বাবু গৃহে প্রত্যাগমন করেছেন?

হর। করেছেন—ভোলানাথ বাবু এ সম্বন্ধে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছেন, নদেরচাঁদকে তিনি অতিশয় ভাল বাসেন, নদেরচাঁদের মোকদ্দমায় দু হাজার টাকা দিয়ে পাল সাহেবকে এনে দিয়েছেন।

পণ্ডি। মোকদ্দমা শেষ হয়েছে?

হর। তার আর শেষ হবে কি? বড় মানুষের নামে কি কেউ মোকদ্দমা করে উঠ্‌তে পারে?

পণ্ডি। এমন মোকদ্দমা যার নামে, তাকে আপনি কন্যাদান কত্তে কি প্রকারে সম্মত হচ্চেন—

হর। বড় মানুষের নামে মোকদ্দমা হবে না ত কি আপনার নামে মোকদ্দমা হবে? ও সকল বড় মানুষের লক্ষণ।

পণ্ডি। যদি নদেরচাঁদের মেয়াদ হয় তা হলেও কি তাকে কন্যা দান কর্‌বেন?

হর। কুলীনের ছেলের কখন মেয়াদ হয়? ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুলে কখন কলঙ্ক হতে পারে?

পণ্ডি। ভবিষ্যতে কি ঘট্‌বে তার বিচার অগ্রে করিবার আবশ্যকতা নাই—ব্রহ্মচারী এসেছিলেন?

হর। সেটা ভণ্ড, কি বলে কি হয়, অকারণ আমাকে এক মাস নিরস্ত করে রাখ্‌লে, এই বিলম্বের জন্যেই ললিত হাতছাড়া হলো—শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই। আর এক মাস থাক্‌তে বল্‌চে—আমি বলে দিইচি ভণ্ড ব্যাটাকে আর বাড়ীতে না আস্‌তে দেয়।

পণ্ডি। এক্ষণে কাজে কাজেই নিরস্ত হতে হবে—

হর। কেন?

পণ্ডি। ললিতের সন্ধান অদ্যাপি পাওয়া গেল না, আর আমার বোধ হয় পোষ্যপুত্রের গোলযোগ শেষ না হলেও তার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

হর। আমি মনস্থ করিছি আর একটি বালককে পোষ্যপুত্র কর্‌বো, ললিতের কোন মতে ইচ্ছা নয় আমার পোষ্যপুত্র হয়।

পণ্ডি। তার পর ললিতের সহিত লীলার বিবাহ দেবেন?

হর। তা আপনারা জানেন, আমি পোষ্যপুত্রটি লওয়া হলে জন্মের মত আমার জন্মস্থান কাশীতে গিয়ে বাস কর্‌ব, তার পর আপনারা যা খুসি তাই কর্‌বেন—ললিতের সঙ্গে লীলার বিবাহ দিয়ে কুলক্ষয় করে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন তাই কর্‌বেন—ললিতের অনুরোধে সহস্র অধর্ম্ম করিচি, না হয় আর একটা হবে—

পণ্ডি। বংশজে দুহিতা প্রদান কল্যে অধর্ম্ম ঘটে না।

হর। ঘটে কি না ঘটে তা আমার জান্‌বের অধিকার নাই, কারণ আমি সংসার ত্যাগ করা কল্পনা করিছি।

একজন দাসীর প্রবেশ।

দাসী। পণ্ডিত মশাইকে বাড়ীর ভিতর ডাক্‌চে।

হর। লীলা কেমন আছে রে ?

দাসী। তাঁর বড় গার জ্বালা হয়েচে।

[দাসীর প্রস্থান।

পণ্ডি। লীলা কি অসুস্থ হয়েছেন ?

হর। গত কল্য সিদ্ধেশ্বরের একখান লিপি পড়্‌তে পড়্‌তে সর্‌দিগর্‌মি হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন, সেই অবধি গা গরম হয়ে রয়েছে, আর অতিশয় ক্ষীণ হয়েছেন।

পণ্ডি। আমি একবার দেখে আসি।

হর। আসুন—অপর ছেলে পোষ্যপুত্র নিতে হলে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ ঘট্‌তে পারে এ কথাটা ব্যক্ত কর্‌বেন না, কারণ তা হলে ললিত এর মধ্যে বাড়ী আস্‌বে না—ললিত যদি এখন বাড়ী আসে আমি তাকে কোলে করে গলা ধরে কেঁদে পোষ্যপুত্র কত্তে পারি।

পণ্ডি। এই ব্যাপার আশঙ্কা করেই ত ললিত স্থানান্তরিত হয়েছে।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। আহা, এত আশা সব বিফল হলো—ললিতকে পোষ্যপুত্র করার আর কোন উপায় দেখি নে। এত দিন পরে কুলক্ষয়টা হবে ?—কুলীনের ঘরে এমন কুপাত্র কখন দেখি নি—দেক্‌ ব্যাটাকে জেলে পূরে। কোথায় বাড়্‌বো না কমে চল্যেম—যে কাল পড়েছে, আর বাড়া আর কমা—যায় যাবে কুল, আমার লীলা ত পরম সুখী হবে, ললিত ত আমার যে স্নেহের পাত্র সেই স্নেহের পাত্র থাক্‌বে—তবে ললিতের আশা ছাড়তে হলো—নদেরচাঁদ কুপাত্র বিবেচনা হয়, লীলার বিবাহ অন্য সুপাত্রের সহিত দেওয়া যাবে, ললিত যদি আসে তাকে আমি পোষ্যপুত্র করবো, কখনই ছাড়্‌বো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

লীলাবতীর শয়নঘর। পর্য্যঙ্কোপরি লীলাবতী সুষুপ্তা।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ঘুম এয়েচে, বাঁচ্‌লেম, বাতাস দিতে দিতে হাতে কড়া পড়েছে।

[দাসীর প্রস্থান।

লীলা। ও মা প্রাণ যায়—আমার প্রাণের গাত্রদাহ হয়েছে, তার গায় কেউ বাতাস দিতে পারে না ?

কোথায় প্রাণের পতি ললিতমোহন,
দেখ আসি অস্তমিত লীলার জীবন,
বলেছিলে বিপদেতে হবে অধিষ্ঠান,
কই নাথ কই এলে বাঁচাইতে প্রাণ ?
মরে যাই ক্ষতি নাই এই খেদ মনে,
পতির পবিত্র মুখ এল না নয়নে।
কি দোষ করেচে লীলা, এত বিড়ম্বনা,
প্রাণকান্তে একবার দেখিতে পাব না ?
ভুলে কি আছেন পতি হইয়ে নির্দ্দয় ?
আমার হৃদয়নাথ তেমন ত নয় ;
লীলাময় প্রাণ তাঁর স্নেহের ভাণ্ডার,
ভুলে কি থাকেন তিনি ভার্য্যা আপনার ?
প্রাণ যায়, ভেবে মরি, মনে কত গায়,
নাথের অশুভ কিছু হয়েচে তথায়—
কারে বলি কে রাখিবে আমার মিনতি,
আপনি যাইব চলে যথা প্রাণপতি—

(সজোরে গাত্রোত্থান)

ও মা মাতা ঘোরে কেন ? মলেম যে, পিপাসা হয়েচে—ও ঝি, ঝি, হেথা আয় রে—(শয়ন)

শ্রীনাথ, পণ্ডিত এবং দাসীর প্রবেশ।

পণ্ডি। লীলাবতি, কেমন আছ ?

লীলা। ভাল।

পণ্ডি। (শ্রীনাথের প্রতি) ললিতের কোন সংবাদ এসেছে ?

শ্রীনা। না।

পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বর বাবু লীলাবতীকে কি লিপি লিখেছেন দেখি।

দাসী। বালিশের নীচেয় আছে।

শ্রীনা। আমি দিচ্চি। (লিপিদান)

পণ্ডি। এ চিঠি কাল এসেচে ?

শ্রীনা। হ্যাঁ, কালই বটে।

পণ্ডি। (লিপি পাঠ)

"প্রিয় ভগিনি লীলাবতি

আপনার পত্রপাঠে জানিলাম ললিতমোহন আপনাকেও কোন লিপি লেখেন নাই। তাঁর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রার পর কেবল পাটনা হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে প্রকাশ তিনি ত্বরায় আগরায় গমন করিবেন এবং আগরায় পৌছিয়া আমাকে সংবাদ লিখিবেন; সে সংবাদ আসার সময় উত্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি অতিশয় চিন্তাযুক্ত। বোধ করি তাঁর লিপিগুলিন ডাকঘরে গোলমাল হইয়া থাকিবে। আমি অদ্য রাত্রে মেলট্রেনে ললিতমোহনের অনুসন্ধানে গমন করিব; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আপনি সংবাদ পাইবেন। ইতি।

হিতার্থী

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী।"

ললিত স্বচ্ছন্দে আছেন, পশ্চিমাঞ্চলস্থ পরম রমণীয় স্থানসমূহ সন্দর্শনে সময় ক্ষেপণ কচ্চেন তাতেই লিপি লিখিতে অবসর পান নাই।

শ্রীনা। আমি ললিতের সন্ধানে যেতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডি। তার প্রয়োজন কি? সিদ্ধেশ্বর বাবু যখন গিয়েছেন ললিতকে লয়ে আসবেন।

শ্রীনা। লীলার শরীর অসুস্থ দেখেই বা কেমন করে যাই। পুষ্যিপুত্র লওয়া উপলক্ষে বাড়ী শ্মশানের ন্যায় হয়েচে। বধূমাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে দিবানিশি রোদন কচ্চেন; লীলা পীড়িত; ললিত পলাতক—এ কালে এমন বোকা মানুষ আছে তা আমি জান্‌তেম না—আজ ব্যায়জে কাল যে বেড়ি খাট্‌বে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়—মেয়ের ছেলেতে ওঁর শ্রাদ্ধ হবে না, উনি পুষ্যিএঁড়ে নিয়ে বংশের নাম রাখ্‌বেন পুষ্যিএঁড়ে যদি গো-ভাগাড়ে যায়, তখন বংশের নাম রাখ্‌বে কে? বংশের নাম থাক্‌বের হত অরবিন্দ বাড়ী আস্‌তো।

পণ্ডি। শ্রীনাথ বাবু আপনি তাঁর সঙ্গে রাগারাগি কর্‌বেন না; মোকদ্দমার কথা শুনে নদেরচাঁদের প্রতি হতাদর হয়েছে কিন্তু পোষ্যপুত্র লওয়া নিবারণ হবে না, তা ললিতই হউক আর অপর কোন বালকই হউক।

শ্রীনা। ললিত ওঁর বাড়ীতে আর প্রাণ থাক্‌তে আস্‌বে না।

পণ্ডি। লীলা নিদ্রিতা হয়েছেন, এখানে গোল করা শ্রেয় নয়।

[শ্রীনাথ এবং পণ্ডিত এবং দাসীর প্রস্থান।

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা গো—(নিদ্রা)

হরবিলাসের প্রবেশ।

হর। (স্বগত) আহা! জননী আমার এত মলিন তবু বিছানা আলো করে রয়েছেন—আমি অতি নিষ্ঠুর নচেৎ এমন স্বর্ণলতা সেই স্যাওড়া গাছে তুলে দিতে চাই—ললিত যা বলে

সেই ভাল, শ্রীনাথ যা বলে সেই শ্রেয়—এ কি। প্রলাপ হয়েছে না কি ?

লীলা। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া)

পূর্ণিমার শশধর নাথের বদন
পাবে না কি অভাগিনী আর দরশন ?
কি মধুর কথা তাঁর কি সুন্দর স্বর,
শুধু একা আমি নই মোহিত নগর—
জ্ঞান-জ্যোতি-বিস্ফারিত আকর্ণ লোচন,
সতত সজল শোভা আভার কারণ,
না দেখে সে আঁখি, প্রাণ পাগলের মত,
হইতাম পাগলিনী ভেবে অবিরত—
কাছে এস প্রাণপতি প্রেম-পারাবার,
চির দুঃখিনীরে দুঃখ দিও না কো আর—
মহীতে মায়ের মায়া রক্ষিতে সন্তানে,
তাহাতে বঞ্চিত আমি বিধির বিধানে,
অভাগিনী ভাগ্য-দোষে শৈশবে জননী,
করে গেছে কাঙ্গালিনী ছাড়িয়ে ধরণী ;
সোদর সহায় ছিল অবলা বালার,
ভাগ্যদোষে নাহি তাঁর কোন সমাচার,
পোষ্যপুত্র লন পিতা নিরাশ অন্তরে,
ভুলিব দাদার নাম এত দিন পরে ;
জনক পরম গুরু স্নেহভরা মন,
আমার কপালে তিনি বিষ দরশন,
কৌলীন্য শ্মশানকালী হৃদয় তুষিতে,
দেবেন দুহিতা বলি অপাত্র অসিতে ;
এমন সময় পতি রহিলে কোথায়,
তুমি অবলার গতি, সাহস সহায়—
প্রাণ কাঁদে প্রাণকান্ত কর হে বিহিত—
হা ললিত—হা ললিত—ললিত—ললিত—

হর। (স্বগত) আবার নিদ্রা এল। মার দুই চক্ষু দিয়ে

অবিশ্রান্ত জল পড়্চে—আমি এমন নরাধম, আমার সর্ব্বস্ব ধন লীলার কোমল মনে এমন ব্যথা দিইছি—আমার প্রাণ এখন ফেটে বার হলো না—(রোদন) "কৌলীন্য-শ্মশানকালী"—এক শ বার—বল্লাল সেনের মুখে ছাই—নদেরচাঁদের বাপের পিণ্ডি, ঘটকের মার সপিণ্ডীকরণ—ললিতকে কোথায় পাই—কুলীন জামাই আমার কপালে নাই।

[প্রস্থান।

। ঝিকে কখন ডেকিচি একটু জল দেবার জন্যে, এখনো এল না—ও ঝি, ঝি,—তুই কি কাণের মাতা খেইচিস—একটু জল দিয়ে যা—

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। কর্ত্তা মশাই বাড়ী মাথায় করেচেন।

লীলা। (জলপান করিয়া) কেন ?

দাসী। (অঞ্চল দিয়া লীলার মুখের জল মুছাইয়া) তিনি নদেরচাঁদকে গাল দিচ্চেন, ঘটককে হাজার বাপান্ত কর্‌ছেন, আর বল্‌চেন ললিতকে এনে এখনি লীলার সঙ্গে বিয়ে দেব—ও কি—তুমি অমন হলে কেন ? তোমার যে চকের জল হঠাৎ উথ্‌লে উঠ্‌ল—

লীলা। (বহু যত্নে চক্ষের জল নিবারণ করিয়া) ঝি—এ দুঃখের সাগর মন্থন করে কে তোর মুখে অমৃত দিলে ? হঠাৎ যে এমন হলো—বউ কিছু বলেছেন ?

দাসী। কিছু না।

লীলা। ললিতের কোন খবর এসেছে ?

দাসী। না। (পুনর্ব্বার উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া লীলাবতীর শয়ন)

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। ললিত ভাল আছে—

লীলা। কি—কি—কে বল্লে—মামা কেমন করে জান্‌লেন ?

শ্রীনা। মা আমার উন্মাদিনী হয়েছেন। সিদ্ধেশ্বর তারে খবর দিয়েচে, ললিতের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েচে এবং ললিত ভাল আছে।

লীলা। বাবা শুনেছেন ?

শ্রীনা। না—তিনি কোথায় গেলেন।

লীলা। মামা আমি একটু ব্যাড়াবো ?

শ্রীনা। ব্যাড়াও।

লীলা। চল ঝি বয়ের কাছে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর—ভোলানাথ চৌধুরীর বৈটকখানা।

ভোলানাথ চৌধুরী আসীন।

ভোলা। ঘট্‌কীটি জুটেছে ভাল, কিন্তু আর সতীত্ব নষ্ট কত্তে প্রবৃত্তি হয় না—বিশেষ অমন সুন্দরী স্ত্রী ঘরে পেইচি—

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। একজন ব্রহ্মচারী আপনার কাছে আস্‌তে চাচ্চে—

ভোলা। আসুক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

আবার ব্রহ্মচারী—এক ব্রহ্মচারীর অনুরোধে—অনুরোধে কেমন করে ?—ধমকে জাতঃপাত হইচি—ইনি কি কত্তে আস্‌চেন ?

যোগজীবনের প্রবেশ।

(স্বগত) ও বাবা দাড়ি দেখ—(প্রকাশে) বস্থন বাবাজি।

যোগ। আপনি আমাকে চিন্তে পারেন না ; আপনি যখন অতি শিশু তখন আমার আগমন ছিল, স্বর্গীয় কর্ত্তা আমাকে যথেষ্ট ভক্তি কত্তেন, তিনিই আমাকে এই রজতত্রিশূল প্রস্তুত করে দেন—আপনার সকল কুশল ?

ভোলা। প্রভুর দর্শনে সকল কুশল। আপনার থাকা হয় কোথায় ?

যোগ। বহু দিন এ প্রদেশেই অবস্থান ছিল, তার পরে কামরূপ, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, বামজঙ্ঘা, পুরুষোত্তম, কনারক, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে দেহ পবিত্র করিছি—

ভোলা। পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া হয় নি ?

যোগ। সে প্রদেশে যাওয়ার কল্পনা করিছি, অচিরাৎ গমন কর্‌বো।

ভোলা। আমার কাছে কি প্রার্থনা ?

যোগ। স্বপ্নবিবরণ বল্‌তে চাই।

ভোলা। বলুন।

যোগ। অতি মনোহর স্বপ্ন—একদা কাশীধামে অযোধ্যা-নিবাসী আমার পরম মিত্র মহীপৎ সিং তীর্থ পর্য্যটন অভিলাষে আগমন করেন। ইন্দীবর-বিনিন্দিত-নীলনয়ন-শোভিতা বিদ্যুল্লতাতুল্যা অহল্যা নাম্নী অবিবাহিতা দুহিতা তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। অকস্মাৎ মহীপৎ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। শোকাকুলা অহল্যা একাকিনী—আশু স্বদেশ গমনে উপায়হীনা। এই সময় এ প্রদেশের এক ধনাঢ্য লম্পট কাশীতে বাস করে। ঐ নীচান্তঃকরণ মহীপতের পাণ্ডাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া অচতুরা অবলাকে বিবাহ ব্যপদেশে কানপুরে লইয়া যায়। কুলললনা

কৌশলে লম্পটের করগত শ্রবণে আমার লোমকূপ দিয়া অনলকণা বহির্গত হইতে লাগিল, তদ্দণ্ডে ভয়প্রদর্শনে পাণ্ডাকে বশীভূত করিয়া তাহারি দ্বারা মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিলাম।

ভোলা। আপনি যে বল্লেন পশ্চিমে যান নি।

যোগ। স্বপ্নাবেশে গমন করেছিলাম—তার পর শুনুন—দিবসত্রয় মধ্যে লম্পটশ্রেষ্ঠ লৌহশৃঙ্খল-বন্ধন-দশায় থানাবথানা কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—কারাগারগমনোন্মুখ। আমার চরণ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে স্বীকার করিলেন আমি যাহা বলিব তাহাই শুনিবেন। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি? অহল্যা, লম্পটের ঐশ্বর্য্য দেখেই হউক বা তার রূপ দেখেই হউক, লম্পটকে বিবাহ করিতে সম্মতা—অনেক অর্থ ব্যয়ে সদরআলার বিচারালয়ে পূর্ব্বকার তারিখ দিয়া এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত রক্ষিত করিলাম, যে অহল্যার সম্মতিতে লম্পট তাহার পাণি গ্রহণ করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লম্পট প্রকাশ করিলেন, তিনি অহল্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, অপহরণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ সদরআলার বিচারালয়ে আছে। অহল্যা পরিণয় স্বীকার করায় মাজিষ্ট্রেট লম্পটকে নিষ্কৃতি দিলেন। লম্পট যেমন দুরাত্মা তেমনি কৃতঘ্ন, নিষ্কৃতি প্রাপ্তির পরেই অহল্যার পাণি গ্রহণে অসম্মত। পুনর্ব্বার লম্পটকে কারা প্রেরণের উপায় স্থির করিলাম। লম্পট সঙ্কটাপন্ন, বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শাস্ত্রমত অহল্যার পরিণেতা হইলেন। তদবধি আমার সহায়তার চিহ্ন স্বরূপ লম্পট-প্রদত্ত এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয় মদীয় অঙ্গুলিতে বিরাজমান—

ভোলা। আপনি সেই মহাত্মা, সেই মহাপুরুষ—(যোগজীবনের চরণ ধরিয়া) আপনি আমার জীবনদাতা, আমি আপনার ক্রীতদাস, আমার জীবন রক্ষা করেছেন এখন আমার মান রক্ষা করুন—আমি ক্ষত্রীকন্যা বিবাহ করিছি প্রকাশ কর্‌বেন না, আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

যোগ। তুমি সুখে থাক এই আমার বাসনা—আমি কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না।

ভোলা। আমি এখানে ঘোষণা করে দিইচি অহল্যা বঙ্গদেশের একজন রাঢ়িশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যা এবং সকলে সে কথা বিশ্বাস করেছে কিন্তু কত অর্থব্যয় হয়েছে তার সংখ্যা নাই।

যোগ। আমি একবার অহল্যার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষ করি।

ভোলা। আপনার কন্যার সহিত আপনি সাক্ষাৎ করবেন, তাতে আপত্তি কি—আপনি বসুন আমি এইখানেই অহল্যাকে আস্‌তে বলচি—

[ভোলানাথের প্রস্থান।

যোগ। আমি অহল্যার ভাবনা ভাব্‌চি নে, ভোলানাথ বাবু অহল্যাকে সহধর্ম্মিণী করেছেন অহল্যা পরম সুখে আছে—এখন পোষ্য পুত্র লওয়া ত কোন মতেই রহিত হয় না—ললিত ফিরে এলে ললিত লীলাবতীতে বিবাহ হবে ; কিন্তু আর একটি বালক যে পোষ্য পুত্র লবার জন্য স্থির করেছেন, তা রহিত করণের উপায় কি ? যজ্ঞেশ্বরকে আর বিশ্বাস হয় না।

ভোলানাথ এবং অহল্যার প্রবেশ।

ভোলা। আপনারা এই ঘরে থাকুন আমি বারেণ্ডায় বসি গে, কয়েক জন বন্ধুর আস্‌বের কথা আছে।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

অহ। বাবা, এত দিনের পর আমায় মনে পড়েচে, আমি ভাব্‌লুম আপনি আমায় একেবারে ভুলে গিয়েছেন—আমার মা বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌য়ে দেবেন বলেছিলেন তা দিলেন না ?

যোগ। তোমার ত মা নাই, তোমার বাপ ভাই আছে, আমি ত্বরায় তোমাকে তাঁহাদের কাছে লয়ে যাব—আমি তোমাকে যেরূপ যেরূপ কত্তে বলি তুমি সেইরূপ সেইরূপ কর।

অহ। আমাকে আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই কর্‌বো, বাবুও আপনার মতে চল্‌বেন।

যোগ। অনেক পরামর্শ আছে, তুমি—

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। অহল্যা বাড়ীর ভিতর যাও—

অহ। বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে—

ভোলা। কাল হবে কতকগুলি লোক আস্‌চে বাবাজি আপনি কাল এমনি সময় আস্‌বেন, আপনার যত কথা থাকে কাল হবে।

[এক দিকে অহল্যার, অপর দিকে যোগজীবনের প্রস্থান।

ভোলা। কদিনের পর আজ একটু আমোদ করা যাক্‌। ওরে—

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং ইয়ার চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

প্র, ই। কি বাবা নির্‌মিষ বসে রয়েচ যে।

ভোলা। একটি নির্‌মিষখেগো এসেছিলেন তাতেই হাত পা বাঁধা ছিল।

ভৃত্যের প্রবেশ এবং ডিক্যাণ্টার প্রভৃতি প্রদান।

দ্বি, ই। নদেরচাঁদ লেগে যাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

নদে। আমি ঢের খেইচি, আর খাব না।

শ্রীনা। তুমি যে দিন বলবে আর খাব না সে দিন তিন চারটে আব্‌কারির ডেপুটি কালেক্টর বরতরফ হবে—(সকলের মদ্যপান)

তৃ, ই। হেমচাঁদকে দেখ্‌চি নে যে ?

নদে। হেমচাঁদ বয়ে গেছে—বয়ের পরামর্শে বয়ে গেছে—সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মিশেচে, মদ ছেড়ে দিয়েচে—একেবারে জান্নবে গিয়েছে।

ভোলা। ছেলেমানুষে মদ না খায় সে ভাল—কিন্তু ছোঁড়া ব্রাহ্ম হয়ে পড়েছে।

চতু, ই। আপনি তাকে ত্যাগ করেছেন ত ?

তৃ, ই। উনি তাকে ত্যজ্য পুত্র করেছেন।

ভোলা। দূর গুওটা পাজি সে যে আমার ভাগনে।

শ্রীনা। ও সকল জঘন্য গাল মূর্খের মুখে ভাল শুনায়, চাষার মুখে ভাল শুনায়, বেহারার মুখে ভাল শুনায়।

ভোলা। মাতাল মূর্খ হইতে অধম, চাষা হইতে অধম, বেহারা হইতে অধম, সুতরাং মাতালের মুখে গুওটা মন্দ শুনায় না—

মত্তমত্তমুখভ্রষ্টং বাপান্তমমৃতাধিকং

মদের মুখে বাপান্ত অমৃতের অধিক।

শ্রীনা। পেট ভরে খাও অমর হবে।

প্র, ই। বা ইয়ার বেশ বলেছ—(সকলের মদ্যপান)

ভোলা। ওহে শ্রীনাথ বাবু তোমরা অতি অন্তজ ; তোমরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ভেঙ্গে দিতে চাও! আমি ভোলানাথ চৌধুরী, আমার ভাগ্‌নে সত্যি সত্যি আইবুড়ো থাক্‌বে না, তোমাদের ব্যবহার ত এই—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় আমায় জানেন না, তাঁর বাড়িতে কি কাণ্ড না হয়ে গেছে, আমার ছাপা ত কিছুই নাই।

শ্রীনা। বাবা তুমি যে বিয়ে করে এনেচ কত কি ছাপা থাক্‌বে—

দ্বি, ই। শ্রীনাথ বাবু কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ তোলেন কেন ?

নদে। মামীর কথা নিয়ে শ্রীনাথ মামা যখন তখন ঠাট্টা করেন।

শ্রীনা। কানায়ে ভাগ্নে ক্ষান্ত হও।

ভোলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নদেরচাঁদ এক গেলাস মদ দে ত বাবা—(সকলের মদ্যপান)

তৃ, ই। বাজে কথা রেখে দাও, একটা গান ধরা যাক্— হুঁ হুঁ হুঁ না না না—

শ্রীনা। তান্‌সান্ চুপ কর মা, এখনি ধোপারা দড়া নিয়ে আস্‌বে হুঁকোর জলগুলো ফেলে দিতে হবে।

ভোলা। এস, একটু শাস্ত্রালাপ করা যাক্—

চতু, ই। উচিত—(এক গেলাস মদ্য লইয়া) এই যে গেলাসে পীতবর্ণের পয়ো দেখিতেছেন এটি পেয়, যথা— (মদ্যপান)

ভোলা। ও একটি রস কি না—

চতু, ই। অবশ্য।

শ্রীনা। কি রস?

চতু, ই। সোমরস।

ভোলা। রসটা কয় প্রকার?

চতু, ই। রস ষড়্‌বিধ।

শ্রীনা। কি কি?

চতু, ই। সোমরস, আদিরস, নবরস, তামরস, আনারস, আর—(চিন্তা)

নদে। চরস।

চতু, ই। ঠিক বলেচ বাপ—এমন ছেলেকে মেয়ে দিতে চাও না শ্রীনাথ বাবু।

প্র, ই। লোকে কথায় বলে পঞ্চ ভূত, কিন্তু পাঁচটি কি কি তাহা সকলে জানে না।

চতু, ই। ভূত পাঁচ প্রকারই বটে, যথা—পেত্নীর ভাতার ভূত, মাম্‌দো ভূত, অদ্ভুত, কিম্ভুত, আর দেখ গে—(চিন্তা)

নদে। বেহ্মদত্তি।

চতু, ই। এবারে হোল না।

শ্রীনা। আর নদেরচাঁদ।

নদে। আমি কেমন করে?

শ্রীনা। আবাগের ব্যাটা ভূত।

চতু, ই। পাঁচ ভূত মিলেচে।

শ্রীনা। গোটা ছুই জেয়াদা দেখ্‌চি।

চতু, ই। যে পাঁচ সেই সাত, যথা—পাঁচ সাত বার।

প্র, ই। আচ্ছা ভাই, তুমি শিবের ধ্যানের এইটুকু বুঝায়ে দাও দেখি—"ধ্যান্নিতং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।"

চতু, ই। এ ত সহজ কথা—"ধ্যান্নিতং" কি না "মহেশং"; "রজতগিরি" কি না "নিভং"; "চারুচন্দ্রাবতংসং—" কিছু শক্ত হচ্চে—"চারুচন্দ্রা" যে কতখানি "বতংসং" তা ভাই টিপুনী না দেখে বল্‌তে পারি নে। আমাকে ঠকাতে পার্‌বে না, আমি টোলে পড়িচি।

ভোলা। টোলে পড়া কি ভাল?

শ্রীনা। টলে পড়া ভাল।

ভোলা। তবে অধ্যয়ন করি—(শয়ন)

শ্রীনা। মদের উপাসনা করা যাক্—(সকলের এক এক গেলাস মদ্য হস্তে ধারণ)

প্র, ই। কে বলে নাহিক সুধা অভাগা ধরায়,
দেখুক যে আঁখি ধরে গেলাস কানায়। (মদ্যপান)

দ্বি, ই। পাহাড়ে পীরিত তব সীধু বিধুমুখি,
সাগর লঙ্ঘিয়ে কর স্বামিমন সুখী। (মদ্যপান)

তৃ, ই। সুধীরা মদিরা বালা অবগুণ্ঠ কাক্,
এস না উজান যেন দোহাই—ওয়াক্।

ভোলা। কল্যে বসি।

তৃ, ই। বাবা পিপে খালি কল্লেম, নূতন মাল ভর্ত্তি করি—(মদ্যপান)

চতু, ই। বিলাসিনী দন্তবাস চোঁয়ায়ে চুম্বনে,
বারুণী বাহির হলো ভরিতে শুজনে। (মদ্যপান)

শ্রীনা। নীরাকারা সুরা দেবি, শীবরজননী,
বিনয়নাশিনী তুমি বিজ্ঞানদমনী,
ভোল ভোল অভাগায় ক্ষতি তাহে নাই,
ভোলারে ভুল না মাতা এই ভিক্ষা চাই। (মদ্যপান)

ভোলা। গন্ধ, পদ্ম, বাদ্য, মদ্য, মিষ্ট সমতুল—
বামা-মুখ-চ্যুত-মদে প্রফুল্ল বকুল। (মদ্যপান)

প্র, ই। একবার প্রফুল্ল হলে হয় না?

ভোলা। না হে তায় আর কাজ নাই, আমি এখন স্ত্রীর বশীভূত হইচি—

শ্রীনা। নদেরচাঁদ গেলাস হাতে করে ভাব্‌চিস্ কি—ঠাকুর্দ্দের দাও। তোমার মামা মামীর প্রেমে ক্ষীরোদ মন্থন।

নদে। মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্‌ কচ্‌—
মামীর পীরিতে মামা হ্যাকচ্‌ প্যাঁকচ্‌। (মদ্যপান)

দ্বি, ই। যথার্থ ই আবাগের বেটা ভূত—তোর মামীর পীরিতের কথা কেমন করে বল্লি?

নদে। যথার্থ কথা বল্‌তে দোষ কি?

ভোলা। যথার্থ ই হক্ আর অযথার্থ ই হক্ সম্পর্কবিরুদ্ধ কোন কথা বল্‌তে নাই; তোমাদের ছেলে কাল থেকে উপদেশ দিচ্চি তা তোমাদের কিছুই জ্ঞান হয় না—"মামীর পীরিত" বলা তোমার অতিশয় গর্হিত হয়েছে—

নদে। বাবার জবানি বলিচি—

তৃ, ই। বাহবা বাহবা বেশ সাম্‌লে নিয়েচে—নদেরচাঁদ একটি কম নয়—

শ্রীনা। নদেরচাঁদের মত আর একটি ছেলে প্রথম বার শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে ফিক্ ফিক্ করে হেঁসে তার বাপকে ঠাট্টা করেছিল, তার বাপ তাতে রাগ কল্যে, সে বল্যে "বাবা তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফিরেছে, তোমার নাম আর আমার শালার নাম এক"—

ভোলা। যথার্থ কথা বল্‌তে কি শ্রীনাথ বাবু, বড় দুঃখ হয়, এত টাকা খরচ কল্যেম, ছোঁড়াদের বুদ্ধিও হলো না বিদ্যাও হলো না—দেখ দেখি ভাই মামী মায়ের মত, তাকে ঠাট্টা কল্যে—

নদে। মামী যদি আমার মা হলো তবে আপনি বিয়ে কল্যেন কেমন করে ?

চতু, ই। বা নদেরচাঁদ, বেশ উত্তর দিয়েচ—মদ না খেলে কথা বেরোয় না, মদে বুদ্ধির প্রখরতা জন্মে।

ভোলা। মদ্যমবিরতং পিবতি যদি মানবঃ
মতিস্তস্য বৃহস্পতেরিব তীক্ষ্ণা ভবতি।

যদি মনুষ্য অবিরত মদ্য পান করে, তার বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য তীক্ষ্ণ হয়।

শ্রীনা। ভোলানাথ বাবু সংস্কৃতটা একচেটে করে নিয়েচেন।

ভোলা। বাবা, লেখাপড়া শিখ্‌তে গেলে পয়সা খরচ কত্তে হয়—দিনের বেলা কালেজে ইংরাজি পড়্‌তেম রাত্রে তর্কচূড়ামণির কাছে সংস্কৃত পড়্‌তেম।

নদে। আমরাও চূড়ামণির কাছে পড়িচি।

শ্রীনা। চূড়ামণি যারে ছুঁয়েচেন তার আখের খেয়ে দিয়েচেন।

ভোলা। পণ্ডিতস্পর্শে পাণ্ডিত্যমুপজায়তে—পণ্ডিতকে স্পর্শ কল্যে পাণ্ডিত্য জন্মায়।

প্র, ই। মদ ছুঁলে মহৎ হয়। (সকলের মদ্যপান)

ভোলা। শ্রীনাথ বাবু কাশীতে তোমাদের চাঁপাকে দেখে এলেন—সে কাশীবাসিনী হয়ে আছে, আমাদের খুব যত্ন করেছিল—অরবিন্দকে কত গাল দিতে লাগ্‌লো, বল্লে কুলের বাহির করে বেইমান ছেড়ে দিয়ে পালালো—

শ্রীনা। চাঁপার সঙ্গে অরবিন্দের নাম করা অতি মূঢ়তার কার্য্য, অরবিন্দের কেমন চরিত্র তা কি জান না—

ভোলা। সে বল্যে তা আমি কি কর্‌বো—নদেরচাঁদের মোমদ্দমাটা শেষ হক্‌, তার পর আমি চাঁপাকে এখানে আন্‌বো তার মুখ দিয়ে তোমায় শোনাব।

দ্বি, ই। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা কবে হবে?

নদে। কাল।

তৃ, ই। হরবিলাস বাবু বলেচেন যদি জরিবানা করে ছেড়ে দেয়, তা হলেও নদেরচাঁদকে কন্যা দান কর্‌বেন। ঘটক বল্যে তিনি মোকদ্দমার কথা শুনে অতিশয় রাগ করেছিলেন এখন একটু নরম হয়েছেন।

ভোলা। সাধে নরম হয়েচেন, আমার হাতে আছেন।

চতু, ই। একবার গাওয়া যাক্‌—

সকলে। (গীত, রাগিণী শঙ্করা তাল আড়খেম্‌টা।)

নেশার রাজা, মদের মজা,
না খেলে কি বল্‌তে পারি—
বিমল সুধা বিনাশ ক্ষুধা
পান করিয়ে বাদ্‌সা মারি।
সুতার যেমন শ্যাম্পেন সেরী;
হতেন যদি ধান্যেশ্বরী,
শায়ের মেয়ে বিয়ে করি,
ঘরজামায়ে হতেম তারি।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। সব তয়ের হয়েছে।

ভোলা। আমরাও তয়ের হইছি—

প্র, ই। নেশার রাজা, মদের—

শ্রীনা। ওর মুখে খানিক গোবর দাও ত, বড় জ্বালাচ্চে-খাবার তয়ের হয়েছে এখন উনি নেশার রাজা কচ্চেন।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নাগার।

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। হা পরমেশ্বর! হা অনাথবন্ধু! হা মহাদেব! অভাগিনীর প্রতি একটু দয়া হলো না—অনাথিনীকে একবার মুখ তুলে চাইলে না। আজ্‌কের রাত পোহালে কাল পুষ্যি পুত্র লওয়া হবে, আমার নাথের নাম ডুবে যাবে—(রোদন) কাল আমি কাঙ্গালিনী হবো, কাল আমি পথের ভিকারিণী হবো, কাল আমায় আমার বলে এমন কেউ থাক্‌বে না—প্রাণেশ্বর একবার দেখা দাও—কোথায় রইলে, কোথায় গেলে, দাসীকে সঙ্গে করে নাও। হে সূর্য্যদেব তুমি আজ অস্তে যেও না, তুমি অস্তে গেলে আমার প্রাণনাথের নাম অস্তে যাবে—তুমি যদি অস্তে যাও, কাল আর উদয় হয়ো না—আহা! প্রাণেশ্বর বিহনে আমার সব অন্ধকার—আমি আর দিন পাব না—আমি আর নাথের চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাব না—প্রাণকান্ত, পুষ্যি পুত্র লওয়া হচ্চে তাতে ক্ষেতি কি? তুমি বাড়ী এস, তোমায় দেখলে আমার সকল দুঃখ যাবে, তোমার পদসেবা কত্তে পেলে আমি রাজ্যেশ্বরী অপেক্ষাও সুখী হবো—আহা! স্বামিহীনা রমণীরাই বলতে পারে স্বামীকে দেখ্‌তে পেলে মনে কি অপার আনন্দ জন্মে—ও মা, মা গো, দুঃখিনীর প্রাণে পরিতাপ যে আর ধরে না মা—আমি কি সত্যি সত্যি পতিহীনা হলেম—আমার রাজ্যেশ্বরের রাজ্যে আর এক জন এসে রাজ্য কত্তে লাগ্‌লো—আহা! আহা! প্রাণ, তোমারে কি বলে বুঝাব, তুমি

বিদীর্ণ হচ্চো, হও—ছেলেকালে আমাকে জন্মএয়ীস্ত্রীর লক্ষণযুক্ত বল্‌তো; ও মা তা কি এই! আমি আজ রাত্রে প্রাণ ত্যাগ করি, তা হলে আমার জন্মএয়ীস্ত্রী নাম থাক্‌বে—মরি, মরি, মরি, এক বিনে সব অন্ধকার, আমি আর কিছুতে নাই, আমি রাজরাণী সন্ন্যাসিনী—আমার যদি একটি পেটের ছেলে থাক্‌তো তা হলেও আমি পৃথিবীতে থাক্‌তে পাত্তেম, তা হলেও আমি মনকে প্রবোধ দিতে পাত্তেম। আহা! আমার প্রাণনাথের খড়ম একবার বক্ষে ধারণ করি, (বক্ষে খড়ম ধারণ) আমার কেবল এই এক মাত্র জুড়াইবার উপায়—আমার গহনা, কাপড়, বাক্‌সয় যেমন আছে এম্‌নি থাকবে, না যাকে যাকে ভাল বাসি তাকে তাকে দিয়ে যাব—আমি ভাল শাড়ীখানি পর্‌বো, মুক্তার মালাছড়াটি গলায় দেব, গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, এয়ীস্ত্রী মর্‌বো, বিধবা হবো না, বিধবা হবো না, বিধবা—(রোদন)

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। আহা এমন করে রাজার রাজ্জিপাট উঠে গেল গা—মা তুমি কেঁদে কেঁদে শুখ্‌য়ে গেলে যে—গাঁ শুদ্ধ লোক পুষ্যি পুত্র নিতে বারণ কচ্চে, তবু পুষ্যি পুত্র না নিলে আর চল্লো না—লোকে বলে বুড়ো হলে মতিচ্ছন্ন হয়—

ক্ষীরো। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার কপাল মন্দ, তাঁর দোষ কি।

দাসী। আহা! গিন্নী যদি থাক্‌তেন, তা হলে কি পুষ্যি পুত্রের কথা মুখে আন্‌তে পাত্তেন—আহা অরবিন্দ যখন হয়, গিন্নীর কত আহ্লাদ, সকল লোককে সোনার গয়না দিচ্‌লেন—আমি আঁতুড়ে ছিলেম, আঁতুড়ে থেকে বের্‌য়ে গিন্নী আমায় পাঁচ ভরি দিয়ে সোনার দানা গড়্‌য়ে দিচ্‌লেন—

আমি পোড়াকপালী আজো বেঁচে রইচি, সেই অরবিন্দ ছেড়ে যাচ্চে চক্ দিয়ে দেখ্‌চি—(রোদন)

ক্ষীরো। ঝি আমি হতভাগিনী, আমার কোন সাদ মিট্‌লো না—আমার মনের দুঃখ মনেই রইলো—ঝি, আমার আঁতুড়ে তোকে রাখ্‌তে পাল্লেম না—আমি ঠাকুরুণের মত কাহাকেও সোনাদানা হাতে করে দিতে পেলেম না—ঝি আমি কাঙ্গালিনী, আমাকে চিরদুঃখিনী বলে মনে করিস—ঝি তুই আমার প্রাণপতিকে আঁতুড় হতে লালন পালন কর্‌তিস, তুই আমাকে বড় ভাল বাস্‌তিস্, তোকে আমার তাবিচ দু ছড়া দিই তোর ছেলের বউকে পর্‌য়ে দিস—

(বাক্স হইতে তাবিচ বাহির করিয়া দাসীর হস্তে প্রদান)

দাসী। মা আজ কি সুখের দিন তা আমি সোনার তাবিচ নেবো—মা কালীঘাটের কালী দিন দিতেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌তো, আমি জোর করে সোনার তাবিচ নিতেম—মা এখন আমাকে তুমি তাবিচ দিও না—

ক্ষীরো। ঝি আমি কাঙ্গালিনী, কিন্তু যত গহনা আছে তা সকলি আমার, আমি আজ বার বৎসর তাবিচ হাতে দিই নি—তুই আমার প্রাণকান্তের ঝি, তোর বউ ঐ তাবিচ পরলে আমার আহ্লাদ হবে—

দাসী। মা তোমার যেমন মন তেমনি ধন হক্, মা কালীঘাটের কালী যদি থাকেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌বে, তোমার রাজ্যিপাট বজায় থাক্‌বে।

লীলাবতীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। লীলা আমার তাবিচ দু ছড়া ঝিকে দিলেম—আমার নাম করে, আমার দয়ার সাগর প্রাণকান্তের নাম করে, ওর বউ পর্‌বে—লীলা, ঝি ঠাকুরুণের আঁতুড়ে ছিল—

আমার প্রাণনাথকে মানুষ করেছিল—লীলা কত লোকের বাড়ীতে ঝি আছে, শাশুড়ীর আঁতুড়ে থাকে, তার পর আবার বয়ের আঁতুড়ে থাকে—আমার মন্দ কপাল কোন সাদ পূর্ণ হলো না—ছেলেকালেই খাওয়া পরা উঠে গেল, আমোদ আহ্লাদের শেষ হলো—বিধবা হলেম—(রোদন)

লীলা। বউ আমার মুখ দিয়ে কথা সর্‌চে না—তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে—আমি কি বল্‌বো—আমাদের কপালে এই ছিল—ঝি তুই দৌড়ে সইকে ডেকে আন্। (রোদন)

[দাসীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। লীলাবতি, কেঁদ না দিদি, আমি শান্ত হইচি—

লীলা। বউ আমার মা নাই, তুমি ছেলেকাল হতে আমায় মায়ের মত প্রতিপালন করেছ, তোমাকে কাতর দেখ্‌লে আমার হাত্ পা পেটের ভিতর যায়—বউ তুমি কি নিরাশ্বাস হয়েছ—হ্যাঁ বউ, পুষ্যি পুত্র নিলে কি দাদা বাড়ী আস্‌তে পারেন না—

ক্ষীরো। আর কি বলে আশা করি—পুষ্যি পুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ী আস্‌বেন না—লীলা, আমি পুষ্যি পুত্র লওয়া দেখ্‌তে পার্‌বো না—লীলা, আজ রাত্রে আমি প্রাণত্যাগ কর্‌বো—লীলা, তুই আমার প্রাণকান্তের ভগিনী, তোর হাঁসিটুকু তাঁর হাঁসির মত, তোকে আমি মেয়ের মত ভাল বাসি, লীলা, আমার ভাল ভাল গহনাগুলি, আমার ভাল ভাল শাড়ীগুলি তুই পরিস, আমার মাতার দিব্বি আর কারো ছুঁতে দিস্ নে—

লীলা। বউ, আমার প্রাণ কেমন করে—বউ আমার ভয় কচ্চে—বউ আমার কেউ নাই, তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না—(ক্ষীরোদবাসিনীর গলা ধরিয়া রোদন)

ক্ষীরো। ভয় কি দিদি—আমি তোমায় ছেড়ে কোথা যাব—চুপ কর কেঁদ না—

লীলা। পুষ্যি পুত্র নিলেন নিলেন তাতে ক্ষেতি কি—দাদা যখন বাড়ী আস্‌বেন তখনি আমাদের আনন্দ, তা যত ইচ্ছে তত কেন পুষ্যি পুত্র নেন না।

শারদার প্রবেশ।

শার। যে ছেলেটি পুষ্যি পুত্র কর্‌বেন, তাকে এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, তাকে আপাততঃ তার মায়ের কাছে রাখ্‌বেন, তার পর তাকে একখানি বাড়ী করে দেবেন—এ বাড়ী বয়ের নামে লিখে দেবেন।

ক্ষীরো। আমার বাড়ীতে প্রয়োজন কি—যাঁকে নিয়ে বাড়ীর শোভা তাঁকেই যখন পেলেম না তখন বাড়ীতেই বা কাজ কি, আমার বাড়ীতে থেকেই বা কাজ কি—আমার প্রাণকান্তকে আমি যদি পেতেম আমার গাছতলায় স্বর্গপুরী হতো।

লীলা। পুষ্যি পুত্র এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, পাছে আমরা কিছু মন্দ করি—জগদীশ্বর আমাদের দুঃখিনী করেচেন কত যন্ত্রণা সইতে হবে।

ক্ষীরো। পুষ্যি পুত্র এ বাড়ীতে থাক্‌লেও আমি কিছু কর্‌বো না, না থাক্‌লেও আমি কিছু কর্‌বো না, আমি জন্মের সোদ এ বাড়ী ছেড়ে যাচ্চি—কাল এক দিকে পুষ্যি পুত্র লওয়া হবে আর দিকে হতভাগিনী গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে—আমি কি আর এ পুরীতে থাক্‌তে পারি—পুষ্যি পুত্রের নাম শুনি আর প্রাণ কেঁদে ওটে, পুষ্যি পুত্র লওয়া হলে কি আমি জীবিত থাক্‌বো—

শার। বউ তুমি পাগলের মত উতলা হয়ে কোন কাজ কর না, এখন আমরা যেরূপ দাদার আস্‌বের আশা কচ্চি, পুষ্যি পুত্র লওয়া হলেও সেইরূপ কর্‌বো—পুষ্যি পুত্র লওয়া

হলো বলে তোমার আশা ত কম্‌চে না, তবে তুমি কি জন্য আত্মহত্যা কত্তে যাবে।

ক্ষীরো। শারদা আমি আজ বার বৎসর তাঁর আশায় রইচি, আর প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয়, আর আমি ভাবি আজ আমার স্বামী বাড়ী আস্‌বেন; আমার এক দিনের তরেও মনে হয় নি তিনি আসবেন না। কিন্তু এই পুষ্যি পুত্রের নামে আমার মন কেমন ব্যাকুল হয়েছে তা আমি বল্‌তে পারি নে, আমার বোধ হচ্চে যেন ঠাকুর তাঁর কোন অশুভ সংবাদ আজ কাল শুনেচেন, আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে—শারদা তোরা আমাকে ভাল বাসিস, আমাকে সহমরণে যেতে দে, আমি প্রাণনাথের খড়ম আলিঙ্গন করে আগুনে ঝাঁপ দিই—(রোদন)

লীলা। এখন কি আর বাবা বারণ শুন্‌বেন, বারণই বা কর্‌বে কে—মামা কাল বাবার সঙ্গে ঝকড়া করে যে বের্‌য়েছেন এখন আসেন নি।

শার। রঘুয়া বল্লে মামা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নৌকা করে শ্রীরামপুরের দিকে গিয়েছেন, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী আবার দাদার খবর বল্‌তে এসেছিল, কর্ত্তা তাকে মেরে তাড়্‌য়ে দেছেন—

(নেপথ্যে কোলাহলধ্বনি)

লীলা। বাইরে ভারি গোল হচ্চে কেন বল দেখি—বাবার গলা শুন্‌তে পাচ্চি—তিনি যেন কাঁদ্‌ছেন—

ক্ষীরো। সত্যি ত, জেনে আয় দেখি, ললিত বুঝি এসেছে—

শার। এই যে মামা আস্‌চেন।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। ও মা লীলাবতি, তোমার দাদা বাড়ী এসেচেন—অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন—সেই ছোট ব্রহ্মচারী যিনি যোগজীবন

নাম নিয়ে বেড়াতেন, তিনিই অরবিন্দ, তাঁর পাকা দাড়ি মিছে, এখন তাঁর দাড়ি আছে কিন্তু এ কালো দাড়ি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

লীলা। বউ অমন করে পড়্‌লেন কেন?—ও বউ, বউ, আর বউ, বউ যে মূর্চ্ছিত হয়েচেন—সই ঝিকে ডাক, জল আন্‌তে বল—

শার। (গাত্রোত্থান করিয়া) ও ঝি, ঝি, ওরে দৌড়ে আয় বউ মূর্চ্ছা গেছেন, জল নিয়ে আয়—(পাকা লইয়া বাতাস)

লীলা। ও বউ, বউ—ও সই, বউ এমন ধারা হলেন কেন, বউ যে ন্যাতা মত হয়ে পড়্‌লেন—

জল লইয়া দাসীর প্রবেশ, এবং ক্ষীরোদবাসিনীর মুখে জল প্রদান।

দাসী। ভয় কি এখনি চেতন হবে—ও মা, মা, তোমার স্বামী বাড়ী এসেচেন, ও মা অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন—

লীলা। সই আল্‌মারির ভিতর থেকে নুনের শিশিটে দে, আমার গা কাঁপচে—

শার। ভয় কি, তুই এমন ভয়ত্রাসে কেন—(নুনের শিশি নাসিকায় ধারণ)

লীলা। বউ, বউ—

ক্ষীরো। মা—

শার। বউ, সাম্‌লেচ?

ক্ষীরো। হ্যাঁ।

দাসী। ও মা আমার আশীর্ব্বাদ ফলেচে, আমার অরবিন্দ বাড়ী এসেচে—

ক্ষীরো। লীলা, এ ত স্বপ্ন নয়?

লীলা। না বউ সত্যি সত্যি দাদা বাড়ী এসেচেন।

দাসী। আহা! বুড়ো মিন্‌ষে অরবিন্দের গলা ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌চে—বল্‌চেন "বাবা তুমি কেমন করে আমায় ভুলে ছিলে"—আমি এক বার বাবাকে প্রাণ ভরে দেখে আসি।

[দাসীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। শারদা আমার ভয় হচ্চে পাছে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

শার। না বউ কিছু ভয় নাই—সেই ছোট ব্রহ্মচারী, যাঁকে অনাথবন্ধুর মন্দিরে দেখেছিলেম, তিনিই তোমার স্বামী—তাঁর সে পাকা দাড়ি মিছে।

ক্ষীরো। আমি ত তখনি বলেছিলেম; উনিই আমার প্রাণকান্ত—পাকা দাড়ি না থাক্‌লে আমি তখনি তাঁর হাত ধত্তেম।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। বউমাকে বলো উনি এমন কোন গোপন কথা অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করুন যা উনি আর তিনি জানেন, আর কেউ জানে না, আর সে কথার যে উত্তর তাহাও লিখে দেন।

ক্ষীরো। লীলা বল, যখন সেই ব্রহ্মচারীর পাকা দাড়ি মিছে আর তিনিই আমার স্বামী হয়ে এসেচেন, তখন কোন পরীক্ষায় প্রয়োজন নাই।

শ্রীনা। অপর অপর লোকের প্রত্যয় জন্য এই পরীক্ষার আবশ্যক—বাইরে লোকারণ্য হয়েছে অরবিন্দ সকলকে নাম ধরে ধরে ডেকে আলাপ কচ্চে।

ক্ষীরো। আচ্ছা উনি যান আমি প্রশ্ন, উত্তর, লিখে দিচ্চি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

লীলা। কি প্রশ্ন করবে?

ক্ষীরো। বল্‌চি।

শার। খুব যেন পুরাণ কথা হয় না, কারণ তিনি ভুলে গেলেও ত যেতে পারেন।

ক্ষীরো। লীলা তুই একখান কাগজ ধরে লেখ্‌—

লীলা। (কাগজ গ্রহণানন্তর) বলো—

ক্ষীরো। ফুলশয্যার রাত্রে আমাকে কথা কওয়াবার জন্যে আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের বাড়ী হতে কালীঘাটের কালীর মন্দির কত দূর—আমি তাহাতে কি উত্তর দিয়েছিলেম ?

লীলা। কি উত্তর লিখ্‌বো—

ক্ষীরো। আর একটা কাগজে লেখ—

লীলা। বলো।

ক্ষীরো। "এক শত বৎসরের পথ"।

শার। বউ এ অনেক দিন্‌কের কথা এটি তাঁর মনে না থাক্‌তে পারে এ কথাটা লিখে কাজ নাই, যদি ঠিক উত্তর না দিতে পারেন, লোকে কানাকানি কর্‌বে।

ক্ষীরো। ঠিক উত্তর না দিতে পারেন উনি আমার স্বামী নন—যিনি আমার স্বামী তিনি অবশ্যই ও উত্তরটি বল্‌তে পারবেন।

লীলা। আর কখন এই কথা লয়ে আমোদ টামোদ করেছিলে।

ক্ষীরো। কত বার—তিনি আমায় কথায় কথায় বল্‌তেন "কালীর মন্দির এক শত বৎসরের পথ"—

লীলা। তবে মনে আছে।

ক্ষীরো। দুটি কাগজই পাঠ্‌য়ে দাও—বলে দাও—এইটি প্রশ্ন, এইটি উত্তর।

লীলা। আমি মামার হাতে দিয়ে আসি।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। বার তের বৎসর আমার স্বামীর কোন সমাচার ছিল না, এর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্ত হয়েছে, সে চেহারা নাই, সে কথা নাই, সেরূপ মনের ভাব নাই—তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভ্রম হতে পারে—অপর কেহ পতির রূপ ধরে এসে ধর্ম্ম নষ্ট করে, তার চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—উনি যদি যথার্থ উত্তরটি দিতে পারেন, আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌বে না—আমি পবিত্র চিত্তে তাঁর বাম পাশে বস্‌বো।

শার। তোমার স্বামী তুমি দেখ্‌লেই চিন্তে পার্‌বে—হাজার পরিবর্ত্ত হক্ স্বামীর মুখ দেখ্‌লেই চেনা যায়।

(নেপথ্যে আনন্দধ্বনি)

ক্ষীরো। সকলে আহ্লাদ করে উঠ্‌লো, বুঝি বল্‌তে পেরেচেন।

শার। যখন এ কথা নিয়ে কৌতুক করেচেন, তখন অবশ্যই বল্‌তে পেরেচেন।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। মেজ ঠাকুরদাদা উত্তরের কাগজটি হাতে রেখে, প্রশ্নের কাগজটি দাদার হাতে দিলেন, দাদা পড়্‌তে লাগ্‌লেন, আর হাঁসতে লাগ্‌লেন, তার পর অমনি বল্‌লেন “এক শত বৎসরের পথ”—মেজ ঠাকুরদাদা উত্তরটি কাগজ খুলে চেঁচ্‌য়ে পড়্‌লেন আর সকলে আনন্দে হাততালি দিতে লাগ্‌লো। বাবা দাদাকে বাড়ীর ভিতর আস্‌তে বলেচেন।

শার। চল সই, আমরা যাই।

ক্ষীরো। শারদা যেয়ো না—লীলা, বস তোর দাদা তোকে দেখুক, আর তো আপনার জন কেউ নাই।

যোগজীবনের প্রবেশ এবং লীলাবতী ও শারদাসুন্দরীর প্রণিপাত।

যোগ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তুমি বুঝি একটি প্রণাম কত্তে পাল্যে না?

ক্ষীরো। আমি ত চরণ তলে পড়িই আছি, তুমিই সিন পায় রাখ্‌তে চাও না—আমায় একাকিনী ফেলে বার বৎসর ভুলে ছিলে।

যোগ। এখন আমি বাড়ী এলুম তোমার কাছ ছাড়া এক দণ্ডও হব না। সে দিন তোমায় আমি অনাথবন্ধুর মন্দিরে যে কাতর দেখ্‌লুম সেই দিনই তোমাকে দেখা দিতেম কিন্তু তখন আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি, তাই দেখা দিতে পারি নি।

ক্ষীরো। তোমার যদি পাকাদাড়ি না থাকৃত তা হলে সে দিন আমি জোর করে তোমার হাত ধত্তেম—লীলার আজো বিয়ে হয় নি।

যোগ। আমি তা সব জেনিচি—ললিতমোহন কাশীতে আছে আমি তাকে আন্‌তে লোক পাঠাব।

ক্ষীরো। ঠাকুর আর এক সম্বন্ধ করেছেন।

যোগ। নদেরচাঁদ জেলে গিয়েছে, সে সম্বন্ধ কাজে কাজেই রহিত হলো।

শার। দাদা আপনি যদি আজ না আস্‌তেন কাল পুষ্যি পুত্র লওয়া হত, আর বউ প্রাণত্যাগ কত্তেন—বার বৎসরের ভিতর বয়ের এক দিনের জন্য চকের জল বন্দ হয় নি।

যোগ। লীলাবতী থাক্‌তে বাবা পুষ্যি পুত্র নিতেছিলেন কেন?

ক্ষীরো। তা তিনিই জানেন—আমি কত বারণ করিচি, পাড়ার লোকে কত বারণ করেচে, তা কি তিনি কারো কথা শোনেন?

যোগ। তারাসুন্দরীর কোন কথা বাবা তোমাদের বলেছিলেন ?

ক্ষীরো। কিচ্ছু না।

যোগ। কোন চিটি তিনি পান নি ?

ক্ষীরো। তা বল্‌তে পারি নে—লীলা কিছু শুনেছিলি—

লীলা। না বাবা ত এখন আমায় কোন চিটি দেখ্‌তে দেন না।

শার। কোন্ তারা বউ ?

ক্ষীরো। আমার বড় ননদ ; এঁরা যখন কাশীতে ছিলেন, একজন হিন্দুস্থানী দাসী তারাকে চুরি করে নিয়ে গেচ্‌লো।

যোগ। লীলা তুমি মেঘনাদবধ কাব্য পড়্‌তে পার ?

লীলা। পারি।

যোগ। বুঝ্‌তে পার ?

লীলা। শক্ত শক্ত কথার অর্থ সব লেখা আছে।

নেপথ্যে। অরবিন্দ একবার বাইরে এস, বাবুরা তোমায় দেখ্‌তে এসেচেন।

ক্ষীরো। তারার কথা কি বল্‌ছিলে যে ?

যোগ। এসে বল্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—শারদাসুন্দরীর শয়নঘর।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। (কার্‌পেট বুনিতে বুনিতে) সই আমায় ঠাট্টা করে, বলে সয়ার মন ভুলাতে আমি এত ভাল করে এ জুতা জোড়াটা বুন্‌চি—আমায় বল্যেন সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী যেমন ফুল

তুলেচে তেমনি ফুল তুলে দিতে—যা হয়েচে ই দেখে কত আমোদ করেচে—উনি যে এ সকল বিষয় নিয়ে আমোদ কর্‌বেন তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। সৎসঙ্গে কাশীবাস, নদেরচাঁদকে ছেড়ে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে যেই মিশেচেন, ওমনি সব পরিবর্ত্ত হয়েচে—প্রথম থেকে স্বভাব ভাল, কেবল নদে পোড়াকপালে এত দিন মজ্‌য়েছিল—রাজলক্ষ্মীর চাইতে আমার ফুলের রং ভাল ফলেচে—সিদ্ধেশ্বর তা কখন বল্‌তে দেবে না—সে বলে রাজলক্ষ্মী যা করে তা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়—

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। কি সই কি কচ্চো?

শার। ও ভাই সেই জুতা জোড়াটা বুন্‌চি।

লীলা। মাইরি সই মিছে কথা কয়ো না—ও ত জুত নয়।

শার। জুত নয় তবে কি?

লীলা। ভাতার ধরা ফাঁদ—যখন ওম্‌নি ধরা দিয়েচে তখন আর ফাঁদে আবশ্যক কি?

শার। তুই আর ব্যাখ্যানা করিস নে সই, আমি এই তুলে রাখ্‌লেম।

লীলা। সই তুলিস নে, ফাঁদ পেতে রাখ্, তোর ভাতারে ভাতারে ধূলপরিমাণ হবে।

শার। এই বার একটি ধরে তোকে দেব।

লীলা। ধরা পড়েই যদি ধরে বসে?

শার। তুই আইবুড়ো থাক্‌বি।

লীলা। সই আজ আমি চমৎকার স্বপ্ন দেখিচি।

শার। যেন ললিতের কোলে বসে রইচিস, না?

লীলা। মাইরি সই উত্তম স্বপ্ন।

শার। বল্ দেখি।

লীলা। নিশীথ সময় সই—নীরব অবনী—
নিদ্রার নির্ভয় অঙ্কে অঙ্গ নিপতিত,
যেমতি নবীন শিশু জননীর কোলে,
স্তনপানে তৃপ্ত হয়ে সুষুপ্ত অঘোর—
সুশীলা মহিলা এক—অরবিন্দমুখী,
ইন্দীবর বিলম্বিত শ্রবণের মূলে,
বিমুক্ত চিকুর দাম, কিন্তু অগ্রভাগে
বিরাজে বন্ধন, সহ বিপিন মালতী,
আবরিত কলেবর—সুগোল, কোমর—
বিমল বন্ধলে—শৈবালে জলজ যথা—
চারু করে শোভা করে মৃণালসহিত
পুণ্ডরীক কলি, পরিপূর্ণ পরিমলে—
ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে শিওরে বসিয়ে
বলিলেন "লীলাবতি আশুগতি পদে
অবিলম্বে মম সনে নিঃশব্দে প্রয়াণ
কর, সিদ্ধ মনোরথ হইবে ত্বরায়"।
বিমোহিত হেরে রূপ, মধুর বচনে,
কথার সময় নাই, চলিলাম ধরে
ভাবিনীর ভুজবল্লী বিজলী বরণ—
কিরূপে গেলাম সই, স্থলে কিম্বা জলে,
অনিলে, অনলে, কিম্বা রথ আরোহণে,
বলিতে পারি নে ; হইলাম উপনীত
সুরম্য অরণ্য মধ্যে, সরোবর তীরে—
গোলাকার সরোবর মনোহর শোভা—
সুন্দর ভূধর-পুঞ্জে ঘেরা চারি দিক ;
নীল শীলা বিনির্ম্মিত তট রমণীয়,
বিরাজিত তদুপরি কুসুম কানন—
পারিজাত, গন্ধরাজ, বেল, বনমল্লী,
বিপিন-মালতী, জাতী, বান্ধুলী, গোলাপ
পর্ব্বতের ঢালে কত কস্তুরী হরিণ
খেলিতেছে প্রেমানন্দে চন্দন তলায়,

আমোদিত সুসৌরভে সরোবর কূল,
বন পক্ষী অগণন বসিয়ে অশোকে,
সহকারে, সালে, বেলে, বকুলে, তমালে,
গাইতেছে বন্যগীত সুমধুর রবে।
সরসীর স্বচ্ছ বারি প্রণালী বন্ধনে
আচ্ছাদিত নানামতে দেখিতে সুন্দর—
কূল হতে কিছু দূর শৈবালে ব্যাপিত;
তার পরে চক্রাকারে সব অঙ্গে শোভে
কহ্লার কুমুদ কুন্দ শ্বেত শতদল;
কুবলয়চয় পরে রুধির বরণ
বিরাজে সরসী বক্ষে আলো করি দিক্;
তদন্তে শোভিত সর ইন্দীবর দলে—
যা তুলে তপস্বিবালা—বিমলা সরলা—
কুন্তল করিয়ে পরে শ্রবণের মূলে;
পরিশেষে পঙ্কজিনী-সর-অহঙ্কার।
দ্বিরেফ সর্ব্বস্ব নিধি, রবি মনোরমা,
কুসুমকুলের রাণী, মরাল সঙ্গিনী—
পবন হিল্লোলে দোলে, ভরা পরিমলে।
তার পরে বারি চক্র হীন দাম দল,
করিতেছে তক্ তক্ কাচের মতন।
বারি চক্র মধ্য ভাগে শোভিত সুন্দর
বিপুল কুসুম এক আভা মনোলোভা—
চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রমা যেমতি,
অথবা যেমন পাথরের গোল মেজে
বিরাজিত কুসুমের তোড়া রমণীয়—
তত বড় ফুল সই দেখি নি কখন,
শত শতদল যেন বাঁধা এক সঙ্গে।
বিপুল কুসুম বেড়ে মরালী মণ্ডলী
করিতেছে সন্তরণ—যুবতী নিচয়
যেন বরে বেড়ে ফিরিতেছে সাত পাক।
কূলোপরি কত নারী সারি সারি বসি—

অপ্সরী, কিন্নরী, পরী, দেবী, মানবিনী—
কেহ হাসে কেহ গায়, কেহ স্থির নেত্রে
গাঁথিছে ফুলের মালা বল্লভ রঞ্জন।
বিস্মিতা দেখিয়ে মোরে সঙ্গিনী আমার,
কহিলেন হাস্যমুখে—"দেখ লীলাবতি,
'পরিণয় সরোবর' এ সরের নাম;
ওই যে বিপুল ফুল সরোমধ্য দেশে,
প্রজাপতি-প্রদত্ত 'প্রণয় পুণ্ডরীক'—
ফুল চাও, কর বেশ, দেহ নব অঙ্গে,
আতর, চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, গোলাপ,
হরিদ্রা, সুগন্ধি তেল, প্রসূনের মালা"—
সঙ্গিনীর কথা শেষ না হতে সজনি,
সুন্দরীর দলে মিলে সাজালে আমায়—
হেন কালে কোথা হতে ললিতমোহন,
হাসি হাসি তথা আসি দিল দরশন,
দাঁড়াইল সন্নিধানে—সূতা বাঁধা করে—
সিঁতেয় সিন্দুর বিন্দু দিলেন সাদরে,
আনন্দে অঙ্গনাকুল দিল হুলুধ্বনি,
চড়াৎ করিয়ে ঘুম ভাঙ্গিল অমনি॥

শার। সই তোর বিয়ে হবে লো।

লীলা। বিয়ে হবে না তো কি আমি আইবুড়ো থাক্‌বো?

শার। ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

লীলা। হ্যাঁ সই তবে যে বলে স্বপ্নে ভাল দেখ্‌লে মন্দ হয়।

শার। যাদের মন্দ হয় তারাই বলে।

লীলা। যাই ভাই ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমার বুক্‌টো দড়াস্‌ দড়াস্‌ কত্তে লাগ্‌লো—সেই সরোবর দেখ্‌বের জন্যে কত ঘুমবার চেষ্টা কল্লেম তা পোড়া ঘুম আর এলো না।

শার। যখন দাদা বাড়ী এসেছেন তখন সই আর ভয় কি?

লীলা। দাদা, ভাই, রাত্রদিন বয়ের কাছে আছেন, একবারও বাইরে যান না, স্নান করেন না, যে কাপড় পরে এসেছিলেন তাই পরে আছেন, বলেন ব্রাহ্মণ-ভোজন না কর্‌য়ে ব্রহ্মচারীর বেশ ত্যাগ কর্‌বো না।

শার। বউ বার বৎসরের পর দাদাকে পেয়েচেন, তাই এক দণ্ডও ছেড়ে দিতে চান না।

লীলা। বউ প্রথম দিন যেমন প্রফুল্ল হয়েছিলেন, তেমনটি আর নাই, তার পর দিন সকাল বেলা বিরস বদন দেখ্‌লেম, হাসি নাই, আহ্লাদ নাই, আমার বিয়ের কথা একবারও বল্লেন না—হয়তো দাদার সঙ্গে ঝকড়া হয়েচে।

শার। দাদা যে আমুদে লোক, বউকে যে ভাল বাসেন, দাদা কি কখন বয়ের সঙ্গে ঝকড়া করেন?

লীলা। দাদা তো খুব আমোদ কচ্চেন, বউকে কথায় কথায় তামাসা কচ্চেন, কিন্তু বউ ভাই কেমন কেমন হয়েচেন, দাদার উপর যেন বিরক্ত বিরক্ত বোধ হচ্চে—হয় তো ললিতের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে দাদা অমত প্রকাশ করেচেন।

শার। তুই আপদ জড়্‌য়ে নিয়ে আসিস—অমন বুদ্ধিমান্ ভাই, উনি কখন ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে অমত করেন? তোর কথায় কথায় আতঙ্ক, ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হলে, আমি বাঁচি—তুই এখন ঝোপে ঝোপে বাগ্ দেখচিস।

লীলা। ললিত হয় তো আমায় ভুলে গিয়েছে—আমি যদি ললিতকে ভাল না বাস্‌তেম তা হলে হয় তো ললিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হতো।

শার। তোকে দেখ্‌চি ঘরে রাখা ভার হলো—তুই কাশী যা—

লীলা। (গীত) "তোমার কোন্ তীর্থ কাশীধাম,
সব তীর্থ সয়ের নাম,
ত্রিকোটি তীর্থ সয়ের শ্রীচরণ"

হা, হা, হা, কি বলো সই—

শার। তুই যেন পাগল—তোর হাসি কান্না বোঝা যায় না।

লীলা। (যাত্রার ধরণে) সই, তোমায় অতিশয় উৎকণ্ঠিতা দেখিতেছি, বিরহ বহ্নি তোমার নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে, তুমি সহচরীর বাক্য গ্রহণ কর, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, মনকে প্রবোধ দাও, তোমার ইন্দীবর বিনিন্দিত বিপুল, উজ্জ্বল, চঞ্চল লোচনের যদি অনিবার্য্য আকর্ষণ থাকে, তোমার কারপেট জুতা জোড়াটির যদি মহিমা থাকে, তোমার কুঞ্জে তোমার মদনমোহন, ত্বরায় এসে, হেসে হেসে, ঘেঁসে ঘেঁসে, কাছে বসে, কি কর্‌বেন তা তুমিই জান—

শার। আমি ত ভাই, অধীর হয় নি, যে তুমি দূতীগিরি কচ্চো, যার মনে প্রবোধ মান্‌চে না তারি কাছে দূতীগিরি করা উচিত।

লীলা। (যাত্রার ধরণে শারদার দাড়ি ধরিয়া) মানময়ি, আদরিণি, পঙ্কজনয়নি, বিরহিণি, ভাতার ভুলানি, এত মান ভাল নয়।

শার। সই তুই রঙ্গ রাখ্, তোর সেই বিরহিণীর গানটা গা।

লীলা। (গীত, রাগিণী ভৈরবী, তাল্ আড়াঠেকা)

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা!
অনাথিনী জানে সখি অনাথিনী বেদনা;
যেন ফণী মণিহারা, নয়নে সলিল ধারা,
দীনা, হীনা, ক্ষীণাকারা, অবিরত ভাবনা।

সই গানটান শুন্‌লে এখন বক্‌সিস্ টক্‌সিস্ দাও আড্ডায় যাই।

শার। হাঁ সই চাঁপার সঙ্গে দাদার কি হয়েছিল শুন্‌তে পেলি?

লীলা। ভাল কথা মনে করিচিস্, আমি তোকে যা দেখাতে এলেম তা ভুলে গেছি, তোর মুখ দেখ্‌লে কোন কথা মনে থাকে না—সই বড় নিগূঢ় কথা। চাঁপার সঙ্গে দাদার

কিছুই হয় নি, এই লিপিখানি পড়্, সব জান্‌তে পার্‌বি— লিপিখানি বাবার একটি ভাঙ্গা বাক্‌সয় পেয়েচি। (লিপিদান)

শার। কারে লিখেছিলেন? কারো ত নাম নাই, কেবল দাদার স্বাক্ষর দেখ্‌চি।

লীলা। দাদা অজ্ঞাত বাস যাবার আগে লিখেছিলেন তা তারিখে দেখা যাচ্চে।

শার। (লিপি পাঠ) কপালের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে। অকৃত অপরাধে আমি দুর্নামের ভাগী হইলাম। চাঁপাকে আমি এক দিনের তরেও অপবিত্র চক্ষে দেখি নাই। পুরবাসিনী কামিনীগণ কানা-কানি করিতেছেন আমি চাঁপাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, কিন্তু কি প্রকারে চাঁপা মৎকর্তৃক আলিঙ্গিত হইল তাহা যদি তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে কখনই আমাকে পাপী গণ্য করিতেন না। আমার শয়ন পর্য্যঙ্কের নিকটে দাঁড়াইয়ে চাঁপা শয্যার উপর বদন ন্যস্ত করিয়া কি ভাবিতেছিল, আমি সহসা ঘরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার স্ত্রীভ্রমে চাঁপাকে আলিঙ্গন করিলাম, চাঁপা তৎক্ষণাৎ বিগলিত লোচনে এবং কাতরস্বরে বলিল, “বাবু, আমি আপনার ভগিনী, আমার পিতাও যে আপনার পিতাও সে।” আমি তদ্দণ্ডে চাঁপাকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলাম আমার ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের পরে সরলান্তঃকরণ-বিদারক, অনিষ্টনিপুণ, কল্পনা বিশারদ অপবাদ সহস্র মুখ ব্যাদান করিয়া প্রকাশ করিল আমি চাঁপার সতীত্ব বিনাশ করিয়াছি। মেয়েদের বিচারে চাঁপাকে এক দণ্ডও আর বাড়ীতে রাখা কর্ত্তব্য নয়, পিতাও সেই মত করিতেছেন। আমি কি করি কিছুই স্থির করিতে পারি না। চাঁপার কিছুমাত্র দোষ নাই, আমার দৃষ্টির ভ্রমে নিরাশ্রয়া অবলা বহিষ্কৃতা হয়। অপবাদের এক মুখ হইলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু তাহার সহস্র মুখ, নির্দ্দোষী হইলেও তাহার মুখে দোষী হইতে হয়।

পুরজনদিগের মনে বিশ্বাস হইয়াছে আমি পাপাত্মা, নির্ম্মল কুলের কুলাঙ্গার; পিতা মনের কোন ভাব ব্যক্ত করেন নাই। এ নিদারুণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। বিশেষ যখন জানিতেছি কাশীধামে পিতার মহাতাপমুখী নামে যে রক্ষিতা মহিলা থাকে চাঁপা তাহারি গর্ভজাত কন্যা, সুতরাং আমার ভগিনী, তখন অজ্ঞানত আলিঙ্গনেও আমার সম্পূর্ণ পাপ হইয়াছে। আমার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বউ কেমন চাঁপা মেয়ে মানুষ দেখ্‌লি, আমাদের এক দিনও এ কথা বলে নি।

লীলা। দে ভাই লিপিখানি দে, লুকায়ে রাখ্‌তে হবে, দাদা যদি জান্‌তে পারেন, বল্‌বেন ছুঁড়ীগুনো বড় বেহায়া—ললিতকে দেখাব—বিয়ে হলে। (লিপি গ্রহণ)

শার। যাস না কি?

লীলা। তোর ভাতার আস্‌চে।

শার। আমার সুমুখে তোকে আলিঙ্গন কর্‌বে না।

লীলা। জানি কি ভাই, শ্রীরামপুরে মাগ, ভাতারের ঘট্‌কী।

শার। দূর মড়া।

লীলা। মাইরি সই।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

শার। সয়ের মত মিষ্টি কথা আমি কখন শুনি নি—যেমন বিদ্যাবতী, তেমনি রসিকা, তেমনি আমুদে, এখন ললিতের সঙ্গে সয়ের বিয়েটি ঘট্‌লে সকল মঙ্গল হয়। সই আমাকে বড় ভাল বাসে, অন্য লোকের কাছে সয়ের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না, আমার কাছে সয়ের মুখে খোই ফুট্‌তে থাকে—

হেমচাঁদের প্রবেশ।

এই বুঝি তোমার কাল ?

হেম। কাল বড় ব্যস্ত ছিলেম—

শার। কিসে ব্যস্ত ছিলে ? তুমি এমন বিমর্ষ কেন ?

হেম। খবর মন্দ।

শার। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা হার হয়েছে ?

হেম। হাইকোর্টের বিচারে নদেরচাঁদের মেয়াদের পরিবর্ত্তে হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে।

শার। তবে কি মন্দ খবর ?

হেম। সর্ব্বনাশ হয়েছে—সয়ের কপাল মন্দ।

শার। ললিতের কিছু হয়েছে ?

হেম। ললিতেরও হয়েছে সিদ্ধেশ্বরেরও হয়েছে।

শার। তারা প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ত ?

হেম। এ দুজন আমার অনেক উপকার করেছে, আমাকে গাদা পিট্‌য়ে ঘোড়া করেছে—এদের জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্চে।

শার। কি হয়েছে শীঘ্র বলো, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।

হেম। যে অরবিন্দ বাড়ী এসেছে ও আসল অরবিন্দ নয়।

শার। মা গো আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে।

হেম। ও তাঁতীদের ছেলে—আসল অরবিন্দ আজ এসে পৌঁছেচেন।

শার। বাড়ীতে এসেছেন ?

হেম। বাইরে কর্ত্তার কাছে বসেছেন।

শার। ও মা কি সর্ব্বনাশ—বউ হয়তো বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই বউ বিরস বদনে আছে, কারো সঙ্গে কথা কয় না, হাঁসে না—ললিত সিদ্ধেশ্বরের কি হয়েছে ?

হেম। পুষ্যি পুত্র নিবারণ কর্‌বের জন্য আর নদেরচাঁদকে বঞ্চিত কর্‌বের জন্য ষড়্‌যন্ত্র করে এই জাল অরবিন্দকে বাড়ী আনা হয়েছে, ললিত, সিদ্ধেশ্বর আর তোমাদের বউ এ ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে প্রধান।

শার। বালাই, এমন কথা মুখে এন না, এ কি কখন বিশ্বাস হয়? বউ সতীত্বের আধার, ললিত সিদ্ধেশ্বর ধর্ম্মের চূড়া, এদের দিয়ে কি এমন কাজ হতে পারে?

হেম। আমার ত কিছু মাত্র বিশ্বাস হয় না, বিশেষ যখন কেবল নদেরচাঁদের মুখ দিয়ে এ কথা ব্যক্ত হয়েচে।

শার। নদেরচাঁদ বলেছে ত তবেই হয়েছে।

হেম। কিন্তু জাল অরবিন্দ যে ঘরে রয়েছে তার ত কোন সন্দেহ নাই।

শার। ও মা তাই ত।

হেম। যে অরবিন্দ এখন এসেছেন ইনিই আসল, এঁর গা খোলা, দাড়ি নাই, ইনি বানারস কালেজে কিছু দিন শিক্ষক ছিলেন, কর্ত্তা বিলক্ষণ চিন্তে পেরেছেন।

শার। নদেরচাঁদ কেমন করে জান্‌তে পার্‌লে, আসল অরবিন্দ এসেছেন?

হেম। ললিত সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে অরবিন্দ বাবুর কাশীতে সাক্ষাৎ হয়, তাঁর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তিনি কে তা তাদের কাছে বলেন, তার পর বড় আহ্লাদে কাল তাঁরা তিন জন সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে আসেন, সেখানে শুন্‌লেন এক জাল অরবিন্দ এসেছে, এ শুনে অরবিন্দ বাবু কাশী ফিরে যাচ্চিলেন, ললিত সিদ্ধেশ্বর অনেক যত্নে তাঁকে রেখেছেন। নদেরচাঁদ এই সংবাদ শুনে তার মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ললিতকে বিপদ্‌গ্রস্ত কর্‌বের উপায় করেছে। পুলিসের ইনিস্পেক্‌টারদের অনেক টাকা দিয়েছে।

শার। মামাশ্বশুর এর ভিতর আছেন?

হেম। না, তিনি মামীকে নিয়ে বিব্রত, মামীকে সইদের বাড়ীতে এনেচেন—

শার। আমি যাই দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস, অরবিন্দ, ভোলানাথ চৌধুরী, নদেরচাঁদ, ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর, পণ্ডিত এবং প্রতিবাসিগণ আসীন। শ্রীনাথ এবং যোগজীবনের প্রবেশ।

শ্রীনা। ও বল্‌চে যে "আমি জাল অরবিন্দ কি যিনি এখন এসেছেন ইনি জাল অরবিন্দ তা নির্ণয় করে আমি শাস্তির যোগ্য হই আমাকে শাস্তি দাও"।

ভোলা। এ ব্যাটা ভারি বদমাস্, এখন জোর করে কথা বল্‌চে।

হর। ললিত বাবা, তোমার মনে এই ছিল—

পণ্ডি। এমন সমতুল্য অবয়ব কখন দেখি নি।

ভোলা। মুখের চেহারাটি ঠিক এক।

যোগ। উনি যদি আসল অরবিন্দ হলেন তবে আমি কে ?

নদে। তুমি বরানগরের ভগা তাঁতী।

যোগ। তবে বাড়ীর ভিতরের গোপন খবর জান্‌লেম কেমন করে ?

নদে। ললিত আর অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী তোমাকে সব আগে থাকৃতে বলে দিয়েছিল।

যোগ। নদেরচাঁদ তোমার জিহ্বাটি কালকূটে পরিপূর্ণ, যদি আমার নির্দ্দোষ সাব্যস্ত কত্তে পারি, তোমার জিহ্বাটি কেটে নিয়ে এসিয়াটিক্ মিউসিয়ামে রেখে দেব—আমি কারাগারে যাই, দ্বীপান্তর হই, আগত অরবিন্দ রোষপরবশ

হয়ে আমার মস্তকচ্ছেদন করেন, কিছুতেই আক্ষেপ নাই, কিন্তু তুমি যে পবিত্রাত্মা সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীর নাম তোমার পঙ্কিল জিহ্বাগ্রে এনে অপবিত্র কল্যে, তুমি যে ধর্ম্মশীল অকপট ললিতমোহনের নির্ম্মল চরিত্রে অঙ্ক দান কল্যে, এতে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে—

নদে। তোমার আর তোমার সঙ্গীদের যা হবার তা আজি হবে, আমি পুলিসে খবর দিয়ে এসিচি।

সিদ্ধে। ললিতমোহনের সহিত তোমার কখন সাক্ষাৎ ছিল ?

যোগ। ললিতকে আমি দেখিছি, কিন্তু ললিতের সঙ্গে আমার কখন আলাপও হয় নি, কথাও হয় নি।

নদে। হয় নি ? তুমি সে দিন গুলির আড্ডায় গাঁজা খাচ্চিলে, সিদ্ধেশ্বরের চাকর তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল, তার পর ললিত তোমাকে অরবিন্দ বাবুর স্ত্রীর গোপন কথা সব বল্যে, তোমরা স্থির কর্‌লে ললিত কাশী গেলে তুমি অরবিন্দ হয়ে কাশীপুরে যাবে, তোমার চেলা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী তোমার সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলে দেবে।

সিদ্ধে। যখন যোগজীবন বলিতেছেন ওঁর সঙ্গে ললিতের আলাপ নাই, ওঁর সঙ্গে ললিতের কখন কোন কথা হয় নাই, তখন কার সাধ্য ললিতকে দোষী করে।

নদে। সাক্ষী আছে।

সিদ্ধে। তুমি কয়েদ খালাসি, তোমার সাক্ষ্য যত গ্রাহ্য তা মা গঙ্গাই জানেন।

নদে। তোমার চাকর সাক্ষী আছে, তোমার বৈটকখানায় বসে যে যে কথা হয়েছিল তা সব সে বল্‌বে।

সিদ্ধে। তোমার নিজের মোকদ্দমায় সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল বলে তাকে আমি ছাড়ুয়ে দিয়েছি, তাকে তুমি আবার টাকা দিয়েছ সে আবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু

আদালত আছে, হাইকোর্ট আছে, প্রীভি কাউনসেল আছে, তোমার বজ্জাতি খাট্‌বে না, আমি বিলাত পর্য্যন্ত যাব।

নদে। তুমি যে আসামী হবে।

সিদ্ধে। তবে রে দুরাত্মা, পাজি (নদেরচাঁদের মুখে এক ঘুসি) যত বড় মুখ তত বড় কথা—

নদে। উহুহু, শালা মেরে ফেলেছে গো—(রোদন)

ভোলা। তুইও মার্।

নদে। তা হলে আবার মার্‌বে।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর, তুমি মাল্যে কেন?

সিদ্ধে। খুব করিচি মেরিচি—ওর ক্ষমতা থাকে ও ফির্‌য়ে মারুক, তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি মার।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর তোমাকে ভাল জ্ঞান ছিল, তুমি বড় গোঁয়ার হয়েছ—আচ্ছা তোমার নামে আমরা নালিস কর্‌বো।

সিদ্ধে। নালিস না করে যে টাকাটা আমার জরিবানা হবে সেই টাকাটা আমার নিকটে চেয়ে নাও।

ললিত। অরবিন্দ বাবু আপনাকে আমি একটি নিবেদন করি, যদি আমি এ অসৎ অভিসন্ধিতে থাক্‌বো তা হলে যখন আমি আপনাকে কাশীতে জান্‌তে পাল্যেম তখন জাল অরবিন্দ কেন নিবারণ কল্যেম না, আর আপনার সঙ্গে আস্‌বের আগে কেন জাল অরবিন্দকে স্থানান্তরিত কল্যেম না?

অর। ললিত বাবু আপনি দোষী কি না, আমার স্ত্রী দোষী কি না, জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু এই নরাধম লম্পট তাঁতী যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমার স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে, তার ত কোন সন্দেহ নাই।

যোগ। তোমার স্ত্রী আমার সহোদরা—এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও যদি তোমার স্ত্রীকে ভগিনী ভিন্ন অন্য বিবেচনা করে থাকি আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়।

ভোলা। তাঁতীর দিব্যি গ্রাহ্য নয়।

যোগ। আমি যদি তাঁতী না হই।

ভোলা। সম্ভব—কারণ তুমি যে কাজ করেছ, এ বোকা তাঁতীর দ্বারা হবার নয়।

হর। তুই নরাধম কে তা বল্, তুই কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লি, তোর রক্তে স্নান কর্‌বো, তবে আমার দুঃখ যাবে।

যোগ। পিতা সন্তানকে এমন কুবচন বল্‌চেন!

হর। ভোলানাথ বাবু তুমি পাপাত্মার মুণ্ডপাত কর, তার পর কপালে যা থাকে তাই হবে।

নদে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনি পুলিসের ইনিস্পেক্‌টার আস্‌বে, এলেই তাঁতীর শ্রাদ্ধ হবে, সিদ্ধেশ্বর ললিতমোহন পিণ্ডি খাবেন।

পুলিস ইনিস্পেক্টর, যজ্ঞেশ্বর, হেমচাঁদ এবং কনষ্টেবেলদ্বয়ের প্রবেশ।

হেম। ইনিস্পেক্‌টার যজ্ঞেশ্বরকে শিখ্‌য়ে দিচ্চেন, ললিতের নামে বল্‌তে।

যজ্ঞে। বাবা আমি ভাল মন্দ কিছু জানি নে, কারো পাত কেটে ভাত খাই নে, আমি পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ব্রহ্মচারী, আমি পুলিসকে বরাবর ভয় করি, যখন কাছারি ছিলেম তখন পুলিসকে কত ঘুস দিইচি।

শ্রীনা। এ ভণ্ড ব্যাটা এর ভিতর আছে, কারণ ঐ আমাকে প্রথমে সন্ধান বলে দেয়, আর ও যোগজীবনের সঙ্গে সর্ব্বদা থাক্‌তো।

যজ্ঞে। আমার কি অপরাধ বলো—বকেয়া কিছু ওটে নি ত?

হয়। যোগজীবন যে অরবিন্দ তুমি কেমন করে জেনেছিলে ?

যজ্ঞে। পুষ্যি পুত্র লওয়া নিবারণ কর্‌বের জন্যে যোগজীবনকে বড় ব্যস্ত দেখ্‌লেম, আর পাছে আপনার বাড়ীর কেউ ওঁকে দেখ্‌তে পায় উনি পাল্‌য়ে পাল্‌য়ে বেড়াতেন, আর ওঁর ঝুলির ভিতর একখানি পুরাণ কাপড় দেখ্‌লেম তার প্যেড়ে আপনার নাম লেখা, আমি তাতেই ওঁকে অরবিন্দ বিবেচনা করেছিলেম—এ ভিন্ন আমি যদি আর কিছু জানি আমার বেটার মাতা খাই। আমি ব্রহ্মচারী, সাত দোহাই তোমাদের আমি ব্রহ্মচারী।

পু, ই। এ বড় সঙ্গিন মোকদ্দামা, আমার কেয়াসে এ দান ব্রহ্মচারীকে, আর যে ছোকরাঠো আছে, সকলকে পুলিসে লিয়ে যাওয়া।

সিদ্ধে। তোমার কাছে ফরিয়াদী হয়েছে কে ?

পু, ই। নদেরচাঁদ বাবু সব তদ্‌বির করেছেন।

সিদ্ধে। এখানে নদেরচাঁদের যম আছে। এখন পর্য্যন্ত পুলিস কাহাকেও স্পর্শ কত্তে পারে না। যোগজীবনের অপরাধ সাব্যস্ত বটে কিন্তু যতক্ষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফরিয়াদী না হন ততক্ষণ পুলিস ওকেও ধত্তে পারে না। আইন মোতাবেক চল্যে মোকদ্দমা একরূপ দাঁড়ায়, টাকা মোতাবেক চল্যে আর একরূপ দাঁড়ায়।

পু, ই। আপনি পুলিসকে বড় বদ্‌জবান বল্‌ছেন, আমি আমার সুপরেন্‌টেন্‌ডেন্ট সাহেবকে বল্‌বে।

সিদ্ধে। আমি ডেপুটি ইনিস্পেক্‌টার জেনারেল সাহেবকে বল্‌বো তাঁর এক জন ইনিস্পেক্‌টার বেয়াইনি এক জন ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করেছে।

পু, ই। না মশায়, আপনি অন্যায় বলেন, মার্ ধর্ কিছু করে নি, গ্রেপ্তার বি করে নি, ডাকিয়ে এনেচি। আমাকে

আপনারা লে যেতে বল্‌বেন লে যাব, না লে যেতে বল্‌বেন আমি কৈকো ধর্‌বো না।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনার কথায় স্পষ্ট প্রকাশ হচ্চে আপনি ভদ্র সন্তান, আপনি কি জন্য নীচান্তঃকরণের কার্য্য কল্যেন? আর কেনই বা আমাকে যাবজ্জীবন মনস্তাপের ভাজন কল্যেন?

যোগ। আমার এরূপ করণের দুটি উদ্দেশ্য; প্রথম, অরবিন্দের পৈতৃক বিষয়ে অপর কেহ অংশী না হয়; দ্বিতীয়, তোমার সহিত লীলাবতীর উদ্বাহ।

ললি। আপনার যদি এ উদ্দেশ্য সত্য হয়, তবে আপনি অতি গর্হিত উপায় অবলম্বন করেছেন, উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করেছেন, হিতে বিপরীত করেছেন, দুগ্ধ ভ্রমে ক্রোড়স্থ শিশুর মুখে বিষ প্রদান করেছেন—বিষয় ভোগ করা দূরে থাক্, অরবিন্দ বাবু এ কলঙ্ক হতে নিস্তার পাবার জন্য পুনর্ব্বার অজ্ঞাত বাসে গমন কর্‌বেন; আমি এ আত্মবিঘাতক অপবাদে কলুষিত হয়ে আর কি সে দেবতাদুর্লভা পবিত্রা লীলাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে পারি? বিবাহের ত কথাই নাই। যদি পৃথিবী শুদ্ধ লোক বিশ্বাস করে আমি নদেরচাঁদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভীষণ অভিসন্ধির স্রষ্টা, তাতে আমার অন্তঃকরণে পীড়া জন্মিবে না, কিন্তু যদি সেই পুণ্যরাশি বামলোচনার মনে আমার দোষের বিশ্বাস অণুমাত্র প্রবেশ করে সেই মুহূর্ত্তে আমার মস্তিষ্ক ভেদ হবে। এই অসীম অবনীধামে লীলাবতী ব্যতীত আর আমার কেহই নাই, লীলাবতী আমার সহধর্ম্মিণী হবে এই আশায় জীবিত ছিলাম, আমার আশালতা পল্লবিত হয়েছিল, কিন্তু আপনি কি অশুভ ক্ষণে এই ভবনে পদার্পণ কল্যেন আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হলো, আমি দুস্তর বিপদ্-বারিধিজলে নিপতিত হলেম—

যোগ। ললিত তুমি অশ্রুধারা পতন কর না, সজ্জনসহায় দয়ানিধান পরমেশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন—

সিদ্ধে। ললিত তুমি ছেলে মানুষ হয়েছ ?

ললিত। সিদ্ধেশ্বর, লীলাবতী মনের সুখে থাক্—আমাকে লীলাবতী পাছে দোষী বিবেচনা করে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত আমাকে সম্পূর্ণ দোষী বিশ্বাস করেছেন।

হর। ললিতমোহন, তুমি অতি সুশীল, তুমি অতি সরল, তোমাকে আমি কিছুমাত্র দোষী বিবেচনা করি না, কিন্তু নদেরচাঁদ যেরূপ বল্‌চে, তাতে তোমা বই অন্য কাহাকেও সন্দেহ হয় না—জগদীশ্বর জানেন। আমি স্থির করেছিলেম তোমার সহিত লীলাবতীর বিবাহ দেব, তা এই তাঁতী ব্যাটা সকল ভণ্ডুল কল্যে, এখন আমার মৃত্যু হলেই বাঁচি। তুই পাপাত্মা কে ? তোর চৌদ্দ পুরুষের দিব্যি যদি ঠিক্ করে না বলিস্।

যোগ। আমি ব্রহ্মচারী।

হর। তোর নাম কি ?

যোগ। যোগজীবন।

হর। তোর বাড়ী কোথায় ?

যোগ। কাশীতে।

হর। কেন আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লি ?

যোগ। আপনার সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে।

হর। তুই বাপু আর বাক্যযন্ত্রণা দিস্ নে—তোর মৃত্যু ভোলানাথ আর অরবিন্দের হাতে।

যোগ। ওঁরা কি আমার গায় হাত তুল্‌তে পারেন।

অর। পারি নে ?

ভোলা। আমি দেখাচ্চি।

যোগ। একটু অপেক্ষা কর আমি দেখাচ্চি—

(শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাধারণ, হস্তে রজতত্রিশূল গ্রহণ)

অর। বাবাজি, আমায় অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ভোলা। পিতা, আমি আপনাকে কুবচন বলে অতিশয় পাপ করিছি, সন্তানের দোষ গ্রহণ কর্‌বেন না। আমাকে *যেমন যেমন অনুমতি করেছিলেন আমি সেইরূপ করিছি।*

হর। কি আশ্চর্য্য! তোমরা উভয়েই যে নিমেষ মধ্যে এমন বিপরীত ভাব অবলম্বন কর্‌লে?

অর। মহাশয়, ইনি পরম ধার্ম্মিক যোগী, উনি সিদ্ধ পুরুষ, ওঁয়ার তুল্য পরোপকারী, মিষ্টভাষী আমি কখন দেখি নাই—খণ্ডগিরি ধামে আমি যখন সন্ন্যাসিরূপে কালযাপন করি, আমার সাংঘাতিক পীড়া জন্মে, তাতে আমি ছয় মাস শয্যাগত থাকি, আমার উত্থানশক্তি রহিত, এই মহাপুরুষ আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন, উনি ছয় মাস আমাকে জনক জননীর ন্যায় ক্রোড়ে করে রেখেছিলেন। এখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে, উনি কেবল আমার মঙ্গলের জন্য আমার রূপ ধারণ করে আপনাকে দেখা দিয়েছেন।

যোগ। আমি যদি সন্ধ্যার সময় না আস্‌তেম, তার পর দিন প্রাতঃকালে দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে পোষ্য পুত্র গ্রহণ হতো।

শ্রীনা। তোমার পরিচয় ওঁর কাছে দিয়েছিলে?

অর। কিছুমাত্র না—তবে অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ বাক্যে যদি কিছু জেনে থাকেন, কারণ আমি দু দিন অজ্ঞান অবস্থায় একাদিক্রমে ওঁর ক্রোড়ে শুয়েছিলেম।

হর। তোমার বেয়ারাম আরাম হলে আর ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

অর। আমার পীড়া আরোগ্য হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই কটকের কমিসনার সাহেবের অনুমতি অনুসারে খণ্ডগিরি নিবাসী যাবতীয় সন্ন্যাসী বহিষ্কৃত হয়, আমি সেই সময় কাশী গমন করি, উনি কোথায় গিয়েছিলেন তা আমি বল্‌তে পারি নে।

যোগ। আর একদিন সাক্ষাৎ হয়েছিল।

অর। কোথায়?

যোগ। নাগপুরে।

অর। আমার স্মরণ হয় না।

যোগ। নাগপুরনিবাসী ধনশালী ভিটল্ রাওয়ের চতুরা বনিতা রুক্মাবাই তোমার রূপে মোহিত হয়ে তোমার যোগ ধর্ম্মের ব্যাঘাত কর্তে উদ্যতা হয়, তুমি সেই কুলটা কামধুরার নিমন্ত্রণ অনুসারে এক দিন তার বিলাসকাননে অবস্থান করিতেছিলে, আমি তোমাকে বলিলাম অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি এ কুহকিনীর হস্তে পতিত হলে আর বাড়ী ফিরে যেতে পার্‌বে না, তোমার পিতা মাতা বনিতা তোমার শোকে আকুলিত হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বেন, তোমার তীর্থ পর্য্যটন বিফল হবে আর তুমি অবিলম্বে প্রতারিত পতির হস্তে প্রাণ হারাবে।

অর। তিনি বঙ্গদেশের ভাষা কিরূপ তাই শুন্‌তে চেয়েছিলেন—তখন আপনার পাকা দাড়ি ছিল না, মাথায় জটাভারও ছিল না।

যোগ। এ বেশ আমি প্রয়োজন অনুসারে ধারণ করি, (শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাভার পরিত্যাগ করিয়া) তখন আমার এইরূপ বেশ ছিল।

অর। এখন আমার বিলক্ষণ স্মরণ হচ্চে—সেখানেও আপনি আমার প্রাণদাতা আর অধিক বল্‌বো কি।

যোগ। তোমাকে প্রথমে পুরুষোত্তমে দর্শন করি, তোমার নবীন বয়স এবং মনোহর রূপ দেখে আমার মনে স্নেহের সঞ্চার হয়; তোমার পরিচয় পাইবার জন্য আমি কত কৌশল করেছিলেম কিন্তু তুমি কোন মতে পরিচয় দিলে না, বরঞ্চ বলিলে, তুমি কে, যদি কেহ কিছুমাত্র জান্‌তে পারে সেই দিন হতে তোমার সন্ন্যাসাশ্রম নূতন গণ্য হবে। আমি অগত্যা

তোমার রক্ষার্থে তোমার সমভিব্যাহারে রহিলাম। তুমি কাশীতে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করে ইংরাজি অধ্যয়ন কর্‌তে লাগ্‌লে, এবং কাশীর কালেজের শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হলে, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, তদবধি তোমার নিকটে আর যাই নাই।

নদে। তার পর খালি ঘর দেখে একটি ছেলের চেষ্টায় কাশীপুরে এলে।

ভোলা। নদেরচাঁদ তুই বাপু কি চুপ করে থাক্‌তে পারিস্‌ নে?

নদে। মহাশয় ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ আর চল্‌বে না, পাড়ায় রাষ্ট, বউ ঠাকুরুণ গর্ভমতী হয়েছেন।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস) অরবিন্দ, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কৃপায় তোমাকে ফিরে পেলেম বটে কিন্তু কলঙ্কে কুল পরিপূর্ণ হলো।

অর। আমার মনে কিছু মাত্র দ্বিধা হচ্চে না, আমার স্ত্রীকে আমি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার ন্যায় পবিত্রা জ্ঞান কর্‌চি।

হর। ভোলানাথ বাবু কি বলেন?

ভোলা। যোগজীবন মহাশয় যে মহাপুরুষ, ওঁর মনে যে কিছু মাত্র মালিন্য আছে তা আমার বোধ হয় না, কিন্তু কানাকানি ক্রমে বৃদ্ধি হতে চল্লো।

হর। মেজোখুড়ো কি বলেন?

প্র, প্রতি। এ বিষম সমস্যা—অরবিন্দকে ব্রহ্মচারী যেরূপে বাঁচিয়েছেন, অরবিন্দের মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছেন—তাতে উনি অরবিন্দের স্ত্রীর সতীত্ব ধ্বংস করে অরবিন্দকে মনস্তাপ দেবেন এমন ত কোন মতেই বিশ্বাস হয় না—যোগজীবন তোমাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি অরবিন্দ নও তা অরবিন্দের স্ত্রীর কাছে বলেছিলে?

যোগ। যে রাত্রে আমি প্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্যেম, সেই রাত্রিতেই বলিচি—ক্ষীরোদবাসিনী শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হয়েছিলেন, আমি তাঁর চৈতন্য করে তাঁকে সান্ত্বনা কল্যেম, এবং সকল বিষয়ে বুঝ্যে দিয়ে প্রকাশ কত্তে বারণ কল্যেম।

নদে। একটিন্ স্বামী পেলে মনটা কতক ভাল থাকে—আপনারা সব কথায় ভুলে যাচ্চেন, ও বরানগরের ভগা তাঁতী কি না, ললিতের সঙ্গে ও পরামর্শ করেছে কি না, তার বিচার কচ্চেন না।

সিদ্ধে। যখন সকলেরই প্রতীতি হচ্চে যে যোগজীবন অতি ধর্ম্মপরায়ণ এবং অরবিন্দ বাবুর ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তখন এই সিদ্ধান্ত, উনি কেবল পোষ্য পুত্র লওয়া রহিত কর্‌বের নিমিত্ত এই ছলনা করেছেন। উনি ব্রহ্মচারী, এক্ষণে ব্রহ্ম উপাসনায় তীর্থে গমন করুন, অরবিন্দ বাবু পরম সুখে সংসার ধর্ম্মে মন দেন—

নদে। আর তোমার ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ দেন।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ ললিতকে বিপদ্‌গ্রস্ত কত্তে তুমি যে সকল কুৎসিত কার্য্য এক দিনের ভিতরে করেছ, তা দশ জন ঠকে দশ বৎসর পরিশ্রম কল্যে পারে না—তুমি, তোমার মোক্তার, আর এই ইনিস্পেক্‌টার সাহেব আমার হাতে বাঁচ্‌বে না।

পু, ই। এ বাবুসাহেব! আমাকে উনি হাজার টাকা দিতে চেয়েছে তা হামি নেন নি—হাম্ কোইকো বাৎ শোন্‌তে নেই মহারাজ।

নদে। আপনারা সব বড় বড় লোক, আমি আপনাদিগের চাইতে নীচে, আমি একটি কথা বলি তাই করুন সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে—ভগা তাঁতীকে আর ললিতকে ইনিস্পাকটারের

জিম্বা করে দেন; বউকে পুলিসে দেওয়া বড় অপমান তাঁকে সোজা পথ দেখ্য়ে দেন তিনি সোনাগাছী চলে যান, না হয় কাশীতে যান, চাঁপার বাড়ীতে থাক্‌তে পারেন, চাঁপা কাশীতে আছে, মামা দেখে এসেছেন।

ললি। নদেরচাঁদ পরনিন্দা তোমার নীচাত্মার পথ্য।

হর। বউটিকে ত্যাগ করি, আপাততঃ তাঁর পিত্রালয়ে পাঠ্য়ে দিই, অরবিন্দ পুনর্ব্বার বিবাহ করুন।

অর। আমার স্ত্রীকে আমি লয়ে কাশী যাই, আপনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করুন।

প্র, প্রতি। অরবিন্দ সকল কথা প্রণিধান করে বোঝ তোমার স্ত্রী হাজার নির্দ্দোষী হন, তাঁর শরীর যে নিষ্পাপ কেহ শপথ করে বল্‌তে পার্‌বে না; তিনি নবীনা যুবতী ইনি নবীন যুবক, একত্রে তিন দিন বাস হয়েছে, এক শয্যায় শয়ন হয়েছে, ইনি অরবিন্দ নন জেনেও তিনি প্রকাশ করেন নি, তখন ভারি সন্দেহ স্থল—অনল ঘৃত একত্রে থাক্‌লে গলাই সম্ভাবনা—তুমি ব্রহ্মচারীকে ওমনি ছেড়ে দিতে চাও দাও, কিন্তু স্ত্রীকে আর গ্রহণ কত্তে পার না।

ভোলা। আপনি উচিত কথা বলেছেন।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনি যে অরবিন্দের পরমবন্ধু, অরবিন্দের দুই বার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, এবং অরবিন্দের মঙ্গল দেবতার স্বরূপ তাঁর কাছে কাছে ছিলেন, এবং অরবিন্দ ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, এ কথা আনুপূর্ব্বিক বয়ের কাছে বলেছিলেন?

যোগ। এই সকল বলাতেই ত তিনি প্রকাশ করা রহিত কল্যেন এবং আমাকে বিশ্বাস কল্যেন।

ললি। জগদীশ্বর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—আপনারা উপায়-হীনা, অবলা, সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা করণের যে

ক্ষীরোদবাসিনী নিরপরাধিনী, তাঁহাকে পীড়ন করা নিতান্ত নির্দ্দয়ের কার্য্য—যোগজীবন যদিও একটি পাষণ্ড হইতেন, যদিও তিনি নদেরচাঁদের করাল কপোল-কল্পিত ভগা তাঁতী হইতেন, যদিও যোগজীবন কেবল সতীত্ব সংহার মানসে এই ছলনা করে থাকিতেন, তথাপি পতিরতা ক্ষীরোদবাসিনীর সতীত্বে দোষ পড়িত না, কারণ যখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি অরবিন্দের পিতা, যিনি অরবিন্দকে বক্ষে করে মানুষ করেছেন, যাঁর চক্ষের মণিতে অরবিন্দের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে, যখন তিনিই যোগজীবনকে অরবিন্দ জ্ঞান করেচেন, তখন ক্ষীরোদবাসিনীর ভ্রম হবে আশ্চর্য্য কি? ভ্রমবশতঃ যদি ক্ষীরোদবাসিনী যোগজীবনকে পতিভক্তিসহকারে পূজা করে থাকেন সে পূজা প্রকৃত অরবিন্দের পদে প্রদত্ত হয়েছে—কিন্তু যখন অরবিন্দ সরলান্তঃকরণে বলিতেছেন, যোগজীবন পরমধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, তাঁহার পরমবন্ধু, জীবনদাতা, হিতসাধক, যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্চে যোগজীবন বিলক্ষণ অবগত ছিলেন কোন্ দিবসে অরবিন্দ আগমন কর্‌বেন, তখন অরবিন্দের মঙ্গল ভিন্ন এ ছলনায় অপর উদ্দেশ্য কোন প্রকারে প্রযোজ্য নহে। যখন এই সকল পরিচয় ক্ষীরোদবাসিনী প্রাপ্ত হলেন, যখন তাঁর বিলক্ষণ প্রতীতি হলো যোগজীবন তাঁর স্বামীর পরম বন্ধু, তাঁর স্বামীর পিতার স্বরূপ, তাঁর স্বামীর জীবনদাতা, আর জানিতে পার্‌লেন তাঁর স্বামী দিবসত্রয় মধ্যে আস্‌বেন, তখন যোগজীবনকে পিতার স্বরূপ জ্ঞান করে ঐ সকল কথা প্রকাশ কর্‌তে কাজে কাজেই বিরতা হলেন—তার জন্য তাঁহাকে অপরাধিনী করা দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়া এবং পরমযোগী যোগজীবনকে চক্রান্তরে পাপাত্মা বলা—যোগজীবনের চরিত্রের যদি অণুমাত্র দোষ থাকিত তাহা হলে ভোলানাথ বাবু যিনি নদেরচাঁদের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়াবধি পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ কচ্চেন, তিনি

কৌশল অনুমোদন করতেন না। স্ত্রীর কলঙ্ক হলে স্বামীর যত মানসিক যন্ত্রণা এত আর কাহারো নয়। অরবিন্দ ক্ষীরোদবাসিনীর স্বামী, উনি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তেছেন ক্ষীরোদবাসিনীর প্রতি তাঁর কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা হয় নাই, অরবিন্দের এতদ্বাক্য সত্বেও আপনারা ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা কর্‌তে চান অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়। আপনারা যদি অলীক লোকাপবাদ ভয়ে চিরদুঃখিনী পতিপ্রাণা সতীকে পতিপরায়ণা সীতার ন্যায় বনবাসে প্রেরণ কর্‌তে চান, অরবিন্দের মহান্তঃকরণ জাত প্রস্তাবে সম্মতি দেন, তিনি তাঁহার পবিত্রা প্রণয়িনীকে লয়ে কাশীতে বাস করুন।

অর। ললিতবাবু তুমি সাধু ব্যক্তি, তোমার বক্তৃতায় আমার মন সম্যক্ দ্বিধাশূন্য হলো—আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে বল্‌চি, আমার স্ত্রী পবিত্রা। পিতার মনে দ্বিধা থাকে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আমার চিরদুঃখিনী রমণীকে গ্রহণ করে যোগজীবনের অকৃত্রিম অলৌকিক স্নেহের পরিশোধ দিই—আমি মৃত্যুশয্যায় যখন পতিত ছিলেম, তখন কেবল যোগজীবনের মুখ অবলোকন কত্তেম আর ভাব্‌তেম স্বয়ং প্রভু ভগবান্ আমায় ক্রোড়ে করে বসে আছেন—যোগজীবনের কি বিশুদ্ধ চিত্ত, কি মহদন্তঃকরণ তা আমি বিলক্ষণ জানি।

হর। মেজোখুড়ো সদুপায় বলুন।

প্র, প্র। মাথা মুণ্ডু কি বল্‌বো—লোকাপবাদ অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর নাই—স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে সতীত্বময়ী গর্ভবতী সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন—অরবিন্দ আমাদের মতাবলম্বী না হন, উনি ওঁয়ার স্ত্রীকে লয়ে দেশান্তরে যান।

হর। কাজে কাজেই—হা পরমেশ্বর। তোমার মনে এই ছিল, আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব অরবিন্দ দ্বাদশ বৎসর পরে ঘরে

এল একবার ক্রোড়ে লতে পেলেম না—হা ব্রাহ্মণি! তুমি স্বর্গে বসে আমার দুর্গতি দেখ্‌চো—তুমি একবার এস, তোমার অরবিন্দ বনবাসী হয়, ধরে রাখ—(রোদন)

যোগ। পিতা আপনি রোদন সম্বরণ করুন—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আপনার প্রাণাধিক অরবিন্দকে নিষ্কলঙ্কে আপনার অঙ্কে প্রদান করে গমন কর্‌বো—যে অরবিন্দের জীবন রক্ষা হেতু আমি ক্ষুধা পিপাসা পরিত্যাগ করিছি, গিরিগুহায়, পর্ব্বতশৃঙ্গে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে, জনশূন্য নদীর কূলে, সমুদ্রের বালির উপরে, বাস করিছি, খণ্ডগিরি ধামে যে অরবিন্দ পীড়িত হলে ক্রোড়ে করে দিবাযামিনী রোদন করিছি, সেবা শুশ্রূষা দ্বারা যে অরবিন্দকে মৃত্যুর গ্রাস হতে কেড়ে লইচি, সে অরবিন্দ আমার বুদ্ধির ভ্রমে কখনই মনস্তাপ পাবে না। আমি কে তা আপনারা কেউ জানেন না, আমিও এতক্ষণ, অরবিন্দ কেমন কৃতজ্ঞ, ললিত কেমন বিজ্ঞ, আর নদেরচাঁদ কেমন পাজি, জান্‌বের জন্য, তাহা প্রকাশ করি নি—আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়েছে—আর আমার ব্রহ্মচারীর বেশে প্রয়োজন কি—আমার পাকা দাড়িও কৃত্রিম, কাঁচা দাড়িও কৃত্রিম—আমি স্ত্রীলোক, পুরুষ নই—

(ভিতরকার শাড়ী ব্যতীত সমুদায় অঙ্গাবরণ, শ্মশ্রু, জটা পরিত্যাগ)

পণ্ডি। মলিন হয়েছেন তবু বাছার কি লাবণ্যের জ্যোতি, যন জনকনন্দিনী অশোকবন হতে বার হলেন—আপনি কে মা?

হর। উনি ক্ষত্রিয়াণীর মেয়ে, আমি যখন সপরিবারে কাশী তে বাড়ী আসি উনি মেয়েদের সঙ্গে এসেছিলেন, ওঁর নাম াপা।

অর। চাঁপা তুমি আমার জন্যে এত ক্লেশ পেয়েছ।

ভোলা। আপনার যখন ব্রহ্মচারীর বেশ ছিল, তখন াপনাকে পিতা বলিচি, এখন আপনি মেয়ের বেশ ধারণ

পু, ই। আমি বড় হায়রাণ হয়েছে—এ ত আউরাৎ—নদেরচাঁদ বাবু হাম যায়।

[পুলিস ইনিস্পেক্টর এবং কনষ্টেবলদ্বয়ের প্রস্থান।

শ্রীনা। (নদেরচাঁদের গলা টিপিয়া) তোমার পুলিস বাবা গেল, তুমি যাও—ও ব্যাটা হারামজাদা, নচ্ছার।

নদে। মেরে ফেল্লে গো—ও ইনিস্পেক্টার সাহেব, একবার এস আমারে বাঁচাও, তোমারে যে টাকা দিইচি তা ফিরে নেব না—

শ্রীনা। এই যে টাকা। (সজোরে গলাটিপ)

নদে। ও মা গেলুম—শ্রীনাথ মামা তোর পায় পড়ি ছেড়ে দে—(গলাটিপ)—গলা ছেড়ে দে—(গলাটিপ) গলার হাড় ভেঙ্গে গেল—মাত্তে হয় পিটে গোটাতুই কিল মার্—(গলাটিপ)—একেবারে গলার হাড়খান ভেঙ্গে গেল—তোমার কিন্তু হাড় জোড়া দিয়ে দিতে হবে। শ্রীনাথ মামা তোর পায় পড়ি কিল আরম্ভ কর্, গলা ছেড়ে দে—(পৃষ্ঠে বজ্রমুষ্টিদ্বয় প্রহার)—ও মা গেলুম, গলা ধরে কিল মাচ্চে—গলা ছেড়ে দিয়ে কিল মার্—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপনার বাড়ীতে কুলীনের ছেলের অপমান হলো—

হর। তুমি বাপু কুলীনের ছেলে নও, তুমি কুলীনের কালপ্যাঁচা—

ভোলা। শ্রীনাথ কেন বাঁদরটারে নিয়ে তামাসা কচ্চো ?

সিদ্ধে। ভোলানাথ বাবু আপনার ভাগ্নে কেমন সৎ তা তো দেখ্লেন।

ভোলা। জানাই আছে।

সিদ্ধে। আপনি অনুমতি করুন ওর জিব্‌টে আমরা কেটে নিই।

দৌড় দিয়ে শ্রীরামপুর যাই, তার পর যদি আর এমুখ হই আমি শালার বেটার শালা।

[নন্দেরচাঁদের বেগে প্রস্থান।

যজ্ঞে। মহাশয় আমি পারিতোষিক পেতে পারি কি না? পুলিস দারগা এক রকম দিয়েছেন।

অর। আপনি অবশ্য পুরস্কার পাবেন—আপনাকে আমি হাজার টাকা দেব।—আপনি যে বল্যেন পিতার নাম সম্বলিত পাড়বিশিষ্ট একখানা কাপড় যোগজীবনের ঝুলিতে ছিল সে কাপড়খানি কোথায়?

যজ্ঞে। ঝুলিতেই আছে।

যোগ। (ঝুলি হইতে বস্ত্র বাহির করিয়া) এই সে বস্ত্র।

অর। এ ত একখানি ছোট শান্তিপুরে ধুতি—পেড়ে লেখা দেখ্‌চি—"হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় দুহিতা তারা সুন্দরী"—

হর। এ বস্ত্র আমার তারার পরনে ছিল—চাঁপা তুমি এ বস্ত্র কোথায় পেলে?

যোগ। তারার নিকটে পেলেম।

হর। আমার তারা কি জীবিতা আছেন? আমার তারা কি পবিত্রা আছেন?

যোগ। অযোধ্যার পরম ধার্ম্মিক মহীপৎ সিং তারাকে কন্যারূপে প্রতিপালন করেছিলেন, আপনাকে দিবার জন্য তারাকে তিনি কাশীতে লয়ে আসেন—কিন্তু কাশীতে মহীপতের মৃত্যু হওয়াতে, আমি মধ্যবর্ত্তী থেকে ভোলানাথ বাবুর সহিত তারার পরিণয় হয়েছে—ভোলানাথ বাবু আপনার পরমাত্মীয়, আপনার জামাতা।

হর। চাঁপা তুমি আমার লক্ষ্মী, তোমার কল্যাণে আমার পুত্র কন্যা জীবিত পেলেম—আমি এই দণ্ডে শ্রীরামপুর যাব, আমার প্রাণাধিকা তারাকে দেখে জীবন জুড়াব, আমি তারাকে দেখলেই চিনতে পারবো তারার বাম হাতে একটি [illegible] আঙ্গুলি

অতিরিক্ত আছে—এখানে সকলেই আমার আপনার জন, কেউ কোন কথা প্রকাশ কর না।

যোগ। আপনার বাড়ীতে আপনার তারা এসেছেন, ভোলানাথ বাবু সমভিব্যাহারে লয়ে এসেছেন। ভোলানাথ বাবু আপনি বাড়ীর ভিতরে যান, আপনার ধর্ম্মপত্নীকে প্রেরণ করুন।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

অর। ভোলানাথ বাবু যার জন্যে কাশীতে বিপদে পড়েন সে আমার—

যোগ। অরবিন্দ বাবু আপনি ললিতমোহনকে সুপাত্র বিবেচনা করেন কি না ?

অহল্যার প্রবেশ।

অহল্যা, তুমি অতি ভাগ্যবতী, তোমার কাছে আমি স্বীকৃত ছিলেম তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ কর্য়ে দেব—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তোমার পিতা, অরবিন্দ বাবু তোমার ভ্রাতা, তোমার নাম তারা।

হর। জগদীশ্বর! তুমি মঙ্গলময়—আমরা তোমার হস্তে বালিকাদের খেলিবার পুতুল। আহা! আহা! এমন সময় আমার ব্রাহ্মণী কোথায়! ব্রাহ্মণি একবার একদিনের জন্যে ফিরে এস, আনন্দউৎসব দেখে যাও, তোমার অরবিন্দ বাড়ী এসেছে, তোমার হারা তারা পাওয়া গিয়েছে, তারার শোকে ব্রাহ্মণী আমার প্রাণত্যাগ করেন—হা ব্রাহ্মণি! হা ব্রাহ্মণি— (রোদন)

যোগ। পিতা আপনি কাঁদেন কেন ? দেখুন তারা অবাক্ হয়ে রোদন কচ্চে—পিতা তারা আপনাকে প্রণাম কচ্চে—

(হরবিলাসের চরণে তারার প্রণাম।)

তেমনটি আছেন, দেখি মা তোমার বাম হস্ত দেখি। (অহল্যার বাম হস্ত ধারণপূর্ব্বক) এই দেখ মায়ের বাম হস্তে সেই অতিরিক্ত অঙ্গুলিটি আছে—আমার আনন্দের সীমা নাই আমার মা লক্ষ্মী ঘরে এসেছেন—আমার আরো আনন্দের বিষয় আমার মা লক্ষ্মী ভোলানাথ বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্যের রাজ্যেশ্বরী হয়েছেন।

যোগ। অহল্যা আমার কাছে এস, আমি সেই যোগজীবন ব্রহ্মচারী—

অহ। আমরা উপর হতে সব দেখিছি।

শ্রীনা। মহাশয় যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী বাঁকি থাকেন কেন, যদি অনুমতি করেন আমি ওঁর দাড়ি উৎপাটন করি—

যজ্ঞে। মরে যাব—সাত দোহাই বাবা আমার গজানো দাড়ি—তোমাদের উড়ে চাকর একদিন এক গোছা দাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে, তার জ্বালা সামলাতে পারি নি—

হর। আপনি কি ছদ্ম বেশ ধরে আছেন, না আপনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী?

যজ্ঞে। বাবা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন—তুমি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে রহ—আমাকে কান কথা জিজ্ঞাসা কর না।

শ্রীনা। তুমি কে তা না বল্‌লে আমি কখন ছাড়্‌বো না, তামার দাড়ি নেড়ে দেখ্‌বো—(দাড়ি ধরিতে হস্ত প্রসারণ।)

যজ্ঞে। মরে যাব, একেবারে মরে যাব—সাত দোহাই বাবা দাড়ি ছুঁয়ো না—আমি কে তা প্রকাশ হলে আমি গারিব লোক মারা যাব।

অর। এখানে সকলি আমাদের লোক, আপনি নির্ভয়ে ল্‌তে পারেন।

যজ্ঞে। বাবা আমি বাখরগঞ্জ জেলার মনিবগড় কাছারির ায়েব, আমার নাম বাউলচাঁদ ঘোষ। মনিব মহাশয় এক ঘর নিদি গৃহস্থের ঘর জ্বালায়ে দেন [illegible]

পেটের দায় সঙ্গে ছিলেম—পুলিস আস্‌বামাত্র আমি পটল তুল্যেম—তার পর গবর্ণমেণ্টো আমার গ্রেপ্তারের জন্য তিন হাজার টাকা পুরস্কার ছাপ্‌য়ে দিলে—আমি ব্রহ্মচারী হয়ে কাশী গেলেম। আমার তহবিল খাঁক্‌তি, যোগজীবন টাকা দেবে বলে এখানে নিয়ে এল—

অর। আপনাকে আমরা হাজার টাকা দিচ্চি।

ভোলানাথের হস্ত ধরিয়া লীলাবতীর প্রবেশ।

ভোলা। অরবিন্দ বাবু এই তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, লীলাবতী।

অর। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর বাবু লীলাবতীর সমুদয় কথা আমায় বলেছেন—ললিত প্রথমে জান্‌তে পারেন নি লীলাবতী আমার ভগিনী, আমার সাক্ষাতে পরমানন্দে লীলাবতীর অলৌকিক রূপ লাবণ্য বর্ণন কত্তেন এবং বল্‌তেন তাঁর দেহ যদি দশ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করা যায় প্রত্যেক খণ্ডে দেখ্‌তে পাবে এক একটি লীলাবতী মূর্ত্তিমতী। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের সহিত আমার সহসা সৌহার্দ্দ হলো, মনে মনে কল্পনা কল্যেম ভবনে গমন করিবা মাত্র লীলাবতীর সহিত ললিতের বিবাহ দেব—

হর। (ললিতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) বাবা ললিত আমি তোমার মনে অনেক ক্লেশ দিইচি, কিন্তু আমি তোমাকে অরবিন্দ অপেক্ষা স্নেহ করি—তুমি আমার লীলাবতীকে অতিশয় ভাল বাস, আমার লীলাবতী তোমার নাম করে জীবন ধারণ কচ্চেন—আজ আমার মহানন্দের দিন, কিন্তু যতক্ষণ তোমার সহিত লীলাবতীর পরিণয় সম্পাদন না হচ্চে ততক্ষণ আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হচ্চে না—(ললিতের হস্তের উপর লীলাবতীর হস্ত রাখিয়া)

আত্মীয়-স্বজন-গণ সুখে সম্ভাষিয়ে,
তনয়ার মনোভাব মনেতে বুঝিয়ে,
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে সানন্দ অন্তরে,
অর্পিলাম লীলাবতী ললিতের করে।